মাধবসঙ্গীত

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

পরশুরাম রায়ের

মাধবসঙ্গীত

সম্পাদনা

অমিতাভ চৌধুরী এম. এ.
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

ভাদ্র, ১৩৭১

মূল্য—পনের টাকা

প্রকাশক :
রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

মুদ্রক :
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

ঋণস্বীকার

এই বই ছাপা হওয়ার সময় সর্বাগ্রে যে-তিনজনের নাম মনে পড়ছে, যাঁদের কাছে আমার ঋণ সবচেয়ে বেশী, সেই তিনজনই আজ পরলোকে। প্রথমেই উল্লেখ করি বিশ্বভারতীর পরলোকগত উপাচার্য ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচির নাম। তিনিই মাধব-সঙ্গীতের একটি পুঁথি সংগ্রহ করে সম্পাদনার ভার আমাকে দেন এবং নানাসময়ে নানাভাবে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করেন। তাছাড়া বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথিশালার ভারও তিনিই আমাকে কয়েক বছরের জন্যে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

আর প্রণাম জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তকে। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে সংযোজন ও বর্জনের অনেক নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। দুঃখ এই, তাঁর এবং ডক্টর বাগচির হাতে মুদ্রিত মাধবসঙ্গীত তুলে দিতে পারলাম না।

ছাপার অক্ষরে এই বই দেখলে সবচেয়ে বেশী খুশী যে-হত, সে—আমার প্রিয়তম বন্ধু শুভময় ঘোষও আজ আমাদের মধ্যে নেই। পুঁথিনকল আর ভূমিকারচনার সময় সারাক্ষণ সে আমাকে উৎসাহ দিত। শুভময়কে মুদ্রিত মাধবসঙ্গীত দেখাতে পারলাম না, এই আপশোস আমার কোনদিন যাবে না।

এই তিনজন ছাড়া আরও অনেকের কাছে আমি ঋণী। যেমন শ্রীসুধীরঞ্জন দাস—বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য। ডক্টর বাগচির তত্ত্বাবধানে ১৯৫৪ সনে আমি এই পুঁথি নিয়ে কাজ শুরু করি। তখন পুরী থেকে পাওয়া একটি পুঁথিই ছিল অবলম্বন। ১৯৫৬ সনের জানুয়ারী মাসে, মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে ডক্টর বাগচি এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন ছাপাখানায় দেন। তারপর নানা পরিবর্তন। ছাপা বন্ধ রইল। আমিও শান্তিনিকেতন ছেড়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিলাম। অধ্যাপনা থেকে এলাম সাংবাদিকতায়।

ইতিমধ্যে পাওয়া গেল আর একখানা পুঁথি। সে-সময় ছাপা বন্ধ হয়ে ভালই হয়েছিল। ১৯৬০ সনে শান্তিনিকেতন গিয়ে দু'টো পুঁথি মিলিয়ে আবার কাজ শুরু করি। এবং এই ব্যাপারে তখন আমাকে সাহায্য করেছিলেন শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। তিনি আমাকে আবার ডেকে না নিয়ে গেলে কাজটা আর পুরো হতে পারত না। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার কয়েকজন অধ্যাপক, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন, ডঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

সপ্ততীর্থ, ডঃ নগেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, শ্রীঅশোকবিজয় রাহা, শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ডঃ কুঞ্জবিহারী দাস, শ্রীশান্তিপ্রিয় রায়, শ্রীরণজিৎ রায়, ডঃ সুশীল রায়, শ্রীবিশ্বজিৎ রায়, শ্রীঅভীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীনরেন্দ্রনাথ গিরি, শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামলকুমার চক্রবর্তী, শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত, শ্রীগৌরীশ্বর ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজবিহারী দাস, শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক, ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং—শেষোক্ত হলেও অন্যূন—সুনন্দা চৌধুরী। এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং বলা বাহুল্য, নামের এই তালিকা ঋণের পরিমাণানুক্রমিক নয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবন
কলকাতা-১
১৩৭১ সন

অমিতাভ চৌধুরী

ভূমিকা

পুঁথি-পরিচিতি

এই গ্রন্থসম্পাদনের কাজে দু'টি পুঁথি ব্যবহার করেছি। দু'টিই বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথিশালার সংগ্রহ। তার মধ্যে ৯১৪ সংখ্যক পুঁথিটি ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচি ওড়িষ্যায় পেয়েছিলেন ১৯৫২ সনে। মালিক ছিলেন কটকনিবাসী স্বর্গীয় রাধাশ্যাম দত্ত। পরে মালিক হন পুরীর প্রবাসী বাঙালী গোলকপ্রসাদ রায়। কয়েক পুরুষ তাঁরা ওড়িষ্যার অধিবাসী। এই অখণ্ডিত পুঁথির আকার ১৩"×৫" ইঞ্চি। নাম 'মাধবসঙ্গীত'। রচয়িতা পরশুরাম রায়। একই হাতের সুন্দর ছাঁদের পরিষ্কার হস্তাক্ষর। তুলোট কাগজে দু' পৃষ্ঠায় লেখা। পত্রসংখ্যা ৯৫। প্রতিপৃষ্ঠায় মোটামুটি দশটি ছত্র। লিপিকরের নাম নেই। কালজ্ঞাপক কোন পুষ্পিকা শ্লোকও নেই। শুধু শেষ পৃষ্ঠার দক্ষিণ কোণে লেখা আছে—"শকাব্দা ১৬৮১ সাল সন ১১৬৬ সাল"। অর্থাৎ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ। লিপিকাল নিশ্চয়ই তাই।

দ্বিতীয় পুঁথিটির সন্ধান প্রথম দেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন। বাংলা ১৩৩৩ সনের মাঘমাসের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় "বিপ্র পরশুরাম" নামক এক প্রবন্ধে তিনি 'মাধবসঙ্গীত' পুঁথির উল্লেখ করেন। তিনি জানান, বীরভূম জেলার বাতিকার গ্রাম নিবাসী শ্রীশশধর ঘোষের বাড়িতে ঐ নামের এক পুঁথি আছে। ঐ পুঁথির লিপিকাল বাংলা ১১৯৩ সন।

১৯৫৪ সনের ১৭ই নবেম্বর আমি সেই গ্রামে গিয়ে ঘোষমশায়ের বাড়িতে পুঁথিটির খোঁজ করি। কিন্তু সন্ধান পাইনি। আমার সঙ্গে সাহিত্যরত্নও ছিলেন। তবে ঐ পুঁথিটিই কয়েক বছর পর পাওয়া গেল। বাতিকার গ্রামেরই মেয়ে শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস ১৯৫৮ সনে বিশ্বভারতী পুঁথিশালায় কয়েকটি বাংলা পুঁথি উপহার দেন। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে একখানা মাধবসঙ্গীত। পাঠ করে দেখা যায়, এইটিই সাহিত্যরত্ন কর্তৃক বর্ণিত সেই নিরুদ্দিষ্ট পুঁথি।

বিশ্বভারতী পুঁথিশালার এই দ্বিতীয় পুঁথিটির সংখ্যা ১৫০০। আকার ১২"×৪½"। পত্রসংখ্যা ১৩৭। দুই হাতের লেখা। পরিষ্কার, তবে প্রথমে বর্ণিত পুঁথিটির মত ছাঁদ সুন্দর নয়। তুলোট কাগজের প্রতি পৃষ্ঠায় মোটামুটি নয় ছত্র রয়েছে। লিপিকাল ১১৯৩ সন। লিপিকর দু'জন। রাধারমণ ঘোষ ও রাধাকৃষ্ণ সিংহ। এই পুঁথিও অখণ্ডিত। তবে প্রথম পুঁথির শুরুতে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোক আছে, তার প্রথমাংশ নেই। এবং শেষ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"ইতি শ্রীমাধবসঙ্গীত গ্রন্থ সংপূর্ণং। লিখিতং শ্রীরাধারমণ ঘোষ তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ শাকিম বাতিকার॥ সন ১১৯৩ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র মঙ্গলবার

শুক্লা ষষ্ঠী। শকাব্দা ১৭০৮।৪।১৫।৮ সমাপ্ত…গ্রন্থ…আদর্শ শ্রীমৎ গোপীচরণ দাস বৈরাগীঠাকুর মোকাম ৺পাএরের আখড়া। লিখিতং বহু যত্নেন যশ্চোরয়তি পুস্তক। শূকরী তস্য মাতা পিতা চ ভব গর্দ্দভ॥ শ্রীশ্রী॥ শ্রীশ্রী৺॥ একশত সপ্তত্রিংশৎ পত্রে মাধবসঙ্গীত গ্রন্থ সমাপ্ত।"

এই দু'টি পুঁথি ছাড়া পরশুরামের অন্য কোন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়নি। বীরভূমের ইলামবাজার থানার অন্তর্গত পায়ের গ্রামে দ্বিতীয় পুঁথিটির আদর্শেরও খোঁজ করি, পাইনি।

মাধবসঙ্গীত ইতিপূর্বে অমুদ্রিত মূল্যবান পুঁথি। আলোচনার সুবিধার জন্যে তারপর থেকে পুরী থেকে সংগৃহীত প্রথম পুঁথিকে ক-পুঁথি এবং বাতিকার থেকে সংগৃহীত দ্বিতীয় পুঁথিকে খ-পুঁথিরূপে বর্ণনা করব।

এই গ্রন্থসম্পাদনায় মাত্র দু'টি পুঁথি ব্যবহার করায় আদর্শ পুঁথি হিসাবে বিশেষ কোন একটিকে গ্রহণ করিনি। দু'টির পাঠের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও নেই। তবে প্রাচীনতার জন্যে ক-পুঁথিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পাঠকালে যেক্ষেত্রে ক-পুঁথির তুলনায় খ-পুঁথির পাঠ বেশী উপযুক্ত মনে হয়েছে, সেক্ষেত্রে অবশ্য খ-পুঁথির পাঠই ব্যবহার করা হয়েছে এবং পাদটীকায় ক-পুঁথির পাঠান্তর দেওয়া হয়েছে। তেমনি ক-পুঁথির পাঠ ব্যবহারকালে পাঠান্তর আছে খ-পুঁথির। ক-পুঁথি অপেক্ষা খ-পুঁথিতে কিছু অতিরিক্ত পাঠ পাওয়া গেছে। সেই অতিরিক্ত পাঠ ব্যবহার করে পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে অতিরিক্ত পাঠ কতখানি। ক-পুঁথিতেও সামান্য অতিরিক্ত পাঠ আছে। লিপিকর-প্রমাদবশতঃ দুই পুঁথিতেই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে একটি দু'টি পঙক্তি হঠাৎ বাদ পড়ে গেছে। একটিতে বাদ পড়লে অন্যটিতে পাঠ পাওয়া গিয়েছে। যে যে পঙক্তি কোনটিতেই আদৌ পাওয়া যায়নি, তা কষ্টকল্পনায় পূর্ণ করিনি, ফাঁকাই রেখেছি।

বানানপ্রসঙ্গ

দুই পুঁথিতেই লিপিকর-প্রমাদ আছে। তবে বানানের যথেচ্ছচারিতা অন্য অনেক পুঁথির তুলনায় অত্যধিক নয়। শ-স-ষ, জ-য, হ্রস্ব-ই-দীর্ঘ-ঈ এবং হ্রস্ব উ-দীর্ঘ-ঊর বিকৃতিই বেশী। তুলনায় খ-পুঁথিতেই লিপিকর-প্রমাদ বেশী। যেগুলি স্পষ্টত লিপিকর-প্রমাদ, সেগুলিকে মুদ্রণের সময়ও বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখি না। তাই সম্পাদনায় "শুসিতলকে" 'সুশীতল', "আমীকে" 'আমি', "জোযনাকে" 'যোজনা' করেছি।

তাছাড়া দেখা গেছে একটি পুঁথিতে "য" স্থলে "জ" বা "শ" স্থলে "স" ব্যবহার করলেও অন্য পুঁথিতে ঐ জায়গায় সঠিক বানান "য" এবং এবং "শ" রাখা আছে।

হ্রস্ব দীর্ঘের বেলায়ও মোটামুটি তাই। এই পুঁথিসম্পাদনাতে সেই কারণেই জ-য, শ-স-ষ এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের বানান যথাসম্ভব শুদ্ধভাবেই দেওয়া হয়েছে। বৈশিষ্ট্যমূলক অন্যান্য বানান অবশ্য যথাযথ রাখার চেষ্টাই করেছি।

পুঁথি দু'টির বানানে মোটামুটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই :—

১. ই-কার এবং ঈ-কারভেদ সব সময় রাখা হয়নি।
 যথা—আমী, তুমী, তুরিয়, আচরী, হাসী, হিন ইত্যাদি।

২. উ-কার এবং ঊকারের ক্ষেত্রেও তাই।
 যথা—প্রভূ, শুন্য, পুর্ণ ইত্যাদি।

৩. ব্যঞ্জনবর্ণে অন্তাস্থ-য স্থলে বর্গীয়-জ-এর আধিক্য।
 যথা—জুগল, জুবতি, জিবনি, জখন, জেন ইত্যাদি।

৪. তালব্য-শ, দন্ত্য-স এবং মূর্ধ্যন্য-ষ-এর ব্যবহারে বিশৃংখলা।
 যথা—শুসিতল, শঙ্কেত, পঞ্চাষ, প্রসংসা ইত্যাদি।

৫. আ, ই স্থলে সানুনাসিক ঞ প্রয়োগ।
 যথা—খাইঞা, নাঞি, বড়াঞি, কানাঞি ইত্যাদি।

৬. য় স্থলে এ স্বরের ব্যবহার। কোথাও কোথাও আ, উ, ই স্বরের ব্যবহারও আছে।
 যথা—করএ, প্রলএর, বেআন, গাঁথিআছে, বিধাইনি, প্রদাইনি, আউধ, মউর, অবঅব ইত্যাদি।

৭. ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে অতিরিক্ত সানুনাসিকতার প্রবণতা।
 যথা—শাঁপ, রাখোঁ ইত্যাদি।

৮. ণ এবং ন-এর বিশৃঙ্খলা।
 যথা—জিবণ, স্রবন ইত্যাদি।

৯. দ্বি-স্বর বর্তমান রেখে হৈছে হৈলা, হৈঞা, হৈতে ইত্যাদি বানানের প্রয়োগ।

১০. কোথাও কোথাও ঔ-কারের দ্বিখণ্ডিত প্রয়োগও আছে।
 যথা—কউতুক, জউতুক ইত্যাদি।

১১. বিকৃত তৎসম বানান যথেষ্ট।
 যথা—নিবির্ত্তি, কুৎস্রা, সতিত্ত্ব, মির্থ্যা ইত্যাদি।

১২. চন্দ্রবিন্দু স্থলে 'ন্দ' ব্যবহার প্রচুর।
 যথা—চান্দ, ফান্দ ইত্যাদি। খ-পুঁথিতেই এই প্রয়োগ বেশী।

পুঁথি দু'টিতে বাংলা পাঠের মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। পুঁথির বাংলা অংশই আলোচনার বিষয় হওয়াতে এবং সংস্কৃত শ্লোকের অব্যবহিত পরে বা আগে কবি নিজেই কবিতার আকারে তার ভাবার্থ দেওয়ায় পৃথকভাবে সংস্কৃত

শ্লোকের কোন বাংলা অনুবাদ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। সংস্কৃত শ্লোকে লিপিকর-প্রমাদ অসংখ্য। ভ্রমাত্মক হওয়া সত্ত্বেও বহু স্থলে এইসব পদ মূল পুঁথির মতই যথাযথ রাখা হয়েছে।

দু'টি পুঁথিতেই কোন পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়বিভাগ নেই। কয়েকটি গীতের গ্রন্থনায় কাহিনীর প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে অগ্রগতি। পাঠের সুবিধার জন্যে সম্পাদনাকালে পুঁথিকে চৌদ্দটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

অনেক চেষ্টা করেও দু' একটি ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের বা পুরো বাক্যের শুদ্ধপাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক পদই রাখা হয়েছে। যেমন—নিসসি উসসি ধনি বেণী করে কোল (২৯৬ পৃষ্ঠা), যে পুন অধীন লোক সেহো তারে তাজে (২০২ পৃষ্ঠা)। এমন দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি আছে।

গ্রন্থনাম

গ্রন্থের নাম মাধবসঙ্গীত[১]। ক-পুঁথির সুরুতে লেখা আছে "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। অথ মাধবসঙ্গীত গ্রন্থ লিখ্যতে।" খ-পুঁথির শেষে লেখা আছে,—"একশত সপ্তত্রিংশৎ পত্রে মাধবসঙ্গীত গ্রন্থ সমাপ্ত।" ভণিতায়ও মাধবসঙ্গীত নামের উল্লেখ আছে।

১. পরশুরামের বহু গুরুপদে ধ্যান।
মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান॥

(পৃষ্ঠা ২৯ ও ৫৭ পৃষ্ঠা)

২. গুরুকৃপা নবলেশ আবেশবিহিত।
রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত॥

(পৃষ্ঠা ৬৬)

৩. গুরু পদোচিত মাধবসঙ্গীত
রচিল পরশুরাম॥

(পৃষ্ঠা ৬৭)

দু' একটি পদের ভণিতায় উল্লেখ আছে "সঙ্গীতমাধব"। যেমন—

শ্রীগুরুদেবের পদ কৃপা অনুভবে।
রচিল পরশুরাম সঙ্গীতমাধবে॥

(পৃষ্ঠা ১২)

---

১ প্রাচীন পুঁথি হওয়াতে 'সংগীত' শব্দের বানান আগাগোড়া পুরোনো মতে 'সঙ্গীত' রাখা হয়েছে।

এক্ষেত্রে "অনুভবের" সঙ্গে মিলের খাতিরেই মাধবসঙ্গীতকে সঙ্গীতমাধব করা হয়েছে।

'মাধবসঙ্গীত' নামে আর কোন বাংলা বই আছে বলে জানি না। তবে 'সঙ্গীত-মাধব' নামে আরও কয়েকখানি সংস্কৃত বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ আছে যে, কবি গোবিন্দদাস সংস্কৃত ভাষায় 'সঙ্গীতমাধব' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। পুঁথিটি পাওয়া যায়নি।

পরশুরাম রায় রচিত 'মাধবসঙ্গীত' মাধব সম্পর্কিত সংগীত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী। শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'মাধব' শব্দের ব্যবহার এই গ্রন্থে প্রচুর। মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'মাধব' শব্দের ব্যবহার কম। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব 'মাধব' শব্দের বহুল প্রচলন করেন।[১] মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 'মাধব' শব্দের ব্যবহার নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাত্র দুবার[২] 'মাধব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণবসাহিত্যে জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রভাবে 'মাধব' শব্দের বহুল প্রচলন হয়।

তাছাড়া 'মাধব' শব্দের অন্য অর্থ মধুর। দু' একটি ভণিতায় পাঠান্তরে 'মাধব' শব্দের পরিবর্তে 'মধুর' শব্দের ব্যবহার আছে। (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৭৯)। এই বই রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক হওয়াতে মধুর সংগীতও বটে। এবং সে হিসাবে মাধবসঙ্গীত নাম আরও সার্থক।

ভণিতা

গ্রন্থে বিভিন্নস্থানে যে সকল ভণিতা আছে, নিম্নে তার কয়েকটি দেওয়া গেল। ভণিতায় বারবার কবির গুরুভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। উভয় পুঁথিতেই বিপ্র, দ্বিজ বা অন্য কোন শব্দ নামের আগে নেই। ক-পুঁথিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরশুরাম নাম স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। খ-পুঁথিতে অনেক জায়গায় লেখা আছে 'পরসরাম' বা 'পরষরাম।' দু'টিই বিকৃত বানান বলে ধরা যেতে পারে।

১. পরশুরামের এই পরম বাসনা।
মাধবসঙ্গীত মহাপ্রভুর বন্দনা॥

(পৃষ্ঠা ৬)

২. কঞ্জচরণে মণিমঞ্জীর ঝংকৃত ঝলমল নখমণি উজরকিরণে
পদতলে অমল সরোরুহ শীতল পরশুরাম রহু শরণে॥

(পৃষ্ঠা ৭)

---

১ রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ। (গীতগোবিন্দ)

২ দ্রঃ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃষ্ঠা ১৯, ১৩৪।

৩. হৃদয় নিহিত মান বনি বনমালং।
পরশুরাম মন লোচন জালং॥
(পৃষ্ঠা ৮)

৪. শ্রীগুরুদেবের পদ কৃপা অনুভবে।
রচিল পরশুরাম সঙ্গীতমাধবে॥
(পৃষ্ঠা ১২)

৫. আপনি কলম ধরি লিখন করেন হরি
পরশুরামের মাত্র নাম॥
(পৃষ্ঠা ১৫)

৬. পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান।
মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান॥
(পৃষ্ঠা ২৯, ৫৭, ১৭০)

৭. রচিল পরশুরাম করি পরিহার।
শুনিলে জানিএ কৃষ্ণ প্রিয় পরিবার॥
(পৃষ্ঠা ৩৯)

৮. পরশুরামের মনে আন[১] নাহি তোমা বিনে
তুমি আমার হবে কত দিনে॥
(পৃষ্ঠা ৪০)

৯. শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম কৃপার বিহিত।
রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত॥
(পৃষ্ঠা ৪৬)

১০. কহ শ্রীমুখের বাণী কহিলে কারণ জানি
কাতর পরশুরাম ভাষে॥
(পৃষ্ঠা ৮২)

১১. শুনিঞা পরশুরাম আশাবন্ধ মনে।
পাইব ভক্তির লেশ মহাপ্রভুর গুণে॥
(পৃষ্ঠা ৮৭)

১২. পরশুরামের রহু গুরুপদআশ।
দেহ পদছায়া প্রভু মনোহরদাস॥
(পৃষ্ঠা ৯৫)

১ মূল গ্রন্থে মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ 'আর' হয়ে গেছে।

১৩. পরশুরামের শুনি ত্রাস পাইল মনে।
না জানি রসিক রায় কত বন্ধ জানে ॥

(পৃষ্ঠা ১০১)

১৪. মরাল গমন নখ কমলচরণ।
তঁহি সে পরশুরাম লউছি শরণ ॥

(পৃষ্ঠা ১০২)

১৫. পরশুরামের যত এই অনুভবে।
মাধব সাধব নিত্য সঙ্গীতমাধবে ॥

(পৃষ্ঠা ১০৪)

১৬. পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান।
শ্রবণে লভিএ রাধাকৃষ্ণের কল্যাণ ॥

(পৃষ্ঠা ১১৪)

১৭. শুনিঞা আনন্দ কৃষ্ণ দিলেন মেলানি।
পরশুরাম বলে ধন্য ধন্য ঠাকুরাণী ॥

(পৃষ্ঠা ১২৯)

১৮. ক্ষেত্রি অবতংস মহারাজবংশ
কুমার শিখরশ্যাম।
যার দেশে বসি সঙ্গীতবিলাসী
রচিল পরশুরাম ॥

(পৃষ্ঠা ১৫১)

১৯. পরশুরামের রহু গুরুপদে নতি।
শুনিলে লভএ যেন রাধাকৃষ্ণ রতি ॥

(পৃষ্ঠা ১৮০)

২০. শ্রীগুরুদেব পদরজ কৃপালেশে।
রচিল পরশুরাম সঙ্গীত বিশেষে ॥

(পৃষ্ঠা ২৫৫)

২১. সহজে পরশুরাম সহচরী ভাবে।
বসন ভূষণ লঞা সঙ্গেসঙ্গে যাবে ॥

(পৃষ্ঠা ২৬৮)

২২. গুরুপদ সরসীজ শরণ বিহিত।
রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত ॥

(পৃষ্ঠা ২৭৯)

২৩. পরশুরামের মন ধরনে না যায়।
লোটাঞা পড়িল যেন ললিতার পায় ॥

(পৃষ্ঠা ২৮৮)

২৪. পরশুরাম পহুঁ করহি মনোরথ।
করকিশলয়গণ দংশী ॥

(পৃষ্ঠা ২৯৫)

২৫. পরশুরামের রহু গুরুপদে আশা।
এহোকালে পরকালে বৈষ্ণব ভরসা ॥

(পৃষ্ঠা ৩১১)

কবি পরিচিতি

বিভিন্ন পরশুরাম

মাধবসঙ্গীত রচয়িতা পরশুরামের জীবনী পুরো কোথাও পাওয়া যায় নি। কবির আত্মপরিচয় এবং পুঁথির অন্যান্য সূত্র থেকে কিছুটা উদ্ধার করা হয়েছে। এই কবির জীবনী ও গ্রন্থরচনাকাল নির্ধারণের পূর্বে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পরশুরাম নামধারী বিভিন্ন কবি সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা জনৈক পরশুরামের কয়েকটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় 'পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল' নামে একটি বই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাপাও হয়েছে। ইনি বিপ্র পরশুরাম বা দ্বিজ পরশুরাম নামে পরিচিত। তাছাড়া গুরুদক্ষিণা, সুদামা-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, রঘুনাথ-চরিত্র ইত্যাদি পালা রচয়িতা অন্য একজন পরশুরামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] সুদামা-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র ইত্যাদি রচয়িতা পরশুরামকে শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত দ্বিজ পরশুরাম নামে

১ দ্রঃ শ্রীসুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০১৪।১০১৫ এবং শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্তের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪০৬।

উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর লেখা 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা কোন পরশুরামের উল্লেখ করেননি। কিন্তু শ্রীসুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে উভয়কে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত ক্ষুদ্রকাব্যগুলি যে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেরই এক একটি পালা, তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশ্বভারতী পুঁথিশালায় পরশুরাম ভণিতায় সুদামা-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, রঘুনাথ-চরিত্র, জন্মলীলা ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্র পুঁথি আছে। তাছাড়া বিপ্র পরশুরাম ভণিতায় একখানি খণ্ডিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যও আছে। এই পুঁথিতে পৃথক পৃথক কয়েকটি পালা আছে। যথা ব্রহ্মশাপ, ধ্রুব চরিত্র, অজামিল উপাখ্যান, প্রহ্লাদ চরিত্র, রাম চরিত্র, গজেন্দ্রমোক্ষণ, সুদামা চরিত্র, জন্মকথা এবং জন্মযাত্রা। তারপরেই পুঁথিটি খণ্ডিত। এই পুঁথিশালায় রঘুনাথ-চরিত্র নামে পরশুরাম ভণিতায় যে পুঁথি আছে, তা ওই কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রাম চরিত্র পালার অনুরূপ। জন্মকথা নামে যে পৃথক পুঁথি আছে, তাও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের জন্মকথা পালার অনুরূপ। জন্মকথা পুঁথির ভণিতায় কবি লিখছেন—

এমন কৃষ্ণের কথা শুন অনুপাম।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গায় দ্বিজ পরশুরাম॥

তাই অনুমান করা কঠিন নয় যে, ঐ সকল ক্ষুদ্র পালার রচয়িতা পরশুরাম ও কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা পরশুরাম একই ব্যক্তি। শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত 'পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "পরশুরামের কাব্যের 'কৃষ্ণমঙ্গলের' ধ্রুব, অজামিল, প্রহ্লাদ, গজেন্দ্র, প্রভৃতি এক একটি উপাখ্যানের কতগুলি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিই পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর বাঙলার স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।"

এখন মাধবসঙ্গীত রচয়িতা পরশুরাম ও কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা পরশুরাম একই ব্যক্তি কিনা বিচার্য। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উভয়কে অভিন্ন মনে করেছেন।[১] কিন্তু স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত উভয়কে অভিন্ন বলে মনে করেন না।[২] আবার স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বিজ পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের আলোচনাকালে[৩] কবিকে মনোহরদাসের শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণমঙ্গলের কোন পুঁথিতেই কবির গুরু হিসাবে মনোহরদাসের নাম নেই। আসলে

১ দ্রঃ 'বিপ্র পরশুরাম' প্রবন্ধ—বঙ্গবাণী, মাঘ, ১৩৩৩ এবং সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৩৪ সাল, প্রথম সংখ্যা।

২ দ্রঃ বঙ্গবাণী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল, পৃষ্ঠা ৪৪২-৪৪৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং) প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৩০। বিচিত্রা পত্রিকা—অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ সাল পৃষ্ঠা ৬৮৭-৬৯০ এবং "পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের" ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৸৶০।

৩ দ্রঃ মালাধর বসু -কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূমিকা।

মাধবসঙ্গীত রচয়িতা পরশুরামের গুরুর নাম মনোহরদাস। সম্ভবত তিনি উভয় পরশুরামকে অভিন্ন কল্পনা করে গোলমাল করে ফেলেছেন।

উভয় কবি যে পৃথক্ ব্যক্তি, সে বিষয়ে সংশয় নেই। মাধবসঙ্গীতের ভণিতায় কোথাও নামের সঙ্গে দ্বিজ বা বিপ্র শব্দ যুক্ত হয়নি। কৃষ্ণমঙ্গলের সর্বত্র 'বিপ্র' বা 'দ্বিজ' পরশুরামের ভণিতা। শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদিত পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থের ভণিতায় আছে—

১. বিপ্র পরুসরামে গায় না ভজিয়া রাঙ্গা পায়
কেমনে তরিবা ভবনদি॥
(কৃষ্ণমঙ্গল পৃষ্ঠা ৩)

২. অভয়ের গীতে আসি কর়ো অবধান।
গোবিন্দ ভাবিয়া বিপ্র পরুসরামে গান॥
(কৃঃ মঃ পৃষ্ঠা ৬)

৩. এমতি কৃষ্ণের কথা অতি অনুপাম।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ পরুসরামে গান॥
(কৃঃ মঃ পৃষ্ঠা ৬১)

৪. দিজ পরুসরামে বোলে সুনো ভক্ত ভাই।
ভাবি গোবিন্দপদ অনাআসে পাই॥ ইত্যাদি
(কৃঃ মঃ পৃষ্ঠা ৭৫)

মাধবসঙ্গীত গ্রন্থে পরশুরামের বিভিন্ন ভণিতার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। উভয় ভণিতা বিচার করলেই উভয় কবির পার্থক্য ধরা পড়ে।

তাছাড়া কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা পরশুরামের উপাধি ছিল চক্রবর্তী এবং মাধবসঙ্গীত রচয়িতা পরশুরামের উপাধি রায়। পিতা এবং পিতামহের পরিচয়দানকালেও তিনি তা' ব্যবহার করেছেন। অন্য কোন কৌলিক পদবী তাঁদের ছিল কিনা জানা যায় না। তবে চক্রবর্তী উপাধি কখনই ব্যবহৃত হয়নি। উভয় কবিই ব্রাহ্মণ। মাধবসঙ্গীতে কবির গুরু মনোহরদাসের উল্লেখ আছে, কৃষ্ণমঙ্গলে নেই। মাধবসঙ্গীতে বর্ণিত কবির আত্মপরিচয় কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে অনুপস্থিত। রচনাভঙ্গীও পৃথক। তাছাড়া কৃষ্ণমঙ্গল এবং মাধবসঙ্গীত উভয় গ্রন্থই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক হলেও উভয়ের মধ্যে বিষয়বস্তু, বিন্যাস ও বর্ণনাভঙ্গীর পার্থক্য প্রচুর।

কৃষ্ণমঙ্গলে রাধা চন্দ্রাবলীর নামান্তর। মাধবসঙ্গীতে রাধা ও চন্দ্রাবলী পৃথক্ চরিত্র। মাধবসঙ্গীতের কবি নানা বই থেকে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করে সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছেন, একটি

স্বরচিত ওড়িয়া পদও জুড়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণমঙ্গলে এই ধরণের পারদর্শিতার পরিচয় নেই।

কবির আত্মপরিচয়

চক্রবর্তী ও রায়—এই উভয় পরশুরামের মধ্যে কে অগ্রবর্তী সঠিক জানা যায় না। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থে পরশুরাম চক্রবর্তীকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলে উল্লেখ করেছেন। মাধবসঙ্গীতে কবির আত্মপরিচয় নিম্নরূপ।

চম্পকনগরী গ্রাম তাহাতে নিবাস ধাম
মিরাস পুরুষ ছয় সাত॥
লোকনাথ হরি রায় তৎসুত সুবুদ্ধি রায়
তার পুত্র শ্রীমধুসূদন।
দ্বিজকুলে জনমিঞা তাঁহার নন্দন হঞা
বিরচিল কৃষ্ণের কীর্ত্তন॥
পাঞা গুরু উপদেশ কৃষ্ণসেবা সবিশেষ
অনন্ত মহিমা গুণগ্রাম।
আপনি কলম ধরি লিখন করেন হরি
পরশুরামের মাত্র নাম॥

(পৃষ্ঠা ১৫)

এই আত্মপরিচয়ে কবি, কবির পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ —এই পাঁচ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা যে চম্পকনগরী গ্রামে ছ'সাত পুরুষ থেকে বসবাস করে আসছেন, তারও উল্লেখ আছে।

গ্রন্থের অন্যত্র একটি নির্দেশ আছে।

ক্ষেত্রি অবতংস মহারাজবংশ
কুমার শিখরশ্যাম।
যার দেশে বসি সঙ্গীতবিলাসী
রচিল পরশুরাম॥

(পৃষ্ঠা ১৫১)

কবির নিবাস চম্পকনগরী এবং কাব্যের রচনাস্থল শিখরশ্যামের রাজত্বস্থল। উভয়ই কি এক স্থান? খ-পুঁথিতে আর একটি মূল্যবান নির্দেশ আছে।

সংসারে ধনি ধনি ক্ষেত্রিয় শিরোমণি,
শিখরশ্যাম অধিপতি।

নৃপতি আশ্রমে দ্বাদশকন্য গ্রামে
রচিল সঙ্গীত পুঁথি ॥
ধন্য সে ঠাকুরাল বাঢ়ুক বহুকাল
ধনি সে পাত্র পরধান[১]।
ধন্য সে সব প্রজা বৈষ্ণব পদপূজা
করেন হরিগুণগান ॥
(পৃষ্ঠা ৩০৯)

ক-পুঁথিতে প্রথম চার পঙক্তি নেই। সম্ভবত কবির অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়েছে। এই অংশে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে "ক্ষেত্রিয় শিরোমণি" শিখরশ্যামের রাজত্বস্থল চম্পকনগরী নয়, দ্বাদশকন্য[২] গ্রাম। অর্থাৎ চম্পকনগরীতে কবির নিবাস হলেও ক্ষেত্রিবংশজাত কোন এক কুমার শিখরশ্যামের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মাধবসঙ্গীত রচনা করেন।

এই শিখরশ্যাম কে? এবং এ কোন্ চম্পকনগরী? বিস্তর অনুসন্ধান করেও শিখরশ্যাম বা শ্যামশিখর নামে কোন রাজার সন্ধান পাইনি। অনুমান হয়, তিনি ছোটখাটো কোন জমিদার শ্রেণীর রাজা ছিলেন। সে সময় ক্ষুদ্র জমিদারদের পৃষ্ঠপোষিত কবিগণ নিজ আশ্রয়দাতাকে রাজা মহারাজা ইত্যাদি বিশেষণে প্রায়ই ভূষিত করেছেন। এই শ্রেণীর "রাজা মহারাজার" সন্ধান পাওয়া কঠিন।

শিখরশ্যামের রাজত্বস্থল দ্বাদশকন্য গ্রামের সন্ধানও পাওয়া যায়নি। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত 'বিপ্র পরশুরাম' প্রবন্ধে "দ্বাদশকন্য"কে 'দ্বাদশকল্য' পাঠ দিয়ে গ্রামটি বীরভূম জেলার বর্তমান দাসকল গ্রাম হতে পারে বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু এই অনুমান কষ্টকল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আবার কবির পিতৃভূমি বা আদিনিবাস চম্পকনগরী সম্পর্কে শ্রীসুকুমার সেন অনুমান করেছেন, এই চম্পকনগরী সম্ভবত বর্ধমান জেলার বর্তমান চাঁপাই নগর।[৩] এক মাত্র নামের সাদৃশ্য ছাড়া এই অনুমানেরও আর কোন হেতু নেই। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানাতে চম্পাইনগর নামে একটি ছোট গ্রাম আছে।[৪] বরং আমাদের অনুমান, এই চম্পাইনগরই কবি পরশুরামের আদিনিবাস চম্পকনগরী। কেন, তা' বলছি।

এই গ্রন্থে 'পদ উৎকল' নাম দিয়ে একটি ওড়িয়া ভাষায় লেখা পদ আছে।

১ মূলগ্রন্থে মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ 'পরিধান' হয়ে গেছে।

২ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বিপ্র পরশুরাম' নামক পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধে 'দ্বাদশকল্য' পাঠ দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে দেখা গেছে শুদ্ধ পাঠ হবে 'দ্বাদশকন্য'। বড় জোর 'দ্বাদশ কন্যা'।

৩ দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং) ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৩০।

৪ দ্রঃ West Bengal Census Report (1951) Midnapur, Page 327.

ওড়িষ্যাতে একটি পুঁথি পাওয়া এবং ক-খ উভয় পুঁথিতে ওড়িয়া ভাষার পদ থাকায় এই অনুমান দৃঢ় করে। ওড়িয়া পদটির ভণিতায় পরশুরামের ভণিতা আছে।

মরালগমন নখ কমলচরণ।
তঁহি সে পরশুরাম লউছি শরণ॥
(পৃষ্ঠা ১০২)

পদটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করার কোন কারণ নেই। পদের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গে অন্যান্য বাংলা পদের সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষ করে ওড়িয়া পদে ব্যবহৃত 'স্বপন-স্বরূপ' প্রয়োগটি অন্যত্র বহুবার পাওয়া গেছে। তাছাড়া বীরভূম জেলার বাতিকার গ্রামে পাওয়া খ-পুঁথিতেও ওড়িয়া পদটি বর্তমান। প্রক্ষিপ্ত হলে খ-পুঁথিতে থাকার কথা নয়।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানায় পরশুরামের বাড়ী অনুমান করলে তাঁর পক্ষে ওড়িয়া ভাষার চর্চা করা স্বাভাবিক। ওড়িষ্যার সংশ্লিষ্ট এই থানায় বরাবর ওড়িয়া ভাষার প্রচলন আছে। স্থানীয় লোকেরা বাংলা এবং ওড়িয়া উভয় ভাষাতেই সাধারণতঃ পারদর্শী। পরশুরামের নিবাস যদি কাঁথি মহকুমার চম্পাইনগর গ্রামটি ধরা যায়, তাহলেই বঙ্গভাষী হয়েও ওড়িয়া ভাষায় পদরচনার যৌক্তিকতা থাকে এবং পদটির বাংলাগন্ধী ওড়িয়া ভাষা উভয় অনুমানকে দৃঢ়তর করে। এবং শিখর-শ্যামের রাজত্বস্থল ও কবির গ্রন্থরচনাস্থল দ্বাদশকল্প গ্রামও সম্ভবত মেদিনীপুরেই কিংবা সংশ্লিষ্ট ময়ুরভঞ্জ অঞ্চলে ছিল।

মাধবসঙ্গীতের ভাষায়ও এমন অনেক শব্দ বা প্রয়োগরীতি পাওয়া যায়, যা সমসাময়িক বলে অনুমিত অন্য কোন বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে বহুদিন যাবৎ প্রাচীন অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এখনও আছে। মাধবসঙ্গীতের ভাষার মত ৎস স্থলে চ্ছ, ড় স্থলে ঢ়, হ্ব স্থলে ভ্ব, স্ব স্থলে ং, লুম-লাম স্থলে লু ইত্যাদির ব্যবহার মেদিনীপুরে, বিশেষত কাঁথি অঞ্চলে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

কবি পরশুরাম একজন ভক্তবৈষ্ণব ছিলেন। কবির সংস্কৃতজ্ঞান ছিল অগাধ। বক্তব্য বিষয়ের পরিস্ফুটনে তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। সে সকল শাস্ত্রগ্রন্থে পাণ্ডিত্য না থাকলে দুরূহ তত্ত্বের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা অসম্ভব।

মূলরাস পঞ্চধ্যায় ভক্তিশাস্ত্র অভিপ্রায়
পঞ্চরাত্রি বিবিধ সংহিতা।
ভক্তিযুক্তি নানা গ্রন্থ কৌমার গৌতমীতন্ত্র
বিষ্ণু রুদ্র পুরাণের কথা॥

নাটক নাটিকা ভেদ গোপালতাপনি বেদ
বৃহৎকুল দীপিকা বিহিত।
নিত্যপ্রিয়া সখাসখী নামগ্রাম যূথ লেখি
এই হেতু মাধবসঙ্গীত॥
(পৃষ্ঠা ১৩)

তবু তাঁর পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই। বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন,

ছন্দবন্দ অলঙ্কার গদ্য পদ্য চমৎকার
না থাকিলে কবিত্বের দোষ।
(পৃষ্ঠা ১৪)

গ্রন্থরচনার কারণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

বৈষ্ণব গোসাঞি মুখে শুনিয়া চিত্তের সুখে
রচনা করিতে করি সাধ।
পুরাণ পণ্ডিত নহি পঞ্চালি প্রবন্ধে কহি
না লবে আমার অপরাধ॥
(পৃষ্ঠা ১২)

পরশুরাম রায় নিজেকে মনোহরদাসের শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। গুরুর প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা অপরিসীম।

পরশুরামের রহু গুরুপদআশ।
দেহ পদছায়া প্রভু মনোহরদাস॥
(পৃষ্ঠা ৯৫)

অন্যান্য ভণিতায় গুরুর নাম বারবার না থাকলেও বারবার গুরুর কৃপালাভের বাসনা তিনি করেছেন। আর একটি জায়গায়ও মনোহরদাসের নাম আছে।

তুমি সে করুণাসিন্ধু অনাথজনের বন্ধু
মোরা সভে চরণকিঙ্করী।
খণ্ডিঞা সকল মায়া মনোহরদাসে দয়া
কর কৃষ্ণ না কর চাতুরী॥
অনুজ কিশোরদাস তার পুর অভিলাষ
কৃপাকর বৃন্দাবনদাসে।
মাধবদাসের মনে বিলসহ অনুক্ষণে
প্রিয়া যত পরিণত বেশে॥
(পৃষ্ঠা ২৪১)

এই উদ্ধৃতিটির দু'রকম অর্থ করা যেতে পারে। হয় কবি পরশুরাম গুরু এবং গুরু-ভ্রাতার জন্যে কৃষ্ণের দয়া কামনা করছেন, নয় পদটি মনোহরদাসেরই রচনা এবং শিষ্য পরশুরাম গুরুর প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবশতঃ নিজকাব্যে পদটি জুড়ে দিয়েছেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে, কবিরই অন্য নাম মনোহরদাস। কিন্তু তা' সম্ভব বলে মনে হয় না। কবি জ্ঞানদাসের পাটের প্রথম মোহান্ত কিশোরদাস মনোহর দাসের অনুজ বলে জানা যায়।[১] উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে "অনুজ কিশোর দাসের" উল্লেখ আছে। তাছাড়া ৯৫ পৃষ্ঠার ভণিতার প্রথম পঙক্তিতে 'পরশুরাম' নামটি এবং ওই পদেরই দ্বিতীয় পংক্তিতে "প্রভু মনোহরদাস" কথাটা দেওয়া আছে। পরশুরাম ও মনোহরদাস এক ব্যক্তির নাম হলে এই ভণিতাটির কোন অর্থ হয় না। সম্ভবত কবি পরশুরাম নিজেই গুরু এবং গুরুভ্রাতাদের জন্যে কৃষ্ণকৃপা প্রার্থনা করেছেন।

কবিগুরু মনোহরদাস

এখন বিচার করা প্রয়োজন, পরশুরামের গুরু কোন্ মনোহরদাস। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধান চারজন মনোহরদাসের নাম পাওয়া যায়। ১. 'অনুরাগবল্লী' রচয়িতা মনোহরদাস, ২. 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' রচয়িতা মনোহর দাস, ৩. 'গীতপুষ্পাঞ্জলি' সংকলয়িতা মনোহর দাস এবং ৪. 'পদসমুদ্র' সঙ্কলয়িতা বাবা আউল মনোহরদাস।

অনুরাগবল্লী রচনা সমাপ্তির তারিখ ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ।[২] মাধবসঙ্গীত যে তার পূর্বে রচিত হয়েছিল, তা' পরবর্তী আলোচনায় প্রকাশ পাবে। সুতরাং ইনি কবি-গুরু নন।

'দিনমণি চন্দ্রোদয়' রচয়িতা মনোহরদাসের একমাত্র ভ্রাতার নাম নিত্যানন্দ।[৩] অথচ পরশুরাম রায়ের গুরু মনোহরদাসের ভ্রাতার নাম কিশোরদাস। 'গীত-পুষ্পাঞ্জলি' সংকলয়িতা মনোহরদাসের কোন পরিচয় জানা যায় নি। তবে তাঁকে পরশুরামের গুরুপদে অভিষিক্ত করার অনুকূলে কোন যুক্তিও নেই। মনোহরদাস ভণিতায় আশ্রয়কল্পলতিকা, ভক্তিরসোজ্জল চূড়ামণি, মনোহরকারিকা, রূপাঞ্জন লতিকা ইত্যাদি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এদের কারও সঙ্গে কবি পরশুরামের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

তবে বাবা আউল মনোহর দাসকে পরশুরামের গুরু মনের করার কয়েকটি

১ দ্রঃ বঙ্গবাণী পত্রিকায় 'বিপ্র পরশুরাম' প্রবন্ধ (১৩৩৩, মাঘ)

২ দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং) ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪১৫

৩ দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং) ১ম খণ্ড

হেতু আছে। কথিত আছে, তিনি 'পদসমুদ্র' নামে এক বিরাট গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। হুগলি জেলার বদনগঞ্জে উদ্ধারণ দত্তের বংশধর হারাধন দত্তের কাছে নাকি ঐ সংকলনগ্রন্থটি ছিল। মনোহরদাস সংকলিত ঐ গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও বাবা আউল মনোহরদাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ নেই। ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে এই মনোহরদাসের উল্লেখ আছে। তিনি খেতরির মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। মনোহরদাস ও জ্ঞানদাস অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং উভয়েই নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। নরোত্তমবিলাসে জাহ্নবা দেবীর গৃহে ভোজনের বর্ণনায় আছে—

শ্রীজাহ্নবা দেবীর ভবন অঙ্গনে।
নামমাত্র কহি যে বসিলা ভোজনে॥
কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য।
রঘুপতি উপাধ্যায়, কৃষ্ণভক্তবর্গ॥
শ্রীমীনকেতন, রামদাস, মহীধর।
মুরারী চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর॥

নরোত্তম বিলাসে খেতরির মহোৎসবের বর্ণনায়ও মনোহরের নাম আছে।

রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর।
জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি গুণের সাগর॥

চৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে মনোহরের নাম আছে—

পীতাম্বর আচার্য শ্রীদাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক গ্রন্থেই জ্ঞানদাস ও মনোহরের নাম পাশাপাশি বলা হয়েছে।

মনোহরদাস সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত। জানা যায়, তিনি নিজেও কবি ছিলেন। বদনগঞ্জে তার সমাধি আছে। মনোহরদাসের ভ্রাতা কিশোরদাস, আগেই বলেছি, জ্ঞানদাসের পাটের প্রথম মোহান্ত এবং কাঁদড়ায় কিশোরদাসের বংশাবলী আছে।[১] মনোহরদাসের অগ্রজ হিসাবে কিশোরদাসের উল্লেখ মাধবসঙ্গীতে আছে। পরশুরামের রচনায় জ্ঞানদাসের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।[২] মনোহর

১ দ্রঃ বিপ্র পরশুরাম প্রবন্ধ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য—হরিদাস দাস
২ এই সম্পর্কে আরও আলোচনা 'কাব্য পরিচিতি' অংশে আছে।

দাসের শিষ্যত্বহেতু গুরুবন্ধু জ্ঞানদাসের সাহচর্যলাভ এবং সেই কারণে রচনায় প্রভাবিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কাব্য রচনাকাল

মনোহরদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের বন্ধুত্ব স্বীকার করে নিলে এবং মনোহরদাসকে পরশুরামের গুরু বলে মেনে নিলে অনুমান করা যেতে পারে যে, পরশুরাম রায় জ্ঞানদাসের এক পুরুষ পরবর্তী। বন্ধু হিসাবে জ্ঞানদাস ও মনোহরদাসকে মোটামুটি সমবয়স্ক ধরা যেতে পারে। আবার শিষ্য হিসাবে পরশুরাম মনোহরদাসের (তথা জ্ঞানদাসের) সমসাময়িক এবং সম্ভবত বয়সে ছোট। জ্ঞানদাস ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি। সুতরাং মোটামুটি ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চম বা ষষ্ঠ দশকে পরশুরামের জন্ম হয়েছিল বলে ধরা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবির জন্ম হলে ঐ শতাব্দীর শেষপাদ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাধবসঙ্গীত রচিত হয়েছিল বলেও অনুমান করা যেতে পারে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরস কাব্যগ্রন্থটি সম্ভবত তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তার ফল।

তবে মাধবসঙ্গীত কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। ক-পুঁথির মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত একটি শ্লোক আছে।[১] এ লিপিকরের সংযোজন বলে মনে করলেও গ্রন্থমধ্যে "রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-বিকৃতি" শ্লোকটির উদ্ধৃতিপ্রসঙ্গে 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র উল্লেখ আছে। অথচ চৈতন্য-চরিতামৃতে শ্লোকটির প্রসঙ্গে বলা আছে এ শ্রীস্বরূপগোস্বামীর কড়চার শ্লোক। মাধবসঙ্গীত চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ববর্তী হলে এক্ষেত্রে শ্রীস্বরূপগোস্বামীর নাম থাকত। তাছাড়া বৈষ্ণবতত্ত্ব আলোচনায়ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রভাব রয়েছে।

তবে স্বকীয়াতে—রাধাকৃষ্ণের বিবাহবিধানে—গ্রন্থের সমাপ্তিতে বিপরীত সন্দেহও দেখা দেয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন পরকীয়াবাদের প্রধান প্রচারক। তাঁর গ্রন্থরচনার পরেই বাংলাদেশে পরকীয়াবাদ প্রসার লাভ করে। কৃষ্ণদাসের পরবর্তী হয়ে এবং তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পরশুরামের স্বকীয়াতে গ্রন্থ শেষ করা কিছুটা আশ্চর্যজনক মনে হয়। কবি বহু বৈষ্ণব গোস্বামীর নামোল্লেখ করে ঋণস্বীকার করেছেন। কৃষ্ণদাসের নাম কোথাও নেই। বরং রূপ-সনাতনের নাম পৃথকভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রূপগোস্বামীও স্বকীয়াতে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন।

কিন্তু একথাও স্মরণীয় যে, কবি পরশুরাম রায় স্বকীয়াতে গ্রন্থ সমাপ্তি করলে

---

১ "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ" ইত্যাদি।

কী হবে, পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্যই তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার প্রতিধ্বনি। কলম, কুলুপ, ফারগ ইত্যাদি কয়েকটি অর্বাচীন শব্দের ব্যবহার এবং চৌষট্টি মোহান্তের উল্লেখ থাকাতে কবিকে প্রাচীনতর লোক বলে মনে হয় না।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন চৈতন্যচরিতামৃত ১৬১২ বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে রচিত।[১] অন্যপক্ষ মনে করেন গ্রন্থটি ষোড়শ শতাব্দীর সাতের আটের কোঠায় লেখা।[২] উভয় মতের যে কোন একটি মেনে নিলেও মাধবসঙ্গীত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হয়েছে অনুমান করা অযৌক্তিক নয়।

শ্রীসুকুমার সেন মাধবসঙ্গীতের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বলে অনুমান করেছেন। ১১৯৩ সনে লিপিকৃত খ-পুঁথির অবলম্বনে তিনি উল্লেখ করেছেন ঐ লিপিকালই রচনাকাল।[৩] এই অনুমানের কোন হেতু নেই। ঐ লিপিকাল যে রচনাকাল নয়, তার অন্যতম প্রমাণ ক-পুঁথির লিপিকাল। ক-পুঁথির লিপিকাল ১১৬৬ সন। অর্থাৎ খ-পুঁথির সাতাশ বছর আগেকার। কেউ কেউ মনে করেন, ক-পুঁথিই সম্ভবত কবির স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ।[৪] এই অনুমানেরও কোন কারণ দেখানো হয়নি। তাছাড়া খ-পুঁথির আদর্শ হিসাবে বীরভূম জেলার পায়ের গ্রামের এক আখড়ার পুঁথির উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ আখড়ার পুঁথিটি ক-পুঁথির লিপিকাল অপেক্ষা প্রাচীন হওয়া অসম্ভব নয়। সেই পুঁথিও কবির স্বহস্তলিখিত কিনা জানা যায় নি।

মোটকথা, পরশুরাম রায়ের জীবনী সম্পর্কে অনুমিত তথ্য নিম্নরূপ। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য বা শেষভাগে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার চম্পাইনগর নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে সন্নিকটস্থ দ্বাদশকন্ত গ্রামের ক্ষত্রিয় ভূস্বামী জনৈক শিখরশ্যামের পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে এই মাধবসঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর পিতার নাম মধুসূদন রায় এবং গুরুর নাম মনোহরদাস। তাঁর লেখা অন্য কোন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলা ছাড়া সংস্কৃত এবং ওড়িয়া ভাষায়ও তাঁর দখল ছিল। তিনি মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান বৈষ্ণব কবি।

১ দ্রঃ শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়—'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম'।

২ দ্রঃ শ্রীসুকুমার সেন—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় সং) ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ২৫৩

৩ দ্রঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', (২য় সং) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩০।

৪ দ্রঃ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত—'পুঁথি পরিচয়', ২য় খণ্ড, ভূমিকা।

কাব্য পরিচিতি

কৃষ্ণমঙ্গল শ্রেণীর কাব্য

মাধবসঙ্গীত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আখ্যানকাব্য। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই কাহিনীর মূল উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তনই যদি প্রচলিত কৃষ্ণমঙ্গলের একমাত্র স্বরূপ হয়, তাহলে মাধবসঙ্গীতকেও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রচলিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির সঙ্গে তাছাড়া মাধবসঙ্গীতের বহু পার্থক্য।

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আখ্যানকাব্যের স্তর দুটি। একটিতে দেখা যায় যদুবংশীয় বীর দেবকীপুত্র বাসুদেব কৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলা এবং অন্যটিতে গোপালকৃষ্ণের গোকুল ও বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা—গোপীবিলাস।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই কৃষ্ণলীলার ইঙ্গিত সাহিত্য পুরাণ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের ব্রজলীলার আভাস আছে রামায়ণে। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৬৯ সর্গ ৩২ শ্লোকে[১] গোবর্ধনধারণ উপাখ্যানের আভাস আছে।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর শুরু থেকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাবিষয়ক কাহিনীর নানা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গোপালকৃষ্ণের কাহিনী যে অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ মেঘদূতের 'গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ'—এই উপমায়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কোন বর্ণনা নেই, তবে ব্রজলীলার ইঙ্গিত আছে।[২] কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আখ্যানকাব্যের বহুল প্রচলন ছিল গুপ্তসম্রাটদের রাজত্বকালে। হালের গাথা সপ্তশতীতেও কৃষ্ণলীলার পদ আছে। স্কন্দগুপ্তের ভিটারিস্তম্ভ লিপিতে আছে—

> পিতরি দিবমুপেতে বিপ্লুতাং বংশলক্ষ্মীং।
> ভুজবল বিজিতারির্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য ভূয়ঃ॥
> জিতামিতি পরিতোষান্ মাতরং সাশ্রুনেত্রাং।
> হতরিপুরিব কৃষ্ণো দেবকীমভ্যুপেতঃ॥

কৃষ্ণলীলা কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা সর্বপ্রথম দেখা যায়, হরিবংশে এবং বিষ্ণুপুরাণে। শ্রীমদ্ভাগবতে কাহিনীটি পরিপুষ্ট হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের

১ পরিগৃহ্য গিরিং দোর্ভ্যাং বপু বিষ্ণোর্বিড়ম্বয়ন্।

২ আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাম কিং ন জানাসি কেশব
হে নাথ, রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন
কৌরবার্ণবমগ্না মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন।
(সভাপর্ব ৬৮ অধ্যায়—৪১, ৪২ শ্লোক)

প্রভাব অপরিসীম। শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ভাগবত প্রামাণিক গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। এই ভাগবতকে চৈতন্যদেব অসীম শ্রদ্ধা করতেন। চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যেও ভাগবতের প্রভাব সর্বাধিক।

অন্যান্য প্রাচীন পুরাণের মধ্যে বায়ুপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে রাধাকৃষ্ণের বিলাস ব্রজলীলারূপে বর্ণনা না করে নিত্যলীলারূপে বর্ণিত হয়েছে। পদ্মপুরাণে রাধার নাম আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম নেই; শুধু একজন "প্রধানা গোপী"র উল্লেখ আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ভাগবতের "অনয়ারাধিতো" ইত্যাদি শ্লোকটিতে রাধার নামের আভাস পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত ব্রজলীলায় কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। এই পুরাণে রাধার নাম তো আছেই, উপরন্তু বঙ্গদেশে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনী ও বৈষ্ণব সাধনার আংশিক পরিচয়ও পাওয়া যায়। তত্ত্ব হিসাবে রাধাতত্ত্ব বিকাশ লাভ করে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে এই পুরাণের প্রভাব ভাগবতের পরেই। ব্রহ্ম-বৈবর্তে রাধাকৃষ্ণের বিবাহঅনুষ্ঠান অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরশুরামের মাধবসঙ্গীতেও এইরূপ বিবাহঅনুষ্ঠান আছে।

খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাহিনী সমগ্র ভারতে কবিদের কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্র কৃষ্ণায়ণ গীত লিখেছিলেন। পূর্বভারতে কৃষ্ণায়ণ কাব্যের প্রথম নিদর্শন জয়দেবের গীত-গোবিন্দে। "কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়" নামক সংকলনগ্রন্থে এবং অন্যান্য কবিদের কয়েকটি উদ্ভটশ্লোকেও কৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ পাওয়া যায়। অপভ্রংশে রচিত কৃষ্ণায়ণ সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় প্রাকৃতপৈঙ্গলে।[১]

জয়দেবের গীতগোবিন্দ পরবর্তী বাঙলা বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রধান প্রেরণা। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গীতগোবিন্দের প্রত্যক্ষ ফল। গীতগোবিন্দের পর চৈতন্য পূর্ববর্তী বাঙলা সাহিত্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়। এই দু'টি গ্রন্থের পর অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যানভাগ অবলম্বন করে অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে। প্রাচীন কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাহিনী চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক থেকে বহু শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত হয়ে বিস্তার লাভ করে।

---

১ অরেরে বাহহি কাহ্ন নাব ছোড়ি
ডগমগ কুগতি ন দেহি।
তই ইথি ন ইহি সন্তার দেই জো
চাহহি সো লেহি।

কৃষ্ণচরিত কাব্যগুলির[1] অধিকাংশই হয় ভাগবতের ভাবানুবাদ, নয় ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। অবশ্য ভাগবতবহির্ভূত লৌকিক দানলীলা, নৌকালীলার কাহিনীও কৃষ্ণচরিত রচয়িতাদের প্রিয় বিষয়বস্তু হিসাবে সসম্মানে স্থান পেয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অনেক চটকদার কাহিনীও বাদ পড়েনি।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পর বাংলাভাষায় উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য হচ্ছে (১) রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, (২) মাধব আচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, (৩) কবি-শেখরের গোপালবিজয়, (৪) কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল (৫) দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল (৬) পরশুরাম চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গল (৭) ভবানন্দের হরিবংশ ইত্যাদি। প্রধান কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মূলসুর প্রায় একই। ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার কাহিনী বর্ণনা। কোথাও দানখণ্ড নৌকাখণ্ড আছে, কোথাও আবার ভবিষ্যপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হরিবংশ থেকে কাহিনী গ্রহণ এবং কোথাও কোথাও রাসলীলার বিস্তারিত বর্ণনা।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু

পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীতে ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় অংশ কবির প্রধান অবলম্বন। তার সঙ্গে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রমত সখ্য রস, বাৎসল্যরস, বৈধীভক্তি, রাগানুগা-ভক্তি, পরকীয়া তত্ত্ব, চৈতন্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার ঐক্য ইত্যাদি তাত্ত্বিক অংশও আছে। মাধবসঙ্গীতের কাঠামো ভাগবতের আদর্শে। শুকদেব ও পরীক্ষিতের কথোপকথনের সূত্র ধরে কাহিনীর বিস্তার। কবি সুরুতেই বলেছেন—

অবধানে শুন ভাই ভাগবত কথা।
যে কথা শুনিলে তুষ্ট সকল দেবতা॥

(পৃষ্ঠা ১৬)

আর এক জায়গায় কবি ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন—

ভাগবত কল্পতরু অমূল্য শাস্ত্রলতা।

(পৃষ্ঠা ২২৪)

ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও এবং ভাগবতের দশম ও প্রথম স্কন্ধের অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়েও তিনি অন্যান্য অনেক বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন। তন্মধ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

১ এই প্রসঙ্গে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র ভূমিকা, মণীন্দ্রমোহন বসু কৃত 'বাঙলা সাহিত্য' (অনুবাদ) এবং শ্রীসুকুমার সেনের 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণচরিত কাব্যগুলির তালিকা দ্রষ্টব্য।

ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রধান।[১] অনেক ক্ষেত্রে একই সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দু'তিন জায়গায় দেওয়া হয়েছে এবং আকরগ্রন্থের উল্লেখেও গরমিল আছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দুই পুঁথিতে দু'রকম আকরগ্রন্থের উল্লেখও বিভ্রান্তিকর। যেমন ৪৮ পৃষ্ঠার একটি শ্লোকে এক পুঁথিতে উল্লেখ আছে 'ভক্তি রসোদয়', অন্য পুঁথিতে 'ভক্তি সুধোদয়।' তাছাড়া 'প্রেমৈব গোপরামানাং' শ্লোকটির প্রসঙ্গে মাধবসঙ্গীতে উজ্জ্বলনীলমণির নাম রয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃতে আকরগ্রন্থের নাম ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লেখা এই শ্লোক তন্ত্র থেকে নেওয়া।

অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মত মাধবসঙ্গীত বর্ণনামূলক হলেও তার ভেতর পদাবলীর সংখ্যা কম নয়। তাছাড়া তত্ত্বাংশ গ্রন্থে বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। অনেক সময় মনে হয় বুঝিবা কবি এই তত্ত্বালোচনার জন্যেই একটি কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। মাধবসঙ্গীতে কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতাদের প্রিয় দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের বর্ণনা নেই, ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নেই, বৃন্দাবনবিলাস ব্যতীত ভাগবতের কোন কাহিনী নেই, এমনকি বাৎসল্যলীলার বর্ণনায়ও কবি ভাগবতের অতি পরিচিত কাহিনীগুলি বাদ দিয়েছেন। পূতনা বধ, যমলার্জুন উদ্ধার, গোবর্দ্ধনধারণ ইত্যাদি উপাখ্যানও নেই। বর্ণনাভঙ্গী, বিষয়বস্তু ও কাহিনীর-উপস্থাপনে মাধবসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য আছে। তবে এইটুকু বলা যায়, যেহেতু কৃষ্ণের লীলাকীর্তনই মাধবসঙ্গীতের মূল উপজীব্য, সে হিসাবে এটিও কৃষ্ণমঙ্গল শ্রেণীর কাব্য।

মাধবসঙ্গীতে বর্ণনা-অংশ ছাড়াও পদাবলীর সংখ্যা, আগেই বলেছি, প্রচুর। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে মাধবসঙ্গীতের কিছুটা মিল দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত মাধবসঙ্গীতেও তিনটি প্রধান চরিত্র—শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। দু'টিতেই বড়াই কৃষ্ণের দূতী হিসাবে কাজ করছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত নাটকোচিত কথোপকথনের ভঙ্গী এই বইয়েও আছে। উভয়ের কাব্যাংশের মাধুর্য উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণমঙ্গলের ধারা ও পদাবলীর ধারা মাধবসঙ্গীতে যেমন আছে, তেমনি আছে বৈষ্ণব রসবিশ্লেষক নিবন্ধসাহিত্যের ধারা। কৃষ্ণের জীবনের পটভূমিকায় কবি বিভিন্ন দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন এবং তত্ত্বাংশ আখ্যানভাগের সাবলীল গতিকে কখনও ব্যাহত করেনি।

এজাতীয় নিবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া প্রধান (১) কবিবল্লভের রসকদম্ব, (২) নন্দকিশোর দাসের রসকলিকা (৩) নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস (৪) গোপীজনবল্লভ দাসের রসিকমঙ্গল (৫) মনোহরদাসের অনুরাগবল্লী ইত্যাদি। মাধবসঙ্গীত এই ধারার বিশিষ্ট সংযোজন। এবং পদাবলী-

[১] মাধবসঙ্গীতে বর্ণিত বিভিন্ন আকর গ্রন্থের পূর্ণ তালিকা পরে দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্যের কাব্যমাধুর্য, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু এবং চৈতন্যচরিতামৃতের মত একজন মহাপুরুষের জীবনীর[১] পটভূমিকায় বৈষ্ণব তত্ত্ববিচার—এই তিন ধারার মিলনে মাধবসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি।

গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার

গ্রন্থের সুরুতেই আছে সপার্ষদ চৈতন্য মহাপ্রভুর গুণগান ও বন্দনা—

যত অবতার প্রভু কৈল যুগে যুগে।
কলিযুগে গৌরপ্রভু অখিলের ভাগ্যে ॥
ধন্য কলিকাল চারি যুগের ভিতরে।
গৌরাঙ্গ করুণানিধি যাহাতে বিহরে ॥

(পৃষ্ঠা ৪)

মাধবসঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণলীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলার ঐক্যপ্রদর্শন। দ্বাপরযুগের শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা কবি উল্লেখ করেছেন—

রাধিকার প্রাণবন্ধু যে নন্দনন্দন।
কলিকালে সেই পুন পতিতপাবন ॥
গোকুলের ভাবে পুন নদীয়া নগরে।
যমুনার অভিপ্রায় সুরধনিতীরে ॥
অভিন্ন যশোদা নাম শচীঠাকুরাণী।
তার গর্ভে ভগবান জন্মিবা আপুনি ॥

(পৃষ্ঠা ২১১)

কবি চৈতন্যদেব ছাড়া অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনদেরও বন্দনা করেছেন—

জয় জয় আনন্দ উদয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ ॥[২]
জয় জয় দামোদর জয় শ্রীনিবাস।
স্বরূপগোসাঞি জয় জয় হরিদাস ॥
জগৎ পবিত্র জয় রূপ সনাতন।
জয় জয় নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ॥

১ চৈতন্যচরিতামৃতের ক্ষেত্রে চৈতন্যের জীবনী এবং মাধবসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কৃষ্ণের জীবনী।

২ তুঃ জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ। (চৈতন্য চরিতামৃত)

জয় জয় অচ্যুতানন্দ মাধব মুকুন্দ।
জয় বাসুদেব জয় রায় রামানন্দ॥
জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গবিলাসী।
শুক্লাম্বর আদি যত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী॥
গৌরপ্রিয়বর্গ যত শুদ্ধ শান্ত দান্ত।
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত॥

(পৃষ্ঠা ৫)

তারপরেই রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনা ও মাহাত্ম্যকথন এবং অবশেষে পরীক্ষিত-শুকদেবের কথোপকথনের মাধ্যমে মূলকাহিনীর সূত্রপাত। বাৎসল্যলীলা, সখ্যলীলা ও স্বরূপনির্ণয়ের পর আছে হেমন্ত-রাসোৎসবের বর্ণনা। কালিন্দীপুলিনে মদন ও রতির সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা। তাঁরা দু'জন কৃষ্ণের মনে রাধার প্রতি আসক্তি জন্মান। কৃষ্ণ রাধাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এবিষয়ে মদনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মদন বলেন ব্রহ্মার কথা। কৃষ্ণের দূত হয়ে মদন আর রতি গেলেন ব্রহ্মাসন্নিধানে। তিনি বলে দিলেন বড়াই বুড়ির কথা। মদন তখন গেলেন পৌর্ণমাসী বড়াইর কাছে। বড়াই কৃষ্ণের কাছে এসে দূতিয়ালী করতে সম্মত হন। এদিকে মদন "অকালে বসন্ত" নিয়ে এলেন গোকুলনগরে। বড়াইয়ের মারফৎ কৃষ্ণরূপের বর্ণনা শুনে রাধা ও গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী হয়ে যান। চিত্রদর্শনের পর তিনি অভিসারের জন্যে প্রস্তুত হন। এ সংবাদ চর মারফৎ পেয়ে চন্দ্রাবলী রাধাকে নিবৃত্ত করতে আসেন। বিফল হয়ে তিনি নিজেই পরে অভিসারযাত্রা করেন। কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে দেখে রাধা বলে সম্বোধন করায় চন্দ্রাবলী অপমানিত বোধ করেন। অবশেষে রাধা সদলবলে কুঞ্জে উপস্থিত হন। চন্দ্রাবলীও তার সঙ্গে যোগ দেন। অধিবাসাদি অনুষ্ঠানের পর সর্বশেষে রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

এই মত লীলা করে গোপীগণ লঞা।
ব্রহ্মরাত্রি গোঙাইলা আনন্দ করিঞা॥
পরশুরামের রহু গুরুপদে আশা।
এহোকালে পরকালে বৈষ্ণব ভরসা॥

(পৃষ্ঠা ৩১১)

নিজ বক্তব্য দৃঢ় করার জন্যে কবি বিভিন্ন আকরগ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। কয়েকটি থেকে উদ্ধৃতি, আগেই বলেছি, একাধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে। আকর-গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নরূপ :—

১. ভাগবত ২. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৩. উজ্জ্বলনীলমণি ৪. বিদগ্ধমাধব ৫. ললিতমাধব ৬. তন্ত্র ৭. পদ্যাবলী ৮. ব্রহ্মসংহিতা ৯. ভক্তিললিতা

১০. রসাসুধাকর ১১. বৃহন্নারদীয়পুরাণ ১২. ভক্তিরসোদয় ১৩. সম্মোহনতন্ত্র ১৪. পদ্মপুরাণ ১৫. দীপিকা ১৬. বৃহন্নাম্নপুরাণ ১৭. ভবিষ্যপুরাণ ১৮. বিল্বমঙ্গল ১৯. মথুরামাহাত্ম্য ২০. ব্রহ্মপুরাণ ২১. মধ্বাচার্যস্তোত্র ২২. শ্রীরাধিকাকুলতন্ত্র ২৩. কার্পণ্যপঞ্জিকা ২৪. রুদ্রপুরাণ ২৫. ললিতাষ্টক ২৬. সংগীতদামোদর ২৭. গীতা ২৮. মনঃশিক্ষা ২৯. হরিভক্তিকল্পলতিকা ৩০. ক্রমদীপিকা ৩১. দানকেলিকৌমুদী ৩২. মুকুন্দাষ্টক ৩৩. সনৎকুমারসংহিতা ৩৪. ভবিষ্যরহস্য ৩৫. গুণপ্রকাশ ৩৬. গোপীগীতা ৩৭. শ্রুত্যধ্যায় ৩৮. ভাবার্থদীপিকা ৩৯. প্রেমামৃতস্তোত্র ৪০. কর্ণামৃত ৪১. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ৪২. হাস্যার্ণব ৪৩. গোপীমাহাত্ম্য ৪৪. বেদান্তসূত্র ৪৫. শ্রীক্রম ৪৬. শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪৭. দুর্গমসঙ্গমণিটীকায়াং চূর্ণক ৪৮. স্মরণস্তবক এবং ৪৯. ভক্তিরসার্ণব।

অনেক জায়গায় ঐ সকল গ্রন্থের শ্লোকাদির ভাবানুবাদ রয়েছে। এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ গ্রন্থের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ও বিদগ্ধ মাধবের উদ্ধৃতিই বেশী। ভাগবতের মধ্যে আবার সর্বাধিক উদ্ধৃত দশম স্কন্ধ।

রসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য

কবি বাৎসল্যলীলার বর্ণনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিশু কৃষ্ণ ও মাতা যশোদার মধুর সম্পর্কের ছবি সুললিত পদে এবং স্বল্প রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন—

কনককটোরি ভরি দুগ্ধ দেই মায়।
মুখ দিঞা থাকে তাহা কিছু নাহি খায়॥
যশোমতী বলে কথা শুনরে বাছনি।
দুগ্ধ খাও এই ক্ষণে বাঢ়িবেক বেণী॥
বলরামের দীর্ঘ বেণী দেখ পিঠে দোলে।
দুগ্ধ নাঞি খাও তেঞি কেশ কর্ণমূলে॥
সাবোক্ষ ধবলীর দুগ্ধ চিতা দিঞা খায়।
খাত্যে খাত্যে বেণী বাঢ়ে চরণে লোটায়॥
মাএর এ সব কথা প্রলাপ শুনিঞা।
দুগ্ধ খান কৃষ্ণ কেশে বাম হাথ দিঞা॥
তা দেখি মাএর অঙ্গ ধরণে না যায়।
আনন্দসাগরে ভাসে থল নাহি পায়॥
দুগ্ধ খাঞা মাএর কাছে চতুর কানাঞি।
জোখা দিঞা দেখে কেশ কিছু বাঢ়ে নাঞি॥

কেশে ধরি কান্দে কৃষ্ণ গড়াগড়ি বুলে।
ব্যস্ত হঞা যশোমতী পুত্র নিল কোলে॥
ক্রন্দন শুনিঞা তথা আইলা রোহিণী।
কৃষ্ণ কোলে করি শিরে দিল নিজ বেণী॥
যশোদা বলেন এই দেখ যদু রায়।
বাড়িল তোমার বেণী ধরণী লোটায়॥

(পৃষ্ঠা ২৬)

সখ্যরসের বর্ণনায় কবি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকেই প্রধান অবলম্বন করেছেন। চতুর্বিধ সখ্যরসের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা মাধবসঙ্গীতে পাওয়া যায়। প্রেমভক্তিবিশ্লেষণ ও প্রেমভক্তিলাভের নির্দেশ অংশে কবি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণিকেই প্রধান অবলম্বন করেছেন। কবি ত্রিবিধা গোপীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে সর্বশেষে রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন—

তার মধ্যে শ্রীরাধিকা অতি প্রিয়তমা।
কৃষ্ণসম রূপ গুণ সমান মহিমা॥

(পৃষ্ঠা ৫৬)

এই রাধিকার সঙ্গে আমাদের পূর্ণ পরিচয় রাসোৎসব অংশে। পূর্বের অংশগুলিকে ভূমিকা হিসাবে লওয়া যায়। কাহিনীর তিন প্রধান চরিত্র রাধা কৃষ্ণ ও বড়াই বুড়ির উপস্থিতি এই অংশেই। এই রাসোৎসবের কাহিনী গোপীলীলার আদর্শে ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে নেওয়া। কবি ভাগবতের মত হৈমন্তী রাসের বর্ণনা দিয়েছেন, জয়দেব বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকারের মত বসন্তীরাসের বর্ণনা দেননি।

রাধাচরিত্র

মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিগণ কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী রাধার অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। বিরহাতুর রাধার অন্তরের আকুলতা এই কবিও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এদিক থেকে পরশুরাম রায়ও সেই মুষ্টিমেয় শক্তিমান কবিদের একজন। কাহিনীর গোড়ার দিকেই শ্রীরাধিকার ভুবনমোহন রূপের অলংকৃত বর্ণনা—

কর কিশলয় ভুজ বল্লরী বলয়িত করি অরি কমনীয় মধ্যা।
কটিতট নিকট কলস্বনি কিঙ্কিণী গতি জিতি নর্ত্তক পন্থা॥
গৌরনিতম্ব বিভম্বতর তুঙ্গিত গঞ্জিত হংস বিহঙ্গে।
স্তবকিত তরল ছন্দ নীবিবন্ধন দোলই অঙ্গতরঙ্গে॥

কঞ্জ চরণে মণিমঞ্জীর ঝংকৃত ঝলমল নখমণি উজোর কিরণে।
পদতলে অমল সরোরুহ শীতল পরশুরাম রহু শরণে॥

(পৃষ্ঠা ৭)

এবারে কৃষ্ণের নিজের মুখেই রাধার রূপবর্ণনা শোনা যাক। কালীয়দমনের দিন তিনি কালিন্দীপুলিনে কদম্বতলায় রাধাকে দেখেছেন—

নবীন যৌবনী সঙ্গে সখীর সমাঝ।
উদয় করিল যেন কত দ্বিজরাজ॥
নিষ্কলঙ্কে হয় যদি শরৎ সুধাকর।
কাঞ্চন দর্পণ যদি হয় মৃদুতর॥
পরাগ রহিত যদি হয় পদ্মফুল।
তভু নাহি হয় তার বয়ানের তুল॥
ঈষদ্ভঙ্গিমা যদি হয় ইন্দীবরে।
চঞ্চল খঞ্জন যদি বিরাম না করে॥
জলস্থলে বহে যদি অমিঞা লহরী।
তভু সে নয়ান শোভা তুলনা না করি॥

(পৃষ্ঠা ৭৫)

যতনে আনিঞা বিধি ছানিঞা বিজুলি।
অমিঞার ছাকে যদি গঢ়য়ে পুতুলি।
কামের কষানে যদি করএ রসান।
তভু সে না হয় তার নিছনি সমান॥

(পৃষ্ঠা ৭৫)

রাধা-বিরহাতুর কৃষ্ণের দূতী হিসাবে বড়াই রাধার কাছে কৃষ্ণের রূপবর্ণনা করে চিত্ররেখাকে কৃষ্ণপট আঁকতে দিলেন। চিত্ররেখা পট এঁকে আনলেন। রাধা সেই পট আঁকড়ে ধরলেন। হঠাৎ রাধার মনে হল বুঝিবা কৃষ্ণ তার বসনাঞ্চল ধরে টানছেন। তাই তিনি "ছাড়ো ছাড়ো" বলে চীৎকার দিয়ে উঠলেন। বিশাখা তখন বলেন, সখি, হঠাৎ তোমার এত লজ্জাই বা কেন, আর কাকেই বা বলছ 'ছাড় ছাড়'? ললিতা বলেন, 'সখি, তুমি তোমার কুলের আচার ছাড়বে নাকি?' তখন—

রাধিকা বলেন কিছু না বলিহ আর।
রাখিতে নারিবে কেহ কুলের আচার॥

মনে করি এক কর্ম্ম অন্য হএ কাজ।
প্রাণ পরবশ হৈলে কোথা রহে লাজ॥
(পৃষ্ঠা ১৭৮)

এমন সময় বৃন্দাবন থেকে ভেসে এল মুরলীর ধ্বনি। গোপবালাদের অবস্থা নিদারুণ।

কোকিল পঞ্চম গায় মুরুলি শুনিঞা।
পথিক প্রেয়সীজন পড়ে মুরুছিঞা॥
(পৃষ্ঠা ১৭৮)

আর রাধা? তিনি তখন মোহন মুরলীর স্বরে উন্মাদপ্রায়।

লাজ নামে নৌকা ছিল কুলজলযান।
আরোহণ কর‍্যা তাহে পালাইল মান॥
শীলের আছিল গড় চৌদিকে বেঢ়িয়া।
প্রেমের তরঙ্গে তাহা পেলিল ভাঙ্গিয়া॥
ধর্ম্মকর্ম্ম জোড়া ভেলা এতকাল ছিল।
দুকূল ছাড়িঞা মধ্য পাথারে উরিল॥
অহঙ্কার নামে এক ছিল মাতা হাথি।
জলের কল্লোলে সেহ ভাস্যা গেল কতি॥
অনুকূল ছিল যেন সঙ্গের গোপিকা।
আশেপাশে ভাসে যেন পুঞ্জ পিপীলিকা॥
প্রেমের তরঙ্গে রাই মগ্ন হঞা ভাসে।
কালকলঙ্কের কুটি মিশাইল বাসে॥
তনু নিরমিল যেন দশবান সোনা।
পরিপূর্ণ হৈল তায় পিরিতের ফেনা॥
তরঙ্গে তরঙ্গে তায় নাকমুখ ভুঁরু।
সংসারে দেখিল মাত্র কৃষ্ণকল্পতরু॥
তার কাছে ভাসি গেলা বৃষভানুসুতা।
বেঢ়িঞা রহিল যেন কনকের লতা॥
(পৃষ্ঠা ১৮০)

রাধার আত্মনিবেদনের এমন সুন্দর বর্ণনা দুর্লভ। রাধার সঙ্গে চন্দ্রাবলীর কথোপকথনও কাব্যগুণ এবং নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ। রাধা কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী হয়েছেন, এই সংবাদ শুনে চন্দ্রাবলী রাধাকে নিবৃত্ত করার জন্যে বললেন—ওগো রাধা, তুমি

কিশোরী বালিকা, নির্লজ্জ কৃষ্ণের কাছে তুমি যেও না। তোমার এই গোপন অভিসার জানাজানি হলে তোমারি সর্বনাশ। লোকনিন্দা ভয়ানক—

বরঞ্চ শেলের ঘাত সহে পোড়া গায়।
লোকের কৈতব কথা সহনে না যায়॥

(পৃষ্ঠা ২০২)

তাই রাধা, তুমি পুরুষের ছলাকলায় আত্মবিস্মৃত হয়ো না। কারণ—

নির্দ্দয় পুরুষ জাতি ভ্রমরের মন।
কলিকার কালে ঘন ফিরে বনে বন॥
ফুটল কুসুমে বসি করে মধুপান।
ফিরিঞা না চায় করে অপর সন্ধান॥

(পৃষ্ঠা ২০২)

এবং শোন রাধা, তোমাকে সাবধান করে দিই—

সতীসাধে না যাইবে কালিন্দী সিনানে।
না হেরিবে নবঘন কালিয়া বরণে॥
জলদবসন রাই পরিহর দূরে।
নীলমণি দরপণ না করিহ করে॥
নয়ানে অঞ্জন নিতে না করিহ সাধ।
হৃদএ কস্তুরীমাখা বড়ই প্রমাদ॥

(পৃষ্ঠা ২০৩)

চন্দ্রাবলীর সাবধানবাণীতে সখীরা স্তব্ধ। কিন্তু রাধা বললেন, আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি—

গৃহে গুরুজন বলু কুবচন
যশে লাগু এই কালি।
সাজিঞা কাছিঞা লইল ইছিঞা
কালা কলঙ্কের ডালি॥
ননন্দানিন্দন সে চুয়াচন্দন
অঙ্গের ভূষণ করি।
তনু অনুকূল ইন্দীবর ফুল
গলাএ গাঁথিঞা পরি॥

(পৃষ্ঠা ২০৭)

রাধাচরিত্রসৃষ্টির মাধুর্য্য আর একটি জায়গায় দেখা যায়। মুরলীর সুর শুনে রাধা বড়াইকে বললেন—আমি রাজনন্দিনী। আমার পিতৃকুল পতিকুল দুই কুলই আছে। আমি কী করে দু'কুলে কালি দেই। এতদিন সতী বলে আমার সুনাম ছিল, কিন্তু বংশীধ্বনি আজ আমার এ কী করল? আমার মন যে ঘরে থাকতে চাইছে না, বৃন্দাবনে যেতে চায়। দু'কুল রক্ষা করাই কঠিন, এখন আমি তিনকুল রক্ষা করি কী করে?

এক দোষে কষ্ট পায় দ্বিতীয়ে সংশয়।
ত্রিদোষ হইলে প্রাণ রহিবার নয়॥
কফ পিত্ত বাত যদি সমবল ধরে।
লক্ষ চিকিৎসক তার কি করিতে পারে॥

(পৃষ্ঠা ১৮৫)

তাই মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না। আমার মৃত্যুর পর—

সৎকার করিহ কেলিকদম্বের মূলে।
তর্পণ করিহ মোর কালিন্দীর জলে॥

(পৃষ্ঠা ১৮৫)

শেষপর্যন্ত বড়াইয়ের আশ্বাসে রাধা অভিসারে যেতে রাজী হলেন। সখীরা প্রসাধনের জন্যে এগিয়ে এলেন। রাধা জলদ রঙের শাড়ি পরলেন, স্বর্ণহার ফেলে মুক্তোর মালা গলায় দিলেন—

বিমল মৌক্তিক মালা দিলা রাই গলে।
অঙ্গকান্তি পাঞা সেই স্বর্ণমূর্ত্তি ধরে॥

(পৃষ্ঠা ২৬৬)

এমন সময় কাত্যায়নী এসে হাজির। তিনি বলেন, একি রাধা, তোমার পায়ে নূপুর কেন? নূপুরের শব্দে এই গোপন অভিসার প্রকাশ হয়ে পড়বে যে! আর এই শাড়ি ছেড়ে অন্য শাড়ি পর। রাধিকা জবাব দিলেন, আমায় মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ। যে কৃষ্ণপদে দেহমন সমর্পণ করে বসে আছে, সে লোকনিন্দায় ভয় পায় না। সাহস করে বুকের মধ্যে কৃষ্ণনাম লিখেছি, এখন কেউ কুলকলঙ্কিনী বললেও আমি ভয় করি না।

পরিল কালিঞা কণ্ঠে কুলবধূ হঞা।
সে শ্যাম কেমনে পাব লাজকে ডরাঞা॥

(পৃষ্ঠা ২৬৯)

তারপর রাধা অভিসারে চললেন। তাঁর বেশভূষা ও চলন মনোহারী।

শ্রীঅঙ্গসৌরভে লজ্জা পাইল কস্তুরী।
কেশবেশ দেখি পুন লুকায় চামরী॥
নীরব হইলা হংসী মঞ্জীরের নাদে।
করিণী গমনশিক্ষা করে প্রতি পদে॥
দৃষ্টি হেরি অধোমুখী হইলা হরিণী।
রঙ্গিণী রাধার রূপ ভুবনমোহিনী॥ (পৃষ্ঠা ২৮২)

সখীপরিবৃতা রাধা নিকুঞ্জকাননে প্রবেশ করলেন। কল্পতরু বৃক্ষমূলে রাধাকৃষ্ণের চার চক্ষুর মিলন হল। কৃষ্ণের গলায় বনমালা, চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, ঠোঁটে বাঁশি আর "কনকবসন যেন থির সৌদামিনী।"—(পৃষ্ঠা ২৯১)। দূর থেকে দেখে গোপীরা মূর্ছা গেলেন। আর রাধার তো কথাই নেই—

কৃষ্ণরূপ দেখি রাধা চিত্ত সচঞ্চল।
নয়নে উছলে প্রেমজোয়ারের জল॥
রসের আবেশে রাই অবশ শরীরে।
প্রতি অঙ্গ মুকুলিত পুলক অঙ্কুরে॥ (পৃষ্ঠা ২৯৬)

রাধা এবং কৃষ্ণ দুজনেই তারপর দুজনের দিকে তাকালেন।

রাধা কাহ্নু দুই তনু হইল যোজনা।
কৃষ্ণউরে প্রতিবিম্ব দেখিল আপনা॥

(পৃষ্ঠা ২৯৯)

নিজের প্রতিবিম্ব দেখে রাধা লজ্জায় দূরে সরে যান। সখীরা বলেন—লজ্জার কী কারণ?

সর্ব্বথা পশিলে তুমি শ্যামের অন্তরে।
আপনারে আপনি তুমি দেখিলে কৃষ্ণউরে॥

(পৃষ্ঠা ৩০০)

রাধার লজ্জা দেখে কৃষ্ণ চাতুরীছলে তাঁর চূড়ার ছায়া রাধার পায়ে ফেললেন। রাধা দূরে পালান। রাধাও চাতুরীতে কম যান না। হঠাৎ কণ্ঠের হার ছিঁড়ে ফেললেন। এবং

ভূমিতে পড়িল সেই মুকুতার দাম।
কুড়াবার ছলে করে কানুরে প্রণাম॥

(পৃষ্ঠা ৩০১)

সর্বশেষে উভয়ের মিলন এবং বিবাহঅনুষ্ঠান। কাহিনীতেও যবনিকা।

কৃষ্ণচরিত্র

মাধবসঙ্গীতে অঙ্কিত কৃষ্ণচরিত্র অন্যান্য সমসাময়িক বাঙালী কবিদের অনুরূপ। বৈষ্ণবসাহিত্যে কৃষ্ণের দুইরূপ—মাধুর্যরূপ ও ঐশ্বর্যরূপ। মাধবসঙ্গীতে কৃষ্ণের মাধুর্যরূপই প্রধান। প্রসঙ্গক্রমে ঐশ্বর্যরূপের পরিচয় এসেছে। ঐশ্বর্যরূপ অপেক্ষা মাধুর্যরূপের প্রতি কৃষ্ণের পক্ষপাত লক্ষণীয়—

কালীয়দমন কৈল খেলিতে খেলিতে।
সে কাহ্নু জিনিল রাই অপাঙ্গ ইঙ্গিতে॥

(পৃষ্ঠা ১০৩)

*

যে রতি পাইল গোপনিতম্বিনী গণে।
লক্ষ্মী সরস্বতী শিব বিরিঞ্চি না জানে॥

(পৃষ্ঠা ৪৬)

কৃষ্ণের রূপবর্ণনা গতানুগতিক হলেও সুন্দর।

ত্রৈলোক্য সৌভাগ্য সেই সুধাময় অঙ্গ।
ইঙ্গিতে মূর্চ্ছনা পায় কতেক অনঙ্গ॥
দলিত অঞ্জন যেন ইন্দ্র নীলমণি।
ইন্দীবর দল মৃদু স্নিগ্ধ কাদম্বিনী॥

(পৃষ্ঠা ৯)

কবি কৃষ্ণের মাহাত্ম্যকীর্তন করেছেন কখনও ব্রহ্মার মুখে, কখনও বড়াই বুড়ির মুখে। তাঁর মূল কথা

সংসারে শ্রীকৃষ্ণ সত্য আর সব মিছা।
না বুঝিঞা না করিহ অন্য পথে ইচ্ছা॥
রাধাকৃষ্ণ চারিবর্ণ চারি বেদে সার।
কারণের কল্পতরু মাধুর্য্য আপার॥

(পৃষ্ঠা ৯৬)

কৃষ্ণের প্রেমব্যাকুলতা রাধার ন্যায় নিপুণ হাতে বর্ণিত। কৃষ্ণ নিজেই বলছেন রাধা ছাড়া তাঁর জীবনযৌবন বিফল।

যবে সে হইব মোর রাধা আরাধন।
সফল কাননকুঞ্জ সফল জীবন॥
এই হেতু গোলক গোকুলে পরকাশ।
ইহা লাগি হৈল মোর বৃন্দাবনে বাস॥

যুগে যুগে হৈল মোর যত অবতার।
রাধিকা বিহিনে মোর সকল অসার॥

(পৃষ্ঠা ৭৭)

*

যমুনার কূলে কালি গেলুঁ কোন ক্ষণে।
সে ধনি আসিঞাছিল কালিন্দীসিনানে॥
স্নান করি সখীসঙ্গে পথে যায় চলি।
পদ্মগন্ধে ধায় কত ভ্রমরমণ্ডলী॥
যেই ভূমি হৈতে সেই পদ তুলি যায়।
কমল বলিঞা কত অলি বৈসে তায়॥
নবনীলবাসে তনু কান্তি ঝলমলি।
মৃগমদে মাখা যেন কনয়াপুতলি॥ (পৃষ্ঠা ১০৩)

গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব কৃষ্ণ বারবার উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে রাধিকা যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাও তিনি বর্ণনা করেছেন। এবং এই রাধার সঙ্গে মিলনের জন্যেই তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

বড়াইবুড়ি

মাধবসঙ্গীতের তৃতীয় প্রধান চরিত্র বড়াই বুড়ি। তার অন্য নাম পৌর্ণমাসী।

নাম মোর পৌর্ণমাসী ইবে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী
নাম শশী নিশি গত পারা॥
বসিলে উঠিতে নারি উঠিএ ধরণী ধরি
কথাটি কহিতে উঠে কাশ।
চলিতে মস্তক নড়ে হাথ পা খসিঞা পড়ে
নাসিকাতে না সম্বরে শ্বাস॥
ভক্ষণের নাহি সুখ দশন বিহনে মুখ
বিশদ হইল সব কেশ।
সবে অবশেষ প্রাণ না জানি কখন যান
চত্বর আমার দূর দেশ॥[১]

(পৃষ্ঠা ১৩৪)

১ তুঃ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—

শ্বেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙিল দুই পাশে।

মাধবসঙ্গীতে বর্ণিত বড়াই চরিত্র জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর-কৃত বর্ণরত্নাকর গ্রন্থের কুট্টিনী চরিত্রের অনুরূপ। তিনি কৃষ্ণের দূতীমাত্র নন, তাঁর কথাবার্তায় মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বড়াইর উক্তিতে জানা যায়, তিনি ভগবতী দুর্গা। রাধাকৃষ্ণ মিলনের জন্যে ছদ্মবেশে মর্ত্যলোকে আছেন।

ছাড়িল শিবের সঙ্গ কৈলাসশিখরে।
ইহা লাগি এতকাল গোকুলনগরে॥

(পৃষ্ঠা ১২৫)

বড়াই আর এক জায়গায় বলছেন,—

উপাধি বড়াই মোর, নাম পৌর্ণমাসী।

(পৃষ্ঠা ৯৭)

এই পৌর্ণমাসীর তাৎপর্য সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ব্যাখ্যা[১] প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

"আত্মমায়া বা যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সকল প্রেমলীলা সাধন করেন। এই যোগমায়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পৌর্ণমাসীর রূপ ধারণ করিয়াছে। এই পৌর্ণমাসী প্রেম সংঘটনে পরমাভিজ্ঞা বর্ষীয়সী রমণীরূপে অংকিত হইয়াছেন। রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব ললিতমাধব নাটকে এই ভগবতী পৌর্ণমাসী সাবিত্রীসদৃশা, রুচিশালিনী, সান্দীপনি মুনির

মাহাপুট নাশা দন্তহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীণে।
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিনি।
কাঠি সম বাহু যুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে।
কুটিল তামন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।

তুঃ দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল—

এক পদ চলে বুড়ি চারি পদ বৈসে।
হাঁটু ধরি উঠে বুড়ি ঘন ঘন কাশে।
অষ্ট অঙ্গে বাঁকা বুড়ি পরে পীতাম্বর।
নড়ি ধরি দাণ্ডাইল কান্নুর গোচর।

১ দ্রষ্টব্য 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ', পৃষ্ঠা ২০৭

জননী, দেবর্ষি নারদের শিষ্যা, বক্ষঃস্থলে কাষায় বস্ত্রধারিণী এবং মস্তকে কাশ পুষ্পের ন্যায় শুভ্রকেশধারিণীরূপে বর্ণিতা হইয়াছেন। নানা কৌশলে বহু অঘটন ঘটাইয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করানোই তাঁহার কাজ। কিন্তু মিলনলীলাতে তাঁহার আর কোন স্থান বা অধিকার নাই। যোগমায়ার এই পৌর্ণমাসী নাম হইবার সার্থকতা কি? ষোলকলা পূর্ণিমার উদয় হইলে তাহার পরে হইল সপ্তদশীকলার সহিত স্বরূপলীলা। ইহাই কি পৌর্ণমাসীর তাৎপর্য? শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার ভিতরে বৈশাখী পূর্ণিমা ঝুলন পূর্ণিমা, রাস পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা প্রভৃতি পূর্ণিমার আবির্ভাবও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমাই ষোলকলার পূর্তির দ্বারা যেন সপ্তদশী কলার অমৃতময়ী লীলার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়।"

মাধবসঙ্গীতে বড়াই চরিত্রের ভূমিকা ঐ মন্তব্যের অনুরূপ। এ বিষয়ে কবি ললিত-মাধব ও বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটানোই তাঁর কাজ। কন্দর্পের মারফৎ কৃষ্ণ বড়াইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি সানন্দে বলেন—

আজি সে হইল মোর সফল জীবন।
গোকুলনিবাসী আমি ইহার কারণ॥ (৯৭)

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বড়াই বুড়ির যাত্রার বর্ণনাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

আনন্দে চলিলা দেবী মনে বড় ত্বরা।
গ্রামের বাহির হৈলা বিদ্যুতের পারা॥
খসিল বসন চলে পরিতে পরিতে।
আথাল্য কবরী যায় বান্ধিতে বান্ধিতে॥
মহামন্ত্র জপে কৃষ্ণ যেই কুঞ্জে বসি।
সেই ঠাঞি অবিলম্বে গেলা পৌর্ণমাসী॥ (পৃষ্ঠা ৯৮)

বড়াই সুরসিকা। রাধার পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের পরিচয় দিয়ে কৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্যে বলেন, রাধা সম্পর্কে তার নাতিনী, কিন্তু কৃষ্ণের তাতে কী প্রয়োজন? কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিজেরও একা থাকা ঠিক নয়; কারণ—

একে নারী একেশ্বরী আর তাহে বন।
ইহাতে যুবক সঙ্গে রহে কোন জন॥

(পৃষ্ঠা ১০০)

কৃষ্ণের ব্যাকুলতায় বড়াই অবশেষে রাজী হন এবং কৃষ্ণের দূতী হিসাবে রাধার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চার করেন। নানা ঘটনার পর রাধাকৃষ্ণের মিলনের আয়োজন করে তিনি বিদায় লন।

শুন রাধা চন্দ্রাবলী শুন হে কানাঞি।
এখানে আমার আর অধিকার নাঞি॥
যত দেখ লাজ কাজ সব আমা লাগি।
দৈবেই এসব সঙ্গে আমি নহি ভাগী॥
যৌবনের গন্ধ নাঞি যাই গুড়ি গুড়ি।
পৌর্ণমাসী নাম গেল লোকে বলে বুড়ি॥
কপালে ত্রিবলী মাল পাণ্ডু হৈল কেশ।
দশনবিহীন মুখ কি করিব বেশ॥
সময়ে সকল হয় দুঃখ নাহি তায়।
যুবতী জনার কথা সহনে না যায়॥
পথে যাত্যে দেখা হয় যুবতীর সনে।
বুড়ি বলি সম্ভাষিঞা বিন্ধে কুন্তবাণে॥
দেখিঞা শুনিয়া মোর হেন লয় মন।
ফিরাইয়া দিতে পারি নহলি যৌবন॥
তবে কি কানাঞি আর চাহে করো ভিতে।
তাহে তো সভার দুঃখ নারিব দেখিতে॥
ভাল হৈল দুইজনে হৈল ইষ্টলাভ।
নিতিনিতি বৃদ্ধি হকু প্রাণবন্ধু ভাব॥

(পৃষ্ঠা ৩০৩)

চন্দ্রাবলী

অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে মদন, ব্রহ্মা, রতি, কাত্যায়নী, ললিতা, বিশাখা, যশোদা, পদ্মাবতী, চন্দ্রাবলী, বিশারদা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে চন্দ্রাবলী বিশিষ্টা।

কয়েকটি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী। তাছাড়া চন্দ্রাবলীকে বরাবর রাধার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই দেখা যায়। মাধবসঙ্গীতেও তাই। বড়াই এক জায়গায় "শুন রাধা চন্দ্রাবলী" বলে একসঙ্গে সম্বোধন করলেও মনে হয়, তিনি দু'জনকে দেখেই ঐ উক্তি করেছেন। যূথেশ্বরী চন্দ্রাবলী অন্যান্য গোপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। এবং চন্দ্রাবলী যে রাধার সমকক্ষা তার উল্লেখ পাই বড়াই বুড়ীর উক্তিতে—

চন্দ্রাবলী নামে তায় এক যূথেশ্বরী।
রাধার সমান প্রায় পরমাসুন্দরী॥

(পৃষ্ঠা ১২১)

চন্দ্রাবলী নিজের পরিচয়দান প্রসঙ্গে বলছেন, "সৌভমা আমার নাম, খ্যাতি চন্দ্রাবলী।"—(পৃষ্ঠা ২৪৬)। সৌভমার স্থলে 'সোমাভা' শব্দও পুঁথির অনেক জায়গায় আছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষতত্ত্বরূপে রাধাকৃষ্ণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন, "চন্দ্রই চন্দ্রাবলী এবং সূর্যবিম্বরূপ কৃষ্ণের মিলন ব্যাপারে রাধা নক্ষত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিনী।" চন্দ্রের সঙ্গে 'সোমাভা' বা 'সৌভমা' নামের সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য। এবং এই প্রসঙ্গে মাধবসঙ্গীতেরই দু'টি পঙ্‌ক্তি মূল্যবান। চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মাবতী রাধা অপেক্ষা চন্দ্রাবলীকে শ্রেষ্ঠা প্রমাণ করার জন্যে বলছেন—

তাহাতে তোমার রূপ মাধুর্য্যের সীমা।
কি করিব তারাবলী, উপরে চন্দ্রিমা॥

(পৃষ্ঠা ১৯৮)

এখানে তারাবলী অর্থে রাধা বিশাখা চিত্রিণী প্রভৃতি সখীদের বুঝাচ্ছে এবং চন্দ্রিমা চন্দ্রাবলী স্বয়ং।

চন্দ্রাবলীর সৌন্দর্যও অপরূপ। রাধার যিনি সমকক্ষা, তাঁর পক্ষে ভুবনমোহিনী সৌন্দর্যের অধিকারিণী হওয়াই স্বাভাবিক।

সখী পাঁচশতী সঙ্গে চন্দ্রাবলী সাজে।
রতনমঞ্জীর পায় রুনুঝুনু বাজে॥
তড়িত লতিকা যেন পথে চলি যায়।
অবিলম্বে উত্তরিলা সুন্দরী সভায়॥

(পৃঠা ১৯৮)

চন্দ্রাবলীকে রাধা অপেক্ষা বয়স্কা স্থিরমতি ও গম্ভীরারূপে দেখা যায়। তিনি নিজসৌন্দর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন। মাধবসঙ্গীতের চন্দ্রাবলী ততটা কুটিলা নন। রাধার সঙ্গে তাঁর আলাপ অনেকটা বান্ধবীর মতই। তিনি সখী পদ্মাবতী মারফৎ রাধার অভিসারের সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে রাধাকে কৃষ্ণের কাছে যেতে বারণ করেন। কারণ কৃষ্ণ "নবীন লম্পট বড় ধৈর্য্যগন্ধ নাস্তি।"—(পৃষ্ঠা ২০২)। সেই কৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে লোকনিন্দার কবলে পড়তে হবে। রাধাকে তো বটেই, চন্দ্রাবলীকেও। কারণ "রাধা চন্দ্রাবলীসমা বলে সর্ব্বলোকে।"—(পৃষ্ঠা ২০০)। চন্দ্রাবলী রাধাকে আত্মসংযমী হওয়ার উপদেশ দেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তিনি নিজেই সর্বাগ্রে কুঞ্জে প্রবেশ করেন। কৃষ্ণের সঙ্গে বাক্যালাপে তাঁর দাম্ভিক রূপটাই ফুটে ওঠে। রাধার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এ জায়গাতেই। রাধার প্রেমে আত্মসুখেচ্ছার চিহ্নমাত্র নেই; কিন্তু চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণপ্রীতির ভিতর আত্মসুখেচ্ছা প্রবল।

চন্দ্রাবলী যখন কুঞ্জে এলেন, কৃষ্ণ তাঁকে ভুলক্রমে রাধা বলে ডাকাতে তিনি রেগে আগুন। বলেন, তিনি সোমাভা, রাধা তো সামান্য নক্ষত্রের নাম। চন্দ্রাবলীর এই দম্ভোক্তিতে সখী পদ্মাবতী বলেন, এত অহংকার ভাল নয়; কারণ—"কৃষ্ণভজনের বৈরী নিজ অহংকার।"—(পৃষ্ঠা ২৫৩)।

পদ্মাবতী রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলে চন্দ্রাবলী নম্রা হয়ে কুসুমবনে প্রবেশ করেন। তারপর চন্দ্রাবলীকে আর রাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসাবে দেখা যায় না। দেখা যায় অভিসারিকা শ্রীরাধার বামপাশে। রাধার কৃষ্ণপ্রেমগাঢ়তার কাছে চন্দ্রাবলী হার মানেন।

অবশেষে রাধা চন্দ্রাবলীকে পাশে নিয়ে রাসমণ্ডপে উপস্থিত হন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করেন। কৃষ্ণপ্রেমে অহংকার অন্তরায়—এই তত্ত্ব বুঝাবার জন্যে চন্দ্রাবলী চরিত্রের সৃষ্টি।

অন্যান্য গোপীর মধ্যে বিশারদা চরিত্র উল্লেখযোগ্য। অভিসার-যাত্রায় বাধা দিয়ে স্বামী নিঃশঙ্ক আভীর বিশারদাকে ঘরের ভিতর আটকে রাখেন।—"কঠিন কুলুপ তার দিল দ্বারদেশে।"—(পৃষ্ঠা ২১৬)। কিন্তু কৃষ্ণগতপ্রাণ বিশারদা জানান—"শরীর ছাড়িয়া মোর আগে গেছে প্রাণে।"—(পৃষ্ঠা ২১৬)। এবং বন্দী বিশারদা ভৌতিক রূপ ছেড়ে দিব্যদেহ ধরলেন।

গুণময় দেহ ছিল দহিঞা নির্গুণ হৈল
উপনীত হৈলা কৃষ্ণ আগে ॥

(পৃষ্ঠা ২২০)

গোপীগণের কৃষ্ণভক্তির গভীরতা দেখানোর জন্যেই বিশারদা চরিত্রের সৃষ্টি।

ধরণী

মাধবসঙ্গীতের আকর্ষণীয় চরিত্র ধরণী। বাংলা সাহিত্যের অন্য কোথাও পৃথিবীকে এত সুন্দরভাবে যথাযোগ্যস্থানে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে জানি না। এই ধরণীর মুখ দিয়েই কবি গ্রন্থরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য—কৃষ্ণ ও চৈতন্যের ঐক্যপ্রদর্শন—বর্ণনা করেছেন। ধরণীর আকস্মিক উপস্থিতি যেমন নাটকীয়, তেমনি কবিত্বময়।

রাধা অভিসারে চলেছেন। কুসুমাচ্ছিদ পথে তাঁর চরণচিহ্ন ভূমিতে পড়ছে না—

কমলচরণ যেন ভূবি না পরশে।
ধরণী কাতর পদপরশের আশে ॥
বিরহ বিয়োগ ক্ষিতি নারিল সহিতে।
সখীর সাক্ষাতে দেবী আইলা আচম্বিতে ॥ (পৃষ্ঠা ২৭১)

নব দূর্বাদলের মত শ্যামল শরীর ধরণীর। তিনি এসেই পৃথিবীর জন্মকথা, মহাপ্রলয়ের ইতিহাস, ব্রহ্মার জন্ম, বরাহরূপী বিষ্ণুর উপাখ্যান বিবৃত করেন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে আদেশ দিলেন সৃষ্টি করতে। ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবী দুঃখে পাতালে প্রবেশ করেছেন। বিষ্ণু পৃথিবীকে কোলে তুলে নিলে পৃথিবী বললেন, হে বিষ্ণু, তুমি আমাকে গ্রহণ করো না, কারণ অসুরের অত্যাচার আর সইতে পারি না। পৃথিবীর বিলাপ শুনে বিষ্ণু জানালেন, পৃথিবীর দুঃখের কারণ নেই। ধর্মসংস্থাপনে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। দ্বাপরযুগে কালিন্দীপুলিনে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তিনি বিহার করবেন এবং তিনিই কলিযুগে আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হবেন।

ধরণী অভিসারিকাদের বললেন, এই আশ্বাস দিয়েই বিষ্ণু আমাকে জলের উপর স্থাপন করেছেন এবং তখন থেকেই শ্রীরাধিকার চরণস্পর্শের আশায় আমি আছি। কিন্তু—

ভূবি না পরশে যদি রাধার চরণ।
এতকাল ক্লেশ পাই কিসের কারণ॥

(পৃষ্ঠা ২৭৮)

উত্তরে বিশাখা বললেন, আমরা হরি, ব্রহ্মা কাউকেই জানি না, জানি নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে।

ত্রিভঙ্গ সুন্দর শ্যাম ভুবনসুন্দর।
শ্রীনন্দনন্দন বন্ধু সেই প্রাণেশ্বর॥

(পৃষ্ঠা ২৭৮)

রাধাসহ সখীরা কুঞ্জপথে চলে গেলেন। ধরণী বিমর্ষচিত্তে, করুণনয়নে তাঁদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় দৈববাণী শোনা গেল—'পৃথিবী, তুমি কাতর হয়ো না, গোপীদের বিস্মৃতি স্বাভাবিক।'—দৈববাণীর আশ্বাসে ধরণীর মনে ভরসা এল।

কাব্যসৌন্দর্য

উপরের কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনার মধ্যেই কবির কবিত্বশক্তির পরিচয় মেলে। উপমা অলংকারাদির প্রয়োগেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

একটি জায়গার বর্ণনা উদ্ভটত্বে উল্লেখযোগ্য। মুরলীধ্বনি শোনার পর গোপীগণের গৃহকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়—

শিশু কোলে করি কেহো দুগ্ধ লঞা হাথে।
তৈলভ্রমে দুগ্ধ দেই বালকের মাথে॥

হরিদ্রা সংযোগে তৈল শিশুমুখে দিঞা।
শয্যা বিনু দ্বারদেশে রাখে শুয়াইঞা॥
কেহো বা শুনিল বংশী রন্ধনের কালে।
অগ্নি নিভাইল তার নয়নের জলে॥

(পৃষ্ঠা ২১১)

প্রসাধনের সময়ও গোপীদের সব ওলটপালট হয়ে গেল—

অলক্তের ভ্রমে পদে কজ্জল মাখিঞা।
অধিক আনন্দ পায় পয়োধরে দিঞা॥
চরণে পরিল কেহো হিয়ার কাঁচুলি।
কর্ণের ভূষণ করে পাএর পাশুলি॥
মুখর মঞ্জীর কেহো লঞা দুই করে।
পুন পুন নেহারএ উলট মুকুরে॥
না দেখিঞা শ্লাঘ্য বাসে বদন ধুনায়।
প্রবাল মুক্তার মালা বান্ধে দুই পায়॥
নীবিবন্ধ লঞা কেহো বক্ষস্থলে বান্ধে।
নীল শাড়ি দেখি কেহো কৃষ্ণ বলি কান্দে॥

(পৃষ্ঠা ২১২)

এ ধরনের উলটপুরাণের কাহিনী ভাগবতের দশম স্কন্ধে আছে। সংলাপ সরস করার চেষ্টাও কবির হাতে সফল হয়েছে। বড়াই রাধাপ্রেমে পাগল কৃষ্ণকে এক জায়গায় বলছেন—

তাবত ধীবর জনে করএ বিনয়।
নৌকায় হইলে পার কার পরিচয়॥
তাবত ঘটকে মান্য থাকে দুই ঘরে।
পতি পত্নী যুক্ত হৈলে কেবা মান্য করে॥

(পৃষ্ঠা ১১৩)

কবি উপমা অলংকারাদির প্রয়োগে চিরাচরিত রীতিই অবলম্বন করেছেন। তবে কয়েকটি উপমা ও প্রয়োগ মৌলিক। এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন—

১. তপ্তভূমি পাঞা মীন যেন নহে স্থির। (পৃষ্ঠা ২১৭)
২. পরচিত্ত বান্ধা যেন অরণ্যের হাথি। (পৃষ্ঠা ১১৪)
৩. আমাত্য বান্ধব তার যেন শালবন।
রাধিকা বেড়িঞা তারা থাকে অনুক্ষণ॥ (পৃষ্ঠা ১১১)
৪. তড়িতলতিকা যেন পথে চলি যায়। (পৃষ্ঠা ১৯৮)

৫. ভাদরে আদর যেন কেতকীর ফুলে। (পৃষ্ঠা ২৪৮)
৬. সর্ব্বাঙ্গ সম্বরে সদা জলদবসনে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ঢাকে নবঘনে॥ (পৃষ্ঠা ১১৭)
৭. চামর সমীর পাশে বসন দোলায়।
চপলা চমকে যার অঙ্গের ছটায়॥ (পৃষ্ঠা ১১৭)
৮. ফেলিলে গায়ের মলি স্বর্ণবর্ণ ধরে। (পৃষ্ঠা ১০৭)
৯. দেখিলে আকুল প্রাণ না দেখিলে কান্দে। (পৃষ্ঠা ৩১০)
১০. করপদতল রাতা কমল বলিঞা।
অভিন্ন সৌরভে অলি রহে আগুলিঞা॥ (পৃষ্ঠা ১০৭)

"অপাঙ্গ ইঙ্গিত" শব্দের ব্যবহার কবির অত্যন্ত প্রিয়। বহুস্থানে এই প্রয়োগ আছে। তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ প্রতীকের প্রতি কবির পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়। যেমন সূর্য এবং বিদ্যুৎ। ভীষণত্ব বা মহিমা বুঝাতে সূর্য এবং ঔজ্জ্বল্য বা সৌন্দর্য বুঝাতে বিদ্যুতের উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্র সূর্য এবং নারীর ক্ষেত্রে বিদ্যুতের উপমা ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়।

সূর্য

১. মধ্যাহ্নের সূর্য্য যেন দীপ্ত কলেবর। (পৃষ্ঠা ১৮)
২. জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য্য যেন বৃষভানু রাজা। (পৃষ্ঠা ১০৬)
৩. দুই চক্ষু দেখি দুই সূর্য্যের আকার॥
দন্তের ছটায় দূরে গেল অন্ধকার॥ (পৃষ্ঠা ২৭৩)
৪. মহাভাব প্রেমে করি ঈষৎ অন্তর।
সহস্র কিরণ যুত যেন দিবাকর॥ (পৃষ্ঠা ১৯৫)
৫. বৃষভানু পিতা যেন মধ্যাহ্ন-দ্যুমণি। (পৃষ্ঠা ১৮২)

বিদ্যুৎ

১. সহজে তোমার তনু তড়িত সমান। (পৃষ্ঠা ২৬৮)
২. তরুণ তবালে বেড়া বিজুরির লতা। (পৃষ্ঠা ১৬৭)
৩. জলদে জড়িত যেন দামিনীর আভা। (পৃষ্ঠা ১১)
৪. বরণ কিরণ যেন দামিনীর ছটা। (পৃষ্ঠা ২৮১)
৫. তড়িত লতিকা যেন পথে চলি যায়। (পৃষ্ঠা ১৯৮)

৬. হেনকালে আইলা তথা যত নিতম্বিনী।
অম্বর ছাড়িঞা যেন উড়ল দামিনী ॥ (পৃষ্ঠা ১৭১)

রাধার রূপ বর্ণনায় কবি "রূপের বাতাসে" বা "অঙ্গের বাতাসে" পাষাণ মিলিয়ে যাওয়ার ব্যবহার বহুবার করেছেন। কোন কোন সময় আবার 'পাষাণ মিলে যাওয়া' এবং "রূপের বাতাস" পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. ঈষৎ নয়নভঙ্গী মৃদুমন্দ হাসে।
পাষাণ মিলাঞা যায় রূপের বাতাসে ॥ (পৃষ্ঠা ১০০)

২. পরশের আশে রূপের বাতাসে
পাষাণ মিলাঞা যায়। (পৃষ্ঠা ২০৫)

৩. চপলা চমকে তার অঙ্গের বাতাসে। (পৃষ্ঠা ১০৭)

৪. দ্রুম মৃগ পাখী পুলকায় শাখি
পাষাণ মিলাঞা যায়। (পৃষ্ঠা ১৪৭)

৫. যে রূপের কথা শুনি মিলায় পাষাণ। (পৃষ্ঠা ১৬৪)

৬. মৃগী পাখী ঝুরি যায় পাষাণ মিলায় তায়
অবলা লাগএ কোন কাজে। (পৃষ্ঠা ২৪১)

৭. ভুবন ভুলিল শ্যামরূপের বাতাসে। (পৃষ্ঠা ৩১০)

৮. না চলে রবির রথ মিলায় পাষাণ। (পৃষ্ঠা ১২৭)

সমসাময়িক বহু বৈষ্ণব কবির রচনায়ও এই প্রকার ব্যঞ্জনার প্রয়োগ আছে। বলরামদাস লিখেছেন—

পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।
বলরামদাসে কয় অবশ পরশে ॥

জ্ঞানদাসের পদাবলীতেও আছে—

আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলিয়া যায় ও মধুর বোলে ॥

জ্ঞানদাসের প্রভাব

কবির জীবনী আলোচনাপ্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরশুরামের গুরু মনোহরদাস ছিলেন জ্ঞানদাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই মনোহর-শিষ্য পরশুরামের উপর

স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানদাসের প্রভাব পড়েছে। পরশুরাম সম্ভবত জ্ঞানদাসের নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নীচে জ্ঞানদাসের প্রভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১. জ্ঞানদাস

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥

পরশুরাম

মনহারা হৈল রূপ যৌবনের মনে।

(পৃষ্ঠা ২৯৬)

২. জ্ঞানদাস.

রবাব খমক বীনা সুমেলি করিঞা।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল জয় জয় দিঞা ॥

পরশুরাম

উপঙ্গ খঞ্জরী বীণা সুমেলি করিঞা।
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিঞা ॥

(পৃষ্ঠা ২৪৫)

৩. জ্ঞানদাস

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

পরশুরাম

প্রতি অঙ্গ সঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ কান্দে ॥

(পৃষ্ঠা ১০৩)

গোবিন্দদাসের অতিপরিচিত একটি পদেরও প্রতিধ্বনি আছে মাধবসঙ্গীতে।

গোবিন্দদাস

সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি ॥

পরশুরাম

ধনি ধনি রাধে আজুবনি।
লাখ লখিমি নবলীলা লোভন
ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি ॥

(পৃষ্ঠা ২৭১)

তাছাড়া "চলল রমনী ধনি নব অভিসার। গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥" (পৃষ্ঠা ২৭১)—এই পদটির সঙ্গেও গোবিন্দদাসের একটি পরিচিত পদের মিল আছে।

ছন্দ

অন্যান্য কবিদের মধ্যে জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রভাব কিছুটা আছে। বিশেষ করে ছন্দে। কবি কয়েকটি ব্রজবুলি পদ লিখেছেন। তাতে বিদ্যাপতির প্রভাব রয়েছে।

হেরব যব সুন্দর বর নাহ
ধৈরজ ধরবি যতনে মন মাহ ॥
সহা না ছোড়বি সখীগণসঙ্গ।
অলস বাধ জনু মোড়বি অঙ্গ ॥

(পৃষ্ঠা ২৭০)

শ্রীরাধার বর্ণনামূলক একটি পদে (জয় জয় মাধব দয়িত অভিরামা—পৃষ্ঠা ৬) গীত-গোবিন্দের ছন্দের প্রভাব আছে। তাছাড়া প্রায় সব কবিতাই হয় পয়ার, নয় ত্রিপদী। বিভিন্ন ত্রিপদীতে আবার মাত্রার তারতম্য আছে। চৌদ্দমাত্রার জটিল কলামাত্রিক পয়ারের সংখ্যাই বেশী। মিল গতানুগতিক। ছন্দপতন কদাচিৎ দেখা যায়। এক জায়গায় সম্ভবত কবির অজ্ঞাতে জটিল কলামাত্রিক পয়ার দলমাত্রিক অর্থাৎ ছড়ার ছন্দের রূপ নিয়েছে।

কাহ্নু আছেন কুঞ্জবনে, রাধা আছেন ঘরে।
তার মধ্যে বুড়ি কেন আস্থাখাঞা মরে ॥

(পৃষ্ঠা ১১৩)

অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি কোথাও নেই। দু'একটি অনুপ্রাসের ব্যবহার শ্রুতি-মধুর। যেমন

চিকুর চাঁচর চিবুক চুম্বিত
চারু চন্দনের চান্দে।
নাগরী নিকর নয়ন চকোর
বুঢ়ল বিষম ফান্দে ॥

(পৃষ্ঠা ২০৬)

রাগরাগিণী ও গীত

কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে গ্রন্থনার অঙ্গ হিসাবে রাগরাগিণীসম্বলিত কয়েকটি ভাল পদ আছে। কোন পদ দু'তিন পঙ্‌ক্তির, কোনটি বড়। পদগুলির সঙ্গে মোট পঁচিশটি রাগরাগিণীর নাম আছে। ধানশী এবং ভাটিয়ালি বা ভাঠ্যারি রাগের ব্যবহার বেশী। নিম্নে রাগরাগিণীর তালিকা দেওয়া গেল—

১. সুহই ২. ধানশী ৩. গৌরীগান্ধার ৪. কামোদ ৫. শ্রী ৬. কল্যাণ ৭. ভাটিয়ারি ৮. সুহই ভাটিয়ারি ৯. করুণা ১০. বিহাগড়া ১১. সৌরঠী ১২. গুর্জরী ১৩. বরাড়ী ১৪. তোড়ি ১৫. জয়দময়ন্তী ১৬. পূরবী ১৭. কাফি সহেলা ১৮. পাহাড়িয়া ১৯. মায়ুর ২০. কাফি ভাঠ্যারি ২১. জয়জয়ন্তী ২২ ধানশী শ্রীগুর্জরী ২৩. মালশী ২৪ মঙ্গলগুর্জরী এবং ২৫. মুলতান।

পরশুরাম রায় রচিত গীতগুলি শ্রুতিমধুর। কৃষ্ণের রূপবর্ণনামূলক একটি পদে[১] কবি সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণ করে নূতনত্ব এনেছেন।

তাছাড়া বিহাগড়া রাগে পরশুরাম একটি ওড়িয়া পদও রচনা করেছেন। পদটি নিম্নরূপ—

কিএ সুধা কিএ বিষদেহা কিএ রসকূপ।
কহিবা বেলকু দিসে সপন সরূপ॥
নালো বৃখভানুতনি।
দিস ইএ দশা এবে এমন্ত ন জানি॥
তনু অনুরূপ তাঙ্কু ন দিশে উপামা।
কাঁহি ন রহিলা আজ সুন্দরী গারিমা॥
কঞ্চুলি জলদবাস কিরণ চপলা।
সেরূপ সে নাশবেশ হৃদরে পশিলা॥
মুখসুখ সিন্ধু ইন্দু বিন্দু বিন্দু ঘাম।
অসিত অদ্ভুত জ্যোতি রাধা আধা নাম॥
বহুল দীঘল কেস রসকলা ফণি।
গরলে ভরিলা তাঙ্ক বঙ্কিম চাহানি॥
বৃষভানু তনি ধনি মন মোহিলা।
ধৈরজ ধেয়ান সব লাজ কাজ গলা॥
মরাল গমন নখ কমল চরণ।
তাঁইসে পরশুরাম লউছি শরণ॥

(পৃষ্ঠা ১০১)

কবিতাটির রসগ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না বলে বাংলা অনুবাদ আর দেওয়া হয়নি।

১ জয়জয় গোকুল রাজকুমারং।
রাধামুরসী অসিত মণিহারং॥
তনুঘন ললিত রূপাঞ্জন নীলং।
মুহুতর মধুরমুদারতি শীলং। ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ৮)

সব দিক থেকে বিচার করলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরশুরাম রায়ের আসন কবি হিসাবে উচ্চে। কী সংস্কৃত, কী বাংলা, কী ব্রজবুলি—সবদিকে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়ে এই আসন তিনি স্থায়ী করে রেখেছেন। একথা সত্য যে, পূর্বসূরীদের প্রভাব নানাভাবে তাঁর রচনায় পড়েছে; কিন্তু এই উক্তি মধ্যযুগের আরও বহু শক্তিমান বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। পরশুরাম রায়ের কৃতিত্ব অন্য আরও অনেক দিক থেকে মৌলিক। মধ্যযুগের বাংলা কবিদের দোষ অতিকথন এবং কাহিনীর অকারণ বিস্তার। পরশুরাম রায় এই দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তদুপরি ভাষার সরলতা, কাহিনী-বিন্যাস ও কাব্যমাধুর্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন। এযাবৎ অজ্ঞাত ও অখ্যাত এই কবি নিঃসন্দেহে গৌরবময় বৈষ্ণবযুগের এক বিশিষ্ট সম্পদ। বড়ু চণ্ডীদাসের নাটকীয়তা, জ্ঞানদাসের কাব্য-সৌন্দর্য এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্যের ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে পরশুরাম রায়ের এই রচনাতে। এই সম্মিলন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একক এবং অনন্য।

তত্ত্বপরিচিতি

রাধাকৃষ্ণ সম্পর্ক

মাধবসঙ্গীতে রাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। কবি বিভিন্ন বৈষ্ণব-শাস্ত্র, নিবন্ধ ও পুরাণ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সার সংকলন করেছেন।

বৈষ্ণবের কাছে ভগবান হরি বা কৃষ্ণ নামে পরিচিত। এই হরি বা কৃষ্ণ সকল মঙ্গলের আধার। এই দৃশ্যজগৎ কৃষ্ণেরই বিকাশ। মানবাত্মা তাঁর অংশ। ভগবানকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ। তাঁর তিন শক্তি—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। এই আনন্দের অপর নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ দেয়। এই হ্লাদিনীর মূল প্রেম এবং শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের ব্যক্ত ভাব।

মাধবসঙ্গীতের প্রথমভাগে কৃষ্ণের যে বর্ণনা আছে, তাতে তাঁর প্রাথমিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

যশোদাজননী যার পিতা নন্দরাজ।
কিশোর বএস নিত্য ব্রজ যুবরাজ॥

বংশিকা আউধ কিন্তু গোবর্দ্ধনধারী।
রাধিকা প্রেয়সী বৃন্দাবনের বিহারী॥
শ্রীদামাদি সখা নিত্য গোষ্ঠ ক্রিয়াসঙ্গী।
সুবল অর্জ্জুন নর্ম্ম কেলিকলারঙ্গী॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম সৌহৃদ্য বেভার।
সর্ব্বোপরি শিখিপুচ্ছ প্রিয় অলঙ্কার॥
সুন্দর মন্দির প্রিয় নন্দীশ্বর গ্রাম।
অভিন্ন গোলোক বৃন্দা অটবী আরাম॥
গোকুল গোওালা জ্ঞাতি প্রিয় পরিবার।
অনন্তভজনে ভক্ত সকল সংসার॥
এসব কৃষ্ণের প্রিয় নিত্য যুগেযুগে।
অনন্ত লীলা করে যত ভক্ত অনুরাগে॥
কিশোরী গোপিকা সব কিশোর শ্রীহরি।
প্রেমসুখ ভুঞ্জে নিজ নিজ হিয়া ভরি॥
যে রতি পাইল গোপ নিতম্বিনী গণে।
লক্ষ্মী সরস্বতী শিব বিরিঞ্চি না জানে॥

(পৃষ্ঠা ৪৬)

হিন্দুধর্মে সাধনার তিন প্রধান ধারা—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। কৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণ করতে হলে জ্ঞান ও কর্ম বিসর্জন দিয়ে ভক্তিযোগের আশ্রয় নিতে হয়। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের পার্থক্য মাধবসঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে।

জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে দুই মত হয়।
সম্বন্ধ বুঝিতে সেহো ভিন্ন বস্তু নয়॥
যার যত অনুভব হয় জ্ঞানযোগে।
পক্ষ উড়ে মেঘ যেন পৃষ্ঠে নাহি লাগে॥
ভক্তিযোগে রত যত রসিক সুধীর।
কৃষ্ণরূপ লীলা যেন সমুদ্র-গভীর॥

(পৃষ্ঠা ২২৫)

জ্ঞান কর্ম্ম মিশ্রা হৈলে হয় অনুত্তমা।
কেবল কর্ম্মের মিশ্রা সে হয় মধ্যমা॥

জ্ঞান কর্ম্মে ত্যক্ত হৈলে হয় নিরুপাধি।
সেই সে উত্তমা ভক্তি নাম তার বৈধী ॥[১]

(পৃষ্ঠা ৫১)

এই ভক্তিই বিষ্ণুর বলকারিণী। এই ভক্তিসাধনের কয়েকটি ক্রম আছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ববিভাগ প্রেমভক্তিলহরীর একাদশ শ্লোকে[২] এই ক্রমপর্যায় সম্পর্কে নির্দেশ আছে। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার ত্রিবিংশতি পরিচ্ছেদে ঐ শ্লোকের প্রতিধ্বনি আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভক্তিসাধনের ক্রম করেছেন নিম্নরূপ : শ্রদ্ধা > সাধুসঙ্গ > ভজনক্রিয়া > অনর্থনিবৃত্তি > ভক্তিনিষ্ঠা > রুচি > আসক্তি > প্রীত্যঙ্কুর > প্রেম। মাধবসঙ্গীতে ঐ ক্রমপর্যায় নিম্নরূপ :—শ্রদ্ধা > সাধুসঙ্গ > ভজন > ভ্রমহীনতা > নিষ্ঠা > রুচি > আসক্তি > ভাব > রাগ > অনুরাগ > মহাভাব > প্রেম।

এই প্রকার প্রেমভক্তি সাধনের লক্ষণপ্রসঙ্গে কবি বলছেন—

শ্রবণ কীর্ত্তন আর প্রভুর স্মরণ।
পাদারবিন্দের সেবা অর্চ্চন বন্দন ॥
দাস্য সখ্যতা আর আত্মনিবেদন।
সাধনের দ্বারে হয় এসব লক্ষণ ॥

(পৃষ্ঠা ৫০)

ভক্তিরসের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি প্রধান। শান্তরসের গুণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠতা। এই রসে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। তাই শান্তরসে মমতা নেই। দাস্যরসে মমত্ববোধ আছে। কিন্তু সম্ভ্রমহেতু সঙ্কোচ ও দূরত্বের আভাস দেখা যায়। এই রসে সেবার সাহায্যে কৃষ্ণের সুখসম্পাদনই একমাত্র উদ্দেশ্য। সখ্যরসে মমতা ঘনীভূত হয়। এই রসে দূরত্ব বা সঙ্কোচ থাকে না। ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণের সঙ্গে বয়স্যের মত ব্যবহার করেন।

অতেব সখার ভাগ্য তুল্য দিতে নাঞি।
প্রাণের অধিক যার পরাণ কানাঞি ॥

(পৃষ্ঠা ৩১)

বাৎসল্যরসে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ আপন হয়ে যান। এতে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণগুলি তো থাকেই, কৃষ্ণের প্রতি মমতার আধিক্যও প্রকাশ পায়। মধুররসে রসের চরম গাঢ়তা দেখা যায়। এই রসে ভক্ত ও কৃষ্ণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং মমতার চরম বিকাশ দেখা যায়। এই মধুর বা শৃঙ্গাররসই সর্বাপেক্ষা মাধুর্যপূর্ণ।

১ তুঃ চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্য-রামানন্দ-সংলাপ।

২ 'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ'—ইত্যাদি

এই মধুররসের ভক্ত দুই শ্রেণীর : (১) দ্বারকায় মহিষীগণ ও লক্ষ্মী এবং (২) বৃন্দাবনের গোপবালাগণ। এই গোপিকারাই মধুর রসের ভক্ত হিসাবে প্রধান স্থান অধিকার করেছেন।

প্রকৃতির পর যার বেদে গায় যশ।
মাধুর্য্যাদি গুণে সেই প্রেয়সীর বশ॥
এমন প্রেয়সী গোপী নিত্যঅনুরাগী।
যে সুখবৈভবে সুখে লক্ষ্মী নহে ভাগী॥

(পৃষ্ঠা ২২৮)

বৃন্দাবনের ব্রজবালাদের সৌভাগ্যবর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ নিজেই বলছেন—

এইভাবে ব্রজপুরে গোপ নিতম্বিনী।
কৃষ্ণসম মহারসা প্রেমধনে ধনি॥
তেজিঞা দুকূল গুরু রসের বৈভবে।
কৃষ্ণকণ্ঠে লগ্ন তারা রাস মহোৎসবে॥
অভিনব নিত্যলীলা কুঞ্জের ভিতর।
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি পুংস অগোচর॥
একা কৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ গোপীগণ লঞা।
গোলোকের অধিপতি প্রেমে বশ হঞা॥
ব্রহ্মরাত্রি উপাদান করি যোগবলে।
সভার অভীষ্ট পূর্ণ কৈল এককালে॥
যত গোপী তত* কৃষ্ণ হঞা গোপীনাথ।
কাননে অশেষ রস করে গোপীসাথ॥

(পৃষ্ঠা ৫৩)

মধুর রসের আবার দু'ভাগ। স্বকীয়া এবং পরকীয়া। পরকীয়াতে রসের বিকাশ সর্বাধিক।

পরকীয়া পরপ্রেমা নিত্য চমৎকার।
নাগরেন্দ্র শিরোমণি কর অঙ্গীকার॥

(পৃষ্ঠা ৭২)

*

রসে রসে এক বস্তু গৌণ মুখ্য ভেদ।
স্বকীয়াতে নাহি জন্মে প্রীত পরিচ্ছেদ॥

* মূল গ্রন্থে মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ 'যত' হয়ে গেছে।

মনে জানে আমি তার সেহো মোর পতি।
অধিকারভেদ প্রীতপর্য্যা মন্দ গতি ॥
পরকীয়া মহারস ক্ষেণে ক্ষেণে আন।
প্রেমায় অর্পিঞা থাকে জাতি ধন প্রাণ ॥

(পৃষ্ঠা ৮৯)

পরকীয়া প্রেমে ধর্ম, কুল, গুরুজন ইত্যাদির বাধা থাকে বলে আবেগের প্রাবল্য ও উন্মাদনা বেশী দেখা যায়।

স্বকীয়া সম্বন্ধে নাঞি বিচ্ছেদের ভয়।
অনুরাগ প্রেম তাহে না হয় উদয় ॥ (পৃষ্ঠা ৮৫)

ব্রজের গোপবালাগণ পরকীয়া ভাবের একমাত্র দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের প্রেম কীরূপ ছিল, মাধবসঙ্গীতে তা' সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রেমের স্বভাব শুন কহি সমাধিঞা।
সোনায় সোহাগা যেন রহে মিশাইঞা ॥
রাগের অনিল অনুরাগের আগুনে।
সোহাগে মিলিঞা যায় সুবর্ণের সনে ॥

(পৃষ্ঠা ১২৬)

*

যেই রাধা সেই কৃষ্ণ এক আত্মা লেখি।
প্রণয় বিকার ভেদে ভিন্ন দেহ দেখি ॥[১]
বস্তুতত্ত্ব সব ভেদ অনেক বিস্তার।
আধেয় রাধিকা কৃষ্ণ বিগ্রহ আধার ॥
অপার রসের সিন্ধু রাধিকার প্রেম।
অলঙ্কার ভেদ যেন এক বস্তু হেম ॥

১ তুঃ চৈতন্যচরিতামৃতের—

ক. রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম তাহার ॥
খ. রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥
গ. রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

একই মৃত্তিকা যেন নানারূপ ঘট।
পূর্ণ প্রেম বিলাসিতে রাধার প্রকট॥
(পৃষ্ঠা ৮৪)

*

প্রকৃতি পুরুষ যেই আধেয় আধার।
প্রণয় বিকার ভেদ এ দুই আকার॥
প্রেমার কারণে দোঁহে দুই দেহ ধরে।
দোঁহা বিনু দুইজনে রহিতে না পারে॥
(পৃষ্ঠা ৮৮)

ভগবানের প্রেমরূপ, হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণতম আধার রাধিকা। আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ রাধাকে দিয়ে রসাস্বাদন করেন। রাধাকৃষ্ণ স্বরূপত এক। প্রণয়বিকারহেতু আত্মরমণেচ্ছায় দ্বিধাবিভক্ত। তাই গোপীর প্রেম নির্মল। তাতে কামের লেশমাত্র নেই। এই প্রেম সর্বত্যাগী, আত্মসুখেচ্ছাহীন।

নিজ সুখে সুখী হৈলে তারে বলি কাম।
সেই রসে কৃষ্ণসুখ প্রেম তার নাম॥[১]
নিজ অঙ্গ ভূষা করে কৃষ্ণসুখ লাগি।
প্রেমের সম্ভ্রম করে সদা অনুরাগী॥
(পৃষ্ঠা ২২৭)

গোপীদের মধ্যে রাধার স্থান সর্বোচ্চে। রাধার সঙ্গে অন্য কারও তুলনা হয় না।

যুগে যুগে হৈল মোর যত অবতার।
রাধিকা বিহিনে মোর সকল অসার॥
(পৃষ্ঠা ৭৭)

এই রাধার কৃষ্ণপ্রেম তুলনারহিত। রাধার প্রতি কৃষ্ণের মমতা তাকে চরম সৌভাগ্য দিয়েছে, তাই তিনি কৃষ্ণময়।

নিত্যকৃষ্ণপ্রিয়া সুষ্ঠকান্তস্বরূপিণী।
চিদানন্দরূপে এই নিত্যআহ্লাদিনী॥
(পৃষ্ঠা ১৮৭)

---

১ তুঃ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। (চৈতন্যচরিতামৃত)

এহেন রাধার সৌভাগ্য সত্যভামা আকাঙ্ক্ষা করেন, তার সৌন্দর্য লক্ষ্মী ও পার্বতীর অভিলষিত। শুধু রাধা নয়, কৃষ্ণকে সম্বোধন করে গোপীগণও তাঁদের হৃদয়ের শেষ কথা নিবেদন করেছেন—

তুমি প্রিয় প্রাণপতি তুমি আত্মা তুমি গতি
তব পদ পিরিতি ভরসা।

(পৃষ্ঠা ২৪০)

*

ত্রিভঙ্গ সুন্দর শ্যাম ভুবনসুন্দর।
শ্রীনন্দনন্দন বন্ধু সেই প্রাণেশ্বর ॥[১]

(পৃষ্ঠা ২৭৮)

কৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদনের এই হল শেষ কথা।

পরকীয়া-স্বকীয়া

পরকীয়ার মাহাত্ম্য ঘোষণা করা সত্ত্বেও মাধবসঙ্গীত গ্রন্থের সমাপ্তি স্বকীয়ায়—রাধাকৃষ্ণের বিবাহবিধানে। রূপগোস্বামী ও জীবগোস্বামী স্বকীয়া ও পরকীয়া সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের 'বৃহৎবৈষ্ণবতোষিণী টীকায়' রাধাকৃষ্ণের প্রকট লীলায় স্বকীয়াত্ব এবং অপ্রকট লীলায় পরকীয়াত্ব স্বীকার করেছেন। রূপগোস্বামী 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধবে' রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রাধা ও অভিমন্যু গোপের বিবাহসম্পর্ক বিষয়ে বলেছেন, এই বিবাহ সত্যবিবাহ নয়, যোগমায়ার প্রভাবে এই বিবাহ সত্য বলে মনে হচ্ছে। আসলে রাধা ও অন্যান্য গোপীগণ কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী।[২] জীবগোস্বামীও 'গোপালচম্পূ' নামক কাব্যে উভয়ের বিবাহ দিয়েছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকারও রাধাকৃষ্ণের বিলাস বর্ণনার পূর্বেই ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে মন্ত্রপাঠ, সপ্তপ্রদক্ষিণ ইত্যাদি করিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার বিবাহ দিয়েছেন। জীবগোস্বামীর মতে রাধা ও গোপীগণ ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের পতির সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনকালে কৃষ্ণকে প্রাণপ্রিয় জানা সত্ত্বেও যোগমায়াবলে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের যথার্থ সম্পর্কের জ্ঞান থাকত না। তাই স্বকীয়াতে থেকেও পরকীয়া ভাবের উদয় হত। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ

১ তুঃ "নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

২ তদ্‌বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম। নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য। (বিদগ্ধমাধব. ১ম অঙ্ক)

হওয়ার আগে গোপীগণের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যসম্বন্ধ ছিল। বিষ্ণুর পত্নীরা গোপীরূপে এবং বিষ্ণু স্বয়ং কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

অনেকে মনে করেন, পরকীয়া ভাব একটি বিশেষ তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভুর পরে। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের গোস্বামীগণেরও পরবর্তীকালে।[১] কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজে পরকীয়ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।[২] জীবগোস্বামীর শিষ্য শ্রীনিবাস এবং শ্যামানন্দ উভয়েই পরবর্তীকালে পরকীয়াবাদের প্রচারে সচেষ্ট হন। শ্রীনিবাসের শিষ্য রাধামোহন ঠাকুরও পরকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশেই পরকীয়াবাদের প্রাধান্য দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে ১১৩৮ সনে রাধামোহন ঠাকুরকে লেখা এক পত্রে[৩] জানা যায় যে, কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য নামে জনৈক পণ্ডিত মহারাজা জয়সিংহের অনুরোধে বৃন্দাবন থেকে বাংলাদেশে স্বকীয়াবাদ প্রচারে আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পরকীয়াবাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তিনি পরাভূত হয়ে পরকীয়াবাদের বিজয়সূচক এক জয়পত্র লিখে দিয়ে যান। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার অবশ্য এই জয়পত্রটি জাল বলে মনে করেন।[৪]

রূপগোস্বামী ও জীবগোস্বামী—এই দুই বৈষ্ণব দিক্‌পাল নিজ নিজ গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন। মাধবসঙ্গীতে পরশুরাম ঐ একই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে বৈষ্ণব-ধর্মবিরুদ্ধ কিছু করেননি। বরং এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলা সাহিত্যে মৌলিকত্বের দাবী করতে পারেন। রাধার সঙ্গে অভিমন্যু গোপের বিবাহ যে প্রাতিভাসিক সত্য, তাও একটি ঘটনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে। রাধা-অভিমন্যুর বিবাহের পর দেবর্ষি নারদ রাধার শ্বশুরালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। বরকন্যা নারদকে প্রণাম করলেন। কিন্তু নারদ উলটে রাধাকে হঠাৎ প্রণাম করায় রাধার শ্বশুর প্রিয়মন্যু 'হায় হায়' করে উঠলেন। তখন নারদ বললেন, রাধা সামান্যা নারী নন,

যে আদি পুরুষশক্তি নিত্যআহ্লাদিনী।
ইবে সেই বৃষভানু রাজার নন্দিনী॥ (পৃষ্ঠা ১০৯)

*

ইহার সংসর্গ যদি করে তোমার পো।
সেইদিনে অবশ্য পাইবে পুত্র[৫] মো॥

---

১ দ্রঃ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' (পৃষ্ঠা ২২৫)

২ পরকীয়া রসে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। (চৈঃ চঃ)

৩ দ্রঃ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' ২য় খণ্ড (পৃঃ ১১২-১১৩

৪ দ্রঃ চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃষ্ঠা ৫৩৬।

৫ মূল গ্রন্থে মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ 'পত্র' হয়ে গেছে।

কন্যা ধন্যা দিল যদি বৃষভানু রাজা।
ইষ্টদেব হেন কর‍্যা ঘরে রাখি পূজা॥

(পৃষ্ঠা ১১০)

তখন থেকেই রাধার সঙ্গে অভিমন্যুর দাম্পত্যসম্পর্ক নেই। কবি অভিমন্যুকে বলেছেন রাধার "মায়াপতি।" কবি দেখিয়েছেন, রাধা অভিমন্যুর দাম্পত্যসম্বন্ধ মূলত মিথ্যা, কৃষ্ণের সঙ্গেই আসল সম্বন্ধ। তাই গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে বিবাহবিধান অযৌক্তিক হয়নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নিম্বার্কাচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব মতেও রাধাকৃষ্ণকে বিবাহিত পতি-পত্নীরূপে পূজা করা হয়। নিম্বার্কদর্শনের প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপর নানাভাবে পড়েছিল।

মোটকথা, বাংলাদেশে চৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাপক প্রচারের পর বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরকীয়াবাদের প্রাধান্য লাভ করে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু স্বকীয়াবাদী থেকে যান। পরশুরাম রায় সম্ভবত সেই সম্প্রদায়েরই একজন মুখপাত্র।

কৃষ্ণদাস ও পরশুরাম

মাধবসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত পরশুরাম রায়ও জটিল বৈষ্ণবতত্ত্বকে সরল ছন্দের বন্ধনে আবদ্ধ করে কাব্যমর্যাদা দিতে পেরেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে রাধার ভাবকান্তি সম্বলিত চৈতন্যের প্রতিমূর্তি[১] আঁকতে চাইলেও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের মত কৃষ্ণলীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলার ঐক্যও দেখিয়েছেন।

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥

(চৈঃচঃ আদিলীলা, ২য় অধ্যায়)

মাধবসঙ্গীতেও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই মহাপ্রভুরূপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

রাধিকার প্রাণবন্ধু যে নন্দনন্দন।
কলিকালে সেই পুন পতিতপাবন॥
গোকুলের ভাবে পুন নদীয়া নগরে।
যমুনার অভিপ্রায় সুরধুনী তীরে॥

---

১ রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর (চৈঃচঃ)

অভিন্ন যশোদা নাম শচী ঠাকুরাণী।
তাঁর গর্ভে ভগবান জন্মিবা আপুনি॥

(পৃষ্ঠা ২৭৭)

কৃষ্ণদাস ও পরশুরাম উভয়েই প্রয়োজনমত বৈষ্ণবশাস্ত্র, ভাগবত ইত্যাদি থেকে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উভয়েই কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে পদ সন্নিবেশ করেছেন। তবে মাধবসঙ্গীতে পদের সংখ্যা অধিক এবং রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। চৈতন্য চরিতামৃতে শুধু লেখা আছে, "যথা রাগঃ"।

চৈতন্যচরিতামৃত মূলত চৈতন্যের জীবনী, প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণের উল্লেখ করা হয়েছে। মাধবসঙ্গীত মূলত কৃষ্ণের জীবনী, প্রসঙ্গক্রমে চৈতন্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুখ্যত পণ্ডিত, গৌণত কবি এবং পরশুরাম রায় মুখ্যত কবি, গৌণত পণ্ডিত। তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, মাধব-সঙ্গীতের উপর নানাভাবে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব পড়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছে কবির ঋণের কথা 'কবিপরিচিতি' প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরশুরাম রায় একই বিষয়ের ব্যাখ্যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ অপেক্ষা প্রাঞ্জল। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

পরশুরাম রায়

নিজ সুখে সুখী হৈলে তারে বলি কাম।
সেই রসে কৃষ্ণসুখ ধরে প্রেম নাম॥

(পৃষ্ঠা ২২৭)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥

পরশুরাম রায়

যেই রাধা সেই কৃষ্ণ এক আত্মা লেখি।
প্রণয়বিকারভেদে ভিন্ন দেহ দেখি॥

(পৃষ্ঠা ৮৪)

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের রচনা 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকটির ভাবানুবাদে উভয়ের পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য।

মূল শ্লোক

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

উত্তম হঞা আপনাকে মান তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তার দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥

পরশুরাম রায়

পরিণাম কৃষ্ণপ্রীতি যদি মনে জান।
তৃণ হৈতে লঘু করি আপনাকে মান॥
সহমানে নিজ তনু সাম্য কর ধরা।
পর উপগারে হবে তরলের পারা॥
অমানিনী হবে সখী সখ্যসুখ লঞা।
মানদাতা হবে পুন কৃষ্ণ সজাতিঞা॥
এতেক সহিতে যদি করহ স্বীকার।
তবে সে কৃষ্ণের প্রেমপাত্রে অধিকার॥

(পৃষ্ঠা ২৫৩)

পরশুরামের অনুবাদ আক্ষরিক না হলেও মূলানুগ এবং প্রাঞ্জল।

ভাষাপরিচিতি

মাধবসঙ্গীতের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই গ্রন্থসম্পাদনে ব্যবহৃত ক-পুঁথির লিপিকাল ১১৬৬ বঙ্গাব্দ এবং খ-পুঁথির লিপিকাল ১১৯৩ বঙ্গাব্দ। ঐ সময়ের অন্যান্য বাঙলা পুঁথির তুলনায় মাধব-সঙ্গীতের এই দুই পুঁথিতে ভাষার প্রাচীনত্ব অনেকটা আছে।

মাধবসঙ্গীতে তৎসম শব্দেরই আধিক্য দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য দুটি ফারসী শব্দ আছে। পানি ও ফারগ। ব্রজবুলি পদ ছাড়াও বর্ণনামূলক আখ্যানভাগে তুয়া, ঐসি ইত্যাদি কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। য়-শ্রুতি, ব-শ্রুতি ভাষায় সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যথা—গোওলা, খাওা ইত্যাদি। স্বরাঘাত হেতু অ-কারের প্রলম্বীকরণ যত্রতত্র দেখা যায়। যথ—অনুপাম, চাহানি, গারিমা, আলাস, আপার ইত্যাদি। বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণও প্রচুর। যথা—পরধান, পরমাদ, পরতেকে, পরসঙ্গ, পরপিতামহি, পরণাম, পরথম, ভরম, অনরথ ইত্যাদি। উচ্চারণে ৎস-কে চ্ছ করার প্রবণতা বিশেষ লক্ষণীয়। যথা—উচ্ছব, উচ্ছাহ, কুচ্ছাবাদ, চিকিচ্ছা, কুচ্ছিত ইত্যাদি।

তা ছাড়া 'হ্ব' স্থলে উচ্চারণের স্বাভাবিকতা অনুযায়ী ভ্ব বর্ণবিন্যাস দেখা যায়। যথা—জিভ্বা, বিভ্বল ইত্যাদি। উচ্চারণে 'ম' স্থলে 'ব'-এর প্রয়োগ কোথাও কোথাও আছে। যথা—ভূবি, টলবল, তবাল ইত্যাদি। দন্ত্য-ন স্থলে 'ল' অক্ষরের প্রয়োগ আছে, তবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আগ্নে। যথা—লড়ে, লাম্বিছিলাম, লাম্বিলা, লহলি, লেহ ইত্যাদি। ড়-স্থলে মহাপ্রাণ ঢ় উচ্চারণের প্রবণতা আছে। তবে ক-পুঁথিতেই বেশী। যথা—বুঢ়ি, গঢ়, পঢ়ায়, চঢ়িয়া ইত্যাদি। গ-স্থলে ক উচ্চারণের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আছে। যথা—স্থকিত। ক-স্থলে গ উচ্চারণের দৃষ্টান্তও আছে। যথা—উপগার। ম-স্থলে ং প্রয়োগও আছে। যথা—সংপ্রতি, সংবন্ধে ইত্যাদি। আবার ংষ-স্থলে ঙ্ক-এর ব্যবহারও আছে। যথা—সঙ্কোগ, সঙ্কম ইত্যাদি।

'আমি' শব্দের পরিবর্তে মোঁ, মু, মুঞি শব্দের ব্যবহার আছে। শব্দের মধ্যে স্বতঃমহাপ্রাণীকরণের প্রবণতা প্রবল। যথা—যতনেহ, আমরাহ, রাখিলেহ, আনিলেহ, সপনেহ ইত্যাদি। বহু শব্দে অপিনিহিতি আছে, অভিশ্রুতি হয়নি। যথা—বস্তেন, জাত্যে, মজাত্যে, পাত্যাইতে, লুকাত্যে, খাত্যে, কর‍্যা, ভুলাত্যে, হল্যে, শুয়্যা, আস্যা, বাট্যা ইত্যাদি। ত-স্থলে মহাপ্রাণ থ উচ্চারণ কিছু কিছু আছে। যথা—হাথি, হাথ, পুথলি, তাথে ইত্যাদি।

স্মরণ শব্দের সঙ্গে অতিরিক্ত ঙ প্রয়োগ আছে। যথা—স্মঙরণ, স্মঙরে, স্মঙরিঞা ইত্যাদি। কখনও কখনও প-এর সঙ্গে র-ফলা যোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়। যথা—পাচির, পয়াণ ইত্যাদি। অশৌচ ও অতিথি শব্দের স্থলে

অসুচ ও অতিথ ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যবহার পূর্ববঙ্গের অনেক জেলায় এখনও আছে।

অ, ইঅ প্রভৃতির সঙ্গে ল সংযোগে যে অতীতকালের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তা মূলত বিশেষণ বলে প্রাচীন বাঙলায় বহুস্থলে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মাধব-সঙ্গীতেও এইরূপ প্রয়োগ আছে। যথা—ফুটল কুসুম, উড়ল দামিনী, খসিল বসন, ভিজিল বসন ইত্যাদি।

গমনার্থ ধাতুর যোগে 'রে' বিভক্তির প্রয়োগ আছে। যথা—কাননেরে, কুঞ্জেরে, জলেরে ইত্যাদি। "করিল কুঞ্জেরে যাত্রা জয় জয় দিয়া।"—"জলেরে যাইতে একা" ইত্যাদি।

মধ্যমপুরুষে সি, ইসি প্রভৃতি বিভক্তির ব্যবহারও আছে। যথা—জাসি, জাত্যো চাসি ইত্যাদি।

উত্তমপুরুষে ক্রিয়াপদে ঙ প্রত্যয় দেখা যায়। যথা—আছিলাঙ, আইলাঙ, সাধিতাঙ, হৈলাঙ ইত্যাদি। উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদে লুম বা লাম স্থলে লুঁ প্রত্যয়ের ব্যবহারও যথেষ্ট—আছিলুঁ, বিকাইলুঁ, গেলুঁ ইত্যাদি।

নামধাতু প্রয়োগেও বৈশিষ্ট্য আছে। অনেকসময় অব্যয়কে এবং বিশেষ্য বা বিশেষণকে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত করা হয়েছে। যথা—আলিঙ্গয়ে, শ্রবয়ে, আকর্ষিতে, পরখিতে, নির্ম্মাইতে, নিন্দয়ে, লাজায়, নমস্করি, দঢ়াইল ইত্যাদি।

থাউকও হউক-এর পরিবর্তে থাকুও হকু শব্দের ব্যবহার, অপযশ স্থলে অবযশ, সমাজ স্থলে সমাঝ, সতত স্থলে সদত, ডুবিল অর্থে বুঢ়ল, 'কেনে' শব্দের বহুল ব্যবহার, ঝিয়ারি, বহুরি, কুলুপ, কলম, আম্বাল্য, কাহ্নু, সামায়[১] (আপন কাতায় যেন না সামায় পানি) ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং ভাষার বিচারেও মাধবসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ।

১ দ্রঃ প্রবেশ অর্থে সামায় শব্দের ব্যবহার আছে চর্যাপদে। "দুহিল দুধু কি বাণ্টে সামায়।" শ্রীহট্টে একই অর্থে শব্দটি এখনও প্রচলিত। শুধু শ্রীহট্টে নয়, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলেও।

মাধবসঙ্গীত

মঙ্গলাচরণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

অথ মাধবসঙ্গীতগ্রন্থ লিখ্যতে।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়দয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥[১]
আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদতৌ
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥[২]
সর্ব্বে শঙ্কর নারদাদয় ইহা জাতো স্বয়ং শ্রীরপিঃ।
প্রাপ্তা দেব হলায়ুধোঽপি মিলিতা জাতশ্চ তে বৃষ্ণয়ঃ।
ভূয়োঽপি ব্রজবাসিনৌ প্রকটিতা গোপালগোপ্যাদয়ঃ।
পূর্ণপ্রেমরসেশ্বরেঽধত্ত রতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥
দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য দুরন্ত-ঘোর-
দুর্ব্বাসনা-নিগড় শৃঙ্খল তস্য গাঢ়ং।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতি কোটি কদর্থিতস্য
গৌরংবিহ্যাম্ নমকো ভবতেহ বন্ধু ॥

রাগ সুহই

কনকদ্রব চম্পক রোচনায়ালস দামিনী বল্লিবিধ কান্তিধরং দ্যুমণিং।
বিবিধোত্তম গৌরুপমান-ঘটাত্যতি নিন্দিত সুন্দর গৌরতনুং।
অশরীর পরার্দ্ধপরং রুচিরং ভজ গৌর শরীরমুদারতরং। ধ্রু ॥
সরোদ্ভব শান্ত শশাঙ্কমুখং হরিনাম পীযূষ পরিস্ফুরিতাং।
সুকুঞ্চিত কেশ বিশেষলসঃ তুলসী নবমঞ্জরীমালযুতং ॥
শত পত্রক পত্রলয়ং নয়নম অবলোকন তাপিত পাপহরং।
করুণাকর কীর্ত্তন কীর্ত্তিময়ং কলিকাল ভুজঙ্গম দর্পহরং ॥

---

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের অনুরূপ।

২ বৃন্দাবনদাস কৃত চৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের অনুরূপ।

তদিতাখ্যাধায়ন শ্রবণনতি পল্লিতামৃতমিদং।
ধয়ন্নিত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিন ত্বং ভজ মনঃ॥
মনঃশিক্ষাদৈকাদশক বরমেতন্মধুরয়া
গায়ত্যুচ্চৈঃ সমাধিগত সর্ব্বাভেশ্রিয়।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণগুণ ভজন রত্নং লভতে॥
ইতি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনাং বিরচিতং মনঃশিক্ষাদেকাদশক বরং সম্পূর্ণং॥[১]

নম ললিতায়ৈ

লাস্যোল্লাসভুজগশক্র পতত্রি পত্র
পট্টাংশুকামরুণ কঞ্চুলি কাঞ্চিতাঙ্কীং।
গোরোচনা রুচিবিগর্হন গোরিমানাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি॥
রাধা সুধাং কিরণমণ্ডল কান্তি-দন্তি-
বক্ত্র শ্রিয়ং চকিত চারু চামর নেত্রাং।
রাধা প্রসাধন বিধান কলা প্রসিদ্ধাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি॥
বাৎসল্যবৃন্দ বসন্ত পশুপাল রাজ্ঞা
সখ্যানুশিক্ষণ কলাসু গুরুং সখীনাং।
রাধাব্রজেশসুত জীবিত নির্ব্বিশেষাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি॥
রাধামুকুন্দপদ সম্ভব ঘর্ম্ম বিন্দু
নির্ম্মঞ্চলেপ করণীকৃত দেহলক্ষ্মী।
উত্যুঙ্ক সৌহৃদি বিশেষরসাৎ প্রগণ্ডাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি॥

১ 'নয়নম অবলোকন……ভুজঙ্গমদর্পহরং'—এই অংশটুকু ছাড়া প্রথমে থেকে এতখানি পাঠ খ-পুঁথিতে নেই।

ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তনুস্সুষ্ঠু রাম্যা
মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনী লাঘবায়।
রাধে গিরং শৃনিহিতামিতং শিক্ষয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥
যাদ্ধামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়া
শ্রেক্ষাস্ম পক্ষ পদবিং মনুরুধ্যমানাং।
সত্যস্তুদিষ্ট অটলেন কৃতার্থয়ন্তী
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥
রাধামতি ব্রজপতে কৃতমাত্মজেন
কণ্ঠং মনাগো পিবিলোক্য বিলোহিতাক্ষীং
রাগুক্তিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥
রাধাব্রজেন্দ্রসুতসঙ্গম কুঁণ্ডচর্য্যাং
রম্যাং বিনিশ্চিত রতিমখিলোসংবেদ্য।
তাং গোকুল প্রিয় সখীনি মুখ্যাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥
নন্দন্নমুলিন ললিতাংনি পদ্যানি যঃ পঠতি নির্ম্মলদৃষ্টিরষ্টৌ
প্রত্যাবিকর্ষাভিজন নিজ বৃন্দ মধ্যেতংক্যং উদাপতি কুলোজ্জ্বল
কীর্ত্তিবন্ধ ॥

প্রথম অধ্যায়

প্রেমের স্বভাব ভাব ভব না জানিঞা।
জপ[১]যোগ চর্য্য করে নামগুণ গাঞা॥
নারদ প্রসাদ[২] শুক বিরিঞ্চি বাসব।
সনকাদি করে নিতি যার অনুভব॥
হেন প্রেমধন প্রভু সকরুণ হঞা।
দুরন্ত দুর্গতে দিল যাচিঞা যাচিঞা॥
যে কর্ণ বিবরে[৩] কৃষ্ণকথা নাহি যায়।
প্রেমার লালসে হেন সেহ নাচে[৪] গায়॥
রাধাকৃষ্ণ পরিচর্য্যা প্রতি গেহে গেহে[৫]।
ভাবের সঞ্চার আজ্জি প্রতি দেহে দেহে॥
যত অবতার প্রভু কৈল যুগে যুগে।
কলিযুগে গৌরপ্রভু[৬] অখিলের ভাগ্যে॥
ধন্য কলিকাল চারি যুগের ভিতরে।
গৌরাঙ্গ করুণানিধি যাহাতে বিহরে॥
অপার গুণের কথা সুধার সমুদ্র।
কহিতে না পারে কত প্রজাপতি রুদ্র॥
আনন্দে সাঁতার দিতে[৭] গৌরাঙ্গের গুণে।
ভুবনমোহন গোরারূপ পড়ে মনে॥
দামিনি দ্যু-মণি জিনি নব গোরচনা।
চম্পক কুসুম কান্তি জিনি কাঁচা সোনা॥
অবদাত তনু পুন ঢলঢল করে।
এক অঙ্গ রূপ শত নয়নে না ধরে॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি ও মুখ মণ্ডলে।
তহি কত শত ধারা রঞাছে উপরে॥

১ জড় ২ প্রহ্লাদ ৩ যেই কর্ণদ্বারে ৪ লাগে ৫ গৃহে গৃহে
৬ গৌরহরি ৭ চিত্তে

সুমেরু সিঞ্চিত যেন সুরধনী ধারে।
সতত বাহিয়া পড়ে নাভি সরোবরে ॥[১]
বিপুল পুলক ভুজ গভীর আরম্ভ।
মুকুলিত হৈল কিবা কলিকা কদম্ব ॥
ভ্রমর ভুলিল কত মঞ্জুরির মালে।
নিজ গুণগানে পুন কম্বুকণ্ঠ দোলে ॥
বঙ্কিম নয়ন অঙ্গে কত কান্তি ধরে।
অরুণ উদয় যেন সুমেরু শিখরে ॥
চরণসরোজে শোভে নখ নিশামণি।
রুনুর ঝুনুর[২] মণিমঞ্জীরের ধ্বনি ॥
নটেন্দ্র উপাধি যার নাগরী নিকরে।
সে পদ মাধুরী গতি কে বর্ণিতে পারে ॥
নাচিতে নাচিতে গোরা[৩] যেই দিগে চায়।
সে সকল লোকে সুখসাগরে ভাসায় ॥
স্বেদ অশ্রু বৈবর্ণতা পুলক বেপথু।
মূর্চ্ছা স্বরভঙ্গ সেই সাত্বিকের সেতু ॥
অনুক্ষণ এই অষ্ট ভাবের বিকার।
তাহাতে আস্বাদে যত পুরুর বিহার ॥
প্রতিক্ষণে হয় যত প্রেমার আনন্দ।
সকল সম্পূর্ণ করে প্রভু নিত্যানন্দ ॥
কভু গোরা নামরূপ কভু হয় নামী।
নাম গ্রাম ভাণ্ডারের তিহোঁ হএ[৪] স্বামী ॥
হইল অনন্ত নাম নিস্তার কারণে।
সম্বরণ স্থল তাহে সহস্র বদনে ॥
জয় জয় আনন্দ উদয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় দামোদর জয় শ্রীনিবাস।
স্বরূপ গোসাঞি জয় জয় হরিদাস ॥

---

১ খ-পুঁথিতে এই পঙ্‌ক্তি নেই ২ রুনু ঝুনু শুনি ৩ গৌর ৪ নিত্যানন্দ

জগৎ পবিত্র জয় রূপ সনাতন।
জয় জয় নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ॥
জয় জয় অচ্যুতানন্দ মাধব মুকুন্দ।
জয় বাসুদেব জয় রায় রামানন্দ ॥
জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গবিলাসী।
শুক্লাম্বর আদি যত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ॥
গৌরপ্রিয়বর্গ যত শুদ্ধ শান্ত দান্ত।
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত ॥
একে একে বন্দনা করিতে সাধ মনে।
ভএ কর কাঁপে ক্রমভঙ্গের কারণে ॥
সর্ব্ব পরাৎপর শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি।
যার সম ত্রিভুবনে অন্য কেহো নাঞি ॥
কেবা তার অগ্রগণ্য কেবা তাহে উনু[১]।
এই ভএ ক্রমে ক্রমে না লিখিল তনু ॥
বন্দনার অভিলাসে করি অনুভব।
বিলাসিতে কৈল প্রভু মহামহোৎসব ॥
যত গৌরভক্তবর্গ আসি সেই কালে।
একত্র হইলা সভে সে রসমণ্ডলে[২] ॥
মণ্ডলে কুণ্ডলাকারে ভ্রমিঞা ভ্রমিঞা।
পুনঃপুন প্রণমিঞা অবনী লোটাঞা ॥
পুন মুখ নিরখিয়া জোড় করি হাথ।
পুন প্রতি[৩] পদতলে করি প্রণিপাত ॥
পরশুরামের এই পরম বাসনা।
মাধবসঙ্গীত মহাপ্রভুর বন্দনা ॥

রাগ ধানশ্রী[৪]

জয় জয় মাধবদয়িত অভিরামা।
অবিদিত বেদ বিবুধ বিধি বিধিত রাধা রসবতী নামা ॥ ধ্রু ॥

১ অনু ২ রাসমণ্ডলে ৩ পুন ৪ ধানশী

বৃষভানু দধি অবধি অচিন্তন চিন্তামনি ধনি রূপা।
নন্দ নগর নব নন্দিনী বন্দিনী বৃন্দাবন বন ভূপা[১] ॥
পরম পুরুষ পরমেশ্বরী প্রেয়সী প্রণয়ণি প্রেমক পাত্রী।
নিগমাগম সার পর মহিমা মহি ভগবত ভাবক ধাত্রী ॥
মুনিগণ[২] রঞ্জন কারণগুণময়ি ভুবন পূর্ণিত নবলীলা।
শত শত ভকতাভিমতি কতি পূর্ত্তিনি সন্তত কান্ত সুশীলা ॥
বেশ বিশেষ শেষ সদৃশানন শিব শুক বর্ণন পারা।
সিন্ধু সুতাসুত শম্ভুঘরনিজিত তনু জনি[৩] লাবণি সারা ॥
ঢল ঢল[৪] সকল কলেবর আবর দ্যুতি জিতি বিদ্যুৎবল্লী।
চাঁচর চিকুর প্রচয় রুচি রঙ্গন[৫] ছন্দন মালতী মল্লী ॥
বরবিধু অবধি উচিত উপমাচয়[৬] নির্জ্জিত সজ্জিত বয়না।
বিকশিত শতক সরোরুহ লোচন বসিত অসম শরনয়না[৭] ॥
হেম মুকুর তনু গণ্ড সুমণ্ডল ঝলমল কুণ্ডল যুগলে।
নাসা ললিত সমুন্নত শেখর সুস্মিত মৌক্তিক বিমলে ॥
কমনীয় কম্বুকণ্ঠ কিএ কন্দর নিরখিতে রতিপতিবা।
ত্রিভুবনে উপমিত নাহি নাহি বিধি নাসা কত বিত কতিবা ॥
বিদলিত[৮] মল্লি মাল মণি মৌক্তিক অলিকুল কলইত হারা।
কুচ যুগ শম্ভু শিরোপরি সোহন মেরু সুরেশ্বরী ধারা ॥
বসন রসন ঘন অঞ্জনগঞ্জন চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গী।
জনুঘন পত্তন ইন্দুকিরণ পুন পূরণ করণ রণরঙ্গী ॥
কর কিশলয় ভুজ বল্লরী বলয়িত করি অরি কমনীয় মধ্যা।
কটিতট নিকট কলম্বনি কিঙ্কিণী গতি জিতি নর্ত্তক[৯] পন্থা ॥
গৌর নিতম্ব বিতম্বতর[১০] তুঙ্গিত গঞ্জিত হংস বিহঙ্গে।
স্তবকিত তরল ছন্দ নীবিবন্ধন দোলই অঙ্গতরঙ্গে ॥
কঞ্জ চরণে মণিমঞ্জীর ঝংকৃত ঝলমল নখমণি কিরণে[১১]।
পদতল অমল সরোরুহ শীতল পরশুরাম রহু শরণে ॥

১ ভূমা ২ গুণিগণ ৩ উন্নু ৪ টলটল ৫ বন্ধন ৬ উপাচয়
৭ চয়না ৮ বিগলিত ৯ নর্ত্তন ১০ বিতম্ব তব ১১ নখমণি
উজর কিরণে

রাগ গৌরীগান্ধার

জয় জয় গোকুল রাজকুমারং।
রাধামুরসি অসিত মনিহারং॥ ধ্রু॥
তনুঘন ললিত রূপাঞ্জন নীলং।
মৃদুতর মধুরমুদারতি শীলং॥
বহুবিধ কুসুমিত কুঞ্চিত কেশং।
রুচির শিখণ্ডক মণ্ডিত বেশং॥
অধরার্পিত প্রিয় মোহন বংশং।
মণ্ডিত গণ্ড বিলোলাবতংশং॥
হৃদয় নিহিত মান বনি বনমালং।
পরশুরাম মন লোচন জালং॥

বেদান্ত দর্শনে যারে পরমব্রহ্ম বলে।
সর্ব্বেশ্বর বলি যারে বলে পাতঞ্জলে॥
মীমাংসা সাধনে যারে বলে জ্যোতির্ম্ময়
জীবের জীবন যারে বৈশেষিক[১] হয়॥
ন্যায়শেষে একশেষ করি যারে জানে।
সুতন্ত্রের সত্য যারে সাংখ্যযোগে মানে॥
ত্রিগুণাত্মা অধীশ্বর বলে বেদবাদী।
ব্রহ্মা আদি বলে নিরঞ্জন নিরুপাধি॥
প্রাপঞ্চিকে বলে মায়া যুত কলেবর।
দিব্যজ্ঞানি বলে যারে প্রকৃতির[২] পর॥
মুমুক্ষ লোকের চারু চতুর্ভুজ সেহ।
তত্ত্ববাদী কহে কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ॥

১ বৈয়াসিক ২ প্রকৃতের

শ্রুতি স্মৃতি বেদবিদ্যা অবতার বলি।
কৃষ্ণ বিনু কেহো নহে কল্পিত সকলি॥
অভিন্ন মৃত্তিকা যেন নানা রূপ ঘট।
নানা রঙ্গে দেখি যেন এক বস্ত্র পট॥
একা সুবর্ণের যেন নানা অলঙ্কার।
তেমত কৃষ্ণের অংশ কলা অবতার॥
সগুণ নির্গুণ ভেদে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সে সব লেখিতে মোর নাহি প্রয়োজন॥
শ্রীগুরু গোস্বামী যেই দিল উপদেশ।
বিচারের পরাৎপর সেই সে বিশেষ॥
নৃদেহ আশ্রয় যেই গোকুল মণ্ডলে।
বন্দনা করিএ সেই কৃষ্ণ পদতলে॥
জননী যশোদা যার পিতা নন্দরাজ।
গোপের সমাঝে যেই ব্রজ যুবরাজ॥
শ্রীদামাদি সখা যার নন্দীশ্বরবাসী।
বংশিকা আয়ুধ যার রাধিকা[১] প্রেয়সী॥
গোপিকা নয়নানন্দ গোবর্দ্ধনধারী।
বলরাম জ্যেষ্ঠ যার বিপিনবিহারী॥
অশেষ বিলাস যার যমুনার তটে।
সে প্রভু বন্দিব আমি হৃদয় সম্পুটে॥
নিত্য কৈশোর প্রভু নিত্য বৃন্দাবন।
বংশী বনমালা শিখিপুচ্ছ বিভূষণ॥
সচির সংসার[২] সংগ্রহ কলা নিধি।
কৌমার পৌগণ্ড লীলা ভক্ত ইচ্ছা বিধি॥
ত্রৈলোক্য সৌভাগ্য[৩] সেই সুধাময় অঙ্গ।
ইঙ্গিতে মূর্চ্ছনা পায় কতেক অনঙ্গ॥
দলিত অঞ্জন যেন ইন্দ্র নীলমণি।
ইন্দীবর দল মৃদু স্নিগ্ধ কাদম্বিনী॥

---

১ শ্রীরাধিকা ২ শুচি রস সার ৩ সৌভগ

কর্পূর কস্তুরী অগুরু কুঙ্কুম চন্দনে।
তমাল শ্যামল অঙ্গ সোহে বিলোকনে॥
কুসুমিত কর চারু শিখণ্ড শেখর।
মধুলোভে উড়ে কত মত্ত মধুকর॥
নবরঙ্গ চূড়াএ চন্দ্রিকা শোভনে।
পুরন্দর ধনু যেন উদয়[১] গগনে॥
তিলক উপরে শোভে চপল অলকা।
কিএ মৃগিদৃশীগণ মন মরীচিকা॥
আনল অনন্ত ইন্দু দ্যুতি দর্পহারী।
মন্দহাসে মৃদুভাষে শ্রবএ মাধুরী॥
কন্দর্প কোদণ্ড নব দণ্ডী ভাঙুলতা।
ঈক্ষণ রক্ষণ ইসু যোগ্য বৈচিত্রিতা॥
আকর্ণ সন্ধান সর্ব্ব শায়ক ইঙ্গিতে।
বিন্ধএ রমনী হৃদি প্রাণের সহিতে॥
নিন্দএ সিন্দূর রঙ্গ সুন্দর অধরে।
মনোহর মিষ্ট মণি মুরলী বিবরে॥
ইঙ্গিতে সঙ্গীত ঘটা আবাহন[২] বিনা।
সপ্তস্বর ভিন্নগ্রাম বিংশতি[৩] মূর্চ্ছনা॥
জিনিঞা সুধার ধারা সুললিত বাণী[৪]।
মোহন করএ সুর নর নাগ মুনি॥
যমুনা জীবন হেন ধারা ছোৎকারি।
কিএ রসবতী রতি সমরের ভেরি॥
স্বর্ণসূত্র যুত মুক্তা নাসিকা উপরে।
দাবাগ্নি[৫] গ্রথিত তারা কিএ ক্ষপা করে॥
ত্রৈলোক্য মোহন গ্রীবা ঈষৎ ভঙ্গিমা।
বংশপুচ্ছ অংসমান অবতংশ সীমা॥
কম্বুকণ্ঠ যুত কত মহামণিহারে।
প্রসর মৌক্তিক মালা বিলোলিত উরে॥

১ উজল ২ আরোহণ ৩ একবিংশতি ৪ ধ্বনি ৫ কামিনী

পরিসর হৃদয় রুচির ঘন জাল।
কিএ মণি কিরণ উজ্জল উরমাল[১] ॥
তার মধ্যে ভানুমন্ত কিরণ কৌস্তুভে।
আজানুলম্বিত পুন বনমালা শোভে ॥[২]
অলিকুল অঙ্গনা আকুল পরিমলে।
কিএ কলাবতি রতি বিরহ মণ্ডলে ॥
আরেদ্ধ[৩] উদরে নাভি গভীর সুন্দর।
কিএ গোপী আঁখি-মীন স্নিগ্ধ সরোবর ॥
কটিতটে পুরট বসন বরশোভা।
জলদে জড়িত যেন দামিনীর আভা ॥
সুকুঞ্চিত অঞ্চল চঞ্চল রাঙ্গা পায়।
কিএ নব জাগর পতকা প্রতিভায় ॥
কঞ্জচরণে মণি মঞ্জীর বাজনি।
কিএ কুলবতি ব্রতভঙ্গ জয়ধ্বনি ॥
নখমণি কিরণ মুকুর বরশোভা।
কুন্দকান্তি[৪] নিন্দি কিএ শশধর প্রভা ॥
পদতল অমল কমল কিশলয়ে।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি সৌভাগ্য রেখাময়ে ॥
যে পদে ভাবক ভব আশাবদ্ধ অজ।
দেবেন্দ্রমুকুটমণি মৌলি যার রজ ॥
যে পদ ধেয়ান ধরি মহেশ্বর সুতে।
স্মরণে অশেষ বিঘ্ন নাশে ত্রিজগতে ॥
যে পদ প্রক্ষালোদক স্বর্গে মন্দাকিনী।
সুর[৫] শিব অভিষেকে নাম সুরধনী ॥
হরশিরে[৬] শোভে সেই বিশদ মালিকা।
মর্ত্ত্যভাগে ভাগীরথী পুণ্যের পতাকা ॥

১ উরুমাল ২ এই পঙ্‌ক্তিটি ক-পুঁথিতে নেই ৩ আরেঙ্গ ৪ কূর্ম্মকান্তি
৫ শুভ ৬ শিবশিরে

রসাতল ভুবন পাবন ভোগবতি।
ত্রৈলোক্য তারিণী কৃষ্ণভক্তি রূপবতী॥
কমলা করেন যেই চরণের আশা।
যে পদ তুলসী ভেল বৈভব বিলাসা॥
কামিনী কোমল কুচ কুঙ্কুম চন্দনে।
অর্চ্চিত হৈয়াছে[১] যেই অরুণ চরণে॥
সনকাদি সানন্দে স্মঙরে যেই পায়।
গোকুলে গোপের বেশে গোধন চরায়॥
ধন্য ধন্য ব্রজভূমি ভুবন ভিতরে।
অখিল ভুবনপতি যাহাতে বিহরে॥
যথাস্থানে যোগসিদ্ধ সনন্দাদি[২] ভাবি।
নিজ গুরুদেব আদি অধিষ্ঠাত্রী দেবী॥
মণ্ডলে কুণ্ডলাকারে ভ্রমিঞা ভ্রমিঞা।
প্রণতি করিএ শত অবনী লোটাঞা॥
শ্রীগুরুদেবের পদ কৃপা অনুভবে।
রচিল পরশুরাম সঙ্গীতমাধবে॥

কামোদ রাগ

শুন শুন বন্ধু ভাই রাধাকৃষ্ণ গুণ গাই
শ্রবণে অনন্ত পুণ্য ধাম।
বন্দিঞা বৈষ্ণব পদে সঙ্গীত সুখের সাধে
মাধবসঙ্গীত যার নাম॥
গোকুলে গোপাল খেলা রূপ রস রাসলীলা
যেমত জন্মিল পূর্ব্বভাগে।
যত সখা সখীগণে নিত্য প্রকৃতির সনে
কৃষ্ণকান্তা হৈল অনুরাগে॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মুখে শুনিঞা চিত্তের সুখে
রচনা করিতে করি সাধ।

১ হইছে ২ সুনন্দাদি

পুরাণ পণ্ডিত নহি পঞ্চালি[১] প্রবন্ধে কহি
না লবে আমার অপরাধ ॥
মহা মহা কবি যত জানিঞা শ্রীভাগবত
সূক্ষ্ম মোক্ষ ভক্তি অনুসারে।
ভাগ্যবান লোক গায় পাপ তাপ দৈন্য যায়
গ্রন্থ করি রাখিল সংসারে ॥
আমি তাহে অল্পজ্ঞান অল্পধন অল্পপ্রাণ
গুণহীন সহিত সংসারী।
সতত চঞ্চল মন সঙ্গ ছাড়া সাধুজন
ভূরি কর্ম্মে নহি অধিকারী ॥
শুনি বৃন্দাবন গুণ রসের লালসে মন
অবিরত জিভ্বার আরতি।
অপটু লোকের ঠাঞি শ্রবণের সুখ নাঞি
তেঞি করি পত্র দশ পুঁথি ॥
মূল রাস পঞ্চধ্যায় ভক্তিশাস্ত্র অভিপ্রায়
পঞ্চরাত্রি বিবিধ সংহিতা।
ভক্তিযুক্তি[২] নানা গ্রন্থ কৌমার গৌতমীতন্ত্র
বিষ্ণু রুদ্র পুরাণের কথা ॥
নাটক নাটিকা ভেদ গোপালতাপনী বেদ
বৃহৎকুল দীপিকা বিহিত।
নিত্যপ্রিয়া সখাসখী নাম গ্রাম যূথ লেখি
এই হেতু মাধবসঙ্গীত ॥
রাধাকৃষ্ণ গুণগ্রাম প্রিয়া পরিকর নাম
উত্তম মধ্যম ভক্তি ভেদ।
সাধন সন্ধান শিক্ষা শ্রবণ লভিএ দীক্ষা
সুষ্ঠু ভক্তি বিধান নিষেধ ॥
বুঝিঞা প্রাকৃত ভাষ না করিহ অবিশ্বাস
সন্দেহ না কর‍্য[৩] কিছু মনে।

১ পাঁচালি ২ ভক্তিমুক্তি ৩ করিহ

সর্পের দংশন নরে প্রাকৃতে নির্বিষ করে
সে কোথা পুরাণ পাঠ শুনে ॥
সংসার সর্পের তন্ত্র নাহি মানে অন্য মন্ত্র
অগাধ উপায় আর নাঞি ।
হইঞা সদৃঢ় চিত্ত কৃষ্ণকথা শুন নিত্য [১]
গুরু কর বৈষ্ণব গোসাঞি ॥
ছন্দবন্দ অলঙ্কার গদ্য পদ্য চমৎকার
না থাকিলে কবিত্বের দোষ ।
তথাপি সৎকথা গুণে গৌরব রাখিবে মনে
অবিজ্ঞানে না করিহ[২] রোষ ॥
হেন[৩] সাধারণ জলে নিষ্ঠায়[৪] সংসর্গ হৈলে
শিরোধার্য্য করে সর্ব্বজনা ।
অথবা পুষ্পের সনে সতের সংসর্গ গুণে
কণ্ঠে করে কলার বাসনা ॥
এতেক জানিঞা সভে দোষ তেজি গুণ লবে
কারণ বুঝিঞা কৃষ্ণকথা ।
যদি স্বর্ণভূষা হয় সে'ত পরিত্যজ্য নয়
না থাকিলে গঠনচিত্রতা ॥
শুনিলে সকামি পক্ষ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
যশ কীর্ত্তি সঞ্চয় সান্ত্বনা ।
দুঃখ শোক যায় দূরে প্রাচীন পাতক হরে
কান্তকৃতি কৃতান্ত বঞ্চনা ॥
অমুক্ত যতেক জনে শ্রদ্ধা করি যদি শুনে
মুক্তিপথে করি তিরস্কার ।
রাধাকৃষ্ণ রস পাঞা ভাবের ভাবক হঞা
দিনে দিনে প্রেমার[৫] সঞ্চার ॥
ভক্তলোক শুনে যদি অশান্ত ইন্দ্রিয়বাদি
শান্তি ধর্ম্ম লাভ অল্প দিনে ।

১ সুললিত ২ করিবে ৩ যেন ৪ শীলায় ৫ প্রেমের

গান্ধর্ব্বা সখীর সঙ্গে   হাস্যলাস্য লীলারঙ্গে
আসক্তি করাএ কৃষ্ণসনে ॥
যেন সুরেশ্বরী ধারা   তিনলোকের পাপ হরা
ততোধিক হন কৃষ্ণকথা।
তীর্থসেবা তীর্থজলে   বেদবিধি পুণ্যকালে
কৃষ্ণকথা শুনে যথাতথা ॥
জানিঞা না মানে মন   বৈষ্ণব প্রভুর ধন
ভক্তপদে হঞা প্রণিপাত।
চম্পকনগরী গ্রাম   তাহাতে নিবাস ধাম
মিরাস পুরুষ ছয় সাত ॥
লোকনাথ হরি রায়   তৎসুত সুবুদ্ধি রায়
তাঁর পুত্র শ্রীমধুসূদন।
দ্বিজকুলে জনমিঞা[১]   তাঁহার নন্দন হঞা
বিরচিল কৃষ্ণের কীর্ত্তন ॥
পাঞা গুরু উপদেশ   কৃষ্ণসেবা সবিশেষ
অনন্ত মহিমা গুণগ্রাম।
আপনি কলম ধরি   লিখন করেন হরি
পরশুরামের মাত্র নাম ॥

১ জন্ম পাঞা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুহই[1] রাগ

ভজ রে মুগধ লোক[2] গোবিন্দচরণে।
কৃষ্ণ হেন পরম কারণ বিসরি রহিল কেনে॥ ধ্রু

অবধানে শুন ভাই ভাগবত[3] কথা।
যে কথা শুনিলে তুষ্ট সকল দেবতা॥
দণ্ড প্রহর দিবা মাস সম্বৎসর।
কৃষ্ণকথা শ্রবণে সভেই[4] দেন বর॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হএ[5] অনিশ্রয়ে[6]।
কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব ভক্তি সাধন উপায়ে[7]॥
নবধা ভক্ত্যঙ্গ আগে শ্রবণ প্রধান।
শ্রবণের দ্বারে অন্য ভক্তি উপাদান॥
এই হেতু পরীক্ষিত ব্রহ্মশাঁপ ছলে।
আশ্রয় করিয়া রাজা মধ্যগঙ্গা জলে॥
যত যত মহামুনি করি আবাহন।
শান্তনু সুনন্দ আর সনক সনাতন॥
পুলহ পুলস্ত্য ধৌম্য[8] কর্ণ[9] মহামুনি।
নারদ আইলা রাজার ব্রহ্মশাঁপ শুনি॥
শুদ্ধ শুভ্র[10] কলেবর সদানন্দ মনে।
কৃষ্ণলীলা গান করে বল্লকীর তানে॥
কৌশিক অঙ্গিরা শঙ্খ লিখিত দুজন[11]।
জামদগ্ন্য আইলা তথা সঙ্গে শিষ্যগণ[12]॥

১ শূই ২ খ-পুঁথিতে এই শব্দ নেই ৩ শ্রীভাগবত ৪ সভাই ৫ হয়ে
৬ অনিশ্রয় ৭ উপায় ৮ আর ৯ খোক্কস ১০ সত্ত্ব
১১ দুজনে ১২ গণে

চ্যবন ভার্গব গর্গ মুনি অত্রিবর।
ব্যাসদেব আইলা তার পিতা পরাশর ॥
বাচস্পতি পুণ্ডরীক শৌভবি গালব।
পুণ্যশ্লোক পরীক্ষিতের মহামহোৎসব ॥
ধর্ম্ম সংস্থাপন রাজা ভক্ত মহাজন।
কৃপা করি সর্ব্বমুনি করিলা গমন ॥
প্রাচীর মন্দির[১] যবে কৈল সারি সারি।
সুরপুরীর শোভা যেন মুনির আয়ারি[২] ॥
পরিসর দিব্যমঞ্চ মধ্যগঙ্গাজলে।
চন্দ্রাতপ উড়ে তার গগন মণ্ডলে ॥
ঘৃতমধু শর্করাদি নানা উপহারে[৩]।
বিচিত্র রতন[৪] নানা দিব্য অলঙ্কারে[৫] ॥
ধূপ দীপ পুষ্পমালা কুঙ্কুম চন্দন।
মঞ্চের উপরে রাশি রাশি আয়োজন ॥
শত শত জন জলযানের উপরে।
নৌকা আরোহণে লোক গতায়াত করে ॥
জলের নিকটে আইলা জানি মুনিগণ।
অধিকারী ভেদে নমস্করি আলিঙ্গন ॥
একত্রে করেন রাজা বহু প্রণিপাত।
নিজ দশা নিবেদিল জোড় করি হাথ ॥
সকরুণে বলে রাজা নিবেদিব কি।
শুনাবে[৬] কৃষ্ণের কথা যতক্ষণ জী ॥
শুনিঞা করুণা যত মুনির অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি বলে উচ্চস্বরে ॥
আছিলা অনেক দূরে শুক মহাশয়।
হরিধ্বনি শুনি হৈলা আনন্দ বিস্ময় ॥

১ মণ্ডপ ২ আওয়ারি ৩ উপহার ৪ বসন ৫ অলঙ্কার
৬ শুনিব

মধ্যাহ্নের সূর্য্য যেন দীপ্ত[১] কলেবর[২]।
পূর্ব্বমুখে [৩]যান ধ্বনি শুনি মুনিবর ॥
কটিসূত্র যজ্ঞসূত্র হৃদি যোগ পাটা।
ঊর্দ্ধ হৈছে তার শিরে তাম্রবর্ণ জটা[৪] ॥
পুলকে পুরল তনু নয়নাশ্রু নীরে।
অবিলম্বে মহাশয় আইলা গঙ্গাতীরে ॥
অভ্যুত্থান কৈল যত মুনির মণ্ডলী।
কেহো স্তুতি ভক্তি মুদ্রা কেহো পুটাঞ্জলি ॥
কেহো কেহো বলে আজি যাত্রা শুভক্ষণ।
চক্ষু শ্লাঘ্য হৈল শুকদেব দরশন ॥
ব্যাস পরাশর আদি সভে কৈল পূজা।
কৃতকৃতার্থ হৈলা পরীক্ষিত রাজা ॥
দণ্ডবত প্রণাম করিয়া শত শত।
বরাসনে[৫] বসাইঞা নিবেদিল যত ॥
আমায় বিপ্রের শাঁপ না যায় খণ্ডন।
সপ্তাহ ভিতরে গোসাঞি আমার মরণ ॥
কালদণ্ড পাশ[৬] ভয় জন্মিল অন্তরে।
উদ্ধার করহ প্রভু কাতর কিঙ্করে ॥
এমত সমএ পাইল তুয়া দরশন।
শ্লাঘ্য হৈল[৭] ব্রহ্মশাঁপ বরের কারণ ॥
অনেক জন্মের[৮] পুণ্য হৈল উদয়।
কৃপা করি দরশন দিলে মহাশয় ॥
সাধুপদ সঞ্চারণ[৯] পতিত তারিতে।
বিশেষে আশ্রমী লোকের তীর্থপদ হৈতে ॥
যেই স্থানে অধিষ্ঠান তোমার চরণ।
সকল তীর্থের তথা হয় আগমন ॥

১ দিব্য ২ কলেবরে ৩ যান সেই ধ্বনি শুনিবারে ৪ হইআছে তার তাম্রবর্ণ জটা ৫ বীরাসনে ৬ পাপ ৭ লিখি ৮ পুণ্যের ৯ সঞ্চরনা

॥ তথাহি তন্ত্রে ॥

মুহূর্ত্তম্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।
স্বয়ং ব্রজতি তীর্থানি তত্তীর্থং তত্তপোবনম্ ॥

বৈষ্ণবের পদরেণু পায় চিন্তামণি।
অসাধনে বিষ্ণুভক্তি জন্মায় আপুনি[১] ॥
পাপ প্রতিকারে হন পাবক দুরন্ত।
কল্মষ কানন দহে আমূল পর্য্যন্ত ॥
অসার সংসার সিন্ধু তব[২] সার সেতু।
ভক্ত পদধূলি যেই[৩] গুণময় হেতু ॥

॥ তথাহি ভক্তিললিতায়াং[৪] ॥

হরিভক্তিবিশেষে তু হেতবঃ কল্মষাম্মূল ধূমকেতবঃ।
সংসারসিন্ধু সবেষতরো বিজয়ন্তে মহদাঙ্ঘ্রিরেণবঃ ॥

সহজে বৈষ্ণব প্রভু গোবিন্দের গায় ॥
মুখচন্দ্র কৃষ্ণভক্তি কথাসুধা[৫] পায় ॥
যেমত জলদজীবে আবাহন বিনে।
সংসার সেচন করে আপনার গুণে ॥
তার যেন পাত্রাপাত্র ভেদবুদ্ধি নাঞি।
ততোধিক কৃপাময় বৈষ্ণব গোসাঞি ॥
অন্যথা আমারে কেনে হইলা সদয়।
বিষয়ী মদান্ধ আমি ক্ষুদ্র[৬] পাপাশয় ॥
তথাপি তোমার হেন প্রবল করুণা।
পতিত বলিঞা মোরে না করিলে ঘৃণা ॥
যতেক উপায় দেখি সংসার তরিতে।
সে সকল সিদ্ধ হয় সাধিতে সাধিতে ॥

১ আপনি ২ তবে ৩ এই ৪ ভক্তিলতিকায়াং ৫ আস্বাদয়
৬ শুদ্ধ

জলময়ী তীর্থ যত আছে মহীতলে।
সেবনে পবিত্র তারা করে বহুকালে ॥
মৃত্তিকাদি ধাতু যত দেবের প্রতিমা।
সেবায় সুসিদ্ধ করে এ বড় মহিমা ॥
সাধন সেবন বিনা বৈষ্ণব গোসাঞি।
দর্শনে পবিত্র করেন কাল ব্যাজনাঞি ॥

॥ যথা শ্রীভাগবত ॥

মহৃস্বানি চ তীর্থানি ন দেবামৃত শীলানয়া।
তি পুনস্তব কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

অতএব কহিতে নারি নিজ ভাগ্যোদয়ে।
কল্পতরু গুরু পাইল এমত সময়ে ॥
ত্রিভুবনের পাপহরা জাহ্নবীর জল।
সংসারের তাপহর্ত্তা চন্দ্র সুশীতল ॥
কল্পতরু দৈন্য হরে সেবা সার্থক্রমে।
পাপ তাপ দৈন্য যায় সাধু সমাগমে ॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

গঙ্গাপাপং শশিতাপং দৈন্যং কল্পতরোর্হরে।
পাপং তাপং তথা দৈন্য সদ্যো সাধুসমাগমে ॥

পতিতপাবনী গঙ্গা মঞ্চ মধ্যজলে।
পতন হইলে প্রাণ তনুত্যাগ কালে[১] ॥
এক চিত্তে কৃষ্ণপদে ধরিব ধেয়ান।
প্রাণের পয়ান কালে যদি থাকে জ্ঞান ॥
কৃপা করি আইল যত বৈষ্ণব গোসাঞি।
পাপতাপ দূর গেল মৃত্যুভয় নাঞি ॥

১ হৈলে

দংশুক তক্ষক নাগ তারে নাহি ডর।
ব্রহ্মশাঁপ মোক্ষ[1] মোর[2] প্রায় হৈল বর॥
এমন সময় প্রভু অনুকূল হঞা।
কৃতার্থ করহ মোরে কৃষ্ণকথা কঞা॥

॥ যথা তত্রৈব ॥

তবোপযুক্ত প্রতিযন্তি বিপ্রা গঙ্গা চ দেবীধৃত চিত্তমি সে।
দ্বিজোপশ্রেষ্ঠ কুহকস্তু মূকো বা দশত্যলং গায়তা বিষ্ণুগাথা॥

রাজার[3] আদর[4] দেখি শুক মহাশয়।
সাধুবাদ করি মনে করিঞা[5] বিস্ময়॥
একে সে তরুণ তাহে বিষয়ী নৃপতি।
তথাপি নিতান্ত এত কৃষ্ণকথায় রতি॥
বজ্রসম ব্রহ্মশাঁপ শ্লাঘ্য করি বাসে।
নিতান্ত শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ বিলাসে॥
শুকদেব বলেন বাপু[6] আইস করি কোলে।
সর্ব্বথা হইলে মুক্ত মায়ামোহ জালে॥
মৃত্যু বলি মিথ্যাবাদ ব্রহ্মশাঁপ প্রথা।
বিস্তার করিলে তুমি ভাগবত কথা॥
বৈষ্ণবে বিলাস[7] যার শ্রবণ লালসে।
ভুক্তি মুক্তি স্বর্গভোগ তৃণতুল্য বাসে॥

॥ তত্রৈব ॥

তুলয়ামল বে নাপি ন সর্গং ন পুনর্ভবং।
ভগবতসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিস॥

১ লক্ষ ২ মোরে ৩ রাজাকে ৪ আদ্রব ৫ করেন ৬ বাপ
৭ বিশ্বাস

অতএব কহি রাজা সেই সব সত্য।
বৈষ্ণবের সঙ্গসুখ কথনে অকথ্য॥
ভক্তমুখে কৃষ্ণকথার সুখ হয়ে[১] যদি।
পূর্ণধারা বহে যেন অমৃতের নদী॥
বিগত বিষয়তৃষ্ণা শুনে গাঢ় কর্ণে।
সর্ব্বেন্দ্রিয় সুধাসিক্ত হয় প্রতি বর্ণে॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা ভয় শোক মোহ যায় দূরে।
অন্য উপসর্গ তারে স্পর্শ নাহি করে॥

॥ তত্রৈব ॥

তস্মান্মহন্মুখরিতং মধুভিশ্চরিত্রপীযূষশেষ পরিতঃ সবিতঃ শ্রবন্তি।
তায়ো পিবন্তি বিতসো নৃপ গাঢ় কর্ণে তান্নু স্পৃহন্ত সনত্বয়থ শোক মহান॥

সংসার জিনিলে রাজা আপনার গুণে।
অপর লোকের ভাগ্য হৈল তোমা সনে॥
যেন পাপহরা গঙ্গা ত্রিপথ গামিনী।
ভোগবতি বলে আর স্বর্গে মন্দাকিনী॥
তিন লোক পবিত্রবলে[২] হৈলা তিন ধারা।
ততোধিক কৃষ্ণকথা হন তীর্থবরা॥
বক্তা প্রশ্নকারী আর যত শ্রোতাগণে।
পবিত্র করএ একা কৃষ্ণকথা গানে॥

॥ যথা দশম স্কন্ধে ॥

বাসুদেবকথাপ্রশ্ন পুরুষাং স্ত্রীণ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রসূকং শ্রোতৃ ন তৎপদে সলিলং যথা॥

রাজা বলে[৩] পবিত্রের চিন্তা নাহি মনে।
পবিত্র হৈলাঙ আমি তোমা দরশনে॥

---

১ হয় ২ বলি ৩ কহে

কৌমার পৌগণ্ডলীলা শুনি ভক্তরাজা।
প্রণিপাতে করে পুন শুকদেবের পূজা ॥
গোকুলে যতেক লীলা কহিবে গোসাঞি।
যশোদার সম[১] ভাগ্য তিন লোকে নাঞি ॥
পরাৎপর ব্রহ্ম যেই সভার নিদান।
জননী বলিঞা যারে কৈল স্তনপান ॥

॥ তথাহি ॥

নন্দঃ কিমকরোদব্রহ্মণ শ্রেয় এব মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগ পপৌ যস্যাস্তনং হরিঃ ॥

সেই যশোমতী দেবী আনন্দ হিল্লোলে।
নিরীক্ষণ করি রূপ কৃষ্ণ করি কোলে ॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে গোপ গোপী পশু।
কিবা অবশিষ্ট তার কৃষ্ণ যার শিশু ॥
গোকুল নগরে আর শিশু লক্ষ লক্ষ।
কি তার ভাগ্যের কথা কৃষ্ণ যার সখ্য ॥
হাস ভাষ অঙ্গ সঙ্গ শয়ন ভোজনে ॥
[২]সদত বিহরে যেবা পরংব্রহ্মাসনে ॥
এ বড় মঙ্গল কথা শ্রুতি রসায়নে।
বিস্তার করিঞা কহ কৃপার কারণে ॥
শুকদেব বলেন কৃষ্ণ পরাৎপর হঞা।
নিজ সুখে অনুভূত প্রিয়বর্গ লঞা ॥
অগণ্য কৌমার লীলা নন্দের মন্দিরে।
বিধিমার্গে বিনা ভাব না কহিল উরে ॥
রসভক্তি কথা যদি শুনিতে না জানে।
পরম নিগূঢ় কথা কহিব কেমনে ॥

১ সমান ২ পরবর্তী আট পঙ্‌ক্তি ক-পুঁথিতে নেই

ইহা বুঝি ব্যাসদেব না লিখিল শ্লোক।
না জানি কেমন বুদ্ধি করে কোন লোক ॥
এখনে জানিল তুমি পাত্র নৃপমণি।
কহিব বিস্তার রূপে যেবা কিছু জানি ॥
রসভক্তি নাম এই প্রথমা পিরিতি।
সাঙ্গোপাঙ্গে বলি আর নন্দ যশোমতি ॥
পূর্ব্ব উপাসনা নিষ্ঠে দৃষ্টে ইষ্টলাভ।
বিশেষে বিষকময় যশোদার ভাব ॥
কৃষ্ণ পুত্র আমি মাতা এই অধিকারে।
অধীন করিঞা ভক্তি করএ প্রভুরে ॥
যে প্রভু অখিল লোকের কামকল্পতরু।
তাহাকে অধীন করে আপনাকে গুরু ॥
পূর্ণ স্নেহ প্রতিক্ষণ করুণ হৃদয়ে[১]।
সভারে ব্যগ্রতা করে অমঙ্গল ভয়ে[২] ॥
পরিণত[৩] গোপ গোপী যত আবাস[৪] ঘরে।
তা সভার পদধূলি দেয় কৃষ্ণশিরে ॥[৫]
আশিস করহ বলি শিরে দেই হাত।
[৬]কানাঞি কুশলে থাকু তব প্রসাদাৎ ॥
দেখিঞা মধুর মূর্ত্তি কুলোকের ডরে।
লোকপাল উচ্চারিঞা শিখা বান্ধে শিরে ॥
গোময় মুখের আপে তরল করিঞা।
কপালে তিলক দেই পদধুলি দিঞা ॥
সর্ব্ব দেব শিরোমণি হেন কৃষ্ণ পাঞা।
কি রূপে করএ ভক্তি দাসদাসী হঞা ॥
অতএব রসের কথা বুঝনে না যায়।
যদি উপজয়ে সেহ বৈষ্ণব কৃপায় ॥

১ হৃদয় ২ ভয় ৩ প্রবীণ ৪ ঘরে ৫ তার পদধূলি দেই কৃষ্ণ কলেবরে ৬ পরবর্তী চার পংক্তি ক-পুঁথিতে নেই

অবৈদিক অযৌতুক অলৌকিক ভাবে।
সর্ব্বোত্তমা অধিকার স্নেহ করি লভে ॥

॥ তথাহি ॥

নেমং বিরিঞ্চৌন ভবোন শ্রীরঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদ নে ভিরে গোপী যত্তৎ পাপ বিমুক্তিদাৎ ॥

আব্রহ্ম বাসব শিব আদি পরতন্ত্র।
দিবি[1] ভূবি রসাতলে ঈশ্বর স্বতন্ত্র ॥
এমত[2] কৃষ্ণকে যশো অধীন[3] করিঞা।
যেই মনে সেই[4] করে স্বতন্তরা হঞা ॥
যতেক অবিধি ভক্তি করে পুত্রভাবে।
অবিধি হুবিধি হএ ভাবের স্বভাবে ॥
যার নাম লব হেন অভিলাস মাত্রে।
অশেষ দুরিত রাশি না থাকএ গাত্রে ॥

॥ যথা পদ্যাবল্যাং ॥

বেপন্থে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতি
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তে শ্রীচিত্রগুপ্তকৃতি।
সানন্দং মধুপর্ক সংভূতবিধৌ বেধকরোত্যুদ্যমং
বক্তুং নাম তব স্মরাতিলসিতৈর্ব্রর্মো কিমন্যৎ পরং ॥

যাহার কিঙ্করে তবে[5] মহাভয় পায়।
যশোদা করএ কত সামান্য উপায় ॥
মহাযোগীগণ যারে ধেয়ায় ধেয়ানে।
অনন্ত মহিমাগান সহস্র বদনে ॥
বিরিঞ্চি শঙ্করার্চ্চিত যে পদপঙ্কজ।
দেবেন্দ্র মুকুটমণি যোগী যার রজ ॥

১ দেবি ২ এমন ৩ অধিক ৪ তাই ৫ খ-পুঁথিতে নেই

সে প্রভু এ সকল ভাবে ভেল বশ ।
ততোধিক দেখ আর ভাবের সাহস ॥
সে[১] পাদ[২] মাধুরী গতি দর্শনের ছলে ।
দুখানি পাদুকা আন যশোমতী বলে ॥
তা শুনি আনন্দময় ঈষৎ হাসিঞা ।
অখিল ভুবনপতি আজ্ঞাকারী হঞা ॥
ভক্তের রসতা প্রভু জানাবার তরে ।
গোপের পাদুকা করে হৃদয় উপরে ॥
যশোমতী বলে লঞা আস্য মোর বাপ ।
গমন দেখিঞা ঘুচুক নয়নের[৩] তাপ ॥
সমুখে রাখিঞা রূপ করে নিরীক্ষণ ।
মনের আনন্দে মুখে করএ চুম্বন ॥
যে অঙ্গ মোহন রূপ নয়নে না ধরে ।
সেইখানে যশোমতী থুথুকার করে ॥
প্রাণের অধিকাধিক নয়নের তারা ।
কৃষ্ণ কোলে দোলে ভোলে বলে যেন হারা ॥
কনককটোরি ভরি দুগ্ধ দেই মায় ।
মুখ দিঞা থাকে তাহা[৪] কিছু নাহি খায় ॥
যশোমতী বলে কথা শুনরে বাছনি[৫] ।
দুগ্ধ খাও[৬] এই ক্ষণে[৭] বাড়িবেক বেণী ॥
বলরামের দীর্ঘ বেণী দেখ পিঠে দোলে ।
দুগ্ধ নাঞি খাও[৮] তেঞি কেশ কর্ণমূলে ॥
সাবোঞ্চ ধবলীর[৯] দুগ্ধ চিতা[১০] দিঞা খায় ।
খাত্যে খাত্যে বেণী বাড়ে চরণে লোটায় ॥
মাএর এসব কথা প্রলাপ শুনিঞা ।
দুগ্ধ খান[১১] কৃষ্ণ কেশে বাম হাথ দিঞা ॥

১ ষে ২ পদ ৩ নয়ানের ৪ তায় ৫ বাছুনি ৬ থাহ
৭ ক্ষেণে ৮ খাহ ৯ ধলীর ১০ চিত্ত ১১ খায়

তা দেখি মাএর অঙ্গ[১] ধরণে না যায়।
আনন্দসাগরে ভাসে থল[২] নাহি পায়॥
দুগ্ধ খাঞা মাএর কাছে চতুর কানাঞি।
জোখা দিঞা দেখে কেশ কিছু বাঢ়ে নাঞি॥
কেশে ধরি কান্দে[৩] কৃষ্ণ গড়াগড়ি বুলে।
ব্যস্ত হঞা[৪] যশোমতী পুত্র নিল[৫] কোলে॥
ক্রন্দন শুনিয়া তথা আইলা রোহিণী।
কৃষ্ণ কোলে করি শিরে দিল নিজ বেণী॥
যশোদা বলেন এই দেখ যদু রায়।
বাঢ়িল তোমার বেণী ধরণী লোটায়॥
এই মত কৃষ্ণ লঞা নানা রঙ্গ করে।
সে সব সুখের সীমা কে বলিতে পারে॥
বিক্রয় হইলা যেন যশোদার গুণে।
বাঢ়িল প্রলোভোপায় ঈশ্বরের মনে॥
ব্রহ্মার মোহন ছলে শিশু বৎস হঞা।
লইল বাৎসল্যসুখ গোকুল ভরিঞা॥
মাতৃপক্ষ লক্ষ লক্ষ গোকুল গোপিনী।
সভার তনয় হঞা দেব শিরোমণি॥
যার যেন রূপ গুণ যেমত বয়েস।
যার যেন নাক মুখ যার যেন কেশ॥
দীর্ঘ খর্ব্ব স্থূল সূক্ষ্ম যার যেন গা।
কটি ধটি জানু জঙ্ঘা যেন হাথ পা॥
শিঙ্গা বেত্র বেণু যার ছন্দবন্দ দড়ি।
কার কাল কার পীত কার রাঙা ধড়ি॥[৬]
যেমত স্বভাব যার যেমত ভূষণ।
সভার[৭] স্বরূপ হঞা নন্দের নন্দন॥

১ গা ২ স্থান ৩ কান্দেন ৪ হৈল ৫ করি ৬ কারু কালা কারু গোরা কারু রাঙা ধড়ি ৭ সর্ব্ব

॥ তথাহি দশম স্কন্ধে ॥

যাবদ্বৎস্য পরৎস কাল্লকরুপয়াবতক বাজ্ঘ্যা দিকং
যাবদ্যষ্টি বিশাল বেণুদল সি যাবদ্বিভূষাম্বরং।
যাবর্হীনগুণাভিধা হৃতিবয়ো যাবদ্বি হারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঙ্গে বেদজঃ সর্ব্বস্বরূপ ভোঃ ॥

এইরূপে যত বৎস হরি নিল বিধি।
আপনে সকল রূপ হৈলা গুণনিধি ॥
ছোটবড় উচনীচ[১] যার যেন রঙ্গ।
ধবল পিয়ল শ্যাম কারু চিত্র অঙ্গ ॥
শ্বেত পুচ্ছ সঙ্গাক্ষ চঞ্চলতা ধীর।
সভার স্বরূপ শীল হৈলা যদুবীর ॥
এইত অনেক তভু[২] অনন্ত শরীরে।
বাৎসল্য রসের ভোগ করিল সম্বৎসরে ॥
কালজীর্ণ প্রত্যাসন্ন হএ যেই রূপে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড রহে লোমকূপে ॥
এক নিশ্বাসের ব্যাজ অবলম্ব করি।
নিসধিতে চতুর্দ্দশ ভুবনবিস্তারি ॥
যে কৃষ্ণবিভূতি এত নাট্যলীলা করে।
সে তনু বাৎসল্য একা সম্বরিতে নারে ॥

॥ তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

যস্যৈক নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি
লোমবিলজা জগদণ্ডনাথা।
বিষ্ণুর্মহান সইহয়স্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমোহং ভজামি ॥

১ উচ্চনীচ ২ প্রভু

অতএব বাৎসল্য রস মাধুর্য্যের সার।
সাঙ্গোপাঙ্গে যশোমতী কৈল ব্যবহার ॥
চোরছলে উদূখলে বান্ধিলেক মায়।
এইভাবে বান্ধিতে সেই ইঙ্গিতে বুঝায় ॥
সংক্ষেপে বাৎসল্য লীলা[১] কহিল তোমারে।
শুনিলে করুণারতি বাঢ়ে প্রত্যক্ষরে ॥
পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান।
মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান ॥

শ্রীরাগ

সব রাখালের শিরোমণি
কানাঞি আমার প্রাণের ভাই কানাঞি রে॥ ধ্রু ॥[২]

শুকদেব বলেন রাজা শুন যুক্তি সার।
সখা অধিকারে শুন সম ব্যবহার ॥
কৃষ্ণসম বেশ করে কৃষ্ণের আবেশে।
একুই আসনে বৈসে সখ্যের সাহসে ॥
কান্ধে করি বহে কভু করে আরোহণ।
ঈশ্বরের সনে করে একত্রে ভোজন ॥
ভক্ষণের কালে যায় বাঢ়া স্বাদ[৩] পায়।
কৃষ্ণ প্রতি মোহে গ্রাস সকল না খায় ॥
অর্দ্ধগ্রাস লঞা দেহ গোবিন্দের মুখে।
অপরাধ[৪] নাহি মানে সুখী সখ্য সুঁখে ॥
কায়মনোবাক্যে কভু নহে কৃষ্ণ ছাড়া।
কৃষ্ণসুখে সদা সুখী গোওালার পাড়া ॥
ভোজন করএ সুখে মায়ের রন্ধন।
হাসিঞা হাসিঞা করে কৃষ্ণে নিবেদন ॥

---

১ কথা ২ সব রাখালের শিরোমণি কানাঞি রে, অ মোর গুণের ভাই কানাঞি রে ৩ স্বাদু ৪ অফরাধ

কৃষ্ণে নিবেদিত হৈলে স্বাদু[1] ভাল লাগে।
কহিঞা ত্রিভঙ্গ হএ কৃষ্ণ অনুরাগে॥
খাঞা পিঞা মাতৃকোলে শুঞা থাকে খাটে।
সপনে কৃষ্ণের সঙ্গে যমুনার মাঠে॥
প্রভাতে শয্যায় হৈতে তোলে বাপমায়।
পরিতে পরিতে ধড়ি নন্দঘরে[2] যায়॥
মুখ প্রক্ষালন করে রামকৃষ্ণ সনে।
ক্ষণার্দ্ধ গোবিন্দ বিনু[3] যুগ শত মানে॥
পিতামাতা সনে[4] রাত্রে যত কথা হয়।
বিরলে কৃষ্ণের আগে সে সকল কয়॥
যার যেন অভিনয় কৃষ্ণ তাহা জানে।
মনোহীত যুক্তি তার কহে কানে কানে॥
যার অংশে[5] রামভুজ দেন ব্রজনাথ।
সখ্যভাবে সেহো দেই কৃষ্ণ কান্ধে হাথ॥
বল পরখিতে[6] করে হেলাহেলি গায়।
হাথ ধরাধরি চলে ঠেকে পাএপায়॥

॥ শ্রীদশম স্কন্ধে ॥

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যাদাস্যঙ্গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

[7]যে পদ ভাবক ভব আসাবদ্ধ আজ।
দেবেন্দ্রমুকুট মণি মৌলি যার রজ॥
যে পদ ধেয়ান ধরি মহেশের সুতে।
স্মরণে অশেষ বিঘ্ন নাশে ত্রিজগতে॥
যে পদ অর্চ্চিঞা বলি হৈলা মহাজন।
যে পদ ভজিতে আশা করে চতুঃসন॥

---

১ স্বাদ ২ ঘরে ৩ বিনে ৪ সঙ্গে ৫ অঙ্গে ৬ পরীক্ষিতে
৭ পরবর্তী চার পঙ্‌ক্তি ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত পদের পুনরাবৃত্তি

[1]যে পদ প্রক্ষালনে স্বর্গে মন্দাকিনী।
সুর শিব অভিষেকে বলি সুরধনী॥
হরশিরে শোভে সেই বিশদ মালিকা।
মর্ত্ত্যভাগ্যে ভাগীরথি পবিত্র পতকা॥
রসাতল ভুবন পাবন ভোগবতি।
ত্রিভুবনতরা কৃষ্ণভক্তি মুক্তিরতি॥
সে হেন চরণপদ্ম পাঞা গোপ সখা।
সৌভাগ্য সৌন্দর্য্য সাধে পাএপাএ জোখা॥

॥ তথাহি ॥

অতেবর্পাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ব্রতাত্মভি যোগিতে বলভ্যঃ।
সতেবং যগ্নিময়ঃ সথং স্থিতঃ
কিং স্বন্যতে দৃষ্টমহৌ ব্রজৌকষাং॥

অতেব সখার ভাগ্য তুল্য দিতে নাঞি।
প্রাণের অধিক যার পরাণ কানাঞি॥
কেহো বা সখ্যের ভাবে বয়সে প্রবীণ।
আপনাকে গুরু বাসে কানুরে অধীন॥
কেহো বা সমতা ভাব করে ব্যবহার।
কেহো বা কনিষ্ঠকল্প করে পরিহার॥
সখা শিরোমণি বলি কেহো কৃষ্ণ সেবে।
চতুর্ব্বিধা সখ্যভাব হয় যথালাভে॥
যখন গোধন লঞা যান বৃন্দাবনে।
নানা ক্রীড়া করেন[2] কৃষ্ণ গোপ সখা সনে॥
ক্রীড়া শান্ত হঞা কভু বস্যেন[3] বৃক্ষতলে।
শয়ন করায় কেহো নবপত্র দলে॥

১ সামান্য অদলবদল সহ পরবর্তী ছয় পঙ্‌ক্তি ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত পদের পুনরাবৃত্তি।
২ করে ৩ বস্যে

শিয়র দেআয় কেহো নিজ জানুদেশে।
পদসম্বাহন কেহো করএ আবেশে॥
কেহো কেহো করে কৃষ্ণ মুখ নিরীক্ষণ।
চামরিকা লঞা করে শীতল পবন॥

॥ যথা দশমে ॥

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তগোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ॥
পাদসম্বাহনানাঞ্চ কে চিত্তস্য মহাত্মনি।
অপরে হৃতপা প্রাণো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥

যে পদ বৈভব ভাব তুলসী বিলসে।
পদ্মহস্ত হৈলা লক্ষ্মী যার অভিলাসে॥
চরণ চারণ চিহ্নে ধন্য হৈলা ধরা।
গোপসখা সেবে তারে সামান্যের পরা॥
শুনিঞা রাজার মনে সন্দেহ লাগিল।
কৃতাঞ্জলি হৈঞা শুকদেবে জিজ্ঞাসিল॥
চতুর্ব্বিধা সখা হয় কহিলে আপনি।
কার কোন রূপ ভাব আজ্ঞা কর শুনি॥
কার কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম কোন অধিকার।
কাহার কতেক যূথ কি নাম কাহার॥
মনের আনন্দ বড় একথা শুনিতে।
দৈবে তুয়া অভিসার অধম তারিতে॥
শুকদেব বলেন রাজা শুন মন দিঞা।
কহিব তন্ত্রের কথা প্রকাশ করিঞা॥
কৃষ্ণপুত্র নন্দ ঘোষ[1] গোপ পুরন্দর।
ব্রজপুররাজ কৃষ্ণ ভুবন সুন্দর॥

১ যেন

কৃষ্ণের বয়স্যবৃন্দ হয় চতুর্ব্বিধা।
সখ্য এক ভিন্ন ভাব পৃথক সম্প্রদা॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ[১] ॥

সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখা পরে।
প্রিয়নর্ম্ম বয়স্যোশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্ব্বিধা॥

সুহৃদ সখা হয় এক আর প্রিয় সখা।
প্রিয় নর্ম্মসখা সঙ্গে চতুর্ব্বিধ লেখা॥
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ কলেবরে।
কৃষ্ণ ছাড়ি তিলার্দ্ধ[২] রহিতে নারে ঘরে॥

॥ যথা রসসুধাকরে॥

ক্ষণাদ্দর্শনতো দীনা সদা সহ বিহারিণঃ।
তদেক জারিতী প্রোক্তা বয়স্যা ব্রজবাসিনঃ॥

বলভদ্র আদি সখা সুহৃদ সম্বন্ধ।
বয়সে অধিক কৃষ্ণ বাৎসল্যের গন্ধ॥
বলদেব হৈতে ছোট কৃষ্ণ হৈতে বড়।
কৃষ্ণরক্ষা প্রয়োজনে লগূঢ়াস্ত্রে দড়॥
কারু অঙ্গ দেখি যেন ইন্দ্রনীলমণি।
কুন্দনের কান্তি কারু পদ্মরাগ জিনি॥
বিমল ফটিক কান্তি কারু কলেবরে।
কাখে সিঙ্গা হাথে বেণু বেত্র বাম করে॥

॥ যথা ললিতমাধবে ॥

বলদ্বিজ সদৃশয়ো গুণ বিলাস বেনা প্রিয় প্রিয়ঙ্কর
বল বল্লকী মুরলি শৃঙ্গ বাদ্যাঙ্কিতা।

১ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২ ক্ষণার্দ্ধ

মহেন্দ্রমণিহাটকস্ফটিকপদ্মরাগত্বিষং সদা
প্রণয়শালিনং সহচরা হরেঃ পান্তনঃ ॥

জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বলভদ্র বলে মহাবলী।
সুভদ্র গোভট্ট ভদ্র বর্দ্ধন মণ্ডলী ॥
যক্ষেন্দ্র ভদ্রাঙ্গ ভট্ট বীরভদ্র নাম।
সহভদ্র মহাভীমতুল্য তৈজ ধাম ॥
দিব্য শক্তি সঙ্গে এই দ্বাদশ লেখা।
কৃষ্ণরক্ষ পর যেন সুহৃদ[১] জ্যেষ্ঠ[২] সখা ॥
মাতাপিতা পুত্রে যেন ততোধিক মায়া।
নিজ প্রাণ কোটিসম কৃষ্ণে কর দয়া ॥
কংস দুষ্ট চর হেতু সচঞ্চল মনে।
অস্ত্র হস্তে থাকে সদা রক্ষার কারণে ॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

সুভদ্র মণ্ডলী ভদ্র ভদ্রবর্দ্ধন গোটাঃ।
যক্ষেন্দ্র ভট্ট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র মহাগুণাঃ ॥
কুলবীরো মহাভীমো দিব্যশক্তি সুরপ্রভু।
বলস্থিরাদয়ো জ্যেষ্ঠ কল্পাসং রক্ষণায়সে ॥
পিতৃভ্যামভিতো ভীত চিত্তাভ্যাং দৃষ্টিসংশতঃ।
প্রাণ কোট্যাধিকং জ্যেষ্ঠপুত্রাভ্যাং বিনয়োজিতা ॥

অতুল্য করুণা কৃষ্ণে করে সর্ব্বক্ষণ[৩]।
দেখিলে[৪] কৃষ্ণের শ্রম[৫] বেথিত[৬] হয় মন ॥
গোকুলতারণ হরি ধরি গোবর্দ্ধন।
কৃষ্ণকে বেঢ়িঞা আছে সুহৃৎ সখাগণ ॥
অলস নয়ন তায় কৃষ্ণকে দেখিঞা।
বীরভদ্র বলে তায়[৭] কৃষ্ণে[৮] সম্বোধিঞা ॥

১ শ্রেষ্ঠ ২ সুহৃদ ৩ নিরন্তর ৪ লেখিলে ৫ সম ৬ অন্তর
৭ তবে ৮ কৃষ্ণ

শুনরে কানাঞা[1] ভাই করিএ বিনয়।
তুমি শ্রম কর মোর গায়ে নাঞি[2] সয়॥
বৃষ্টিধৌত ধারাপঙ্কে সুবাহু লেপন।
শ্রমে শুখাইল গা[3] হইল অনুক্ষণ[4]॥
যক্ষেন্দ্র বলেন ভাই হৈল সাতদিন।
এক হস্তে ধর কোন[5] পর্ব্বত প্রবীণ॥
শ্রান্ত পাছে হও দেহ শ্রীদামের করে।
অথবা দক্ষিণ করে রাখ গিরিবরে॥
নহেত আমারে দেহ দুই হস্তে ধরি।
বলিয়ে[6] পর্ব্বত পেল সভে যেন মরি॥
ও[7] মুখমণ্ডলে তোমার[8] ভেল শ্রমজল।
ইন্দীবর ফুলে যেন মুকুতার ফল॥
আহা করি শিশুর হস্ত বলিত মুহুলে।
ইহা বলি চাপে কৃষ্ণের বাম বাহুমূলে॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

উন্নিদ্রস্য যযুস্ত [বাত্র বিরতিং সপ্ত ক্ষপাস্তিষ্ঠতো
হস্তশ্রান্ত ইবাসি নিক্ষিপ সখে শ্রীদামপাণৌ গিরিঃ।
অবিধি ধ্যাতি মস্তমর্পয় করে কিংবা ক্ষণং দক্ষিণে
দোষস্তে][9] করবাম কামমধুনা সব্যস্য সম্বাহনং॥

এইরূপে বিবিধ বন্ধানে স্নেহ করে।
সখার প্রক্রিয়া শুন কহিএ তোমারে॥
কৃষ্ণের কনিষ্ঠ কল্প সর্ব্ব গুণধাম।
প্রধান প্রধান সখা শুন তার নাম॥
বিশাল বৃষভ আর ওজস্বী মরন্দ।
দেবপ্রস্থ বরূথ নাথ[10] আর মণিবন্ধ॥

১ কানাই ২ নাহি ৩ গায় ৪ অনেক্ষণ ৫ কেন ৬ নহেত
৭ উ ৮ তোর ৯ উভয় পুঁথিতেই বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশ নেই ১০ নাম

পুষ্পপীড় করন্দম কলিন্দ চন্দন।
মন্দার কুলিক কুন্দ এই সখাগণ॥
সখার সম্বন্ধ কিন্তু সেবাধর্ম্ম বশ।
প্রধান বিজয় সঙ্গে সখা পঞ্চদশ॥
শ্রীমতী অম্বিকা নাম কৃষ্ণের পালিতা।
গোবিন্দের ধাই[১] তিহোঁ বিজএর মাতা॥
ধাই ধাই বলি তারে সর্ব্ব লোক বলে।
মোক্ষপক্ষ অধিকার সখার মণ্ডলে॥
নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করে কায়মনে।
কৃষ্ণসুখে সদা সুখী অলস না জানে॥

॥ যথা দীপিকায়াং॥

বিশালে বৃষভৌজ যস্মিন দেবপ্রস্থ বরূথপা।
মরন্দ কুসুমাপীড় মণিবন্ধ করঙ্গমা॥
মন্দরশ্চন্দন কুন্দকলি কুলিকাদয়
কনিষ্ঠ কল্প সেবায়াং সখায় বিপুল গুহা।
অত্রা অধ্যক্ষোঽম্বিকা সূনুর্বিজয়াক্ষ্যস্তপস্যয়া
জকিলাম্বক যানে ভেধাত্রৌপাস্য পদাম্বিকাং

কল্যাণ রাগ

তোমা বিনে তিল আধ জিব নাঞি
কানাঞি অরে ভাই॥ ধ্রু॥

এই সব সখা কৃষ্ণে যত শ্রদ্ধা করে।
দিগদরশন মাত্র করিএ[২] তোমারে॥
একদিন নন্দগৃহে গেলা সখাগণে।
যশোদা জননী করে স্নান উদ্বর্ত্তনে॥

---

১ ধাত্রী ২ কহি যে

দৈবযোগে সেইদিন কৃষ্ণের জন্ম তারা।
প্রবীণতা যত গোপী যশোদার পারা॥
যজ্ঞদান আয়োজনে ত্বরিত রোহিণী।
গন্ধ সাজে পিতৃস্বসা নাম শ্রীনন্দিনী॥
পিবরি কুবলা তুলা তুঙ্গি আদি খুড়ি।
মণ্ডল নির্ম্মিত তারা করে চিত্রগুড়ি॥
মাতৃস্বসা যশস্বিনী ধরি কৃষ্ণ করে।
অঙ্গদ বলয়া জোখা দেন স্বর্ণকারে॥
শীলা ভেরি ভরুণ্ডাদি নামে যত কহি।
করালা জটালা শিখা বৃদ্ধ পিতামহি॥
ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা সুপ্রতিমা।
কৃষ্ণের এ সব বৃদ্ধা মাতামহিসমা॥
প্রাণকোটি সম কৃষ্ণে পরম বিশ্বাস।
সম্বন্ধের ছলে করে নানা পরিহাস॥
বৎসলা কুশলা তালী অভিন্ন জননী।
পৌর্ণমাসী নান্দীমুখী মুক্তি[১] বিধাইনি॥
অম্বিকা কলিম্বা এই ধাত্রী দুইজনে।
নিজোজিত আছে সর্ব্বোষধির বাটনে॥
সুনন্দা নন্দিনী নান্দী মন্দিরা কামিনী।
পিতৃব্যের কন্যা তারা কৃষ্ণের ভগিনী॥
কেহো বলে আমি আজি গন্ধতৈল দিব।
কেহো বলে অলঙ্কার আমি সব নিব॥
কেহো বলে আমি আজি নিব কণ্ঠমালা।
কেহো বলে তবে আমি নিব টাড বালা॥
শুনিঞা সুনন্দা[২] বলে আমি নাঞি নিব।
চণ্ডিলা বলেন [৩]আমি বাট্যা গন্ধ দিব॥
সুলভা গৌতমী গার্গী চণ্ডিলা সুন্দরী।[৪]
অত্যন্ত আদর কৃষ্ণে পুরোহিত নারী॥

---

১ যুক্তি ২ সুন্দরা ৩ সব আমি বাট্যা দিব ৪ সুভগা চণ্ডিলা গার্গী গৌতমী সুন্দরী

বেদবিধি আজ্ঞা দেন বসিঞা আসনে।
তা সভার আজ্ঞায় কর্ম্ম করে অন্যজনে॥
যশোদা কৃষ্ণের অঙ্গে দিল উদ্বর্ত্তন।
শিরে সর্ব্বৌষধি সভে করিল লেপন॥
পুরোহিত আজ্ঞা দিল কালিন্দী সিনানে।
সে কথা শুনিল সব সঙ্গী সখাগণে॥
ধরিঞা কৃষ্ণের হাথে লইঞা বিরলে।
সকরুণে বলে সভে কৃষ্ণকর্ণমূলে॥
আমা সভার যুক্তি আর সুবলের কথা।
ইহা শুনি কোন কালে না যাইহ তথা॥
ছাড়িঞা গেছিল কালী আইল পুনর্ব্বার।
কালিন্দী না যাবে ভাই শুন যুক্তি সার॥
তবে যদি কেহো বলে যমুনার তরে।
আমরা আনিব জল[১] স্নান কর ঘরে॥
কানাঞি বলেন শুন ভাই সখাগণে।
কালি কালী আইল ইহা জানিলে কেমনে॥
দেবপ্রস্থ বলে তবে মোর নাঞি ডর।
প্রবেশ করিব[২] তার উদর ভিতর॥
খেলিতে খেলিতে সেই যমুনার মাঠে।
সভে মেলি প্রবেশিল অঘাসুর পেটে॥
তুমি প্রবেশিতে তার বিদরিল মাথা।
কানাঞি কুশলে থাকুন[৩] নাঞি মনঃকথা॥
ইঙ্গিতে জিয়াইতে পার মোরা সব মৈলে।
গোকুল মজিব তোমার কোন কিছু হৈলে॥
কিবা ধন কিবা ধেনু কিবা ব্রজবাসী।
ক্ষেণেকে[৪] কানাঞি বিনে[৫] যেন ভস্মরাশি॥
এইরূপে সখ্যসেবা আনন্দ আবেশে।
অনুক্ষণ যত্নবান কৃষ্ণের বিলাসে॥[৬]

---

১ আনিঞা দিব ২ করিতে ৩ কারো ৪ ক্ষণেকে ৫ বিনু
৬ সর্ব্ব কর্ম্ম করে পৌর্ণমাসীর আদেশে

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

জনিতিথিরিতি পুত্র প্রেমসম্বীতয়াহঃ
স্নপয়িতুমিহ সঘন্তাম্বয়া স্তম্ভিতোঽস্মি।
ইতি সুবলগিরা মে সংদিশ ত্বং মুকুন্দং
ফণিপতিহ্রদকচ্ছে নাত্ত গচ্ছেঃ কদাপি ॥

সংক্ষেপে কহিল এই কথার প্রকরণে।
প্রিয় সখার নাম যত শুন সাবধানে ॥
যেরূপ যাহার সনে যেমন ঐক্যতা।
কৃষ্ণসনে করে তারা যেমত মৈত্রতা ॥
রচিল পরশুরাম করি পরিহার[১]।
শুনিলে জানিএ কৃষ্ণ প্রিয় পরিবার ॥

সুই ভাঠআরি[২]

কানাঞি অরে ভাই জিব নাঞি তোমা না দেখিঞা।
শুতিঞা[৩] মাএর কোলে জননীরে তোমা ভোলে
ভায়্যা ভায়্যা বলি পাসরিঞা ॥ ধ্রু ॥

দেখিঞা সে বাপ মায়ে সে কথা সভারে কহে
শুনি সভে করেন করুণা।
আহা ইন্দীবর শ্যাম লইঞা তোমার নাম
ঘরে উঠে প্রেমের কান্দনা ॥
না জানি কি গুণ তোর পরাণপুথলী[৪] মোর
ঘন ঘন উঠে চমকিঞা।
[৫]আপন ছায়ার সাথে কথা কহি রাজপথে
প্রিয় ভাই কানাঞি বলিঞা ॥

---

১ পরিহাস ২ ভাট্যারি ৩ শুইঞা ৪ পুতলি ৫ আপন…বলিঞা পাঠ ক-পুঁথিতে নাই

[1]তুমি নআনের তারা পরাণপুথলি পারা
যেইরূপে দেখিএ স্বপনে।
পরশুরামের মনে আর নাহি তোমা বিনে
তুমি আমার হবে কত দিনে ॥

শুকদেব বলেন রাজা কহিএ তোমারে।
কৃষ্ণপ্রিয় সখাবর্গ আছে নন্দীশ্বরে ॥
সমান বএস বেশ সম বান্ধে চূড়া।
কৃষ্ণ পরিধান দেখি পরে পীত ধড়া ॥
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম নামে।
কিঙ্কিনি আর স্তোককৃষ্ণ অংশু ভদ্রসেনে ॥
বিলাসী আর বিটঙ্কাক্ষ পুণ্ডরীক লেখা।
কলবিঙ্গ সঙ্গে এই[2] দ্বাদশ সখা ॥
নিরন্তর খেলা দোলা করে নানা রঙ্গে।
বাহুযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধ করে কৃষ্ণ সঙ্গে ॥
কহিঞা করুণা কথা কভু কৃষ্ণ তোষে।
কভুবা কৃষ্ণের কথা বিড়ম্বিঞা হাসে ॥
কৃষ্ণ রূপে গুণে কভু পুলকাঙ্গ হঞা।
আয় বলি কোল দেয় আনন্দিত হঞা ॥
কহিতে সন্ধান কথা ডাকে হাথসানে।
কখনো সংকেত করে নয়নের কোণে ॥
রঙ্গিণীর সঙ্গে আগে কহিয়া কথন।
নিভৃতে কৃষ্ণের সঙ্গে করাএ মিলন ॥

১ ক-পুঁথিতে পাঠ নিম্নরূপ—
তুমি নয়নের তারা নিমেষে নিমেষে হারা
প্রাণ আছে তুয়া মুখ চাঞা ॥
তুমি তো সভার প্রাণ তোমা বিনে না জানি আন
এইরূপে দেখিএ সপনে।

২ প্রায়

এইরূপে কৃষ্ণে তারা নানা প্রীত করে।
শ্রীদাম সভার শ্রেষ্ঠ বয়স্য ভিতরে ॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

সগদ্গদপদৈর্হরিং হসতি কোঽপি বক্রোদিতৈঃ
প্রসার্য্য ভুজয়োর্যুগং পুলকি কশ্চিদাশ্লিষ্যতে।
করেণ চলতা দৃশৌ নিভৃতমেত্য রুদ্ধে পুরঃ
কৃশাঙ্গি সুখয়ন্ত্যমী প্রিয়সখা সখায়ং তব ॥

প্রিয় সখাগণ যত কহিল তোমারে।
ভদ্রসেন চমূপতি সভার ভিতরে ॥
যখন যেমত খেলা গোবিন্দের সনে[১]।
আগে না করিতে তাহা[২] ভদ্রসেন জানে ॥
খেলুয়া বালক বুঝি করে দুই ঠাম।
এক দিগে কৃষ্ণ রাখে আর দিগে রাম ॥
বলরামের দিগে থাকে চাতুরী করিঞা।
দেখএ কৃষ্ণের মুখ সন্মুখে দাণ্ডাঞা ॥
কানুরে যতেক প্রীত রামে তত নয়।
তথাপি রামেরে করে অধিক প্রণয় ॥
স্তোককৃষ্ণ যার নাম শ্যামল সুন্দর।
তার রূপে কৃষ্ণরূপে ঈষত আন্তর ॥
দিব্যশক্তি মহাভাব কৃষ্ণ কর্ম্ম করে।
কৃষ্ণ হেন সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষিতে নারে ॥
কানু বিনু গোষ্ঠ রঙ্গে সখা সঙ্গে রয়।
দূরে হৈতে তারে দেখি কৃষ্ণ ভ্রম হয় ॥
বিশেষে সৌভাগ্য শোভা মুকুন্দের গায়।
সে সকল তরতমে পরিচয় পায় ॥
কিবা সখা কিবা সখী কিবা অন্যজনে।
সভার অধিক প্রেম[৩] স্তোককৃষ্ণ সনে ॥

১ মনে ২ মনে ৩ স্নেহ

প্রাণসম সেহো তারে করে ব্রজপতি।
বিশেষে বাৎসল্যভাবে চায় যশোমতী॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

সমস্তমিত্রসেনানাং ভদ্রসেন চমূপতি।
স্তোককৃষ্ণ যথার্থাক্ষ কৃষ্ণস্য প্রত্যন্তরং॥

সংক্ষেপে কহিল প্রিয়[১] সখার প্রকরণ।
প্রিয় নর্ম্মসখা কহি করহ শ্রবণ॥
সুবল অর্জ্জুন আর গন্ধর্ব্ব উজ্জ্বল।
বসন্ত কোকিল আর বিদগ্ধ প্রবল॥
আনন্দ সুন্দর আর সম্যাস নন্দন।
প্রিয় নর্ম্মসখা এই দ্বাদশ জন॥
যতেক রহস্যলীলা হয় নন্দীশ্বরে।
সে সকল নহে ইহা সভার গোচরে॥
নিজ প্রেমে কৃষ্ণপ্রেমে গাঁথিঞাছে[২] হার।
উজ্জ্বল রসের সুখে করে ব্যবহার॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

সুবলার্জ্জুন-গন্ধর্ব্ব-বসন্তোজ্জ্বল-কোকিলাঃ।
সনন্দনবিদগ্ধ্যাদ্যাঃ প্রিয়নর্ম্মসখা মতাঃ॥

প্রিয় নর্ম্ম সখা যত কহিল তোমারে।
সুবল সভার শ্রেষ্ঠ বয়স্য ভিতরে॥
যত সব লীলা[৩] করে কৃষ্ণ লীলাময়।
সে সকল সুবলের অগোচর নয়॥
ঢলঢল বিমল কনয়া কলেবর।
মন্দ মন্দ হাস ভাস[৪] মুখ সুধাকর॥

---

১ খ-পুঁথিতে নেই ২ গাঁথিআছে ৩ ক্রীড়া ৪ মন্দ হাস ভাস সুধা

নবকুবলয় দল যুগল নয়ান।
কৃষ্ণের বান্ধব প্রিয় প্রাণের সমান॥
সখীরূপ ধরি যায় রুক্মিণীর ঘরে।
অভিন্ন লাবণ্য কেহো লখিতে না পারে॥
সভার সন্দেশ বার্ত্তা[১] লঞা স্থানে স্থানে।
সকল আসিঞা কহে মুকুন্দের কানে॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

রাধাসন্দেশবৃন্দং কথয়তি সুবলঃ পশ্য কৃষ্ণস্য কর্ণে
শ্যামা কন্দর্পলেখং নিভৃতমুপহরত্যুজ্জ্বলঃ পাণিপদ্মে।
পালীতাম্বূলমাস্যে বিতরতি চতুরঃ কোকিলমুর্দ্ধিম ধত্তে
তারাদামেতি নর্ম্মপ্রণয়িসহচরাস্তন্বি তন্বস্তি সেবাং॥

কেহো কোন কথা লেখে সুবলের হাথে।
বিরলে পঢ়ায় তাহা [২]কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
তাম্বূল চন্দন কেহো দেয় পুষ্পদাম।
কৃষ্ণে নিবেদন করে লঞা তার নাম॥
সখা হঞা সখীভাবে প্রীত ভক্তি করে।
সুবলের কথা কেহো [৩]ঠেলিবারে নারে॥
কৃষ্ণবুদ্ধি করে যত নিতম্বিনী গণে।
সখি সর্ব্বময়[৪] করি[৫] কৃষ্ণ তারে[৬] জানে॥
কৃষ্ণ কেলি কন্দলিতে সুবল প্রমাণিক।
বুঝিঞা দোঁহারে বলে ন্যূন বা অধিক॥
সুবলের বোলে তাই যেই লজ্জা পায়।
সমঞ্জস করে তাহা মিশাইঞা তায়॥
রাধাকৃষ্ণ তুল্য দৃষ্টি তুল্যভক্তি করে।
সুবল সৌভাগ্য সীমা কে কহিতে পারে॥

---

১ বাত্রা ২ কেহো নাহি সাথে ৩ অন্যথা না করে ৪ সর্ব্বময়ী
৫ করে ৬ তাহা

সংক্ষেপে কহিল যেন দিগদরশন[১]।
এইরূপে হয় চতুর্ব্বিধ সখাগণ ॥

॥ যথা তত্রৈব ॥

দ্যুতং ব্রজকিশোরীষু তাসাং প্রণয়গামিতা
তাভিঃ কেলিকলৌ সাক্ষাৎ সখ্যুঃ পক্ষপরিগ্রহঃ
অসাক্ষাৎ স্বস্বযূথেশাপক্ষস্থাপনচাতুরী
কর্ণাকর্ণে কথাদ্যাশ্চ প্রিয়নর্ম্মসখক্রিয়া
[২]তদ্রহস্যং হার নাস্তি যদসি সাম গোচর

এই চতুর্ব্বিধ সখা কহিল তোমারে।
সঙ্গানুসঙ্গিনী কত কে কহিতে পারে ॥
শ্রীমধুমঙ্গল[৩] নাম ব্রাহ্মণের বালা।
অনুক্ষণ সঙ্গে করে হাস্যলাস্য[৪] খেলা ॥
বেদবিদ্যা ব্রহ্মচর্য্যা ছাড়ি অধ্যয়ন।
নিজ প্রাণ কোটি[৫] কৃষ্ণ প্রীত অনুক্ষণ ॥
মনে জানে কৃষ্ণপ্রেমা এই সবে সত্য।
হাস্যরঙ্গে যত বলে সে সব অনিত্য ॥
কৃষ্ণ বলরাম আদি যত গোপবালা।
পরিহাস করিঞা সভারে বলে শালা ॥
গোয়ালা রাখাল মূর্খ ইহা[৬] বলি ডাকে।
নানা উপকথা কহে কৃষ্ণ কাছে থাকে ॥
যেই যুক্তি দেই তাহা করে সখা সবে।
কানাঞি করেন মান ব্রাহ্মণ গৌরবে ॥
হাসাঙ্ক পুষ্পাঙ্ক বিদূষক দুই জন।
কায়মনোবাক্যে সদা কৃষ্ণের শরণ ॥

১ দিগের দর্শন ২ এই পঙ্‌ক্তিটি মূল গ্রন্থে নেই তবে ক এবং খ—উভয় পুঁথিতেই লেখা আছে ৩ শ্রীমধুসূদন ৪ খ-পুঁথিতে নেই ৫ সম ৬ তাহা

কৃষ্ণকে দেখিঞা তারা[1] বক্র হঞা চলে।
কঙ্ক পাখা দিয়া কেশ টানিঞা কপালে॥
গোরোচনা[2] রঙ্গ দিঞা পরে পীত ধটি।
কাশ্মীর কৈতবে গায় মাখে রাঙ্গামাটি॥
ছান্দনের দড়ি দিঞা বান্ধে বৃক্ষ ডাল।
অপাদ পর্য্যন্ত যেন সেই বনমাল॥
হস্তের লগূড় করে অধরে মুরুলী।
নানা ভঙ্গী করে তায় চালায় অঙ্গুলী॥
চঞ্চল নয়ন যন চাহে চারিপাশে।
তা দেখিঞা কৃষ্ণসখাবৃন্দ সব হাসে॥
কৃষ্ণ বলরাম হাসে সে রূপ দেখিঞা।
কদম্ব হেলন দেই দোহারে ঠেলিঞা॥
যেইরূপে কৃষ্ণ সেবে আভির বালকে।
কৃষ্ণ তারে সেইরূপে সেবেন কৌতুকে॥
কার কোন ভয় নাঞি বলে সভাকারে।
কৃষ্ণভাবে কৃষ্ণ হয় বাহ্যজ্ঞান হরে॥
কেহো কোন রূপে করে কৃষ্ণের পিরিতি।
এইরূপে কাননে কৌতুক নিতিনিতি॥
এত অধিকার যদি এই দুই কালে।
গোপিকার সম নয় শুকদেব বলে॥
নিত্য কৈশোর কৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবন।
বংশী বনমালা পুচ্ছ শিখি বিভূষণ॥
তনু নব ঘনশ্যাম বসন চপলা।
চিকণ চূড়ার প্রিয় নব গুঞ্জামালা॥

॥ দশমে ॥

নৌমিড্যতেৎ ভ্ররপুসেতভিদম্বরায়
গুঞ্জারতিং সপরিপিঞ্চুল সম্মুখায়।

১ সেই ২ গৌরকাদি

বল্যস্রজে কবল বেত্রাবসান
বেন্নুলক্ষশ্রিয়ে মৃত্নপদে পস্নুপাঙ্গযায় ॥

যশোদা জননী যার পিতা নন্দরাজ।
কিশোর বএস নিত্য ব্রজ যুবরাজ ॥
বংশীকা আউধ কিন্তু গোবর্দ্ধনধারী।
রাধিকা প্রেয়সী[1] বৃন্দাবনের বিহারী ॥
শ্রীদামাদি সখা নিত্য গোষ্ঠ ক্রিয়াসঙ্গী।
সুবল অর্জ্জুন নর্ম্ম কেলিকলারঙ্গী ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম সৌহৃদ্য বেভার।
সর্ব্বোপরি শিখিপুচ্ছ প্রিয় অলঙ্কার ॥
সুন্দর মন্দির প্রিয় নন্দীশ্বর গ্রাম।
অভিন্ন গোলোক বৃন্দা অটবী আরাম ॥

॥ যথা ভাবার্থ[2] দীপিকায়াং ॥

গোপেসৌ পিতরৌতরাচনধর শ্রীরাধিকা প্রেয়সী
শ্রীদামসুবলাদয়শ্চ সুহৃদ নীলাম্বর পূর্ব্বজঃ।
বেণুবাদ্যমলঙ্কৃতং শিখিদলং নন্দীশ্বরং মন্দিরং
বৃন্দাটব্যপি নি সুটং পরমতোর্ব্বেচ্ছামিন বেস্মি চ

গোকুল গোওালা জ্ঞাতি প্রিয় পরিবার।
অনন্য ভজনে ভক্ত সকল সংসার ॥
এ সব কৃষ্ণের প্রিয় নিত্য যুগে যুগে।
অনন্য লীলা করে যত ভক্ত অনুরাগে ॥
কিশোরী গোপিকা সব কিশোর শ্রীহরি।
প্রেম সুখ ভুঞ্জে নিজ নিজ হিয়া ভরি ॥
যে রতি পাইল গোপনিতম্বিনী গণে।
লক্ষ্মী সরস্বতী শিব বিরিঞ্চি না জানে ॥
শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম[3] কৃপার বিহিত।
রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত ॥

১ প্রেঅসী ২ বাদার্থ ৩ শ্রীগুরুদেব পদ

তৃতীয় অধ্যায়

রাগ ভাঠিয়ারী[১]

হরি হরি বল নিরন্তর
শুনরে মুগধমনা।
সরম ভরম করম ছাড়িঞা
ভজহ রসিক[২] জনা॥ ধ্রু

চমৎকার হৈল কথা শুনিঞা রাজন।
করজোড়ে করে শুকদেবের স্তবন॥
যে শুনিল তুয়া মুখে প্রেমের প্রশংসা।
বিবরিঞা জিজ্ঞাসিতে চিত্তে করি আশা॥
কৃপা করি কহ মোরে পড়িএ[৩] চরণে।
উপজয়ে প্রেমভক্তি কতেক সাধনে॥
মুনি বলে রাজা প্রেমভক্তি বড় ধন।
নিতান্ত আয়ত্ত[৪] যাতে নন্দের নন্দন॥
অনেক জন্মের থাকে পুণ্যের সঞ্চয়।
তবে তার[৫] কৃষ্ণপদে সুষ্ঠ ভক্তি হয়॥

॥ তথাহি বৃহন্নারদীয়ে॥

বহুজন্মানি পুণ্যানি রতিঃ স্যাৎ শ্যামসুন্দরে॥

দানব্রত তপ হোম সাধ্য যে সঞ্জম।
কৃষ্ণ প্রীত বিনে করে সে সকল ভ্রম॥
সন্দেহ না মানে[৬] যদি কৃষ্ণে প্রীত করে।
সে সব সোপান হয় ভক্তি সাধিবারে॥

১ ভাট্যায়ারি ২ ভকত ৩ ধরিএ ৪ পাওয়ে ৫ তারপর
করে

॥

দানব্রত তপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈ।
শ্রেয়োভির্বারিধৈ শ্বানৈ কৃষ্ণভক্তি হি সাধ্যতে॥

যজ্ঞদান ধর্ম্মকর্ম্ম অর্থ বিনা নয়।
তপস্যা সঞ্জমে দেহে ক্লেশ কত সয়॥
সাধ্যায় সঞ্জোগ ব্রত সাধ্য অতি দূর।
চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণে বাসনা দুষ্কর॥
সেহো যদি ভাগ্যবশে হয় সুসাধন।
নিশ্চয় না হয় তাথে সাধকের মন॥
কেহো স্বর্গভোগ ইচ্ছে কেহো মুক্তি চায়।
সাধন সকল কর্ম্ম এই বাদে যায়॥
ভক্তি মুক্তি স্বর্গ ইচ্ছা যার চিত্তে হয়।
কৃষ্ণভক্তি সঙ্গে তার কিসের অন্বয়॥

॥ যথা ভক্তিরসোদএ[১] ॥

ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিচাসী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথং মৈত্যদয়ো ভবেৎ॥

সাধনে সুসিদ্ধ যেবা ভয় ভবিষ্যতে।
পরলোকে ভয় তার হয় আচম্বিতে॥
পাপ শঙ্কা করিতে যে সজ্জন[৩] সঙ্গ।
সজ্জনের সঙ্গে বাঢ়ে সৎপথের রঙ্গ॥

॥ যথা ভক্তিকল্পলতিকাং ॥

অপ্রাদৌ পরলোকতা ভয়মতঃ পূর্ণেমতি জয়তে।
সম্ভেদস্তদথেব সাধু সুভবা তু সাং প্রাসাদো দয়াৎ॥[৪]

১ ক এবং খ উভয় পুঁথিতেই মূল সংস্কৃত গ্রন্থের নামোল্লেখ নেই ২ ভক্তি-সুধোদয়ে ৩ অসজ্জন ৪ এই উদ্ধৃতি ক-পুঁথিতে নেই

আদৌ শ্রদ্ধা হয় কৃষ্ণকথার শ্রবণে।
যাচিঞা শরণ লয় বৈষ্ণব চরণে॥
ঠাকুর বৈষ্ণব বড় করুণার সীমা।
গোবিন্দ সমান যার অনন্ত মহিমা॥
অনুগত জনেরে আপন সম করে।
এমন করুণানিধি কে আছে সংসারে॥
যবে[১] সে বৈষ্ণব পদে লইবে[২] শরণ।
ততক্ষণে হয় কর্ম্মপাশ বিমোচন॥
কর্ম্মক্ষয় হৈলে হয় ভজনের ক্রম।
অবিচ্ছিন্ন যায় তবে চিত্তের বিভ্রম॥[৩]
ভ্রম গেলে ভক্তি মার্গে হয় নিষ্ঠান্তর।
কৃষ্ণানুশীলনে তবে রুচি অনন্তর॥
রুচি অনন্তরে হয় আসঙ্গের লাভ।
তারপর জন্মে দেহে অনুত্তমা ভাব॥
ভাবে দৃঢ়তর হৈলে তারি বলি রাগ।
বিস্মৃতির ভএ তবে জন্মে অনুরাগ॥
অনুরাগ মুক্ত হৈলে হয় মহাভাব।
অতঃপর[৪] জন্মে দেহে তত্তৎ স্বভাব॥
স্বাভাবিক ভাবে কৃষ্ণ কভু নহে দূর।
গৃহিণী অবেদ্য[৫] যেন নহে অন্তঃপুর॥
কৃষ্ণপ্রেমে ঐক্যতায় যতেক প্রণয়।
সে সুখের পরিণয় প্রেমের সঞ্চয়॥
প্রেম অন্তারিন হৈলে কিবা রাত্রি দিনে।
বিহরে কৃষ্ণের সঙ্গে শয়নে সপনে॥

॥ তথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।

১ যদি ২ লইএ ৩ আর যাএ যায় যত চিত্তের ভ্রম ৪ তর্পর ৫ বিহনে

অথাসক্তিস্ততো ভারস্ততঃ প্রেমাভ্যুদাঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাত্মর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ

এই ক্রমে ভক্তদেহে প্রেম উপাদান।
সাধন বিধান রাজা কর অবধান॥
শ্রবণ কীর্ত্তন আর প্রভুর স্মরণ।
পাদারবিন্দের সেবা অর্চ্চন বন্দন॥
দাস্য সখ্যতা আর আত্মনিবেদন।
সাধনের দ্বারে হয় এসব লক্ষণ॥

॥ যথা তৃতীয় স্কন্ধে[১] ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতাত্মানো ভক্তি শ্রবণ লক্ষণা।

ভক্ত হন[২] ভক্তি অঙ্গ আচরে আগত।
এক নিষ্ঠে সেই ভক্তি কহি যে পশ্চাত॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে[৩] কারো পরম বিশ্বাস।
কৃষ্ণগুণগানে কারো নিত্য অভিলাষ॥
কারো বা আনন্দ বাঢ়ে সে রূপ দর্শনে[৪]
কৃষ্ণপাদদ্বন্দ্ব কেহো সেবে কায়মনে॥
চিত্তবিত্ত সনে কেহো করএ অর্চ্চনা।
সর্ব্বেশ্বর ভাবে কেহ করএ বন্দনা॥
কেহো করে কৃষ্ণ প্রভু আপনাকে দাস।
কেহো সম সখ্যতায় পরম বিশ্বাস॥
আত্মনিবেদনে কেহো হএ উদাসীন।
দৃঢ়তর হৈলে ভক্তি সকল প্রবীণ॥

১ ক-পুঁথিতে গ্রন্থের উল্লেখ নেই, শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে ২ হঞা
৩ স্মরণে ৪ শ্রবণে

॥ যথা সম্মোহনতন্ত্রে ॥

শ্রীকৃষ্ণস্মরণে পরীক্ষিত ভবদ্বৈয়াসকিকীর্ত্তনে
প্রহ্লাদস্মরণে পদাব্যভজনে লক্ষ্মীপৃথুপূজনে।
অক্রূরস্তুতিবন্দনে কপিপতি দাস্যেঽহ সখ্যোঽর্জ্জুন
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাস্তি রে স্বাং পরা ॥

সাধনে সুসিদ্ধ হৈলে এই ভক্তি রয়।
এক অঙ্গা ভাব আর অনেকঙ্গা হয় ॥
যার নাম এক অঙ্গা এক সুখে মন।
অনেকঙ্গা ভাব যার সর্ব্বভক্তি জন ॥
কহিতে কৃষ্ণের নাম তুণ্ডের তাণ্ডব।
শ্রবণে কর্ণের ক্রোড়ে করে পরাভব ॥
স্মরণে আপন চিত্ত অল্প করি বাসে।
প্রাঙ্গণ জিনিতে চাহে হিয়ার হাব্যাসে ॥
প্রতি অঙ্গ চক্ষু চায় রূপ নিরীক্ষণে।
চরণের পাখা চায় তীর্থের গমনে ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণে আকাঙ্ক্ষিত হঞা।
সর্ব্ব ভক্তে সম প্রীত স্বেচ্ছারতি পাঞা ॥

॥ যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলিং লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়ক ডাম্বিনিং ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেখ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনীং বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিঃ
ন জানে জনিতা কিয়স্তিরমৃতৈ কৃষ্ণতিবর্ণদ্বয়ি ॥

প্রথম উত্তমে বৈধী সাধকের মত।
উপাধি ছাড়িতে নারে জ্ঞান কর্ম্ম যুত ॥
যবে সে সাধন লোভে ভাবের আস্বাদ।
সে সুখে দৈবেই পড়ে জ্ঞান কর্ম্মবাদ ॥
জ্ঞান কর্ম্ম মিশ্রা হৈলে হয় অনুত্তমা।
কেবল কর্ম্মের মিশ্রা সে হয় মধ্যমা ॥

জ্ঞানকর্ম্মে ত্যক্ত হৈলে হয় নিরুপাধি।
সেই সে উত্তমা ভক্তি নাম তার বৈধী॥
বিধিমার্গে যত বলে না করিলে নারে।
উপাধি রহিত কৃষ্ণ ভক্তি[1] অনুসারে॥
বৈধি রাগানুগা দুই নাম ভক্তি ভেদে।
[॥[2]]
বিধি মার্গে অনুসারে তাবৎ প্রভাব।
যাবৎ হয়ে চিত্তের ভাব আবির্ভাব॥[3]
যেই কালে প্রীত ভক্তি করএ উদয়।
বিধি কি অবিধি তার অনুগত হয়॥

॥ যথা পদ্মপুরাণে ॥

বৈধি ভক্ত্যাধিকারি তু ভাবার্বিভাবনা বিধি।
অত্র শাস্ত্রং তঙ্কুং মনকুলম বা ক্ষেতে॥

কৃষ্ণ প্রীত হেতু কর্ম্ম যত উঠে মনে।
সকল আচরে অন্য নিষেধ না মানে॥
পূজে পুছে শুনে গুণে ভবে নাচে গায়।[4]
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যশ নাহি চায়॥
বৈধী হঞা এইরূপ হয় পরিণামে।
সাধনে সুসিদ্ধ কেহো নহে অল্পশ্রমে॥
নাহি ধ্যান নাহি জ্ঞান নাহি হাথ পা।
অকস্মাৎ ভক্তি হয় লভে কৃষ্ণকৃপা॥
এই ভক্তকৃপাসিন্ধু কহিল তোমায়।
কেহো বলে হয়ে ভক্তি বৈষ্ণব কৃপায়॥
কৃষ্ণকৃপা ভক্তকৃপা এ দুই প্রকারে।
ভক্তকৃপা মোক্ষ মোক্ষ[5] কহিল তোমারে॥

১ ভক্ত ২ ক এবং খ উভয় পুঁথিতে এই পংক্তি নেই ৩ ক-পুঁথিতে এই পংক্তি নেই ৪ যত পূজে পুছে শুনে ভনে গুণে নাচে গায় ৫ পক্ষ

কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু ভক্ত লুব্ধ ধনে ধনি।
বৈষ্ণবের কৃপাসিন্ধু হেন মনে গুণি॥
গুরু পরম্পরা[১] ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুসারে।
সিদ্ধ হঞা সাধকের সাধন আচরে॥
নয়ন মুদিলে পায় কৃষ্ণ দরশন।
তথাপি অভাব[২] ভাব করে আচরণ॥
প্রৌঢ় শ্রদ্ধাতে হয় বৈরাগ্য প্রচুর।
ইষ্টদেব হেন[৩] দেখে বৈষ্ণব ঠাকুর॥
প্রাণের অধিক করে সর্ব্বজীবে দয়া।
সে ধর্ম্মে দৈবেই ছাড়ে নিজ পর মায়া॥
মায়াতে মোহিত হৈলে হয় দিব্য রতি।
বিস্মৃতির ভএ অনুরাগের বসতি॥
অনুরাগে নিরন্তর করে যত্নবান।
পরম আদরে পায় ভাবের নিদান॥
ভাবের নিদান যেই তারে বলি প্রেম।
সংসারের ত্বর্ল্লভ যেন সুগন্ধিত[৪] হেম॥
প্রাণকে সোহাগা করে পাত্রে করে হিয়া।
রাগের অনল অনুরাগে ফুক দিয়া॥
এক চিত্তে করে কত প্রবল পবনে[৫]।
সোহাগা মিলিঞা[৬] যায় সুবর্ণের সনে॥
সংক্ষেপে কহিল এই প্রেমের সাধন।
ফিরাইতে নারে পুন আপনার মন॥
এইভাবে ব্রজপুরে গোপ নিতম্বিনী।
কৃষ্ণসম মহারসা প্রেমধনে ধনি॥
তেজিঞা ত্বকুল গুরু রসের বৈভবে।
কৃষ্ণকণ্ঠে লগ্ন[৭] তারা রাস মহোৎসবে॥
অভিনব নিত্যলীলা কুঞ্জের ভিতর।
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি পুংস অগোচর॥

---

১ পরাৎপর ২ অভাগ্য ৩ সম ৪ সুগঠিত ৫ পয়নে
৬ মিশাঞা ৭ মগ্ন

একা কৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ গোপীগণ লঞা।
গোলোকের অধিপতি প্রেমে বশ হঞা॥
ব্রহ্মরাত্রি উপাদান করি যোগবলে।
সভার অভীষ্ট পূর্ণ কৈল এককালে॥
যত গোপী যত কৃষ্ণ হঞা গোপীনাথ।
কাননে অশেষ রস করে গোপী সাথ॥
এই ব্রজলীলা[১] রাজা কহিল তোমারে।
কৌমার পৌগণ্ড লীলা বএস কৈশোরে॥
ত্রিকাল ত্রিবিধভাবে একই লক্ষণ।
গোপীর অধিক মাত্র আত্মনিবেদন॥
গোপিকা বলিঞা মাত্র বলি এক ঠাঞি।
সে হেন ত্রিবিধা হয় যুক্তিভেদে পাই॥
শ্রুতিকন্যা মুনিকন্যা অমরকন্যকা।
এইভাবে হএ ব্রজে ত্রিবিধ গোপিকা॥
কৃষ্ণরূপ দেখি পূর্বে লুব্ধ শ্রুতিগণ।
অনেক অধ্যায়ন ছন্দে করিল স্তবন॥
তুষ্ট হঞা তা সভারে বলে ভগবান।
যে বর মাগিবে তাহা না করিব আন॥
শ্রুতিগণ বলে প্রভু কি আর বলিব[২]।
নারী হঞা বৃন্দাবনে তোমারে সেবিব॥
নিত্যপ্রিয়া গোপী সব যেন তোমা সনে।
কামতত্ত্বে ভজি এই লয় মোর মনে॥

॥ যথা বৃহন্নাম্নপুরাণে[৩] ॥

যথা তল্লোকবাসিন্য কামতত্ত্বেন গোপিকা।
ভজন্তী রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিনস্তথা॥

ইহা শুনি বলে তবে দেব ভগবান।
অমোঘ আমার সেবা ইথে নাহি আন॥

১ ব্রজভাব ২ কহিব ৩ বৃহদ্‌যামলপুরাণে

উপস্থিত ব্রহ্মপাত হবে ভবিষ্যতে।
আব্রহ্ম জন্মিবেক কল্পসারস্বতে॥
তোমরা হইবে ব্রজে পরম সুন্দরী।
আমি তাহে নাগরেন্দ্র তুমি যুথেশ্বরী[১]॥

॥ যথা ভবিষ্যপুরাণে ॥

আগামিনি বিরিঞ্চৌ ভূজাতে সৃষ্টির্থমুদ্যতে।
কল্পসারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যা ভবিষ্যতে॥

যেই শ্রুতি সেই কন্যা সেই যুথেশ্বরী।
উপপতি ভাবে দেবকন্যা গোপনারী॥
প্রিয়ার্থসম্ভবা ভোয়া তদনুগা ভাব।
কামানুগা বলি পূর্ণা প্রেমের স্বভাব॥

॥ যথা শ্রীদশমে ॥

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষো পরঃ।
জনিষ্যতে ব্রহ্মভাবে মহারণ্যবাসিনঃ॥

কানন গমনে তথা গেলা দাশরথি।
সঙ্গে সুমিত্রাসুত[২] মহিসুতা সতি॥
তপস্যা কঠোরে চিত্ত দগ্ধ হঞা ছিল।
দেখিঞা বিলাস রতি অন্তরে জন্মিল॥
সাধনের ফলে তারা গোপকুমারিকা।
কৃষ্ণ পতি ভাব করি অর্চ্চিল চণ্ডিকা॥

॥ যথা সম্মোহনতন্ত্রে ॥

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্টা রামহরিং স্তত্র ভোক্তুমিচ্ছা সুনিগ্রহম্॥

১ সুখেশ্বরী ২ সৌমিত্র আর

তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্না সমুদ্ভূতা চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্থবাৎ

বেদবিধি পূর্ব্ব ধর্ম্ম পাসরিতে নারে।
ব্রজভাব ছাড়ি কৃষ্ণে পতিভাব করে॥

॥ যথা শ্রীদশমে ॥

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরী।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে মমঃ॥

ঘটক বড়াই তার কর্ত্তা কাত্যায়নী।
গর্গকন্যা সুপণ্ডিতা গার্গী ব্রাহ্মণী॥
অনূঢ়া আছিলা তারা মা বাপের ঘরে।
গন্ধর্ব্ব বিধান বিভা হৈল কৃষ্ণ বরে॥
পতিভাবে নায়কের রসোদ্বেগ পাঞে।
ভাব শিক্ষা কৈল পুন নাগরীর ঠাঞে॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

যাশ্চ গোকুলকন্যাসু পতিভাবরতা হরৌঃ।
তাসাং তদ্বৃত্তিনির্ষ্ঠত্বান্ন স্বীয়াত্বম সাম্প্রতম্॥

ত্রিবিধা গোপীর নিত্যা রআ[[1]]বলী।
তা সভার মোক্ষ পর[2] রাধা চন্দ্রাবলী॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা অতি প্রিয়তমা।
কৃষ্ণসম রূপগুণ সমান মহিমা॥

॥ যথা দীপিকায়াম্ ॥

সুন্দরীশতযূথেষু রাধা চন্দ্রাবলী ত্যুতে।
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা॥

---

১ ক, খ—উভয় পুঁথিতেই কিছু নেই ২ পক্ষ

প্রধান গোপিকা যত জাতিএ মানুষী।
কৃষ্ণ ভজে ভাব শিখে তা সভার দাসী॥
কহিল তোমারে এই গোপী বিবরণ।
সুষ্ঠুতর ভক্তি লভে করিলে শ্রবণ॥
পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান।
মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান॥

চতুর্থ অধ্যায়

রাগ করুণাশ্রী[১]

জয় গোপাল গোবিন্দ রাম জয় ॥ ধ্রু ॥

রাজা বলে শুন মুনি কৃপাযুক্ত হঞা।
রাসোৎসব কথা কহ বিস্তার করিঞা ॥
শ্লাঘ্য হৈল ব্রহ্মশাঁপ বরের কারণ।
অন্যথা কেমনে পাব তুয়া দরশন ॥
ভুবনপাবনকথা স্বাদু[২] পদে পদে।
পরম আনন্দে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে ॥
সুধারূপী কৃষ্ণকথা শ্রীমুখারবিন্দে।
শ্রবণে ইন্দ্রিয়গ্রাম আছএ আনন্দে ॥

॥ যথা প্রথমস্কন্ধে ॥

ন সাতি দুঃ স্বাহা ক্ষুণ্যাং ত্যক্তোদমপি বাধতে
পিবন্তং তন্মুখাম্ভোজত্যং হরিকথামৃতম্ ॥

মুনি বলে এই কার্য্য এই অধিকার।
শ্রবণের কালে ত্যক্ত সকল ব্যাপার ॥
অন্য কথা কবে যেবা কৃষ্ণকথা কালে।
তা সম নারকী নাঞি এ মহীমণ্ডলে ॥
যাবচ্চতুর্দ্দশ ইন্দ্র থাকে সূর্য্যশশী।
তাবত সে জন হয় নরকনিবাসী ॥

॥ তথা ॥

শ্রীকৃষ্ণসংকথামধ্যে চান্যং বদতি পাতকি।
স পরি নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্র চতুর্দ্দশ ॥

১ ক-পুঁথিতে রাগের উল্লেখ নেই ২ স্বাদ

শুকদেব বলেন কথা সভাখণ্ড শুনে।
পুলকআনন্দঅশ্রু সভার নয়নে॥
একে সে কৃষ্ণের কথা শুকদেব গান।
হিয়া ভরি কর্ণপুটে সভে করে পান॥
আইল হেমন্ত ঋতু শরতের শেষ।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ কিশোর বএস॥
নিতি নিতি বৃন্দাবনে ধেনু লঞা যায়।
গোপসখা সঙ্গে কৃষ্ণ গোধন চরায়॥
যমুনা নিকট তটে গোধনের সনে।
কমলালালিত পদ ফিরে বনে বনে॥
আরোহণ করি কভু গিরিগোবর্দ্ধন।
ফুল ফল কন্দ মূল করেন ভক্ষণ॥
কানন কুসুমে গাঁথি পরে চিত্রমালা।
কখনো ভাণ্ডীর তলে করে নানা খেলা॥
শোভন শিলায় কভু ভোজন সম্ভার।
কভু সে [1][যমুনাজলে মর্জ্জন বিহার॥
হাসিতে খেলিতে হয় বেলি অবসান।
ধেনু ফিরাইতে দেই মুরুলির তান॥
শামলী ধবলী কালী হংসী বংশীপ্রিয়া।
মুরুলিতে ডাকে ঘন ধবলী বলিঞা॥
কারো কারো হরিধ্বনি কারো সিঙ্গা বেণু।
উর্দ্ধমুখে ধায় কত দূরগত ধেনু॥

॥ যথা রসামৃত সিন্ধৌ॥

পিসাঙ্গমণি কস্তু নি প্রণত শৃঙ্গী পিঙ্গলে
মৃদঙ্গমুখী ধুমলে ধবলি হংসী বংশীপ্রিয়া।
ইতি মুরলীকুলং মূল্যরাদির্থ হাহা ধ্বনি
বৈর দূরগতমাহ্বয়ন্ হরতি হন্ত চিত্তং হরিঃ॥

বন্ধনী মধ্যস্থিত পরবর্তী অংশ ক-পুথিতে নেই

আসিঞা মেলিলা গাই যমুনার কুলে।
আহে আহে করি চলিয়া রাখালে॥
বনফুলে ভূষিত সভার কলেবর।
নানা ধাতুরাগে শোভা গোধুলি ধূসর॥
কাল ধল নীল পীত যার যেই বানা।
একত্রে হইল সব রাখালের থানা॥
নিজ নিজ পাল সব সভে দেখে উভারিঞা।
নগর ভিতর আইলা ধেন্থ চালাইঞা॥
ঘন বেণু জোড়া সিঙ্গা মুরুলির ধ্বনি।
শুনিঞা দেখিতে ধায় গোপ নিতম্বিনী॥
দিবস বঞ্চিল সভে কৃষ্ণগুণ গাঞা।
চকোরাক্ষি সুধা পিয়ে শ্যামচান্দ পাঞা॥
তা সভার মুখচন্দ্র নয়ন ইঙ্গিতে।
রসিক নাগর তন্থ না পারে ধরিতে॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কৃষ্ণ যেই পানে চায়।
তা সভার মন সুখসাগরে ভাসায়॥
হরিল সভার চিত্ত ঈষৎ হাসিঞা।
সখা সঙ্গে চলে রঙ্গে অঙ্গ হেলাইঞা॥
রাখিল সকল ধেন্থ বাহির বাথানে।
উপনীত হৈলা সভে নন্দের প্রাঙ্গণে॥
সে কালে শোভার কথা কহনে না যায়।
বৈকুণ্ঠনিবাসী সব সেবিতে সাধায়॥
কেহো কাল কেহো গোরা কারো চিত্রতন্থ।
সভার অধিক ঢলঢল রাস কান্থ॥
কারো নীল কারো পীত কারো রাঙ্গা ধড়ি।
কনয়া জড়িত কারো হাতে বেত্র নড়ি॥
কেহো কেহো কোন ছলে কারো কথা দোষে।
কেহো বা কাহার কথা বিড়ম্বিঞা হাসে॥
কেহো কারো ভূষা নিয়া দেই করতালি।
হাঁসিঞা প্রবোধ তারে দেয় বনমালি॥

স্বর্গে হৈতে আইলা যেন নর্ত্তন সংপ্রদা।
দেখিতে বান্ধিল নন্দে উৎসাহের ধাধা॥
উঠিতে আনন্দে নন্দ টলবল করে।
নয়নে আনন্দ অশ্রু সিক্ত কলেবরে॥
হৃষ্টপুষ্ট গোপ রাজা দিব্য পরিপাটি।
গজস্কন্ধ লম্বোদর হাথে স্বর্ণ লাঠি॥
তিল তণ্ডুলিত কেশে বেশ মনোহর।
চারু চেন চন্দ্রকান্তি প্রকাণ্ড সুন্দর॥
নমস্কার কৈল সভে নন্দের চরণে।
মোর বাপু মোর বাছা বলে জনেজনে॥
আনন্দে আশিস বাণী না নিস্বরে মুখে।
মোর মোর করে মাএ ধরিঞা চিবুকে॥
কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণে মনে হয় সাধ।
প্রেমজলে পূর্ণ আমি দৃষ্টি হএ বাধ॥
হিয়া ভরি কোলে করি কুশল পুছিল।
তা শুনিঞা ভদ্রসেন কহিতে লাগিল॥
অনুপাম কৃষ্ণ নাম বলরাম যথা।
সেখানে না থাকে আর কোন মনঃকথা॥
কৃষ্ণ সঙ্গে থাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি পাই।
তপন তাপের কালে সেহো দেই ছাই॥
খেলায় দোলায় দিন যায় নাম গরু রাখা।
মারলে জিয়াইতে পারে কৃষ্ণ হেন সখা॥
পাসরিল মাতা পিতা রাম কানুর গুণে।
ঘরের অধিক মহাসুখে থাকে বনে॥
কহিএ মনের কথা দিঞা সমাধান।
তোমার কানাঞি সব রাখালের প্রাণ॥
হঞা বাসতেক জন্ম পুনঃ পুন মরি।
কানু হেন গুণনিধি পাসরিতে নারি॥
এই সব কথা নন্দে ভদ্রসেন কয়।
শ্রীদাম সুদাম আদি পুলকাঙ্গ হয়॥

মনের আনন্দ পাঞা সর্ব্ব সখাগণ।
আহা বলি ভদ্রসেনে দিল আলিঙ্গন॥
শুনিঞা নন্দের গা ধরণে না যায়।
সুখের সাগরে ভাসে থল নাহি পায়॥
নন্দের আনন্দ যত কে বলিতে পারে।
যশোদার কথা পুন কহিএ তোমারে॥
গাভি হাম্বা রব আর শুনি শিঙা বেণু।
যশোদা জানিল এই আইলা রাম কানু॥
ক্ষেণেক বাহিরে যায় ক্ষেণে যায় ঘরে।
ঘরে হৈতে আস্থে পুন ত্বরায় বাহিরে॥
সন্ধ্যায় সংভ্রম হঞা ব্রজেন্দ্রগৃহিণী।
পথপানে চাঞা শুনে মুরুলির ধ্বনি॥

॥ যথা তত্রৈব ॥

বিন্যস্ত কৃতি পানি বন্য মুরলী নিস্বান শুঙ্ক সয়া
ভূয় প্রস্বরবসিনি দ্বিগুণতোৎকন্যা প্রদোসোদায়।
গেহাদঙ্গন মঙ্গলঃ পুনরসৌ গেহং বিসত্যাঙ্গনা
গোবিন্দস্যমহ্রু ব্রজেন্দ্রগৃহিণী পশ্যানমালোক্যতে॥

জয় কৃষ্ণ জয় ধ্বনি গোকুল নগরে।
সুমঙ্গল হুলাহুলি প্রতি ঘরে ঘরে॥
কৃষ্ণের নিকটে আসি যশোদা রোহিণী।
নির্মঞ্চয়ে দধি দুর্ব্বা স্বস্তিক নবনী॥
জ্বালিয়া দীপের মালা ব্রজের আরতি।
প্রতি অঙ্গ নিরীক্ষণ করে যশোমতী॥
দেখিঞা পুত্রের মুখ যশোদার মনে।
সিক্ত হৈল অঙ্গ যেন সুধায় সিনানে॥
উথলিল শ্যামসিন্ধু অশ্রু বহে ধারে।
গোধুলি ধুইল তাহে কৃষ্ণ কলেবরে॥
আনন্দে মজিলা রাণী কৃষ্ণ করি কোলে।
বসন ভিজিঞা দুগ্ধ পড়ে ভূমিতলে॥

॥ যথা শ্রীদশমেব ॥

তস্মাতরো বেন্নু নম্বরোত্থিতা উষ্ণা হ্যু দৌভি পরিবভ নির্ভর।
স্নেহস্নুতস্তন্য পয়ঃ সুধা পরং ব্রহ্ম স্নুতান পয়নি ॥

॥ ললিতমাধবে ॥

বিদলিত গিরধা তু স্বাঙ্গপত্রাবলিকা
নখিন স্নুরতি বেন্নু লক্ষালয়ন্তীযশোদা।
কুচ কলস বিমুভৈ স্নেহমাধবিকধ্যে-
স্তবনবয়মভিসেকং দুগ্ধ পূর্বে স্বরোতি ॥

বয়নে না খেদে রাণী শ্রবণে না শুনে।
আপনি বা কোথা আছে ইহা নাহি জানে ॥
আনন্দ আবেশে কিবা কহিবারে চায়।
প্রেমের পাথারে পড়ি উড়ু ডুবে খায় ॥
আশ্রয় করিতে রাণী কৃষ্ণ করি কোলে।
চুম্বন করএ কত বদন কমলে ॥
কেশপাশে পট্টডোরে মুখ পূর্ণইন্দু।
অরুণের কান্তি ভালে সিন্দুরের বিন্দু ॥
ইন্দীবর দল রুচি কুরঙ্গনয়নী।
অখিলে অসীম ভাগ্য কৃষ্ণের জননী ॥
অপার করুণা রসে হেলাইছে গা।
সৌভাগ্যসম্পদে ভূমে নাহি পড়ে পা ॥

॥ যথা বিদগ্ধমাধবে ॥

তোবিজুটি তত ক্রক্লেশপনটনা সিন্দূরবিন্দুল্লসতাম
সীমস্তদ্যুতির্রঙ্গভূষণরিধ নীতি প্রকৃতং পিতা।
গোবিন্দা স্যা নিস্পৃষ্ট সশ্রু নয়ন দু প্রাস ত্রিঙ্গি
বর শ্যাম রুচিচিত্র সি চয়া গৌ ॥

ঘর গেলা যশোমতী পাগলীর পারা।
একা যশোমতী প্রেম বহে পঞ্চ ধারা ॥

সস্নেহে পরিপূর্ণ প্রতি অঙ্গ বাধা।
মুখচন্দ্রে বহে লাল সেই যেন সুধা॥
বুক বাঞা পড়ে ধারা খির নিরমল।
মেরুগিরি হৈতে যেন জাহ্নবীর জল॥
নয়নঅঞ্জনধৌত বহে অশ্রুধারা।
শ্যামল যুগল ধারা কালিন্দীর পারা॥
প্রাঙ্গণে পুত্রকে রাখি ঘর প্রবেশিতে।
পুন পাসরিঞা যায় কৃষ্ণেরে দেখিতে॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ॥

পিত সত্ত্যতিভিঃ স্তনাতিপতিতৈঃ ক্ষীরকরে জাহ্নবী
কালিন্দী চ বিলোচনা ব্রতনিতৈজাতোঞ্জন শ্যামলে।
আবাম্মধ্যে মরে দিমা পতিতরৌ ক্লিন্নাতয়ৌ সঙ্গমে
বৃত্তাসি ব্রজবাঞ্চিত সুত মুখ প্রেক্ষাং স্ফটং বাঞ্চাসি॥

বসিলা সকল সখা বিচিত্র আসনে।
রাজরাজেশ্বর হেন সেবে শিশুগণে॥
রক্তক সেবার সখী কৃষ্ণপদে ধরি।
পত্রকের হাথে জল সুবর্ণের ঝারি॥
রসালের হাথে আর্দ্র সুগাত্র মোছনি।
তিনজনে পাখালিল চরণ দুখানি॥
মধুব্রত নামে সখা বসিঞা সমীপে।
খসাইল বন্যবেশ আলপে আলপে॥
বংশী বেত্র বনমালা নূপুর কিংকিণী।
পীতধড়া রত্নবাঁধা কনয়া পাঁচনি॥
অম্বিকা কলিম্বা দুই ধাই ভাগ্যবতী।
কৃষ্ণের অভিন্ন মাতা যেন যশোমতী॥
সকরুণে হাসি আসি দাণ্ডাইলা কাছে।
পরিধেয়াঞ্চল হাথে প্রতি অঙ্গ মুছে॥
পুনপুন মুখ মোছে নিরীক্ষণ ছলে।
মরি যাই অরে বাছা ঘন ঘন বুলে॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

অম্বিকা চ কলিম্বা চ ধাত্রীকে স্তনদাত্রিকে।

পীত বস্ত্র যোগাইল সখা চন্দ্রহাসে।
সুবিলাস পরাইল নাগরাণী বেশে ॥
আনন্দে আনিঞা দিল সুগন্ধি চন্দনে।
প্রেমকর্ণ প্রতি অঙ্গে করিল লেপনে ॥
কনয়া কঙ্কতি হাথে লইঞা বকুলে।
বান্ধে মনোহর চূড়া টানিঞা কপালে ॥
রসদ বিচিত্র ভূষা দিল স্থানে স্থানে।
শারদ আনিঞা দিল সম্পুটের পানে ॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

রক্তকপত্রকপত্রি মধুকণ্ঠে মধুব্রত।
রসালসুবিলাসস্থ প্রেমকর্ণমকরন্দক ॥
আনন্দচন্দ্রহাসম্ব্যাপযোদা বকুলস্তথা।
রসদ শারদাভ্যশ্বব্রজস্থা অনুগামিতা ॥

কৃষ্ণকে বেড়িঞা আছে গোপ সখাগণে।
শ্রীহস্তে লইঞা পর্ণ দিল জনে জনে ॥
প্রণাম করিঞা সভে হব ধরে পায়।
পুন বেণু সিঙ্গা জোড়া মেলিঞা বাজায় ॥
সখ্যভাবে আলিঙ্গন করি পরস্পরে।
কৃষ্ণ অনুমতি লঞা গেলা ঘরে ঘরে ॥
নিজ নিজ পুত্র লঞা গোপ গোপীগণ।
আনন্দে কৃষ্ণের কথা করএ শ্রবণ ॥
যেদিগে যতেক হয় বৃন্দাবনে খেলা।
মা বাপের স্থানে সব কহে ব্রজবালা ॥
এইরূপে নিতি নিতি কৃষ্ণগান শুনি।
সঙ্গে ইচ্ছা করে যত নবীন যৌবনী ॥

গুরুকৃপা নবলেশ আবেশ বিহিত।
রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত॥

রাগ করুণাশ্রী

মাএর রন্ধন পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন
ভোজন করিঞা কান।
শয়নমন্দিরে পর্য্যঙ্ক উপরে
লইল কর্পূর পান॥
পূর্ণ নিশাকর গগন উপর
বেড়িয়া নক্ষত্রগণে।
কুন্দ জাতি যূথী মল্লিকা মালতী
ফুটল কুসুম বনে॥
মত্ত মধুকর গুঞ্জে নিরন্তর
পাইঞা ভ্রমরীর সঙ্গ।
দেখিতে দেখিতে রসিকের চিতে
বাড়ল মদন রঙ্গ॥
যোগমায়া বলে গগনমণ্ডলে
স্থকিত রহিল শশী।
রমণিরমণ সুখীর কারণ
ইছিল ব্রহ্মের নিশি॥
শুক পিক জোর চাতক চকোর
ফুকরে সময় পাঞা।
নন্দের নন্দন করল গমন
মোহন মুরুলি লঞা॥
কিশোর বএস নটবর বেশ
রতনমঞ্জীর পায়।
নানা মণিগণে অঙ্গের কিরণে
উজরে চলিঞা যায়॥
মনে অনুমান কুঞ্জেত পয়ান
রসিকরমণী সঙ্গ।

নগর ভিতরে চলে ধীরে ধীরে
ছায়াএ লুকাঞা অঙ্গ ॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
গলাএ চম্পক মালা।
রাধার বরণে বিরহ কারণে
মুগধ নন্দের বালা ॥
অনঙ্গ আবেশে চাহে চারি পাশে
মিছা আলিঙ্গন চায়।
আঁখি ছলছল করে টলবল
বসন না রহে গায় ॥
রাধা অনুমান ধরিঞা ধেয়ান
চলিতে চরণ ভুলে।
রসের পাথার অপার সাঁতার
আইলা কালিন্দী কুলে ॥
নিজ নিজ ভাব সহজ স্বভাব
জলে স্থলে হয় যত।
মদনমোহন নন্দের নন্দন
তা দেখি মনের মত ॥
যমুনার জল চারু নিরমল
আধ পতিব্রতি কাম।
গুরুপদোচিত মাধবসঙ্গীত
রচিল পরশুরাম ॥

রাগ তুড়ি

কালিন্দী কিনারে গো নাগর কালিয়া
জলেরে যাইতে একা সে অঙ্গে লাগিল ঠেকা
মনে ছিল তমাল বলিঞা ॥ ধ্রু ॥
কানাঞি করিঞা আগে আবেশ আছিল গো
ধাধসে বন্দিল দুই পায়।

রূপের বাতাসে তনু কি জানি কি হৈল গো
কথা কহিতে পুন কপতে গায় ॥
নব কুবলয় দল তনু নিরমল গো
রতন মুকুর বর হিয়া।
কেমন বিধাতা তায় রসাল করিল কিবা
শুধুই সুধার সার দিয়া ॥
রূপের মাধুরী কত ভুবন ভুলায় গো
পরশে অমিয়া সুখরাশি।
পরশুরামের মনে স্মঙরি স্মঙরি রূপ
বসিঞা কান্দএ দিবানিশি ॥

একে রসের নাগর কালিন্দীর কুলে।
তাহে সই যেই শোভা হয় যমুনার জলে ॥
তায় দেখিঞা মুগধমন নন্দের নন্দনে।
যে মদন হইল রাজা অখিল ভুবনে ॥
তাহে অঞ্জনগঞ্জন ঘন কালিন্দীর পানি।
যেন বিধি নিরমিল কামরসের দামিনী ॥
তাহে তরলিত অঙ্গ কত মন্দ মন্দ বায়।
যেন গাএর গরবে যুবা যৌবন দোলায় ॥
তায় রাতুল অসিত শিল কমল পরিকাশে।
যেন যুবতীবৃন্দের আঁখি নিন্দের আলিসে ॥
তায় কালিন্দী কাননে কোন কমল লোটায়
যেন নাগর ঢলিঞা পড়ে নাগরীর গায় ॥
তায় পরণে উড়িঞা পত্র কুসুম আচ্ছাদে।
যেন কামিনী করল লজ্জা হাস্য পরিচ্ছেদে ॥
তায় নবীন বিশদ পত্রে দেখি শ্যাম ছটা।
যেন কানুরে দেখায় কাম বিধাতার পাটা ॥
তায় অলির উল্লাস কত নলিনীর জালে।
যেন আইলা প্রিয়পতি যৌবনের কালে ॥

তায় অন্তরে সঞ্চরে কত ছোট বড় মৎস্যগণ।
যেন নীলবস্ত্রে আচ্ছাদিতে প্রিয়াআভরণ॥
তায় উঠে ডুবে করে ঢেউয়ে আহার উপেখি।
যেন বন্ধু অনুরোধে পরকীয়া সখী॥

॥ [1]॥

তায় সঞ্চল চক্রবাক প্রিয়পি ব্রহ্মে শার্দ্যের
পরিকল্পিতানন্ত মহিমা সায়বানন্দোহয়ং
ব্রজভাব বুদেহো বিহরতি॥

॥ যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্॥
(আদিপুরুষরহস্যে)

যস্য প্রভা প্রভবাতা জগদন্ত কোটি
কোটিশ্বসে বসুধা দিবিভূতি ভিন্নম্।
ত ব্রহ্ম নিষ্ফলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

উজ্জ্বলাদি সর্ব্ব রসে পরিপূর্ণ অঙ্গ।
কি বুঝিঞা নাহি কর প্রেয়সীর সঙ্গ॥
মনসিজ নাম মোর মনেই সঞ্চরি।
তুয়া গত চিত্ত যত বরজ সুন্দরী॥
তরুণীগণের চিত্ত জানি যে ইঙ্গিতে।
সভার অভীষ্ট প্রভু তোমারে ভজিতে॥
কারণ বুঝিঞা কাম এতেক কহিল।
শুনিঞা কৃষ্ণের মনে হাস্য উপজিল॥
শুনহে রতিপতি রসিক সুজান।
রসের প্রসঙ্গে তুমি আমার সমান॥

১ কোন গ্রন্থের উল্লেখ নেই

কহি যে সকল কথা কারণ বুঝিঞা।
সেই হেতু শ্রম কর মোর বন্ধু হঞা॥
সম্মোহনগুণে আগে সর্ব্বচিত্ত হর।
রাধিকা মানাঞা মোর প্রিয়কর্ম্ম কর॥
শুনিঞা বলেন কাম শুন মহাশয়।
এ কার্য্যের মত আজ্ঞা উপযুক্ত হয়॥
তুমি প্রভু অন্তর্য্যামী কিবা নাহি জান।
আমি কি বলিব আগে বাতুলের হেন॥
আত্মসুখে অনুভূত রসের নিদান।
রসবিলাসিনী রাধা তোমার সমান॥
অনন্ত ইন্দিরা যার মুরুছায় পদে।
প্রতি নিশি নব সদি নখ সাম্য সাধে॥
শচী রতি উমা আদি প্রধান রমণী।
ঝুরিঞা ঝুরিঞা কান্দে যার গুণ শুনি॥
আনন্দমঞ্জরী সর্ব্ব মাধুর্য্যের সীমা।
বিধির অবধি যার অপার মহিমা॥
কত কাম মুরুছায় নয়নের কোণে।
কি করিতে পারে তার সম্মোহন গুণে॥
এই এক অথবা আজ্ঞার লক্ষ করি।
গোপিকার চিত্ত যদি মোহিবারে পারি॥
সম্মোহনে হৃতজ্ঞান হএ স্বতন্তরা।
লজ্জা ভয় ছাড়া হয় স্বকীয়ার পারা॥
লাজ ভয় বিনা এই রসে পড়ে বাদ।
কৈতব বশ্যতা সেহো বড়ই প্রমাদ॥
অকৈতবে তনুমনে হয় আলম্বনা।
সম্ভোগ সম্প্রাপ্তি আশে হয় উদ্দীপনা॥
উদ্দীপনা রস স্থিতি কথোপকথনে।
সম্মিলন করে তিতি স্বজাতীয় সনে॥][১]

---

১ খ-পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ এখানেই শেষ

স্বজাতীয়া সঙ্গে রঙ্গে বন্ধু অনুরোধে।
সম্প্রদা সামর্থ্য বলে ধর্ম্মে নাহি বাধে ॥
নীতধর্ম্ম কুলকর্ম্ম যদি বশ হয়।
তথাপি যাহাতে রতি সেই কথা কয় ॥
কহিতে বাচিক হয় হয় উপাদান।
কায়িকের ভাবে পুন হয় যত্নবান ॥
যত্নবান হৈলে সিদ্ধ হয় অনুদিনে।
সর্ব্বাত্মা সম্ভোগ তায় পরাণে পরাণে ॥
প্রাণে প্রাণে ঐক্য তায় মানসিক বলি।
অনুকূল হঞা ভজে ইন্দ্রিয় সকলি ॥
সকল ইন্দ্রিয় যদি রহু তার বশ।
তথাপি না ছাড়ে কভু প্রপঞ্চনা রস ॥
বিজাতীয় লোকমধ্যে প্রপঞ্চনা করে।
জীতে স্বজাতীয় সঙ্গ ছাড়িতে না পারে ॥
জাতি প্রাণ ধন করি জানে সেই জনে।
সে আমার আমি তার না বলে বচনে ॥
মিথ্যা হেন কর্ম্ম ধর্ম্ম করএ সকলি।
বিচ্ছেদের ভএ কাঁপে হিয়ার পুথলি ॥
গৃহকর্ম্মে থাকি যদি গুরুজন সনে।
বন্ধুতার অনুমান করে মনে মনে ॥
সেই রূপ রসকথা করে অনুমানে।
সংসার জুড়িয়া বহে পিরিতের বানে ॥
বন্যায় প্লাবিত হঞা মজে দুই কূল।
দৈবেই আশ্রয় করে কল্পতরু মূল ॥
কল্পতরু মূল পাঞা সঙ্গ নাহি তেজে।
স্বজাতিয় মূল তেঞি এ সকল কাজে ॥
যার সঙ্গে অকৈতবে হয় হাসভাষ।
সেই সে করিতে পারে রসের প্রকাশ ॥
মদনের কথা যদি হৈল অবসান।
রতি পুন বলে প্রভু কর অবধান ॥

যে কহিল মোর প্রভু তোমার চরণে।
সেই সে উচিত সব নিত্যবৃন্দাবনে॥
স্বকীয়ার খণ্ডরতি অধিকার ভেদে।
অনুরাগ ভেদ তেঞি রাগে নাহি বাধে॥
অনুরাগ বিনা প্রীতি যথাযথা দেখি।
অলবণ শাক যেন ব্যঞ্জনে না লেখি॥
অনুরাগ যুক্ত রতি হয় মহারস।
অনুক্ষণ অভিনব পিরিতির বশ॥
পরকীয়া পরপ্রেমা নিত্য চমৎকার।
নাগরেন্দ্র শিরোমণি কর অঙ্গীকার॥
যেই যেই অবতারে যেই যেই কর্ম্ম।
আপনি ভজিঞা যারে বুঝাইলে ধর্ম্ম॥
নীতধর্ম্ম যুগধর্ম্ম বেদের গোচর।
অবতার ভেদে নাহি ছিলা স্বতন্তর॥
ইহার কারণে প্রভু বেদে বশ হঞা।
বুঝাইলে নীতধর্ম্ম আপনি যজিঞা॥
এবে সর্ব্ব অবতার সার অবতারি।
ভুবনমোহন বৃন্দাবনের বিহারী॥
অভিন্ন যৌবনরূপ কৈশোর দশায়।
সফল করিতে প্রভু করহ উপায়॥
এই গিরিগোবর্দ্ধন এই বৃন্দাবন।
তরুলতা আদি যত পশুপক্ষীগণ॥
শৃঙ্গার রসের কার্যে তুমি মহারাজা।
বসতি বিশিষ্ট কর নিতম্বিনী প্রজা॥
অঙ্গ সঙ্গ রতি মতি রাজকর দিঞা।
বিপিনে বসতি বন্ধু[১] প্রেমপাটা লঞা॥
বৃষভানু মহারাজা কুলের নন্দিনী।
চিন্তমণিময়পাটে রাধা রাজরাণী॥

---

১ রহু

ললিতাদি সখি মহা পাত্র অধিকারে।
কল্পাধার যুগে যুগে সেবুন রাজারে ॥
গোলকবিজয়ী নাম গড় বৃন্দাবন।
বিষম বিহঙ্গ আছে দ্বাদশ কানন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্ম রুদ্র বিষ্ণু আদি জনে।
বিহঙ্গে বিহঙ্গে রহু রক্ষার কারণে ॥
যে গড় বেড়িয়া খাওা কালিন্দী[১] তনয়া।
বেঢ়ল পর্য্যন্ত ভূমি যেমত বলয়া ॥
হরিদাস বজ্র গিরি গোবর্দ্ধন নাম।
মউর আকৃতি দ্বারে আছে অবিরাম ॥
কহিল প্রসঙ্গে সভে আছে যত্নবান।
অপেক্ষা করিঞা মাত্র তুয়া অবধান ॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

কান্তাভিঃ কলহায় তে ক্বচিদয়ং কন্দর্পলেখা ন ক্বচিৎ
কীরেরর্ণয়তি ক্বচিদ্বিতনুতে ক্রীড়াভিমারোত্তমম।
সখ্যা ভেদয়তি ক্বচিৎ স্মরকলাষাড়্গুণ্যবাণী হতে
সন্ধিং ক্বাপ্যনুশাস্তি, কুঞ্জনৃপতিঃ শৃঙ্গার রাজ্যোত্ত সমঃ ॥

॥ তথাচ ॥

ব্যক্তালক্তপদৈঃ ক্বচিৎ পরিলুঠ্য পিঞ্ছাবতংসৈঃ
ক্বচিত্তল্পৈর্বিচ্যুত কাঞ্চিভিঃ ক্বচিদসৌব্যাকীর্ণ কুঞ্জোৎকরা।
প্রোত্থস্মণ্ডল বন্ধ তাণ্ডব ঘটাল স্মোল্লস সেকতা
গোবিন্দস্য বিলাস বৃন্দমধিকং বৃন্দাটবী শংসতি ॥

কথায় না কহে কিছু[২] আশাবদ্ধ মনে।
কবে সে সেবিব কৃষ্ণ রাধিকার সনে ॥

১ কলিন্দ ২ কেহো

যমুনার জল নিতি তরঙ্গের ছলে।
হারাইল ধন যেন চাহে তরুতলে॥
ছয় ঋতু বৃন্দাবনে করিল বসতি।
শীতল সুগন্ধি মন্দ পবনের গতি॥
প্রতি কুঞ্জ দেখি যেন বিচিত্র বিতান
রাস বিলাসের আশে কৈল নিরমান
আমরাহো জায়াপতি এই বৃন্দাবনে।
সেবিতে করিএ সাধ রাধিকার সনে॥
সহজে তোমার নাম বাঞ্ছাকল্পতরু।
রচিল পরশুরাম সেবি নিজ গুরু॥

রাগ ধানশী

হেদে না লো সজনি সে ধনি
মানাঞা দিব কে।
কি তারে কৈতব কথা মরম জানে যে॥ ধ্রু

কানাঞি বলেন শুন মদনের প্রিয়া।
কহিলে সকল কথা কারণ বুঝিঞা॥
গোলক অধিক মোর এই বৃন্দাবন।
সন্তান অধিক যত তরুলতাগণ॥
গোকুল গোধন যত জিনি কামধেনু।
চিন্তামণি জিনি যত বৃন্দাবন রেণু॥
সুরধনি জিনি এই মধুরস[১] ধারা।
গোবর্দ্ধনগিরি প্রিয় শরীরের পারা॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি অমর রমণী।
ততোধিক প্রিয় তুমি গোকুলগোপিনী॥

১ সুমধুর

॥ বিল্বমঙ্গল ॥

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গলানাং শৃঙ্গারং পুষ্পতরু বস্তয়বস্নুবানাং
বৃন্দাবনং ব্রজধেনুং ননু কামধেনু চেতি সুখসিন্ধু বহো বিভূতিঃ।

গোপিকামণ্ডলী মধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী।
প্রণয় প্রেমের যেন শৃঙ্খলাশিকলি॥
কি দিঞা করিব আমি রাধার উপামা।
বেদবিধি অগোচর অপার মহিমা॥
কালীয়দমন দিনে কালিন্দীর কূলে।
দেখিল রমণী ধনি কদম্বের মূলে॥
নবীন যৌবনী সঙ্গে সখীর সমাঝ।
উদয় করিল যেন কত দ্বিজরাজ॥
নিষ্কলঙ্কে হয় যদি শরৎ সুধাকর।
কাঞ্চন দর্পণ যদি হয় মৃদুতর॥
পরাগ বহিত যদি হয় পদ্মফুল।
তবু নাহি হয় তার বয়ানের তুল॥

॥ যথা ॥

ইন্দু কলঙ্কি মুকুর কঠোরঞ্চ সরোরুহ যদযয়া
বিমিশ্রং রাধে অকলঙ্কং মৃদু শোধিতং
হে মুখং তরামুস্থ তুলাং ন বিক্ষে॥

ঈষদভঙ্গিমা যদি হয় ইন্দীবরে।
চঞ্চল খঞ্জন যদি বিরাম না করে॥
জলেস্থলে বহে যদি অমিঞা লহরী।
তভু সে নয়ান শোভা তুলনা না করি॥
মৃদুতা সৌরভ হীন দশবাণ সোনা।
কোন গুণে দিব তার অঙ্গের তুলনা॥
যতনে আনিঞা বিধি ছানিঞা বিজুলি।
অমিঞার ছাকে যদি গড়য়ে পুতুলী॥

কামের কষাণে যদি করয়ে রসান।
তভু সে না হয় তার নিছনি সমান॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ॥

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
বিচিত্ররাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি॥

কোথা না আছিল হেন রসময় বিধি।
প্রকাশিল সেই অঙ্গে সেই বৈদগধি॥
মন[১] প্রাণ লঞা কিবা আরোপিল তায়।
হৃদএ পশিল তেঞি পাসরা না যায়॥

॥ যথা চৈতন্যচরিতামৃতে॥

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তি
রস্মাদেকাত্মা নাবপি ভূবি পরা
দেহভেদং গতৌ তৌ॥

কে আছে আমার হেন প্রিয়বন্ধু সখী।
মানাইঞা[২] দেয় মোরে সেই শশিমুখী॥
যত বৈদগধি আর এ·রূপ যৌবন।
সে ধনি বিহনে মোর সব অকারণ॥
কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যেন ক্ষীণ দিনে দিনে।
বৃন্দাবন শোভা যেন রাধিকা বিহনে॥
যবে সে চরণচিহ্ন হইব শোভন।
তবে সে ত্রৈলোক্যমধ্যে ধন্য বৃন্দাবন॥

১ মোর ২ মানাঞা ভ

॥ যথা শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে ॥

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকা ধন্যা যত্র রাধাভিধামম ॥

সে পদ স্পর্শিব যবে যমুনার ধারা।
তবে সেই তিন লোক হন তীর্থবরা ॥
যবে সে হইব মোর রাধা আরাধন।
সফল কানন কুঞ্জ সফল যৌবন ॥
এই হেতু গোলক গোকুলে পরকাশ।
ইহা লাগি হৈল মোর বৃন্দাবনে বাস ॥
যুগে যুগে হৈল মোর যত অবতার।
রাধিকা বিহিনে মোর সকল অসার ॥
কহিল তোমারে রতি মরম বিশেষ।
রাধিকা সাধনে মোরে কর[১] উপদেশ ॥
কি মন্ত্র ঔষধি আছে পরম কারণ।
অবিলম্বে হয় যেন রাধার মিলন ॥
রতি কাম বলে প্রভু মোর সাধ্য নয়।
উপায় করিব যত প্রাণ সত্যে রয় ॥
এতেক বলিয়া দোঁহে কৃষ্ণের চরণে।
বিদায় হইঞা গেলা ব্রহ্মার সদনে ॥
বসিঞা আছেন তথা কমল আসনে।
ধেয়ান করিঞা জপে ব্রহ্ম সনাতনে ॥
সুখানন্দ পুরী শত যোজন প্রমাণ।
ছেয়াশি যোজন আড়ে কাঞ্চনে নির্ম্মাণ ॥
দেবতরু সারি সারি নানা ফুলে ফলে।
সেচন করএ সদা মন্দাকিনীজলে ॥
স্বর্গগঙ্গা আদি তাহে নানা তীর্থ রাজে।
ত্রিসন্ধ্যা করএ স্নান দেবতা[২] সমাঝে ॥

১ কহ ২ দেবের

স্বয়ম্ভুব আদি তথা চতুর্দ্দশ মনু।
মরীচাদি সপ্তঋষি সাঙ্গোপাঙ্গ জনু॥
দক্ষ আর কশ্যপ এই দুই প্রজাপতি।
ব্রহ্মা সন্নিধানে ধ্যানে লয় অবগতি॥
ঋক যজু সাম আদি অথর্ব্ব নাম ভেদ।
চারিমুখ সন্নিধানে মূর্ত্তি চারি বেদ॥
আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ তন্ত্রমন্ত্র সনে।
শাখা উপশাখাগণ করে ঋষিগণে॥
শম দম তিতিক্ষাদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
শান্তি পুট ধৃতি ক্ষমা গুণযুক্ত কর্ম্ম॥
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ পঞ্চজনা।
স্বকীয় স্বভাবে করে ব্রহ্ম উপাসনা॥
মূর্ত্তিমন্ত ছয় তর্ক নয় ব্যাকরণ।
ঐক্যতায় করে তারা ব্রহ্ম নিরূপণ॥
সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম নিশ্চয়ের তরে।
কলিত কন্দলে এই শুনি সুরপুরে॥
সমাধিরচন বিধি চারি বেদ সনে।
সর্ব্বপরাৎপর রাখে শ্রীনন্দনন্দনে॥

॥ যথা ব্রহ্মপুরাণে ॥

তত্রৈঃ ব্রহ্মাণ্ডমাদ্যসুরকুল ইভবনেশ্চাঙ্কিতঃ যোজনানাং
পসত কোট্যা খর্ব্বক্ষতিখচিতামিদং যচ্চ পাতালপূর্ণম্।
তাদৃ ব্রহ্মাণ্ডল যুত পরিচয় ভাগেব কক্ষং বিধাতা
দৃষ্টং যস্যায়ে বৃন্দাবনমপিতভবকঃ স্তাতা তস্য সক্ত॥

॥ তথাহি মধ্বাচার্য্যস্তোত্রে ॥

য কুণ্ড মন্বান্তরগোচরং চ যকু যোতো
বাস্যাবরজানি যানি চ।
গুণধানং পুরুষং পরং পদ পরাৎপর
ব্রহ্ম চ তে বিভূত যঞ্চ॥

ষোল অলঙ্কার যত নাটক নাটিকা।
হাস্য বাদ্য গদ্য পদ্য নিত্য আখ্যায়িকা॥
অষ্টবিধা শ্লেষ কাব্য ভাষা ছ পঞ্চাশ।
অষ্টাদশ পুরাণ আর যত ইতিহাস॥
অষ্ট পঞ্চরাত্র আর দ্বাদশ সংহিতা।
বীজমন্ত্রাবলী আর কৌশল কবিতা॥
বুদ্ধি মেধা ধৃতি জ্ঞান বাঞ্ছে ইন্দ্রিয়াদি।
মূর্ত্তিবন্ত[১] হঞা ব্রহ্মা সেবে নিরবধি॥
চারিদিগে চারি যুগ আছে সর্ব্বকাল।
তিন অগ্নি সেবে শত অঙ্গের মিশাল॥
উনপঞ্চাশ পবন সঙ্গে সেবে ছয় ঋতু।
অনুক্রমে অধিদেব ব্রহ্মপতি হেতু॥
যতেক দেখিল কাম ব্রহ্মার সভায়।
কহিবার কালে তত কহা নাহি যায়॥
প্রণাম করিল কাম ধাতার চরণে।
গমনকারণকথা কহে সঙ্গোপনে॥
যেই প্রভু সর্ব্বেশ্বর সভার কারণ।
লীলাময় অবতার নন্দের নন্দন॥
কে জানে কৃষ্ণের নাট্য এ তিন ভুবনে।
বিরহব্যাকুল আজি নিত্য বৃন্দাবনে॥[২]
না হেরে চন্দ্রের শোভা মলয় পবন।
না লয় পুষ্পের গন্ধ সুগন্ধি চন্দন॥[৩]
ছলছল করে আঁখি করুণার জলে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কদম্বের তলে॥
চমকি চমকি কভু লয় রাধা নাম।
মাধবীলতার কুঞ্জে করিল বিশ্রাম॥

---

১ মূর্ত্তিমন্ত্র ২ ক-পুঁথিতে এই দুই পঙ্‌ক্তি নেই। ৩ খ-পুঁথিতে এই দুই পঙ্‌ক্তি আগে পিছে দেওয়া আছে।

রাধার সাধনে প্রভু বলে সভাকারে।
অতেব আইলুঁ মুঞি তোমা লইবারে॥[১]
শুনহ বিরিঞ্চি বৃন্দাবনে অনুসর।
না সহে বোলের ব্যাজ কৃষ্ণকর্ম্ম কর॥
বিধি বলে বেদে মোরে ব্রহ্মাণ্ডের সীমা।
আমি কি জানিব সেই রাধার মহিমা॥
তথাপি দেখিব কৃষ্ণ বৃন্দাবন যাব।
সেই প্রভুর উপদেশ আবান্তর পাব॥
এতেক বলিঞা ব্রহ্মা রতি কাম সনে।
উপনীত তিনজন কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥
প্রদক্ষিণ হঞা ব্রহ্মা করে দণ্ড নতি।
বেদমত পড়ে কত মধুর ভারতী॥
পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান।
কাতর কিঙ্করে প্রভু কর অবধান॥

রাগ করুণা[২]

রহিঞা সে সন্নিকটে অবনত করপুটে
রোদনাম্বুপুরিত বয়ান।
চারিমুখে চারি বাণী করুণা কৈতব[৩] মুনি
কৃপাময় কর অবধান॥
তুমি প্রভু সর্ব্বময় তোমাতে সকল লয়
তোমা হৈতে হয় পুনর্ব্বার।
কিবা ভব কিবা বিধি কিবা অঙ্গ কলানিধি
তোমা বিনে[৪] কেহো নহে আর॥
রূপগুণ লীলানিধি না জানে অনন্ত বিধি
চারি বেদে দিতে নারে সীমা।

১ সংক্ষেপে কৃষ্ণের দশা কহিল তোমারে। ২ করুণাশ্রী ৩ কৌতুক
৪ বহি

সে হরি যাহার লাগি হঞাছেন অনুরাগী
না জানিল[১] তাহার মহিমা ॥
ও[২] পদ পঙ্কজ ভাস ভজিতে করিএ আশ
তুয়া ভৃত্য কহিতে না পারি।
অভয় চরণতলে হব আমি কতকালে
পদরজলেশের ভিখারি ॥
গিরি ভূবি রসাতলে স্থাবর জঙ্গম কুলে
অখিলে যতেক আছে জীব।
সভার অন্তর তুমি তাহে কি বলিব আমি
ভাবিঞা বিভোল যারে শিব ॥
সহস্র বদনে যায় অনন্ত মহিমা গায়
ছাপ্পন ভাষায় সরস্বতী।
কিশলয়করে রমা নিরন্তর সেবি তোমা
হৃদিদেশে পাইল বসতি ॥
[৩]তুমি সে সভার গুরু ভক্তবৃন্দে কল্পতরু
দুর্গতি দিনের চিন্তামণি।
অশেষ রসের ধাম তনু অপ্রাকৃত কাম
বৈদগধি জগতমোহিনী ॥
ধন্য ধন্য ব্রজভূমি যাহাতে বিহর তুমি
ধন্য ধরা যায় বৃন্দাবন।
ধন্য যমুনার ধারা তিন লোকে তীর্থবরা
ধন্য ধন্য গিরিগোবর্দ্ধন ॥
অনেক ভাগ্যের লেখা শ্রীপাদপদ্মের[৪] দেখা
ধন্য ধন্য আমার নয়ান।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পদ্মে ইন্দিরা বাসনা সদ্মে
অনুদিন রহুক ধেয়ান ॥
বিনয় প্রবন্ধে ধাতা জিজ্ঞাসে কারণ কথা
শুন প্রভু নন্দের নন্দন।

---

১ জানি যে ২ উ ৩ পরবর্ত্তী ছয় পঙ্‌ক্তি খ-পুঁথিতে নেই
৪ পাদারবিন্দের

সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী কিঙ্কর হইএ আমি
কি আর করিব নিবেদন ॥
অপাঙ্গ লীলায় লয় সৃজন পালন হয়
আমা হৈতে হয় বারম্বার ।
ইন্দ্রাদি সেবক যার কি কার্য্য অসাধ্য তার
বুঝিতে হইল চমৎকার ॥
তুমি সে সভারে জান তোমারে জানএ হেন
কে আছে ভুবন চতুর্দ্দশে ।
কহ শ্রীমুখের বাণী কহিলে কারণ জানি
কাতর পরশুরাম ভাষে ॥

শ্রীরাগ

জয় গোপাল গোবিন্দ রাম জয় ॥ ধ্রু ॥

করপুটে সন্নিধানে স্তবন করে বিধি ।
শুনিয়া করুণাদৃষ্টে চাহে গুণনিধি ॥
অমল কমল দল নয়নযুগল ।
বিরহবিয়োগজলে করে ছলছল ॥
দেখিঞা সঙ্কোচ হৈল বিধাতার মনে ।
পাণিপদ্মে আশ্বাসিঞা নিজ সন্নিধানে ॥
আজ্ঞা দিল বসিবারে আপন নিকটে ।
সংকুচিত হঞা ব্রহ্মা বসিলা সম্পুটে ॥
বিনয় করিঞা বলে দেব ভগবান ।
নিবেদন করি ধাতা কর অবধান ॥
আপনার চিত্ত আমি আপনে[১] না জানি ।
কাহারে কহিব এত সঙ্গোপন বাণী ॥
তুমি সে আমার আত্মা ভিন্ন কিছু নয় ।
গুণত্রয়ে অংশভেদে অন্তরঙ্গ হয় ॥

---

১ আপনি

কৌমার পৌগণ্ড দশা গেল ভালে ভালে।
অসম বিসম ভেল কৈশোরের কালে॥
ভারাইত হৈল যত অঙ্গে আভরণ।
দাবানল হেন দেখি চন্দ্রের কিরণ॥
মলয় সমীর যেন বিষ লাগে গায়।
কুলিশ নিপাত হেন কোকিলের বায়॥
আপনার মন মোহে আপন যৌবন।
কমলিনী কৈশোর বুঝি দশার কারণ॥
শুনহে কমলাসন কারণ বিশেষ।
রাধা মানাইতে মোরে কর[১] উপদেশ॥
কি আর আমার লাজ তোমারে কহিতে।[২]
রাধিকা বিহনে তনু না পারি ধরিতে॥
লীলার কারণ আর চিত্তের বাসনা।
গোলোক মঙ্গল কীর্তি রাধা আরাধনা॥
নিত্যলীলা বৃন্দাটবী কারণের মূল।
বিনামন্ত্রে ইষ্টদেব নহে অনুকূল॥
অন্য মন্ত্রতন্ত্র জানি বেদের বিধানে।
রাধামন্ত্র স্ফুট নহে শুদ্ধতত্ত্ব বিনে॥
যোগবলে কর তুমি সংসারের সৃষ্টি।
মন্ত্র উদ্ধার কর ভক্তিযোগে দিঞা দৃষ্টি॥
শ্রুতি স্মৃতি তোমার অবেদ্য কিছু নয়।
বর্ণের বিগ্রহ কর বীজ জীব নয়॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন নিকুঞ্জ যমুনা।
কল্পতরু পদ্মপীঠ গোলোক যোজনা॥
সাধক সখ্যতা তায় সাধ্য সে রাধিকা।
যে মূল প্রকৃতি সেই মাধুর্য্য নায়িকা॥
আগামক্তে তন্ত্রেযন্ত্রে করিয়া যোজনা।
ষটচক্র সুধিয়া করাবে উপাসনা॥

---

১ কহ ২ কি লাজ আমার আর তোমাকে কহিতে

যে জন অখিললোকে পরম সুকৃতি।
উজ্জ্বল ভজনে তার কর অবগতি॥
সকরুণ ভাবে সেই পূর্ব্বভাগ্যবশে।
অনুরাগে রাধাকৃষ্ণ ভজে প্রেমরসে॥
বিধাতা বলেন প্রভু কর অবধান।
তুমি শ্রুতি তুমি স্মৃতি জ্ঞানের নিদান॥
যোগেশ্বরেশ্বর তুমি অখিলের গুরু।
লীলাময় অবতার কামকল্পতরু॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার হয়ে দৃষ্টিপাতে।
তার আগে গুরুকর্ম্ম করিব কেমতে॥
কৃপা করি যেই আজ্ঞা করিলে গোসাঞি
এমন বিসম কথা কভু শুনি নাঞি॥
না জানিল বস্তুতত্ত্ব কি হব উপায়।
আত্মবুদ্ধি নিবেদন করি রাঙ্গা পায়॥
প্রভু বলে শুন বিধি মোর উপদেশ।
রাধিকার কথা এই পরম সন্দেশ॥
গুরু বিনে সাধ্য [১]মন্ত্র না হয় সাধনে।
তোমারে কহিএ আমি ইহার কারণে॥
যেই রাধা সেই কৃষ্ণ এক আত্মা লেখি।
প্রণয়বিকারভেদে ভিন্ন দেহ দেখি॥
বস্তুতত্ত্ব সব ভেদ অনেক বিস্তার।
আধেয় রাধিকা কৃষ্ণ বিগ্রহ আধার॥
অপার রসের সিন্ধু রাধিকার প্রেম।
অলঙ্কার ভেদ যেন এক বস্তু হেম॥
একই মৃত্তিকা যেন নানারূপ ঘট।
পূর্ণ প্রেম বিলাসিতে[২] রাধার প্রকট॥
আপনি প্রকৃতি যদি আপনে পুমাণ।
জ্ঞান বিন্দু নাহি তাহে রসের সন্ধান॥

---

১ সিদ্ধ ২ প্রকাশিতে

এই হেতু দ্বন্দ্ব দেহ করিঞা প্রকাশ।
অধিক বাড়িল তায় রাধার বিশ্বাস ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ প্রেমরস বিলাসের কাজে।
আপন সমান সৃজে রমণীর মাঝে ॥
রাধাকৃষ্ণ অভিন্নতা জানিহ এ মর্ম্ম।
উপপত্য ব্যবহারে ব্যভিচার[১] ধর্ম্ম ॥
ব্যভিচার ভজনার শুন আবাস্তর।
পরপুংস পরানারী দুই স্বতন্তর ॥
যোসিতে যোসিতে এক পর বলিলাম।
বিলাসের এক রূপ একি রূপে কাম ॥
স্বকীয়া সম্বন্ধে নাঞি বিচ্ছেদের ভয়।
অনুরাগ প্রেম তাহে না হয় উদয় ॥
এই হেতু উপপত্য নামমাত্র প্রথা।
অতঃপর শুন বিধি বস্তুতত্ত্ব কথা ॥
শক্তিভেদে গুণ হয়ে হয় বিষ্ণুমায়া।
গুণময়ী চিদঙ্গিনী[২] আর অপাশ্রয়া ॥
কুলময়ী মায়া ব্যাপী সংসারিক জনে।
যতেক তোমার সৃষ্টি সেই আলম্বনে ॥
অসত্য সত্যের ভ্রম সত্য করে মিছা।
নিজ অহঙ্কারে অন্ধ ব্যাপিকার ইচ্ছা ॥
জ্ঞান বলি যদি কেহ ভজে মোক্ষরসে।
বলাৎকারে ফিরাইঞা বান্ধে মোহপাশে ॥
যারে বলি চিদঙ্গিনী[৩] তটস্থা স্বভাবে[৪]।
কভু সম্মোহিনী হয় কভু ইষ্ট লাভে ॥
কভু বলে জায়াপুত্র পৌত্র পরিবার।
ধন জন ভাই বন্ধু আমাত্য সংসার ॥
এ সব আমার এই প্রাণের সমান।
কভু বলে সব মিথ্যা সত্যের সমান ॥

---

১ জানিহ এ ২ চিদংশিনী ৩ চিদংশিনী ৪ সুভাবে

অপঙ্ক[১] ভাবক ঘটে সবে চিদঙ্গিনী।
এক নদী বহে যেন দুই স্রোতে পানি॥
যারে বলি অন্তরঙ্গা সেই অপাশ্রয়া[২]।
নিত্যআহ্লাদিনী নাম অন্য তার ছায়া॥
শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা দয়া ভক্তিময়ী।
অমানিনি তিতিক্ষাদি জাতি জন ত্রয়ি[৩]॥
আমি ভবতরু তাহে এ সব লতিকা।
মহাকাম বীজমূল প্রকৃতি রাধিকা॥
রমা উমা বাণী শচী আদি যত জন।
মূল প্রকৃতির যত পত্র পুরাতন॥
ললিতাদি সখীবৃন্দ শাখা উপশাখা।
অপ্রধানা গোপী সব পত্রচএ লেখা॥
প্রেমের প্রসূন তায়[৪] চিদানন্দ ফল।
সদা সুষ্ঠস্বরূপিণী ছায়া সুশীতল॥
[৫]মহারসা ভূমি সেব চিত্ত চিন্তামণি।
পরিসর পরিগত শ্যামলা তটিনী॥
জ্ঞানযোগ কর্ম্মকাণ্ড পুংস অগোচর।
উজ্জ্বল রসের শক্তি তার কত বল॥
শুনহে বিরিঞ্চি এই সংক্ষেপ কাহিনী।
যে কিছু কহিল বেদে গোপালতাপিনী॥
যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র আর বস্তু নিরূপণ।
প্রহেলিকা প্রায় এই শুন পদ্মাসন॥
দিগের[৬] দর্শন যেন কহিল তোমারে।
নিতান্ত করিঞা কেহো কহিতে না পারে॥
রূপগুণ লীলারসে আমারে অধিকা।
নিত্যকান্তি স্বরূপিণী সম্বন্ধনায়িকা[৭]॥
আমারে দেখিলে যেই কৈশোর বয়সে[৮]।
মন্ত্রের উদ্ধার কর এই উপদেশে॥

---

১ অপঙ্ক ২ সেই সে আশ্রয়া ৩ এই ৪ প্রসন্নতায় ৫ ক-পুঁথিতে পরবর্ত্তী চার পঙ্‌ক্তি নেই ৬ দিনের ৭ সমকুলায়িকা ৮ বেশে

কৃপার কারণে যেন কহিত তোমাতে।
পুনরপি প্রকাশ করিব ভবিষ্যতে॥
যে ভাবে ভজিব আমা নিতম্বিনীগণে।
তাবত পর্য্যন্ত প্রেম আছে সঙ্গোপনে॥
কলিযুগে অবতার হঞা দ্বিজকুলে।
নবদ্বীপ নামে পুর গৌড়মণ্ডলে॥
এই ভাব আপনে করিব আস্বাদন।
সর্ব্বজীব ত্রাণহেতু প্রেমসংকীর্ত্তন॥
সাঙ্গোপাঙ্গ আমার জন্মিঞা নানাকুলে।
মহামহাভাগবত ভক্তি শক্তি বলে॥
প্রেমঅস্ত্রে করিঞা পাষণ্ড রিপু ক্ষয়।
প্রতি দেহে জন্মাইব প্রেমভক্তিময়॥
শুনিঞা পরশুরাম আশাবদ্ধ মনে।
পাইব ভক্তির লেশ মহাপ্রভুর গুণে॥

—

ভাইরে শুন উপদেশ।
জগতে কৃষ্ণের কথা বড়ই সন্দেশ।

এতেক শুনিল যদি ঈশ্বরের কথা।
চিন্তিঞা[২] করিল বিধি অবনত মাথা॥
বিধি বলে কোটিকল্প মহিমা না জানি।
সুখময় সর্ব্ব অবতার শিরোমণি॥
নিত্য কৈশোর কৃষ্ণ নরাকৃতি হয়।
চতুর্ভুজ আদি ঐশী উপযুক্ত নয়॥
নিত্যবৃন্দাবনে নিত্য অপ্রাকৃত কাম।
নিত্যলীলা আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণনাম॥
নবীন নিত্যতা রূপ হয় ক্ষণে ক্ষণে।
সানন্দে সচ্চিদানন্দ সেবে সিদ্ধগণে॥

১ উভয় পুঁথিতেই রাগিণীর উল্লেখ নেই ২ চিন্তিতে

অবিচিন্ত্য মহাশক্তি লীলা শীলা সেহ।
পরাম্নুপরতা কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ॥
হৃত শক্র গতি দাতা করুণা কারণে।
আকর্ষণে অভিনন্দি আত্মারাম গণে॥
সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারী লীলা পয় রোসি।
অতুল মধুর প্রেমে মণ্ডিত প্রেয়সী॥
ত্রিজগৎ চিত্তহারী মুরুলীর গীত।
অসমান রূপে চরাচর বিশ্বাপিত॥
প্রেমায় অধিক প্রিয়া এহো এক যশ।
সর্ব্বথা স্বতন্ত্রপ্রায় প্রেয়সীর বশ॥
অন্যথা যেমত[১] আজ্ঞা কি বুঝিঞা করে।
অপাঙ্গ লীলার লয়ে কি করিতে নারে॥
কালজীর্ণ কালে যার নাম এক শেষ।
কি বুঝিঞা রাধামন্ত্র চাহে উপদেশ॥
যে কৃষ্ণ দায়িতা সেহ নিত্যআহ্লাদিনী।
সুষ্ঠকান্তস্বরূপা অচিন্ত্য চিন্তামণি॥
অভিপ্রায় বুঝি এই সভারে অধিকা।
ইচ্ছারূপী প্রকৃতি সে আখ্যান রাধিকা॥
প্রকৃতি পুরুষ যেই[২] আধেয় আধার।
প্রণয়বিকার ভেদ এ দুই আকার॥
প্রেমার কারণে দোঁহে[৩] দুই দেহ ধরে।
দোঁহা বিনু[৪] দুইজনে রহিতে না পারে॥
দোঁহে এক প্রেমরস করিতে বিলাস।
ভক্তে স্নেহহেতু করে মন্ত্রের প্রকাশ॥
সকল নিদেশ[৫] প্রভু করিল ইঙ্গিতে।
কত গুণে রাধা তবু নারিল জানিতে॥
মহাশক্তি আদি সর্ব্বশক্তিশিরোমণি।
মহাভাবময়ী এই নিত্যকান্তআহ্লাদিনী॥

১ এমত ২ এই ৩ তবে ৪ বিনে ৫ নিষেধ

সুষ্ঠকান্ত শান্তরূপা সাম্য কলেবরে।
দ্বাদশ ভবনাশ্রিতা ষোড়শ শৃঙ্গারে॥
অসমান চতুষ্টয় গুণরসবতী।
মাধুর্য্যাদি গুণ আর এ পঞ্চবিংশতি॥
মধুরাণ শীলা চলা পাঙ্গ রুচিস্মিতা।
সুচারু সৌভাগ্য রেখে গন্ধে উন্মাদিতা॥
সঙ্গীত প্রসরাভিজ্ঞা রম্য সম্য বাণী।
নর্ম্ম পণ্ডিতা কিন্তু বিনীতা আপুনি॥
করুণাতে পূর্ণপ্রাণ বিদগ্ধাদি লীলা।
কুঞ্জপাটে পাটরাণী তথা লজ্জাশীলা॥
মাধুর্য্যাদি গুণে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যশালিনী।
সুবিলাসা মহাভাব উৎকর্ষতর্ষিণী॥
গোকুলে বসতি প্রেম জগতে নিসীমা।
গুরুতে অর্পিত গুরু গৌরবমহিমা॥
সখীর প্রীতের বশ যদি নিত্য সবি।
কৃষ্ণপ্রিয়া বলি যত তার[১] মুখ্য দেবী॥
সন্তত কেশবশ্রুবা এ পঞ্চবিংশতি।
অপর অগণ্য আছে গুণের বসতি॥
রূপগুণ মাধুর্য্যের কিবা দিব সীমা।
কৃষ্ণসম মহারসা অনন্ত মহিমা॥
যেই রাধা সেই কৃষ্ণ ভিন্ন বস্তু নয়।
নায়ক নায়িকা ভাব বুঝিতে বিস্ময়॥
অনুরাগ প্রেমভক্তি করিতে প্রচার।
এই হেতু স্বকীয়াতে না করি বিকার[২]॥
রসে রসে এক বস্তু গৌণমুখ্য ভেদ।
স্বকীয়াতে নাহি জন্মে প্রীত পরিচ্ছেদ॥
মনে জানে আমি তার সেহো মোর পতি।
অধিকারভেদ প্রীতপর্য্যা মন্দগতি॥

১ ভাব ২ বিচার

পরকীয়া মহারস ক্ষেণে ক্ষেণে আন।
প্রেমায় অর্পিঞা জাতি ধন প্রাণ॥
দুই কুল অপেক্ষা না থাকে প্রেম ভরে।
ধর্ম্ম বলি তিলেক অপেক্ষা নাহি করে॥
আর তাহে প্রচ্ছন্ন[১] কামুক দুইজনে।
ব্যক্ত প্রায় নহে প্রতি[২] কুঞ্জ সঙ্গোপনে॥
দোঁহাকার থাকে গুরু পরিজন ভয়।
গৃহকৃত্যে থাকি করে[৩] মিলন সঞ্চয়॥
মিলন দুর্ল্লভ মনে রূপগুণ নাম।
সেই কালে পরম আকুতি মহাকাম॥
এই হেতু রাধাকৃষ্ণ নায়ক নায়িকা।
পরপুষ্টি লাগি সঙ্গে অপর গোপিকা॥
অসীম মহিমা আর বুঝিতে নারিব।
লীলাময় মন অনু মন্ত্র উঙ্গারিব॥
যেমত বরণ[৪] বেশ তেমত ভূষণ।
ত্রিভঙ্গ ললিত সব শৃঙ্গার কারণ॥
রাধিকার রূপগুণ দুর্ঘট ভাবনা।
বাম তার দুর্ল্লভত্ব যাচনি বারণা॥
ইহার কারণে কৃষ্ণ করে উপদেশ।
যে রূপে সাধন হয়ে সেই তো বিশেষ॥
এই যুক্তি বিরিঞ্চি করিঞা মনে মনে।
রাধাকৃষ্ণ দেহে করে ইন্দ্রিয় গণনে॥
মন সঙ্গে একাদশ করিয়া গণনা।
সভে হল্যে উপযুক্তা অক্ষর যোজনা॥
যে রূপে যে সব বর্ণ যত শক্তি[৫] ধরে।
অংশকলাব্যাপী পূর্ব্বপর অবতারে॥
এক তত্ত্ব করি তাহে নিজোজিল মায়া।
মন্ত্র অধিষ্ঠাত্রী চিৎ স্বরূপ অপাশ্রয়া॥

১ প্রচুর ২ প্রীত ৩ থাকিবারে ৪ বয়স ৫ রূপ

মহাকাম বীজ তাহে অনেক আশ্রয়।
[১]রত্নমণি চিন্তামণি সভার উদয়॥
ভূগল আকাল আর বৈকুণ্ঠমণ্ডল।
তামসি রাজসি কাষ্ঠা সাত্বিকের ফল॥
অপর অর্থের শক্তি গোলোক আছয়।
বৃন্দাবনভূমি জানি অন্য অর্থ হয়॥
ভূগল কহিএ যারে সেই বৃন্দাবন।
আকাশ বলিএ যারে যমুনাজীবন॥
বৈকুণ্ঠ যাহারে বলি মুমুক্ষু বিধানে।
যন্ত্রপৃষ্ঠে স্থান তার বাহ্য আবরণে॥
গোলোক আশ্রয় যেই কমলকর্ণিকা।
যেই অন্তরঙ্গা শক্তি সেই সে রাধিকা॥
মহাকাম বীজরূপ কিশোর বএস।
আনন্দস্বরূপ সত্বা প্রেমার বিশেষ॥
অষ্টপত্র ষোড়শ কেশর যারে লেখি।
প্রকৃতির অষ্ট সঙ্গে সব্যাসব্য সখী॥
বাৎসল্য সখ্যতা প্রেম মাধুর্য্যাদি রসে।
চিদানন্দময় বীজ কর্ণিকাতে বৈস্যে॥
অপর অর্থের শক্তি বর্ণের বিগ্রহ।
তত্ত্ব বৃত্তি[২] মন প্রাণ করিঞা সংগ্রহ॥
সংগ্রহ কারণ কথা শুন মন দিঞা।
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ মিশাইঞা॥
ভৌতিকের পাঁচে এই পাঁচ দিঞা পুরি।
পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এই ক্রমে করি॥
মাধুর্য্যাদি পঞ্চরস এই অনুভবে।
এক আবির্ভাব পঞ্চ বাঢ়ে যথালাভে॥
স্বাহান্ত উচ্চারে সর্ব্ব দেহসমর্পণ।
এইরূপে নানা অর্থ মন্ত্র নিরূপণ॥

---

১ পরবর্ত্তী চার পঙ্‌ক্তি খ-পুঁথিতে নেই ২ বিত্তে

যত অর্থে মন্ত্রাবলী হৈলা অধিষ্ঠান।
সুরগুরু নারে তত্ত্ব করিতে বাখান॥
প্রতি বর্ণে ব্রহ্মবীজ দিঞা মন্ত্রন্যাস।
যতেক অস্ফুট হৈতে করিল প্রকাশ॥
তারপর জীবন্যাস করি প্রতি বর্ণে।
সঙ্গোপনে কহে ব্রহ্মা গোবিন্দের কর্ণে॥
অক্ষরে অক্ষরে বিধি কৃষ্ণকর্ণে কয়।
প্রতি বর্ণে গোবিন্দের আনন্দাশ্রু হয়॥
রোমাঞ্চ বেপথু অঙ্গে গদগদ বাণী।
আনন্দে বিহ্বল কৃষ্ণ রাধাসূক্ত শুনি॥
ভাবিতে মন্ত্রের অর্থ হৈলা চমৎকার।
বিধারে বলেন কৃষ্ণ বল আরবার॥
ব্যস্ত হঞা একাক্ষর মন্ত্র বলে বিধি।
পুনর্ব্বার কহ কহ বলে গুণনিধি॥
যুগলমন্ত্রের অর্থ কহে কৃষ্ণ আগে।
শুনিঞা বিমুগ্ধ হৈলা রাধা অনুরাগে॥
পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করেন প্রেমসুখে।
প্রতিবারে ভিন্ন হয় বিধাতার মুখে॥
রূপ গুণ লীলা শক্তি নাম গ্রাম ভেদ।
উজ্জ্বলাদি বাৎসল্য বয়স্য পরিচ্ছেদ॥
উজ্জ্বলে ত্রিবিধা ভাব ভিন্ন ভিন্ন লেখি।
নিত্যসিদ্ধা রাগানুগা তদনুগা সখি॥
সম্বন্ধানুরাগা আর হয়ে এক রস।
সে সকল রুক্মিণ্যাদি প্রকৃতির[1] বশ॥
এই সব ভাবে নানা মন্ত্র উপাদান।
কহিল সকল বিধি কৃষ্ণবিদ্যমান॥
কুহুক ইচ্ছায় নাচে কাষ্ঠের হরিণী।
সেইরূপে নিস্বরিল বিধিমুখে বাণী॥

---

১ প্রেয়সীর

আপুনি করিল প্রভু মন্ত্রের প্রকাশ।
এক দুই তিন চারি পর্য্যন্ত পঞ্চাশ॥
প্রসন্ন হইঞা প্রভু বলে বিধাতারে।
জপের বিধান বিধি কহিবে আমারে॥
অবিলম্বে মন্ত্রসিদ্ধি ইষ্টলাভ হয়।
পুরশ্চর্য্যা বিধি মোরে কহ মহাশয়॥
বিধাতা বলেন আর কি বলিব আমি।
যতেক মন্ত্রের অর্থ সেইরূপ তুমি॥
মহাভাবময়ী রাধা মন্ত্র উপাসনা।
শ্রবণ মাত্রেক ব্যক্ত সে সাত লক্ষণা॥
উপদেশ মন্ত্রে যার হয় আবির্ভাব।
ততক্ষণে মন্ত্রসিদ্ধি হয় ইষ্টলাভ॥
কি আর জিজ্ঞাস প্রভু জপের বিধান।
মহাকাম বীজ কর মুরুলীতে গান॥
মায়াযুক্ত[১] ছয় রাগ সপ্তস্বরা যন্ত্র।
জগোকলবিন্দযুক্ত এই মহামন্ত্র॥
জগোগমন বলে কল বলের ধ্বনি।
সুন্দরীর মনহর্ত্তা এই অর্থ শুনি॥
অপর অর্থের শক্তি ভাবে করে দঢ়।
লেখিতে উচিত নহে সঙ্গোপন বড়॥
না লেখিলে চিত্তের না হয় পরিতোষ।
সঙ্কেতে লিখিব ইহা না লইবে দোষ॥
ই-কারে আ-কারে সিদ্ধি এই এক চরে।
গোলোকের গৌরবর্ণ বলে আরবারে॥
ক-কারে সমস্ত সত্ত্বা কামের কারণ।
ল-কারে ললিত নিত্যা মায়া আবরণ॥
বিন্দু দিঞা পূর্ণ করে ত্রিলোকের সার।
এই অর্থে বংশী গানে গোপী চমৎকার॥

১ জায়া যুত

বিধি বলে মন্ত্রতন্ত্র যতেক কহিল।
পুনরপি সেই মোরে স্বপ্ন সম হইল॥
আপুনি না কহ তুমি অন্য ঘটে রঞা।
সঙ্গোপন মহারত্ন প্রকাশ করিঞা॥
গুর্ব্বি ব্যবসায় যেন মোর মুখে ভাণ[১]।
যারে বিলাসিতে দিবে তুমি তাহা জান।
ধন্য সে অখিল লোক অসীমে সুকৃতি।
আরাধে কৃষ্ণের কান্তা প্রধান প্রকৃতি॥
তোমার আরাধ্যা হেন নাহি ত্রিভুবনে।
একেক উপায় ভক্ত কৃপার কারণে॥
এক শক্তি অন্তরঙ্গা এক দেহে প্রাণ।
কিবা তাহে জপতপ পূজা কি বিধান॥
অনামিকা মধ্যপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দিঞা।
জপের বিধানে তারে মূল পর্ব্ব লঞা॥
কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব মধ্য অগ্র পর্ব্ব।
অনা মধ্যমা দুই অঙ্গুলীর অগ্র॥
তর্জ্জনী পর্য্যন্ত মূল দশ পর্ব্ব লিখি।
মধ্যমার দুই পর্ব্ব মেরু আর সাখি॥
অসর্ব্বের দশ জপে এক লিখি বামে।
দশ দশে পূর্ণ শত গণনের ক্রমে॥
শতেক জপের পর এক প্রণায়াম[২]।
এই ক্রমে এই তীর্থে জপে এক যাম॥
এই সে যমুনা তীর্থ এই কল্পতরু।
আমি কি বলিব তুমি অখিলের গুরু॥
কৃতাঞ্জলি হঞা পুন কৃষ্ণবিদ্যমানে।
স্বজাতিয়া পরসঙ্গ কহে সকরুণে॥
বড়াই বলিঞা প্রভু করে সম্ভরণ।
তাহা হৈতে হব সর্ব্ব সিদ্ধি প্রয়োজন॥

১ শুন ২ প্রণাম

এতেক বলিয়া বিধি গোবিন্দচরণে।
প্রণাম করিঞা গেলা নিজনিকেতনে॥
কালিন্দীর কূলে কৃষ্ণ করে মহাতপ।
আপনার মন্ত্র আপুনি করে জপ॥
পরশুরামের রহু গুরুপদআশ।
দেহ পদছায়া প্রভু মনোহরদাস॥

পঞ্চম অধ্যায়

রাগ ভাটিয়ারি

গৌর প্রাণ গোপীনাথ

বান্ধব রাধানাথ ॥ ধ্রু ॥

সংসারে শ্রীকৃষ্ণ সত্য আর সব মিছা।
না বুঝিঞা না করিহ অন্য পথে[১] ইচ্ছা
রাধাকৃষ্ণ চারিবর্ণ চারি বেদে সার।
কারণের কল্পতরু মাধুর্য্য অপার ॥
নিন্দিঞা চন্দ্রের সুধা অসীম মাধুরী।
রাধানামে ঘন সারে সুবাসিত[২] করি ॥
হেন শিখরিণী রস যেই পান করে।
বিষম সংসার তৃষ্ণা পরশিতে নারে ॥
কন্দর্পে ডাকিঞা কৃষ্ণ করিল সম্মান।
বড়াই বেআন বলি হাথে দিল পান ॥
ত্বরায় করিয়া আগে এই কর্ম্ম কর।
গোকুল আকুল হেতু আর যত পার ॥
প্রাণপাত করি লয় গোবিন্দের পান।
সত্বরে বড়াই বাড়ী[৩] গেল পঞ্চবান ॥
বসিয়া আছেন দেবী বিমলমন্দিরে।
রাধাকৃষ্ণ জপমালা লঞা বাম করে ॥
নিদ্রা বিদ্রাপিতা দেবী জরতীর ছলে।
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ অহর্নিশি বলে ॥
হেনকালে পুষ্পধনু জায়ার সংহতি।
অবধান কর বলি করিল প্রণতি ॥
ভূমি ধরি উঠি বুড়ি কৈল অভ্যুত্থান।
স্বাগত মধুর বোলে করিল সম্মান ॥

১ পদে ২ সুভাষিত ৩ ত্বরায়ে বড়াইর ঘর

হাসিঞা কৌশল কথা কহেন জরতি।
কিবা কার্য্যে আগমন সঙ্গে লঞা রতি॥
বিশ্ববিমোহন এই তোমরা দুজনে।
ক্রীড়াউপযুক্ত কালে মোর হেথা[1] কেনে॥
তোমরা যৌবনবন্ধু আমি অতি জরা।
এখানে না শোভে তোমা দিবাচন্দ্র পারা॥
নৃপতি অতিথ যেন দরিদ্রের ঘরে।
রাজহংস পঙ্ক যেন শুষ্ক সরোবরে॥
মদন বলেন দেবী আছে প্রয়োজন।
কৃষ্ণের নিদেশ তুমি চল বৃন্দাবন॥
রাধার বিরহে সে বিকল ঘনশ্যাম।
মাধবীলতার কুঞ্জে করিল বিশ্রাম॥
তন্ত্রমন্ত্র উপদেশ দিল যত বিধি।
তোমা বিনে সে সকল কার্য্য নহে সিদ্ধি॥
তে কারণে আজ্ঞা দিল তোমারে আনিতে[2]।
বিশেষে গোকুল গ্রামে গোপিনী মোহিতে॥
শুনিয়া আনন্দে বুড়ি ধরণে না যায়।
লোটাঞা ধরিতে চাহে মদনের পায়॥
কন্দর্প করিল তাঁরে পুন প্রণিপাত।
আশীর্ব্বাদ দিল দেবী জোড় করি হাথ॥
আজি সে হইল মোর সফল জীবন।
গোকুলনিবাসী আমি ইহার কারণ॥
এখানে এতেক কাল গেল মিছামিছা।
এবে শুভদিন ভেল রাসরসে ইচ্ছা॥
কৃষ্ণের আদেশে[3] আমি[4] বৃন্দাবনে যাব।
গোলোক আলোক নিত্যনিকুঞ্জ দেখিব॥
সাধিবেন কৃষ্ণ আমা রাধিকা সাধিতে।
সৌভাগ্যসম্পদ কত কহিব ইঙ্গিতে॥

১ স্থানে ২ লইতে ৩ নিদেশে ৪ আজি

যতেক করিব যত্ন[১] নন্দের নন্দন।
ততেক করিব আমি[২] রাধাসংকীর্ত্তন॥
কৃষ্ণ মোরে আশ্বাসিব সুমধুর বোলে।
জন্মের সাফল্য মোর হব সেই কালে॥
সেই রাধা সেই কৃষ্ণ একত্র করিঞা।
দেখিব যুগলরূপ নয়ান ভরিঞা॥
জয় রাধা জয় কৃষ্ণ বলি বারম্বার।
বৃন্দাবনে পৌর্ণমাসী কৈল অভিসার॥
কন্দর্প কহিল তারে না করিহ ব্যাজ।
রাধাকৃষ্ণ সম্মিলন ছোট নহে কাজ॥
পুষ্পধনু পঞ্চশর[৩] এই কার্য্য কর।
তরুণীগণের আগে চিত্তবৃত্তি হর॥
একথা কহিঞা দেবী করিলা পয়ান।
গোকুলে প্রবেশ হেথা কৈল পঞ্চবাণ॥
আনন্দে চলিলা দেবী মনে বড় ত্বরা।
গ্রামের বাহির হৈলা বিদ্যুতের পারা॥
খসিলবসন চলে পরিতে পরিতে।
আল্বাল্য[৪] কবরী যায়[৫] বান্ধিতে বান্ধিতে
মহামন্ত্র জপে কৃষ্ণ যেই কুঞ্জে বসি।
সেই ঠাঞি[৬] অবিলম্বে গেলা পৌর্ণমাসী॥
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি ডাকেন বড়াই।
'কেও' বলি মৃদুস্বরে বলেন কানাঞি॥
যেই ক্ষণে প্রত্যুত্তর দিল ঘনশ্যাম।
শুনিঞা আনন্দে বুড়ি করিল প্রণাম॥
সারি সারি সুরতরু নিকুঞ্জ যমুনা।
দেখিতে আনন্দ পায় মনের বাসনা॥
হেনকালে কৃষ্ণ বলে কার শব্দ পাই।
পৌর্ণমাসী বলেন আমি জরতি বড়াই॥

১ জন্ম ২ আজি ৩ পঞ্চরস ৪ আলুআইল ৫ কেশ ৬ স্থানে

উপাধি বড়াই মোর নাম পৌর্ণমাসী।
চিরকাল হৈতে আমি ব্রজপুরবাসী॥
মদনের বোলে তুয়া আজ্ঞা অনুসারে।
চলিতে না পারি তবু আইলাঙ ধীরে ধীরে॥
শুনিঞা আনন্দ কৃষ্ণ নিকুঞ্জকুটিরে।
জপতপ সমাধিঞা হইলা বাহিরে॥
কৃষ্ণরূপ দেখি বুড়ি লাজে হুলথুলি।
গোবিন্দ লইল তার চরণের ধূলি॥
বড়াই বলে কি বলিঞা দিব আশীর্ব্বাদ।
বাঞ্ছাসিদ্ধ হউ তোমার খণ্ড অবসাদ॥
অঙ্গে হাথ দিঞা বুড়ি করে[১] হায় হায়।
তোমার চরিত্র কৃষ্ণ দেখি ভয় পায়॥
কদম্বকানন কাল কালিন্দীর ধারে।
রাত্রিযোগে কেনে তুমি[২] নিকুঞ্জভিতরে॥
গোকুলনগরে তুমি ব্রজযুবরাজ।
যার আজ্ঞা শিরে ধরে দেবের দেবরাজ॥
এত শ্রম কর তুমি কি কার্য্য সাধিতে।
কত ধন লাগে কথা আমারে কহিতে॥
নিজ অহঙ্কার মোর শুনহ কানাঞি।
আমার আজ্ঞার পার ব্রজপুরে নাঞি॥
বাল যুবা বৃদ্ধ যত গোকুল নগরে।
আমার নিদেশ কেহো অন্যথা না করে॥
নন্দ উপনন্দ আদি সভে করে পূজা।
ততোধিক মান্য করে বৃষভানু রাজা॥
তার দুই কন্যা রাধা মদনমঞ্জরী।
সম্বন্ধে নাতিনী তারা প্রায় সহচরী॥
রাধিকার মায়াপতি অভিমন্যু নামে।
রাজার পরমাদরে বৈসে সেই গ্রামে॥

১ বলে ২ একা কেন

প্রিয়মন্যু পিতা তার জটিলা জননী।
অনুজ দুর্ম্মদ নামে কুটিলা ভগিনী॥

॥ যথা শ্রীরাধিকাকুলতন্ত্রে ॥

প্রিয়মন্যু পিতা তস্য জটিলা জননী স্মৃতা।
দুর্ম্মদস্ত্বনুজ খ্যাত পূর্ব্বজা কুটিলাস্বসা॥

অপর গোষ্ঠীর আর কত নাম লব।
কোন কর্ম্মে তা সভার পরিচয় দিব॥
বৃষভানুপুরে যত বৈসে পুরজন।
লঙ্ঘিতে না পারে কেহো আমার বচন॥
সংক্ষেপে কহিল আমি নিজ পরিচয়।
কি কার্য্যে ডাকিলে শুনি কিবা[1] আজ্ঞা হয়।
একে নারী একেশ্বরী আর তাহে বন।
ইহাতে যুবক সঙ্গে রহে[2] কোন জন॥
কাঁখে কোলে নিল থুল্য যবে ছিল বালা।
যৌবনের দশা ইবে আনই শৃঙ্খলা॥
ঈষৎ নয়নভঙ্গী মৃদুমন্দ হাসে।
পাষাণ মিলাঞা যায় রূপের বাতাসে॥
তার সঙ্গে নিশিযোগে থাকি কোন কাজে।
দেখিলে পিশুন লোক কি বলিব লাজে॥
এতেক বলিঞা বুড়ি মাগিছে বিদায়।
ধাইঞা ধরিল কানু বড়াইর পায়॥
হায় হায় করি বুড়ি ধরে কৃষ্ণহাথে।
পুন পুন কৃষ্ণহস্ত বন্দে নিজ মাথে॥
বুড়ি বলে যে কহিবে সেই মোর ভার।
সত্য করি তুয়া আগে করি অঙ্গীকার॥
মন্দ মন্দ হাসে কৃষ্ণ বড়াইর অগ্রতে।
লজ্জায় না বলে কিছু অবনত মাথে॥

১ কোন ২ থাকে

বড়াই বলেন কাহ্নু লাজ কি কারণ।
গোকুলের নাথ তুমি সভার জীবন॥
কত পুণ্যে পায় লোকে তোমার পিরিতি।
তাহাতে করিছ তুমি এতেক আরতি॥
পর্ব্বত চালিতে আমি পারি যোগবলে।
সাধিব তোমার কাজ যেনতেন ছলে॥
কি আছে তোমার মনে জানিব কেমনে।
কহিলে কারণ জানি লাজ কর কেনে॥
কানাঞা বলেন আর লাজ কোথা রয়।
কহিতে তোমার আগে মনে বাসি ভয়॥
যদি অতি সঙ্গোপনে না কহিলে নারে।
পরবশ প্রাণ হৈলে কি করিব ডরে॥
আপ্তজনে মর্ম্মকথা করি নিবেদন।
তোমার অধিক আপ্ত আছে কোন জন॥
সর্ব্বকাল কৃপা কর আপন বলিঞা।
বিনি মূল্যে রাখ তুমি কাহ্নুরে কিনিঞা॥
কোন কালে নাহি করি কোন উপকার।
আবাহন করি আজি দিএ কার্য্যভার॥
আপনার কর বড়াই হইলুঁ অধীন।
ঘুষিব তোমার যশ জীব যত দিন॥
পরশুরামের শুনি ত্রাস পাইল মনে।
না জানি রসিক রায় কত বন্ধ জানে॥

রাগ বিহাগড়া

(পদ উৎকল[১])

কিএ সুধা কিএ বিষদেহা[২] কিএ রসকূপ[৩]।
কহিবা বেলকু দিশে সপনসরূপ॥

১ খ-পুঁথিতে 'পদ উৎকল' লেখা নেই ২ বিষদেহ ৩ কূপ

নালো বৃখভানু[১] তনি।
দিস ইএ দশা এবে এমন্ত[২] ন[৩] জানি॥
তনু অনুরূপ তাঙ্কু ন দিশে উপামা।
কাঁহি[৪] ন রহিলা আজ সুন্দরী গারিমা।
কঞ্চুলী[৫] জলদবাস কিরণ চপলা।
সেরূপ সে নাশবেশ হৃদয়ে[৬] পশিলা॥
মুখসুখ সিন্ধু ইন্দু বিন্দুবিন্দু ঘাম।
অসিত অদ্ভুতজ্যোতি রাধা আধা নাম॥
বহুল দীঘল কেশ রসকলা ফণী।
গরলে ভরিলা[৭] তাঙ্কু বঙ্কিম চাহানি[৮]॥
বৃষভানুতনি ধনি মন মোহিলা।
ধৈরজ ধেয়ানে সব লাজ কাজ গলা[৯]॥
মরাল গমন নখ কমলচরণ।
তঁহি সে পরশুরাম লউছি[১০] শরণ॥

রাগ সোরঠী

রাধা রাধা করি মোর কি হল্য অন্তরে।
লালস জন্মিল মোর বলিএ তোমারে॥

কানাঞি বলেন শুন বেদনি বড়াই।
নিবেদিতে এই কথা আর কেহো নাঞি
শুনিঞা আমার কথা আইলা আপুনি।
একে বৃদ্ধ আরে নিশি তাহে একাকিনী।
বেথিত নহিলে এত কৃপা কেবা করে।
কার্য্যকালে পরিচয় পাই নিজ পরে॥
এমন সময় মোর কভু নাহি হয়।
সুধাংশুকিরণ মোর গায়ে নাহি সয়॥

১ বৃষভানু ২ এ মন্ত্র ৩ না ৪ কাহু ৫ কাঁচুলী ৬ হৃদয়ে
৭ ভরল ৮ চাহনি ৯ গেলা ১০ লইছি।

বামহস্তে ধরাধর ধরে যেই কাহ্নু।
বহিতে না পারে এবে আপনার তনু॥
অঞ্জলি করিঞা পান কৈল দাবানল।
মলয় সমীর আজি হইল গরল॥
কালীয়দমন কৈল খেলিতে খেলিতে।
সে কাহ্নু জিনিল রাই অপাঙ্গইঙ্গিতে॥
বিরহে জরিল তনু নাহি সমাধান।
তোমারে দেখিঞা আজি পাইল পরাণ॥
যমুনার কোলে কালি গেলুঁ কোন ক্ষণে।
সে ধনি আসিঞাছিল কালিন্দী সিনানে॥
স্নান করি সখী সঙ্গে পথে যায় চলি।
পদ্মগন্ধে ধায় কত ভ্রমরমণ্ডলী॥
যেই ভূমি হৈতে সেই পদ তুলি যায়।
কমল বলিঞা কত অলি বৈসে তায়॥
নবনীলবাসে তনু কান্তি ঝলমলী।
মৃগমদে মাখা যেন কনয়াপুতলী॥
ভিজিলবসন ব্যক্ত হৈল অঙ্গ আভা।
কি আছে সংসারে তুল্য দিতে তার শোভা॥
রূপ দেখি ধৈর্য্য মোর গেল তার সনে।
ধেয়ানে রহল প্রাণ অচঞ্চল পরাণে॥
নয়ানে সেরূপ বিনে না দেখিএ আন।
রসনা করএ সেই নামগুণ গান॥
শ্রবণের শ্রদ্ধা হয় সে কথা শুনিতে।
চপল চিত্তের লোভ তাহার পিরীতে॥
আদরে কাতর প্রাণ স্থির নাহি বান্ধে।
প্রতি অঙ্গ সঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ কান্দে॥
শরীর অবশ হৈল কি আছে উপায়।
জীবনের হেতু সবে বড়াই সহায়॥
মূর্চ্ছিত জনার তুমি হও প্রাণদাতা।
মানাইঞা দেহ মোরে বৃষভানুসুতা॥

চরণে ধরিঞা বলি বেদনি বড়াই।
তোমা সম হিতাসি আমার কেহো নাঞি ॥[1]
পৌর্ণমাসী দেবী সর্ব্বসিদ্ধিবিধাইনি।
সহজে তোমার নাম অসিদ্ধসিদ্ধিনী ॥
দৈবে তো তোমার রাধা বটে সহচরী।
সহচর কর মোরে এই কর্ম্ম করি ॥
কানাঞি কহিল এত বিনয় করিঞা।
প্রেমানন্দে ভাসে বুড়ি[2] বচন শুনিঞা ॥
আপন মহত্ত্ব আর ভাব বাঢ়াইতে।
বিশেষে রাধার রূপ মহিমা বর্ণিতে ॥
কালিন্দী কূলের ঘন কাননের চন্দ্র।
কান্তার কীর্ত্তনে বাঢ়ে শ্রবণ আনন্দ ॥
মাধবসঙ্গীত কথা যেই জন শুনে।
অবিরত বিলসয়ে চিত্ত বৃন্দাবনে ॥
গান্ধর্ব্বী ভজন বিধানে হয় রত।
পাসরে নির্গুণ পূর্ব্ব পরামর্শ যত ॥
পরশুরামের যত[3] এই অনুভবে।
মাধব সাধব[4] নিত্য সঙ্গীতমাধবে ॥

রাগ ভাট্যারি

কানাঞি না কহিয় এ সব কথা
শুনিঞা সঙ্কোচ বাসি।
জাতিকুলশীলে নগর গোকুলে
প্রকট করাবে হাসি ॥ ধ্রু ॥

কানাঞি কহিল যদি এ সকল[5] কথা।
শুনিঞা বড়াই করে অবনত মাথা ॥

১ তোমা বই কেহো নাঞি মানাইতে রাই ॥ ২ দেবী ৩ যত্ন
৪ মাধব ৫ এই সব

চিন্তায় চরণ ঘন ভুবি লেখে অঙ্ক[১]।
বদন ধুনায় ঘন[২] ওষ্ঠ করে বঙ্ক ॥
কৃষ্ণমুখ নিরখিঞা[৩] পুন চাহে পাশে।
কপালে বাঁ হাথ দিঞা মৃদুমন্দ হাসে ॥
বিমরিষ হঞা বলে শুনহ কানাঞি।
বুঝিল তোমার কিছু লাজ ভয় নাঞি ॥
যে সকল কথা কহ হাসিতে হাসিতে।
গোকুল মজ্যাতে পার অপাঙ্গ ঈঙ্গিতে ॥
রাজ যুবরাজ তুমি এই অহঙ্কারে।
অন্যথা এসব কথা কে কহিতে পারে ॥[৪]
গোকুলের লোক বলে কাহ্নু প্রাণধন।
শুনিতে শুনিতে তোমার বাঢ়্যা গেল মন ॥
গোটা দুই তিন দৈত্য বধিলে কানাঞি।
তুমি বল আমা সম ত্রিভুবনে নাঞি ॥
তোমার পিতার পিতা[৫] বরিষ্ঠ ভূপাল।
তাঁর সঙ্গে ব্রজপুরে গেল বহুকাল ॥
মহিমস্যা নামে তোমার পরপিতামহী।
বয়স্যা[৬] আমার ছিল তার সঙ্গে সহি ॥

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

বরিষ্ঠ ব্রজ গোষ্ঠীনাং স কৃষ্ণস্য পিতামহ।
বরীয়সী তি বিখ্যাতা মহিমস্যা পিতামহী ॥

অভেদ অন্তর দোঁহে জানে ঘরে পরে।
এই হেতু বড়াই আমি গোকুল নগরে ॥
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ আপ্ত করি জানে।
সভার হিতাসি কার্য্য করি কায়মনে ॥

১ অঙ্গ ২ করে ৩ নেহারিঞা ৪ অন্যথা একথা কেবা কহিবারে পারে
৫ বাপের বাপ ৬ অবশ্য

পতিপত্নী রহস্তে যে সব কথা হয়।
বিশ্বাস করিঞা লোক তাহা মোরে কয়॥[১]
চাহিলে চেতনি আমি অসুস্থের ওঝা।
তুমি কেনে দেহ মোরে অপযশ বোঝা॥
কতেক যুবক নাঞি গোকুল নগরে।
এমত সাহস কেহো কভু নাহি করে॥
যে শুনি লোকের মুখে সেই কথা কয়।
কামুক লোকের নাঞি থাকে লাজ ভয়॥
যারে দেখি দুরে হৈতে মুরুছয়ে কাম।
কোন সত্যে কর তুমি রাধিকার নাম॥
তারে দেখি তুয়া মন নিশিদিশি ঝুরে।
সে পুন তোমারে দেখি ভ্রূভঙ্গি না করে॥
আপনার রূপ দেখি অঙ্গ পানে চাঞা।
রাধিকার রূপ দেখ অন্তরে ভাবিঞা॥
সহজে গোপাল নাম মোক্ষবাদে কাল।
কাঞ্চন পঞ্চালি রাধা কতগুণে ভাল॥
জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য্য যেন বৃষভানু রাজা।
শৌর্য্যদর্পে পায় অন্য ভূমিকের পূজা॥
এত বড় দুষ্ট কংস মথুরা-ভূপাল।
তার সঙ্গে কক্ষা করি গেল বহুকাল[২]॥
তোমরা গোপের রাজা রাজকর দিঞা।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাও কংসেরে ডরাঞা॥
মানসগঙ্গার পার বৃষভানুপুরে।
দেবরাজ ইন্দ্র তায় তিরস্কার করে॥
রাজার ভাণ্ডার যেন লক্ষ্মীর আলয়।
উর্ব্বরা পর্য্যভূমি সর্ব্ব শস্যময়॥
কামরূপ মেঘ তথা বর্ষে যথাকালে।
কল্পতরুসম বৃক্ষ সর্ব্ব ফুল ফলে॥

১ বিশ্বাস করিঞা তাহা মোর আগে কয়॥ ২ সর্ব্বকাল

যতদিন আবির্ভাব হৈলা বিনোদিনী।
ততদিন হৈতে হৈল সকল পদ্মিনী॥
তাবত পর্য্যন্ত দেশে নাহি দুঃখ শোক।
শান্তদান্ত ক্ষমাশীল বিষ্ণুভক্ত লোক॥
শৌর্য্যবীর্য্য কুলশীল রাজ্য ধনে জনে।
নন্দঘোষ হৈতে রাজ্য বাঢ়া কতগুণে॥
রাজার দুহিতা রাই পরম সুন্দরী।
রমা উমা বাণী যার নিছনি না করি॥
সত্য সত্ত্ব ধৈর্য্য দয়া গুণের অবধি।
শান্ত সুষ্ঠ কান্তরূপে বিধির অবধি[১]॥
মাধুর্য্যাদি মহারস ক্ষরে অল্প ভাষে।
চপলা চমকে যার অঙ্গের বাতাসে[২]॥
কম্বুকণ্ঠী কণ্ঠস্বরে বল্লকী লাজায়।
চরণে যাবক দিতে সখী শঙ্কা পায়॥
নীলমণি ছাড়িঞা কাঞ্চন নাহি পরে।
ফেলিলে গায়ের মলি স্বর্ণবর্ণ ধরে॥
করপদতল রাতা কমল বলিঞা।
অভিন্ন সৌরভে অলি রহে আগুলিঞা॥
নখমণি কিরণ অমল ইন্দু ভানে।
চলিতে চকোর পক্ষ পড়এ চরণে॥
রূপের মাধুর্য্য কত কহিব কানাঞি।
রাধার পাএর রূপ তিন লোকে নাঞি॥

॥ যথা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণ্যাম্॥

নিনিন্দ নিজমন্দিরাবপুরবেক্ষ্য যস্যাঃ শ্রিয়ম্
বিচার্য্য গুণচাতুরীমচলজা চ লজ্জাং গতা॥

১ বড় গুণনিধি ২ মৃদুমন্দ হাসে

॥ বৈদগ্ধ্যাদি যথা ॥

আচার্য্যাঃ ধাতুচিত্তে পাণিরচনা চাতুরী চারুচিত্তা
বাস্যঙ্গে মুগ্ধয়ন্তি গুরুমপি চ গিরাং পতামন্য ।
গ্রন্থে পাঠে শারিশুকানাং পটুরজিতমপি যূতকেলি
স্বজিষ্ণুর্বিদ্যা বিদ্যেতি বৃদ্ধি স্ফুরতি সফলাশালিনী রাধিকেয়ম্ ॥

॥ গন্ধোন্মাদিতা যথা ॥

বল্লীমণ্ডলপল্লবালিভিরিতঃ সঙ্গোপনয়াত্মনো
মা বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি কৃথা যত্নং মুধা মাধবি ।
ভ্রাম্যদ্ভিঃ স্ববিরোধিভিঃ পরিমলৈরুন্মাদনৈঃ সূচিতাং
কৃষ্ণস্তাং ভ্রমরাধিপঃ সখি ধুবন ধূর্ত্তো ধ্রুবং ধাস্যতি ॥

॥ রম্যবাগ্ যথা ॥

সুবদনে বদনে তব রাধিকে স্ফুরিতো
কেয়মিহাক্ষরমাধুরী ।
বিকলতাং লভতে কিল কোকিলঃ
সখি যয়াত্ম সুধাপি মুধার্থতাম্ ॥

যেই তার মায়াপতি অভিমন্যু রায় ।
করএ মহত্ত্ব সেবা কংসের সভায় ॥
সৌম্যরূপ নর্ম্মকথা রাজা বাসে ভাল ।
এইরূপে দেখি বর্ষ সাত অষ্ট গেল ॥
মাস পক্ষ অন্তর যদি আইসে ঘরে ।
বিভা আদি অদ্যাবধি সংসর্গ না করে ॥
সে এক কৌতুক কথা কহি এইখানে ।
নারদ কহিল ইহা কারণ কে জানে ॥
বিভা করি বরকন্যা যেই দিনে আসি ।
হেনকালে তার ঘরে আইলা দেবঋষি ॥

দেখিঞা আনন্দে সভে প্রণাম করিল[1]।
কুশাসনে বসাইঞা পাদ্যঅর্ঘ্য দিল॥
চতুর্দ্দোল হইতে লাম্বিলা[2] দুইজনে।
বরকন্যা প্রণমিলা মুনির চরণে॥
বরের প্রণামে মুনি দিল আশীর্ব্বাদ।
কন্যার প্রণামে মুনি গণিল প্রমাদ॥
ব্যস্ত হঞা দেবঋষি উঠিল ত্বরায়।
প্রণাম করিলা তিহোঁ রাধিকার পায়॥
পিতা প্রিয়মন্য তার জটিলা জননী।
হায় হায় করি উঠি জোড় কৈল পাণি॥
প্রিয়মন্য বলে ঋষি জানি সর্ব্বকাল।
তোমার চরণ বন্দে অষ্ট লোকপাল॥
যেই স্থলে অধিষ্ঠান তোমার চরণ।
সকল তীর্থের তথা হয় আগমন॥
চরণ সঞ্চার দীন দুর্গত তারিতে।
আমারে অকৃপা কেন হৈলে আচম্বিতে॥
মোর বধূ নত হৈল তুয়া পদতলে।
তুমি তারে প্রণমিলে সেই প্রতি বলে॥
দেখিঞা লাগিল ত্রাস বুঝিতে না পারি।
ইহার কারণ মোরে বল কৃপা করি॥
অন্যথা কে জানে হেন কথার কারণ।
মনের সংশয় মোর বাঢ়ে অনুক্ষণ॥
নারদ বলেন শুন বৃত্তান্তের সার।
যে বুঝিঞা তাঁরে আমি কৈল নমস্কার॥
যে আদি পুরুষ শক্তি নিত্যআহ্লাদিনী।
ইবে সেই বৃষভানুরাজার নন্দিনী॥
এই তনু অনুরূপ নহে নারায়ণী।
গুণে পরাভব যার উমাদি রমণী॥

১ পরণাম কৈল   ২ নাম্বিঞা

॥ যথা কার্পণ্যপঞ্জিকায়াম্ ॥

উমাদিরমণীবৃ্যহস্পৃহণীয়গুণোৎকরাম্ ॥

দেবের দুর্ল্লভ যার চরণ যুগল ।
দর্শনের প্রাপ্তি তব ব্রহ্মাদি বিকল ॥

॥ যথা রুদ্রপুরাণে ॥

ইয়ং বধূটি সুরলোকপূজিতাং
যস্যাং শচীশেন রমাপ্যুমাদয়ঃ ।
পরাৎপরো দেবতানরভিন্নাম
ত্বাপ্যহং ভোরভিতো নমস্তে ॥

সে ধমি তোমার বধূ অল্প পুণ্য নয় ।
তার মধ্যে আছে এক বড়ই সংশয় ॥
ইহার সংসর্গ যদি করে তোমার পো ।
সেই দিনে অবশ্য পাইবে পত্র মো[১] ॥
কন্যাধন্যা দিল যদি বৃষভানু রাজা ।
ইষ্টদেব হেন কর্য ঘরে রাখি পূজা ॥
ইহার চরণ সেবা হয় যার ঘরে ।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি খাটে তার দ্বারে ॥
হিংস জন্তু বৈরীপক্ষ রাজা হয় বশ ।
দান মান ধর্ম্ম ধর্ম্মী লভে দিব্য যশ ॥
বুদ্ধি মেধা শান্তি কান্তি সম্পত্য সদনে ।
ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয় অল্পদিনে ॥
ভবিষ্যৎ এক কথা শুন মহামতি ।
অল্পকালে এই বধূ হব সূর্য্যব্রতী ॥
যে আধিভৌতিক তোমার পুত্র কলেবরে
মুক্ত করাইব তারে দ্বাদশ বৎসরে ॥

---

১ মোহ

এ কথা কহিঞা গেলা নারদ গোসাঞি।
সেই হৈতে পতি পত্নীর স্পর্শাস্পর্শ নাঞি॥
এমন রাধিকা কোন রস নাঞি জানে।
তাহারে এসব কথা কহিব কেমনে॥
দুর্ম্মদ দেবর তার বড়ই দুর্ব্বার।
ননদী কুটিলা নাম বড় ক্ষুরধার॥
দ্বারপাল হেন আছে কত দাসদাসী।[১]
বিনি আবাহনে তাহা যাইতে ভয় বাসি॥
আমাত্য বান্ধব তার যেন শালবন।
রাধিকা বেড়িয়া তারা থাকে[২] অনুক্ষণ॥
ত্রৈলোক্য সৌভাগ্যরূপ দেখিবার তরে।
ক্ষেণেক না রহে কেহো আপনার ঘরে॥
পিতা বৃষভানু মহিভানু পিতামহ।
সুভানু প্রপিতামহ বর্ত্তমান সেহো॥
পুত্র পৌত্র পরিবারে যত করে দয়া।
তার লক্ষ গুণ করে রাধিকারে মায়া॥
মুখরা কর্কশা দুই পিতামহীর নাম।
স্নেহে করি রাধিকার[৩] মুখের মোছে ঘাম॥
মাতামহ বিন্দুগর্ভ স্নেহ করে বাঢ়া।
প্রমাতামহের নাম শ্রীগর্ত্ত বুঢ়া॥
না জানি কি বুঝি তারা ভজে রাত্রিদিনে।
আত্মকোটি সম স্নেহ রাধিকার সনে॥
শ্রীমতী সুখদা তার মাতামহীর নাম।
আঁখি আড় নাহি করে সেবে অবিরাম॥
রত্নভানু স্বর্ণভানু চন্দ্রভানু খুড়া।
অপত্য অধিক তারে স্নেহ করে বাঢ়া॥
ভদ্রকীর্ত্তি চন্দ্রকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র মামা।
মাএর অধিক তারা মাত্রিতার সীমা॥

১ দ্বারপালগণ বহু আছে দাসদাসী ২ রহে ৩ রাধার

প্রাণতুল্যা করে তারে কীর্ত্তিমতী মাসী।
ততোধিক স্নেহ করে ভানুমতী পিসি॥
মেনকা মামীর ঠাঞি মাও কিছু নয়।
মৌনা মাতুলী সৌম্যা সর্ব্বদা সদয়॥
রাজ যুবরাজ ভাই শ্রীদাম সুন্দর।
আজ্ঞাকারী প্রায় হঞা জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
কনিষ্ঠা ভগিনী নাম অনঙ্গমঞ্জরী।
করজোড়ে থাকে সদা যেন ত কিঙ্করী॥
অসংখ্য বান্ধব তার কত লব নাম।
যে ধনি সম্বন্ধে হৈল বরাপুর গ্রাম॥
রাধার মহিমা কিছু কহিতে না পারি।
অনুভাবে বুঝি যেন পরম ঈশ্বরী॥

॥ যথা দীপিকায়াং॥

পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
পিতামহো মহীভানুঃ সুভানুঃ প্রপিতামহঃ॥
মুখরা কর্কশা খ্যাতা পিতামহী পরাব তৌ।
মাতামহঃ বিন্দুগর্ভঃ শ্রীগর্ভঃ নাম তৎপিতা॥
মাতামহী তু সুখদা প্রমাতামহী পেশলা।
রত্নভানুঃ স্বর্ণভানুঃ ভানুশ্চ ভ্রাতরঃ পিতুঃ॥
ভদ্রকীর্ত্তিঃ মহাকীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিচন্দ্রশ্চ মাতুলাঃ।
স্বসা কীর্ত্তিমতী মাতুর্ভানুমত্যা পিতৃস্বসাঃ॥
মাতুল্যো মেনকা মৌনা সৌম্যধাত্রী তু ধাতুকী
শ্রীদামা পূর্ব্বজো ভ্রাতা কনিষ্ঠানঙ্গমঞ্জরী॥

এসব সমৃদ্ধ মধ্যে রাধার বসতি।
হেথা সেয়াকুল কাঁটা কাহ্নুর পিরিতি॥
প্রকর্ষের কথা নহে বিরলের কাজ।
তাথে জুগুপ্সিত কর্ম্ম কহিতেই লাজ॥

কহিলে নহিল যদি সেই অপযশ।
অঙ্গীকার করি যদি সেই কার বশ॥
কাহ্নু আছেন কুঞ্জবনে রাধা আছেন ঘরে।
তার মধ্যে বুঢ়ি কেন আস্থাযাঞা মরে॥
আগত স্বাগত এক অপর সাধনা।
তাহাতে রাধিকা বড় কথার কৃপণা॥[১]
শতেক শুনিঞা এক কহে বা না কহে।
এতেক গারিমা নাকি মোর প্রাণে সহে॥
সে রূপযৌবনমদে না দেখে নয়ানে।
কহিল মান্যের কথা শুনে বা না শুনে॥
যদি বা রাখহ যুক্তি নিজ কার্য্য পাঞা।
আমার কি লভ্য এত অসাধ্য সাধিঞা॥
অপার মধুর দেখ্যাশুন্যা চক্ষু লাজ।
পরিণামে কেবা কার সিদ্ধ হৈলে কাজ॥
তাবত ধীবর জনে করএ বিনয়।
নৌকায় হইলে পার কার পরিচয়॥
তাবত ঘটকে মান্য থাকে দুই ঘরে।
পতি পত্নী যুক্ত হৈলে কেবা মান্য করে॥
তাবত আচার্য্য আজ্ঞা পাণিপুটে লয়।
অবশেষে দক্ষিণান্তে শত্রুবৃদ্ধি হয়॥
তবে কেনে হেন কর্ম্ম জানিঞা শুনিঞা।
অপযশ ডালা নিব[২] মস্তক পাতিঞা॥
ধৈর্য্য ধর কৃষ্ণ তুমি না হও চঞ্চল।
ক্রমে ক্রমে ক্রিয়াসিদ্ধ হইব সকল॥
সহজে গোকুলে তুমি ব্রজযুবরাজ।
শুনিঞা হাসিব যত গোকুল সমাঝ॥
ভাল হৈল তুমি আজি মোরে দিলে দায়।
আমিহ করিব জানি যতেক উপায়॥

১ তাহাতে অত্যন্ত রাধা কথায় কৃপণা॥ ২ অযশের ডালা লব

পরচিত্ত বান্ধা যেন অরণ্যের হাথি।
অনেক উপায় চাহি মোক্ষ পক্ষ সাথী॥
স্বজাতীয়া সঙ্গে রঙ্গে হাস পরিহাসে।
বাচিকে কামিক রতি দৈবেই প্রকাশে
যদি আমি মান্য হই রঙ্গরস ছাড়া।
প্রকারে মানাব আগে রঙ্গিণীর পাড়া॥
যার সঙ্গে হাসভাষ হয় রাত্রিদিনে।
তাহাতে উজ্জ্বল রতি অনন্য সাধনে॥
মাধবসঙ্গীত নাম নূতন[১] পাঁচালি।
ভক্তিরসকথা সার প্রমাণ সকলি॥
দৈবেই কৃষ্ণের কথা তরিএ সংসার।
বিশেষে জানিঞা রাধাকৃষ্ণ পরিবার॥
পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান।
শ্রবণে লভিএ রাধাকৃষ্ণের কল্যাণ॥

রাগ গুর্জ্জরী

তোরে কি বলিব আর।
তুমি কি না জান মনে যে দুঃখ আমার
প্রাণের বড়াই গো॥ ধ্রু॥

বড়াই কহিল যদি বচন নিষ্ঠুর।
শুনিঞা কৃষ্ণের হৈল বিরহ প্রচুর॥
পূগবৃক্ষ হেন তনু করে টলবল।
ছলছল করে রাঙা নয়নযুগল[২]॥
যতেক গঞ্জনা বুড়ি বলে বারম্বার।
কানাঞি মানেন যেন রত্ন অলঙ্কার॥
শুনিঞা রাধার কথা সকরুণ হঞা।

১ মুতুন ২ নয়নের জল

বড়াইরে কহেন কিছু হাসিঞা হাসিঞা ॥
তুমি ত্রিকালিক পরপিতামহীর সই।
কহিতে তোমার আগে মোর শক্তি কই ॥
বিনয় করিঞা যত কহি তুয়া পাশে।
ততেক বঞ্চনা কর দৈবেই বিশেষে[১] ॥
মিছা কাজে কর তুমি বাহুল্য উপায়।
আমি জানি সর্ব্বসিদ্ধ হব তুয়া পায় ॥
যখন পাইল আমি তুয়া দরশন।
সেই ক্ষণে হৈল মোর সিদ্ধ প্রয়োজন ॥
নয়নের তৃপ্ত যবে দেখি এসে ধনি।
শ্রবণের তৃপ্ত তত তাঁর কথা শুনি ॥
রাধার মহিমা গায় আমার গঞ্জনা।
শ্রবণে লাগএ যেন অমৃতের কণা ॥
রূপের কীর্ত্তন যত করিলে বড়াই।
মনের আনন্দ পুন[২] শুনিতে সাধাই[৩] ॥
আমারে এড়িঞা একা এ কুঞ্জকাননে।
নির্দ্দয়া হইঞা ঘর যাইবে কেমনে ॥
আমি সে চাতক চিত্ত জলদ সে ধনি।
তুমি অনুকূল বায়ু[৪] কায়মনে জানি ॥
ইহা জানি ধার্য্য কর[৫] উচিত যে হয়।
রাধিকার সখী মোরে কর পরিচয় ॥
কেবা তার প্রিয়তমা কার কথা শুনে।
রসাভাসে কার সঙ্গে থাকে রাত্রিদিনে ॥
কার কত বৈদগধি রূপ রসিকতা।
বিশেষে রাধার সঙ্গে কাহার ঐক্যতা ॥
সে সকল নাম মোরে কহ বিবরিঞা।
প্রাণসখী প্রিয়সখী বিভেদ করিঞা ॥

১ দৈবে বিমরিষে ২ বড় ৩ সদাই ৪ বাত ৫ কার্য্য কর

বড়াই বলেন কথা শুনহে কানাঞি।
তোমা হেন মুগ্ধ লোক কভু দেখি নাঞি॥
যবে তবে সঙ্গ তার কভু নাহি দেখা।
সখী যত তত তার নামের কি লেখা॥
যেমত[১] দরিদ্র শুঞা থাকে তৃণাসনে।
কন্দর্প আবেশে যত ক্ষোভ করে মনে॥
স্বপ্নে সংসর্গ হয় রাজকন্যা সনে।
কন্দর্প আবেশে তার কত উঠে মনে॥
কন্ডুয়া কণ্ডুয়ালস বাঢ়ে দিনে দিনে।
নিদ্রা তেজি উঠে বড় দুষ্ট ভাবে মনে॥[২]
অন্য যত উপসর্গ বরঞ্চ সে সয়।
এ সকল কর্ম্ম কভু মহাজনের নয়॥
তাহাতে গোকুলে তুমি ব্রজযুবরাজ।
ইষ্ট দেব হেন[৩] মানে গোকুলসমাঝ॥
যশোদার নিবিড় স্নেহ কীর্ত্তিদার সনে।
গোপরাজা বৃষভানু অভেদ দুজনে॥
শ্রীদামের সঙ্গে তোমার অধিক সখ্যতা।
কি বুঝিঞা কহ তুমি রাধারে এ কথা॥
অন্য হেন নহে সেই রাধার চরিত।
কামাদি বাসনা সব দোষ বিবর্জ্জিত॥
মাস পক্ষ অনন্তরে দেখিবারে যাই।
রাধার সতীত্বপনা শুনিতে[৪] ডরাই॥
শয্যার কুসুম রজ সমীরে উড়ায়।
অন্য ঠাঞি লঞা জাত্যে সেহো[৫] শঙ্কা পায়॥
সেবায় সৌগন্ধী পাঞা[৬] শ্লাঘ্য করি মানে।
পুন সে কুসুমরেণু রাখে সেই স্থানে॥

১ যেমন ২ এই পঙ্‌ক্তি খ-পুঁথিতে নেই ৩ সম ৪ দেখিঞা
৫ সভে ৬ হঞা

এমন নিবন্ধ[১] যার অতুল প্রতাপ।
কেমতে তাহার আগে করিব প্রলাপ॥
আমি বা তাহার ঠাঞি কত অধিকার।
কেমতে নিশ্চিন্ত হল্যে মোরে দিঞা বার॥
চন্দ্র প্রতিবিম্ব যেন দেখিএ দর্পণে।
হাথ দিঞা ধরিবারে চাহে অগেয়ানে॥
বিবাহ অবধি তার ঘরে আসি যাই।
আপনার অভিলাষে দেখিতে না পাই॥
পুণ্যভাগ্যে পাই দুটি চরণের দেখা।
নয়ন ভুলিঞা থাকে রূপের কি লেখা॥
সর্ব্বাঙ্গ সম্বরে সদা জলদবসনে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ঢাকে নবঘনে॥
চামর সমীর পাশে বসন দোলায়।
চপলা চমকে যার[২] অঙ্গের ছটায়॥
যে দিনে যেখানে যার দৃষ্টি পড়ে আগে।
প্রত্যঙ্গ লোচন ফান্দ সেই ঠাঞি লাগে॥
যত যত রূপ বিধি কৈল নিরমান।
ত্রিভুবনে তুল্য নহে রাধার সমান॥
রূপের অবধি কত গুণের নাহি সীমা।
গুণের মহিমা নিত্য অগণ্য মহিমা॥
মহিমা অবধি[৩] রাই করুণার নিধি।
না জানি কতেক রসে নিরমিল বিধি॥
সেবকের প্রাণধন সখীগণে দয়া।
মাতাপিতা ততোধিক বৃদ্ধলোকে মায়া॥
সবে আছে এইমাত্র[৪] দাণ্ডাইবার লক্ষ্য।
আপ্তবুদ্ধি করে যত রাধার সপক্ষ[৫]॥
গর্গকন্যা সুপণ্ডিত পরম তাপসী।
গার্গী ভার্গী দুই সখী ভক্তি অভিলাষী॥

---

১ বিহঙ্গ ২ সেই ৩ অধিক ৪ সবেমাত্র আছে এই ৫ সংপক্ষ

সূর্য্যপূজা করে রাধা[১] তার উপদেশে।
তারা দোঁহে ভক্তি করে গুরুতুল্য বাসে॥
সূর্য্যপূজা করে ধনি সেই প্রায় প্রথা।
অনুলাপ নাহি করে আচার্য্যের কথা॥
ব্রাহ্মণীর বাক্য সেহ লোক প্রতারণে।
অন্যরূপ ধ্যান করে ললিতার সনে॥
বিশাখার চিত্রগীত করে অনুমান।
পুলকাঙ্গ হয় সদা সজল নয়ান॥
না জানি কিরূপ তার অন্তরে প্রকাশে।
নয়ান মুন্দিঞা কভু মন্দ মন্দ হাসে॥
নিশিদিশি নিরখএ হইয়া হাতাশ।
করুণা বেপথু স্বেদ সঘন নিশ্বাস॥
রাধার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
সকল জানএ তার ললিতা সুন্দরী॥
রাধা ইন্দুমুখী সুধা কান্তি বক্ত্রাশ্রিয়া[২]।
চারুতা চকোর প্রক্ষু ললিতা সুপ্রিয়া॥

॥ যথা ললিতাষ্টকে॥

রাধাসুধাকিরণমণ্ডলকান্তিদন্তি
বক্ত্রাশ্রিয়াং চকিত চারু চামরনেত্রাম্।
রাধাপ্রসাধন বিধানকলাপ্রসিদ্ধাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি

ললিতা ললিতগুণে প্রিয় নর্ম্মসখী।
বিশাখা বিচিত্রা তার তুল্য ভাবে লেখি॥
রঙ্গদেবী সুদেবী আর চম্পকলতিকা।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা এই অষ্ট নায়িকা॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সভে সর্ব্বগুণান্বিতা।
সঙ্গীত[৩] নাটিকা সভে কৌশল কবিতা॥

১ ধনি ২ বক্ত্রপ্রিয়া ৩ সংস্কৃত

রাধার চরিত্র যত তারা সব জানে।
হাসভাষ রঙ্গে সঙ্গে থাকে রাত্রিদিনে ॥
সখীর সমাঝে এই প্রিয় নর্ম্ম আলি।
অভিন্নতা ললিতারে অনুরাধা বলি ॥

॥ যথা দীপিকায়াম্ ॥

পরমশ্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সাবিশাখিকা।
সুচিত্রা চম্পকলতা রঙ্গদেবী সুদেবিকা ॥
তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখা চেত্যষ্টৌ সর্ব্বগণাগ্রিমা।

কহিল তোমারে প্রিয় নর্ম্মসখীর নাম।
প্রিয়সখীর যূথ শুন কহি তুয়া ঠাম ॥[১]
কুরঙ্গাক্ষি চকোরাক্ষি মণ্ডলী কুণ্ডলা।
মাধবী মদনা মঞ্জুমেধা শশীকলা ॥
মালতী আর চন্দ্রলতা কমলাকামিনী।
সুমধ্যা মাধুরী আর গুণচূড়ামণি ॥
কামলতা বরাঙ্গদা চন্দ্রিকা মঞ্জরী।
প্রেমালসা মঞ্জুকেশী কন্দর্পসুন্দরী ॥
কেলিকন্দলী কাদম্বরী শশিমুখী।
নাসিকা আর চন্দ্রলেখা প্রিয়ম্বদা সখী ॥

॥ যথা দীপিকায়াম্ ॥

প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষি মণ্ডলী মণিকুন্তলা।
মালতী চন্দ্রলতিকা মাধবী মদনালসা ॥
মঞ্জুমেধা শশিকলা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা।
কমলা কামলতিকা গুণচূড়া বরাঙ্গদা ॥
মাধুরী চন্দ্রিকা প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা।
কন্দর্পসুন্দরী মঞ্জুকেশীতাছাশ্চ কোটিশঃ ॥

১ এবে কহি প্রিয় সখিগণের আখ্যান ॥

উক্তা জীবিতসখ্যস্তু নাসিকা কেলিকন্দলী।
কাদম্বরী শশিমুখী চন্দ্রলেখা প্রিয়ম্বদা ॥
মদোন্মত্তা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী।
রত্নবেণী চ সুসমা কর্পূরলতিকাদয়ঃ ॥
এতাবৃন্দাবনেশ্চর্য্যাং প্রায়ঃ সারূপ্যমাগতাঃ।

নিত্যসখীবৃন্দমধ্যে প্রধান কস্তুরী।
মনোজ্ঞামঞ্জরী আর মাণিক্যমঞ্জরী ॥
কুমুদিনী চন্দ্রলতা মুদিরা পদ্মিনী।
এই নিত্যসখী তার অষ্ট নিতম্বিনী ॥
হাস্য ধার্ষ্ট্য গদ্য পদ্য কথা ইতিহাসে।
নিরন্তর থাকে সেই রাধিকার পাশে ॥

॥ যথা ॥

নিত্যসখ্যস্তু কস্তুরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী।
ইন্দিরা-চন্দ্রলতিকা-কৌমুদী-মুদিরাদয়ঃ ॥

সখীভাগে অগ্রগণ্য লবঙ্গমঞ্জরী।

ভানুমতী প্রভাবতী আর রতিপ্রিয়া।
কামলেখা কেলিকলা ভূরিদা সুপ্রিয়া ॥
কনিষ্ঠকল্পিতা এই একাদশ সখী।
আত্রেয়ী[১] কামদা নাম সখীভাবে লেখি ॥
অতেব দ্বাদশ সখী সেবা অভিলাষী।
সাক্ষাতে পদ্মনী কিন্তু সেবে হঞা দাসী ॥

॥ যথা তত্রৈব ॥

কামদা নাম ধাত্রেয়ী সখিভাববিশেষভাক্
লবঙ্গমঞ্জরী রাগমঞ্জরী গুণমঞ্জরী।

১ ধাত্রেই

ভানুমত্যাদ্যপর্য্যায়া সুপ্রিয়া রতিমঞ্জরী
কামলেখা কলাকেলি ভূরিদ্যাস্তু দাসিকাঃ॥

অধিকারভেদ এই সখী চতুর্ব্বিধা।
সভে যূথেশ্বরী তবে[1] শিরোমণি রাধা॥
বীরা ধীরা দুই সখী যায় চরাচরে।
সেবা করে সত্য কহে অপেক্ষা না করে॥
বৃন্দা কুন্দ[2]লতা আর ধনিষ্ঠা সুন্দরী।
গুণমালা সুধামুখী ছয় সহোদরী॥
রাধার সাক্ষাতে সদা থাকে জোড়করে।
তা সভার কথা রাধা লঙ্ঘিতে না পারে॥
নন্দীমুখী বিন্দুমতী যুক্তিবিধায়িনী।
রাধার পাত্রের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীণী॥
শ্যামলা মঙ্গলা আদি সখী লক্ষ লক্ষ।
পরম সুন্দরী সব রাধার সপক্ষ॥
চন্দ্রাবলী নামে তায় এক[3] যূথেশ্বরী।
রাধার সমান প্রায় পরমাসুন্দরী॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

যূথয়স্তু জুযোঃ সান্তি সংক্ষা মৃগীদৃশাং।
তত্রাপি সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠা রাধাচন্দ্রাবলীত্যুতে॥
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বতোষিকা।
রাধিকা বিশ্রুতং যাতা যদগান্ধর্ব্বক্ষয়া শ্রুতৌ॥

মল্ল গোবর্দ্ধন নাম তার গৃহপতি।
নির্দ্দয় বজ্রের সার যেন তার মতি॥
রঙ্গরস নাহি জানে বড়ই পামর।
রাজপাত্র অধিকারে কংসের চাকর॥

১ তার ২ কুঞ্জ ৩ এক তাহে

সূর্য্যব্রত চন্দ্রাবলী করে দেখাদেখি।
রাধার সংহতি তার প্রতিপক্ষ সখী ॥
কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠী কলাবতী।
রাসোল্লাসা গুণতুঙ্গী রতি লীলাবতী ॥
বিশাখা রচিত গীত এই সবে গায়।
মুরুলী[১] মন্দিরা বীণা মুরুজ বাজায় ॥

॥ তত্রৈব ॥

গন্ধর্ব্বাস্তু কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠিকা।
কলাবত্যো রাসোল্লাসা গুণতুঙ্গী সুবন্ধুরা ॥
যা বিশাখাকৃতা গীতিগায়ত্যঃ সুখদা প্রিয়া
বাদয়ন্তে সুসিরং ততানদ্ধঘনান্যাপি ॥

বংশীবেণু সনোসানি উপঙ্গ মুদির।
মুখে ফুঁকে বাজে যন্ত্র সে সব সুসির ॥
রবাব পিনাক তানা[২] তান্ত্রিক বিলাস।
সারেঙ্গী সুন্দরী সুর মণ্ডক প্রকাশ ॥
পঞ্চমী তম্বুরা বীণা প্রবীণা[৩] বল্লকী।
তারতন্ত্রে যত যন্ত্র তত বাদ্যে লিখি ॥
ঢাক ঢোলক দামা দগড়ক তারা।
খমক ঝমক ডম্ফ ডিণ্ডিমি ঝর্ঝরা ॥
এক দুই মুখ যার অজিনে মুদ্রিত।
আনন্দ সে সব সঙ্গা বাদ্য বিপরীত ॥
নূপুর ঘাঘর ঘণ্টা কাংস্য করতাল।
কিঙ্কিণী মন্দিরা মুদু সিঞ্চিনি রসাল ॥
এই সব ঘন সঙ্গা বাদ্য যথা সুখে।
চতুর্ব্বিধা বাদ্যভেদ ছিল চারি লোকে ॥

১ মৃদঙ্গ ২ তান ৩ প্রেমিলা

ততং বাদ্য দেবলোকে তম্বুরাদি গানে।
সুসির গন্ধর্ব্ব বাদ্য বাজে দিব্য তানে॥
আনন্দ রাক্ষসী বাদ্য শুনিতে চমৎকার।
মানবের ঘন বার্দ্য বাজাএ সুসার॥

॥ সঙ্গীতদামোদরে ॥

ততং বীণাদিকং বাদ্যং বংশ্যাদি সুসিরং মতম্।
চর্ম্মাণ ধ্বস্ত আনন্দং কাংস্যতালাদিকং ঘনম্॥

॥ তত্র চ ॥

দেবানাঞ্চ ততং বাদ্যং গন্ধর্ব্বানাঞ্চ সৌসিরম্।
আনন্দ রাক্ষসানাঞ্চ মানবানাং ঘনং বিদুঃ॥

হেন বুঝি দেবতা গন্ধর্ব্বে ব্রজে আসি।
কন্যারূপী ধন্যা সভে সেবা অভিলাষী॥
তাল তান গান মান ছন্দবন্ধ বাধা।
সকল গুণের গুণে রাধার সংপ্রদা॥
পদ্মনীর পুত্র হৈল অমরনগরে।
সংগীতের অধিকার দিল পুরন্দরে॥
দুই মুখ দুই স্বর নাঞি নাসাকর্ণ।
তা ধি থো ধা বলে যন্ত্র শুনি চারি বর্ণ॥
মৃদঙ্গ তাহার নাম থুইল দেবরাজা।
দোসর করিঞা নাম থুইল মুরজা॥
মৃদঙ্গ মুরুজ ভেদ দুই যন্ত্র হৈল।
রম্ভা আর কুব্জ স্বর্গে দুই যন্ত্রী ছিল॥
এবে সেই গীতবাদ্য বৃষভানুপুরে।
নবীনা রঙ্গিণী সখী যায় ঘরে ঘরে॥
লাবণ্য লহরী লীলা শীলারূপ গুণে।
পরিপূর্ণ হৈল সব রাধিকার সনে॥

॥ যথা সংগীতদামোদরে ॥

মৃদঙ্গ পদ্মনীপুত্র স্বরদ্বয় মুখদ্বয়।
বরোহত্রশ্চ বিতস্তাথোধাদি ধ্বনিরুত্তমঞ্চ ॥

মাণিক্যা নর্ম্মদা আদি নিতম্বিনীগণ।
রাধার সেবায় করে পুষ্পের চয়ন ॥
প্রেমবতী রসবতী কুসুমা পেশলা।
নানা ফুলে গাঁথে তারা নবরঙ্গ মালা ॥
সুগন্ধা নালিনী আদি অনেক রঙ্গিণী।
গন্ধানুলেপনে তারা সুচারু চিত্রিণী ॥
মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গদা রতি রজকের কন্যা।
রাধিকার বস্ত্র ধৌত করে সেই ধন্যা ॥
চিত্রিণী চারিণী নাম মান্ত্রিকী[১] তান্ত্রিকী।
পঞ্জিকা করেন পাঠ দৈবজ্ঞানী[২] সখী ॥
কাত্যায়নী আদি যত বয়সে অধিকা।
নানা বার্ত্তা উদ্ধারিতে রাধার দূতিকা ॥
মঞ্জুলা বিন্দুলা সান্দ্রা মৃদুলাদি বালা।
রাধিকার অগ্রে শিক্ষা[৩] করে নাট্যকলা ॥
এসব কহিল যত সব মোক্ষ পক্ষ।
তদনুগা সখী তার আছে লক্ষ লক্ষ ॥
যদি কালে ভাগ্যবশে রাধা সাধ্য হয়।
তখনি পাইবে তুমি সভার পরিচয় ॥
হইল অনেক ব্যাজ আমি ঘরে যাই।
সমএ রাধার ঘর যাইতেহ চাই ॥
কায়মনবাক্যে এই করি আশীর্ব্বাদ।
কাহ্নুরে করুন রাধা প্রেমের প্রসাদ ॥
সখীবৃন্দ রাধাকৃষ্ণ একত্র করিঞা।
বৃদ্ধকালে দেখি যেন নয়ান ভরিঞা ॥

১ সান্ত্রিকি ২ দৈবজ্ঞা ৩ নৃত্য

॥ উজ্জ্বলনীলমণ্যাম্ ॥

অর্ঘাদয়ত যাবিনা জগতি করুণা প্রাস্তিকে।
পরং পরম দুর্ল্লর্ভামিল তু কস্য শামেখি॥

এতেক কহিলা বুড়ি বচন রসাল।
শুনিঞা কৃষ্ণের সুখ বাড়িল বিশাল॥
বিদায় করিতে কৃষ্ণ ধরি তাঁর করে।
কৃষ্ণ বলেন হাথ তুমি দেহ মোর শিরে॥
বল দেখি মোর কৃষ্ণ এ ভার আমার।
তবে সে অবোধ প্রাণ পায় প্রতিকার॥
বড়াই বলে কে হেন পামর ত্রিভুবনে।
মোর কৃষ্ণ এ বোল না বলে কোন জনে॥
সভে বলে মোর মোর তুমি কারও নও।
সেই জন মহাশয় তুমি যার হও॥
অখিলের ভারে তোমার নাম বিশ্বম্ভর।
লইতে তোমার ভার কে আছে পামর॥
যার আজ্ঞা ত্রিভুবনে না পারে খণ্ডিতে।
নানা ছলে কথা কহ[১] আমারে ভণ্ডিতে॥
যেরূপে বড়াই আমি তাহা তুমি জান।
কি বুঝিঞা আজ্ঞা কর সামান্যের হেন॥
ছাড়িল শিবের সঙ্গে কৈলাস শিখরে।
ইহা লাগি এতকাল গোকুল নগরে॥
ভারাক্রান্ত হঞা যবে নিবেদিল ধরা।
পূর্ব্বে আজ্ঞা দিঞা হবে পাসরিলে পারা॥
রজগুণে হই আমি যশোদানন্দিনী।
কংসেরে ভাণ্ডিয়া বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥
তমগুণে থাকি আমি সংসার মণ্ডলে।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভাণ্ড বদ্ধ মায়াজালে॥

১ কত

সত্ত্বগুণে সাত্ত্বিকের অনুকূল হঞা।
শুনিএ তোমার গুণ তার চিত্তে রঞা॥
নামগুণগ্রাম সদা গান ভক্তজনে।
উপাপোহ[১] পরস্পর স্বজাতীয়া সনে॥
কভু নাচে কভু গায় কভু কান্দে হাসে।
শ্রদ্ধারূপে অনুক্ষণ থাকি তার পাশে॥
অভিনব কৃষ্ণকথা কৌশল কীর্ত্তনে।
কুলটার প্রেম যেন জার পতি সনে॥

॥ যথা শ্রীভাগবতে ॥

স তাম সংসার হৃভৃতাং নিসর্গো যদর্থ
বাণিশ্রুতি চেতসামপি।
প্রতিক্ষণ লব্যবদচ্চু তস্যস্ত্রি
যাধিটায় সাধুবার্ত্তা॥

সাত্ত্বিকী যে কর্ম্ম করে তাই আমি করি।
কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য ভজে সেই মোর অরি॥
যদ্যপি আমার সেবা করে কায়মনে।
তথাপি বৈগুণ্য করি সে পাষণ্ডী সনে॥
প্রাক্তন জানিব তার বাঢ়াই সংসার।
নৃপ আরোহণে যেন অশ্ব পুরস্কার॥
অথবা খরের ঘাস রহে অন্য খর।
এইরূপে যায় তার জন্মজন্মান্তর॥
যতকালে লয় তুয়া ভক্তির[২] শরণ।
পাপ তাপ দৈন্য দুঃখ হয় বিমোচন॥
গুণভেদে এই সব কর্ম্ম আমি করি।
গোকুলনগরে রাধা কৃষ্ণের কিঙ্করী॥
ডাকিঞা কহিলে মোরে পূর্ব্বভাগ্যবশে।
অবনী করিবে সিক্ত প্রেমামৃতরসে॥

১ উভয়ত্রি ২ ভৃত্যের

তোমারে দেখিঞা যত গোকুলকামিনী।
হাটেবাটে মাঠেঘাটে করে কানাকানি ॥
চাতুরী প্রক্রিয়া যত গুণনিকা জনে।
নবীনা সখীরে শিক্ষা করান বিজনে ॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

কর্ণাকর্ণি সখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতিপ্রক্রিয়া
পত্যুর্বঞ্চনচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি।
বাধির্য্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতা বুৎকর্ণতেতি ব্রতান
কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ। গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে ॥

ত্রিভুবন মোহিনাঞা মুরুলীর স্বরে।
এমন নিষ্ঠুর নাঞি ধৈরজ যে ধরে ॥
না চলে রবির রথ মিলায় পাষাণ।
তরঙ্গে যমুনা নদী ধরএ[১] উজান ॥
রসবতী হঞা যেই শুনিব মুরুলী।
সহজে অবলা যত হইব তরলী ॥
পরমহংসের ধ্যান জ্ঞান যায় দূরে।
মুরুলী অধীরধর্ম্মা হৈলা বলাৎকারে ॥

॥ যথা বিদগ্ধমাধবে ॥

ধ্যানং বলৎপরমহংসকুলস্য ভিন্দন নিন্দন
সুধা মধুরিমানধরীবধর্ম্মা।
কন্দর্প সাসন ধুরাং মুহুরে রসং সনবীঠি
ধ্বনির্জয়তি কংসনিস্ূদনস্য ॥

অনাআসে হব তোমার সিদ্ধ প্রয়োজন।
সবে অবশিষ্ট কার্য্য রাধার সাধন ॥

১ বহয়ে

সে ধনি সাধিতে কৃষ্ণ যত্নবান হবে।
আমি তোমার নিজ দাবী এমত জানিবে
এতেক বুলিঞা বুড়ি পদতলে পড়ে।
তথাপি রসিকরায় রঙ্গ নাহি ছাড়ে॥
কি কর বড়াই বলি করে হায় হায়।
অবনত হঞা পুন ধরে তার পায়॥
কানাঞি বলেন যত কর অনুবন্ধ।
গোকুলে বড়াইর নাতি এই সে সম্বন্ধ॥
ঐসি জানে যত বেত বোধিত বন্দনা।
ততোধিক প্রীত গোপী গর্বিত ভর্ৎসনা॥
যগুপি পরমপ্রীত চাহিবে আমার।
ব্রজের সম্বন্ধ ছাড়ি না ভাবিবে আর॥

॥ যথা শ্রীভগবদ্গীতায়াম্॥

ন তথা রোচতে বেদাঃ পুরাণাগ্যাভূ থৈতরে।
যথা তাসাস্তু গোপীনাং ভর্ৎসনা গর্ব্বিতং বচঃ॥

এ কুঞ্জ কাননে একা রাখিঞা আমারে।
বিস্মৃতি না হবে মোরে রাখিবে অন্তরে॥
অস্তু অস্তু করে বুড়ি অঞ্জলি করিঞা।
ক্ষেণেক না রহি যেন তুয়া পাসরিঞা॥
যার চিত্তে আছ তুমি সেই সে জীবন।
তোমা ছাড়ি কোটিকল্প জীএ অকারণ॥

॥ যথা ভক্তিসুধোদয়ে॥

জীবনং কৃষ্ণভক্তানাং বরং পঞ্চ দিনানি চ।
বৃথা ভক্তিবিহীনানং কল্পকোটিশতৈরপি॥

এরূপ বিলাসবেশ এ কুঞ্জকাননে।
রাধিকা সহিত তোমা ধরিব ধেয়ানে॥

অপর আমার বাঞ্ছা আর কিছু নাঞি।
কায়মনোবাক্যে সেই রাধিকার ঠাঞি॥
শুনিঞা আনন্দ কৃষ্ণ দিলেন মেলানি।
পরশুরাম বলে ধন্য ধন্য ঠাকুরাণী॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাগ ধানশ্রী

বড়াই কানু সনে কথা কহে কুঞ্জবনে
রতি কাম এই অবসরে।
লইঞা কৃষ্ণের পান রঙ্গে চলে পঞ্চবাণ
প্রবেশিলা গোকুলনগরে ॥
অঞ্জনগঞ্জন তনু বাম করে পুষ্পধনু
মন্দ মন্দ মাতঙ্গের গতি।
বিরহীজনের তরে কুসুম কন্দুক করে
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হাসে রতি ॥
হরিতে যুবতী লাজ সঙ্গে সখা ঋতুরাজ
রতিবন বিজয় সুধীর।
জ্বালিতে মদনানল মন্দ মন্দ সখাবল
সুশীতল সুগন্ধি সমীর ॥
গগনে উদয় চান্দ বিরহী জনের ফান্দ
তার মাঝে কুরঙ্গনয়নী।
পড়িঞা বিষম ফান্দে কৃষ্ণ সার বলি কান্দে
দশদিগ চকিত[১] হরিণী ॥
কোকিল উত্তান তানে বিন্ধে যেন কুন্দ বাণে
প্রবেশিলে না হয় বাহির।
হৃদএ দু হাথ দিঞা কৃষ্ণলীলা সমাধিঞা
নয়নে সঘনে বহে নীর ॥
ভ্রমর ভ্রমরী মেলি উড়িঞা করএ কেলি
দেখি শুনি তার কলাগান।
যেন কাল ভুজঙ্গিনী চালনের মন্ত্র শুনি
মন্দিরে সুস্থির নহে প্রাণ ॥

১ চমকে

এই রূপে[১] পঞ্চশর ফিরি বুলে ঘরে ঘর
রসবতী যুবতী[২] চাহিঞা।
দেখাইলে মারে বাণ আকুল করএ প্রাণ
লৈয়া যায় চেতন হরিঞা॥
অনুকূল হঞা রতি অন্তরে করএ[৩] স্থিতি
কৃষ্ণলীলা করে অনুমান।
যেমন[৪] বাউল[৫] জনে প্রথমে আবেশ গুণে
স্বভাব[৬] ছাড়িঞা করে আন॥
ঘরে বা বাহির পথে বিরহিণী যূথে যূথে
সভে লয় সভাকার মন।
যে কেহো নিষ্ঠুর পণে রসকথা নাহি শুনে
কামতন্ত্রে করে[৭] সু সাধন॥
এক যুক্তি মনে মেলি কেহ[৮] করে কোলাকুলি
কেহো কারো চরণে লোটায়।
কেহো কার ধরি হাথে বন্দনা করএ মাথে
কেহো কেহো কৃষ্ণগুণ গায়॥
তনু করে টলবল নয়ানে আনন্দজল
আলিঙ্গএ ইন্দীবর ফুলে[৯]।
নয়ান মুদিঞা রয় কেহো বা ত্রিভঙ্গ হয়
চুম্বন করএ বাহুমূলে[১০]॥
কেহো সচকিত হঞা কুঞ্জপথ নেহারিঞা
আস্য কৃষ্ণ বলে রসাভাসে।
কৃষ্ণরসে হঞা ভোল বাহু মেলি দেই কোল
দেখিঞা মদন রতি হাসে॥
কেহো বলে হায় হায় মিছাই সময়[১১] যায়
কোথা গেলে পাব সেই হরি।
যারে বাঞ্ছা করে রমা সে কেনে লইব আমা
রূপগুণহীন বনচরী॥

---

১ মত ২ মূরুতি ৩ করিঞা ৪ যেমত ৫ বাতুল ৬ সভার
৭ কর ৮ সভে ৯ ফুল ১০ মূল ১১ জনম

সজল জলদ শ্যাম রূপে জিনি কোটি কাম
গুণের অবধি যদুবীর।
মধুর মুরুলী স্বরে মৃত তরু মুঞ্জরে
শুনিঞা পাষাণ হএ নীর॥
যত রূপ তত গুণে ততেক বৈদগ্ধী পণে
আর তাহে কিশোর বএস।
বচন সুধার সার নয়ান ইঙ্গিত তার
সহজে মানিঞা আছে দেশ॥
প্রিয়ম্বদা বলে সার উপায় না দেখি আর
চল সভে মানাই বড়াই।
অনুরূপ রাধা বিনে আর নাহি ত্রিভুবনে
তার সঙ্গে পাইব সভাই॥
রাধার রূপের ঠাম হেরি মুরুছএ কাম
লাবণ্য হেরিঞা কান্দে রতি।
প্রতি অঙ্গে ঝুরে রমা গুণে পরাভব উমা
গমনে গঞ্জএ[1] লীলাবতী॥
সৌভাগ্য বিলাস শয্যা হেরি কান্দে পুলোমজা
রোহিণী জিনিঞা যার মান।
তরুণী প্রকাশ গুণে অরুন্ধতি সত্য পণে
তিলোত্তমা নিছনি সমান॥
লোপামুদ্রা আদি ধন্যা যতেক অমর কন্যা
সেবে যার চরণসরোজে।
কৃষ্ণ লভি হেতু তারা ভবিষ্য জানিঞা পারা
তদনুগা হৈলে এই কাজে॥

॥ যথা মনঃ শিক্ষায়াং ॥

রতিং গৌরী লীলে অপিতপতি সৌন্দর্য্যকিরণে
শচী লক্ষ্মী সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈ।

---

১ নিন্দনে

রসিকায়ৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ নবীন যশতি ক্ষিপ্তত্যা
রাধাতাং হরিদয়িত রাধা ভজ মনং ॥

দাণ্ডাইতে কৃষ্ণ কাছে ত্রিভুবনে কেবা আছে
রাধা বিনে আর[1] নাহি দেখি।
সভার সমৃদ্ধ পনে সুষ্ঠুকান্ত শান্তগুণে
কানুর অধিক তারে লেখি ॥
আমরা গোকুলবাসী সহজে রাধার দাসী
শরণ লইব তার ঠাঞি।
এই যুক্তি অবসরে রঙ্গিণী রাধার ঘরে
হেনে বেলা আইলা বড়াই ॥
সমল হরিদ্রাবাস নাসিকাতে খরশ্বাস
বাম করে ধরিঞা কঙ্কালি[2]।
দেখিঞা উঠিলা রাই যোগী যেন সিদ্ধি পাই
আদরে লইলা পদধূলি ॥
বড়াই বাছা মোর বালাই লঞা মরি তোর
পুন পুন চিবুকে[3] ধরিঞা।
কহিতে অধর দোলে রাধিকা লইঞা কোলে
বসিলেন হা কৃষ্ণ বলিঞা ॥
কৃষ্ণনাম শুনি রাধা প্রতি অঙ্গে প্রেম বাধা
শরীরে বল্লরী যেন দোলে।
নয়নে প্রেমের বন্যা ভাসে বৃষভানুকন্যা
বুঝিঞা ললিতা কৈল কোলে ॥
বিশাখা মরম জানে তিন কথা কহে কাণে
জল দিঞা পাখালিল মুখ।
সখী করে হায় হায় বসন সম্বরে[4] গায়
দেখিঞা বড়াই বাসে সুখ ॥
চেতন পাইঞা ধনী কহএ কৈতববাণী
শরীরে জন্মিল অপস্মার।

১ অন্য ২ কাঁকালি ৩ শ্রীবুকে ৪ না রহে

চেতনি বড়াই হঞা কেনে মোরে পাসরিঞা
না কর ইহার প্রতিকার ॥
শুনিতে কালিয়া নাম আঁখি ঝরে অবিরাম
স্মরণে সঘনে হিয়া দোলে।
দেখিঞা জলদরঙ্গ চমকিঞা উঠে অঙ্গ
কেনে হেন হৈল অল্পকালে ॥
বড়াই বলেন রাই গমনাগমন নাঞি
শরীর হইল অতি জরা।
নাম মোর পৌর্ণমাসী ইবে[১] কৃষ্ণচতুর্দ্দশী
নাম শশী নিশি গতপারা ॥
বসিলে উঠিতে নারি উঠিএ ধরণী ধরি
কথাটি কহিতে উঠে কাশ।
চলিতে মস্তক লড়ে হাথ পা খসিঞা পড়ে
নাসিকাতে না সম্বরে শ্বাস ॥
ভক্ষণের নাহি সুখ দশন বিহনে মুখ
বিশদ হৈল সব কেশ।
সবে অবশেষ প্রাণ না জানি কখন যান
চত্বর আমার দূর দেশ ॥
যতেক বান্ধবগণে সেবা করি রাত্রিদিনে
তাহে প্রাণ নহে পাতিয়ান।
যেন কেহো টানে নাড়ী ধাঞা আসি তোর বাড়ী
রূপ দেখি জুড়ায় পরাণ[২] ॥
পুত্র বা পুত্রের পো তারে নাহি এত মো[৩]
কত শত আছে ঘরে পরে।
সকল ছাড়িতে পারি তোরে[৪] না দেখিলে মরি
আকুল পরাণ তেঞি[৫] করে ॥
না জানি কি তোর মনে ডাকিঞা না বল কেনে
দেখিঞা লাগএ মনে[৬] ভয়।

১ এবে ২ নয়ান ৩ মোহ ৪ তোমা ৫ মোর ৬ মোরে

এ নব কিশোরী বালা যেন ক্ষীণ শশিকলা
সাত্ত্বিক স্বভাব কেনে হয়॥
নিকটে আমার বাড়ি নাহি লাগে টাকাকড়ি
অপর না চাহি মান্য পূজা।
এ যশ ঘুষিহ মোর ব্যাধি বশ হব তোর
আপনে অন্যের হবে ওঝা॥
বড়াই কৈতব ভাষে শুনিঞা রঙ্গিণী হাসে
আরোপিঞা বয়ানে বসন।
যেন পূর্ণিমার নিশি উদয় করিল শশী
উপরে আচ্ছাদে নবঘন॥
তা দেখি বড়াই বলে লাজ নাঞি কোন কালে
আমারে কৈতব কর কেনে।
গোকুলে যতেক জন যাহার যেমত মন
বড়াই মরম সব জানে॥
সাধিতে বিশেষ কাজ কি আর কথার লাজ
প্রসন্ন হঞা বল মোরে।
উপেন্দ্রাদি হয় যদি যোগমায়া বলে সাধি
অধীন করিঞা দিব তোরে॥

[[১]]

আগো[২] বিনোদিনী কহিতে আইলুঁ এক কথা।
এ তোর যৌবনকালে না দেখিএ ভালে ভালে
অন্তরে রহিল এই ব্যথা॥ ধ্রু॥

তটিনী নিকট তটে বিকটে সঙ্কট ঘটে
এইরূপে আপনার তনু।
অবিরত ধকধকি অঝরে ঝরএ আঁখি
কান্দএ তোমার লাগি[৩] তনু॥

১ উভয় পুঁথিতেই কোন রাগরাগিণী উল্লেখ নেই ২ অগো ৩ তরে

দেখিল শুনিল যত সে সব কহিব কত
বিপরীত হৈল এত কালে।
দেখিতে এ রূপগুণ পাঞ্জরে বিন্ধিল ঘুণ
কি না বিধি লিখিল কপালে॥
তুমি হৈলে সূর্য্যব্রতী সঙ্গে সখীগণ যতি
সপতি করিতে পতিনাম।
এরূপে এমত দিন তাহে যদি উদাসীন
কি ফলে পরাণ ধরে কাম॥
তোরে কি বলিব ঝিএ বিধাতারে দোষ দিএ
সাজিল দেখিতে হৈল সাধ।
মনে যত উপনীত তাহে হএ বিপরীত
বিধাতা সহিতে আছে বাদ॥
বিধি হৈলে অনুকূল গোমএ কমল ফুল
মর্কটের করে পাকা পান।
কুকুরে কর্পূর খায় কুঙ্কুম খরের গায়
দেখিতে দগধ হৈল প্রাণ॥
এ নব যৌবন বেলা হাস পরিহাস খেলা
রঙ্গী[1] সঙ্গে রাত্রি দিন যায়।
রসিক পুরুষ হয় তার সঙ্গে অভিনয়
তবে দেখি নয়ান জুড়ায়॥
আহা কি পড়িল মনে কি দেখিব দুনয়ানে
প্রতি অঙ্গে যদি আঁখি হয়।
অনিমিখে[2] যুগ শত নিরখিএ অবিরত
তভু প্রাণ[3] তিরপিত নয়॥
বিধি কি সুধার সারে নিরমাণ কৈল তোরে
হেরি কত লুবধ পরাণে।
ঈষত ইঙ্গিত পাই চুরি করি লঞা যাই
হিআয় রাখিএ সঙ্গোপনে॥

---

১ রঙ্গে ২ অনিমিষে ৩ মন

মরমের অভিলাষে রাখিএ রাধিকা[১] পাশে
কাল গোর একত্র করিঞা।
লইঞা বিজন বনে রাধা কাহ্নু দুই জনে
রূপ দেখি নয়ান ভরিঞা॥
যেমন যমুনা তটে কদম্ব অটবী বটে
যেন কুঞ্জ পুঞ্জ সারি সারি।
শ্যাম ঘন ঘোর ঘটা সঙ্গিনী রঙ্গিণী রাধা
অভিনব উজোর বিজুরি॥
কাহ্নু যত রূপে গুণে যত বৈদগধি পনে
তত রূপে রূপসী[২] রাধিকা।
যেন কাল কলানিধি কনয়া কমলে বিধি
কুবলএ চম্পকলতিকা॥
মনে করি যেন[৩] হয় কহিবার কথা নয়
বিধিরে বলিব আর কী।
পরশুরামের মনে রাধা কাহ্নু[৪] কুঞ্জবনে
দেখিঞা দিনেক যদি জী॥

রাগ বড়ারি

কিএ অপরূপ রূপের কথা কহিতে জানএ কে।
যার মনে যত বৈদগধি তত দেখিঞা জিএ কি সে॥ ধ্রু॥

ইন্দীবর নিন্দ[৫] নীল[৬] দরপণ[৭]
সজল জলদকলা।
ডগমগি[৮] যেন নয়নলোভন
ঝলমল রস ঢালা॥
অঙ্গে অঙ্গে কত অনঙ্গতরঙ্গ
অমিঞা উছলে তায়।

১ রাধার ২ রসিক ৩ কল্যে ৪ কৃষ্ণ ৫ দল ৬ ইন্দ্র
৭ নীলমণি ৮ জগমগি

দেখিঞা রসের পাথারে ভাসিঞা
ধৈরজ ধরম যায় ॥
সঘনে দোলয়ে[1] হিয়ার পুথলি
স্মঙরি সে রূপলীলা।
দেখিঞা করিতে স্বপন স্বরূপ
শুনিঞা সাঁতরে শিলা ॥
না জানি না শুনি বলিঞা রহিতে
পরাণে সো হাথ নাঞি।
হএ নহে পুন পরোক্ষে শুনিহ
পরশুরামের ঠাঞি ॥

॥ যথা হরিভক্তিকল্পলতিকায়াম্ ॥

কিং লাবণ্যপয়োধিঃ কিমথ বা কন্দর্পদর্পাম্বুধিঃ
কিম্বা কেলিকলানিধিঃ কিমথ বা বৈদগ্ধিবরো নিধিঃ
কিম্বা নন্দনিধির্বিলাসজলধিঃ কিম্বা কৃপাবারিধি-
স্তত্বদ্ভাবরসাকুলেন মনসা কৃষ্ণো ন বিস্মর্য্যতে ॥

বড়াই কহিল এত হিতাসির কথা।
লাজে ভএ কৈল রাই অবনত মাথা ॥
যতনে সম্বরে রাধা[2] নয়নের জল।
রসের আবেশে তনু করে টলবল ॥
কহিতে মনের কথা না নিশ্বরে মুখে।
নয়ান মুন্দিঞা রাই রহে প্রেমসুখে ॥
বিধি বা নিষেধ দুই সম্বাদনা পাঞা।
বড়াই রহিলা তার মুখ নিরখিঞা ॥
মরম জানিঞা সখী বিশাখা ললিতা।
ছদ্ম করি সমুখে শুনায় কৃষ্ণকথা ॥

১ দোলায় ২ রাই

আপন অভীষ্ট আর ভাব বাঢ়াইতে।
প্রকারে বড়াই পাশে লাগিল কহিতে ॥
কি কহিলে বড় মাই রূপের কাহিনী।
হেন অদভূত কভু নাহি দেখি শুনি ॥
মোরা জানি রূপের অবধি এই রাই।
প্রত্যক্ষ ললিতময়ে দেখিঞা জুড়াই ॥
চন্দ্রাবলী আদি সখী বন্দে যার ছায়া।
দেখিঞা মুরুছে আদি পুরুষের মায়া ॥
যে রূপ দেখিয়া নিজ নিন্দে সিন্ধুসুতা।
গুণ শুনি লজ্জা পায় শিখরদুহিতা ॥
যার অঙ্গ[1] গন্ধে অলি ছাড়ে পদ্মবন।
না চলে রবির রথ পাঞা দরশন ॥
জিনিঞা সুধার ধারা কথার মাধুরী।
বল্লরী কোকিল কল করিঞাছে চুরি ॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

সুবদনে বদনে তব রাধিকে স্ফুরতি কেয়মিহাক্ষরা মাধুরী।
বিকলতা লভতে কিল কোকিল সখিয়যাত্ত্ব সুধাপি সুধার্থতা ॥

হেন রূপ হেন গুণ দেখিঞা শুনিঞা।
কাহ্নুরে বাখানে কেন আক্ষেপ করিঞা ॥
রাধা অনুরূপ নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
কাহ্নুরে দেখিলে তুমি কত রূপ গুণে ॥
কহ কহ শুনি বড়াই কানু পরসঙ্গ।
শ্রবণে লাগএ যেন অমিয়াতরঙ্গ ॥
নিতি নিতি তুয়া মুখে যত কথা শুনি।
আজিকার কথা যেন সুধার[2] সেচনি ॥
কহিলে কাহ্নুর কথা আপনে ইছিঞা।
রূপের মাধুরী শুনি কহ বিবরিঞা ॥

১ গাএর ২ অমৃত

পরশুরামের মনে আন নাহি ভায়।
সেই সুখদাতা যেই কৃষ্ণগুণ গায়॥

॥ যথা শ্রীদশমে ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
করিভিরিভিতং কল্মষাপহং
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণান্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥

রাগ বড়ারি

কি কহব রে সখী সো কানুরূপ।
কো পাতি আওব স্বপনস্বরূপ॥ ধ্রু ॥

বড়াই বলেন শুন সব রসবতী।
কহিতে কৃষ্ণের কথা অপার আরতি॥
তুণ্ডের তাণ্ডব হয় কহিতে কহিতে।
অর্ব্বুদ কর্ণের বাঞ্ছা সে কথা শুনিতে॥
প্রাঙ্গণ অধিক ইচ্ছে পরিসর হিয়া।
কাহ্নুরে গঢ়ল কেবা কোন সুধা দিঞা॥

॥ যথা বিদগ্ধমাধবে ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলিং লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্য স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিঃ
নো জানে জনিতা কি যন্তিরমৃতৈঃ কৃষ্ণে ত্রিবর্ণদ্বয়ী॥

রূপের কথন কত কহিব তোমারে।
এক অঙ্গে যত রূপ নয়ানে না ধরে॥
কাহ্নুরে দেখিএ নিতি শিশুকাল হৈতে।
আজিহ তাহারে নাহি চিনি ভালমতে॥

যেদিনে কাহ্নুরে আগে যেই অঙ্গ দেখি।
পড়িঞা রূপের কূপে নালে উঠে আঁখি॥
মনের আরতি অন্য অঙ্গ নিরখিতে।
আঁখি ফিরাইতে হিয়া চাহে বিদরিতে॥
অনিমিখ[১] যুগ শত সহস্র নয়নে।
নিরখিলে শ্যামরূপ নহে নিরক্ষণে॥
দুটি আঁখি[২] দিঞা বিধি বঞ্চিল আমারে।
কে দেখিব শ্যামরূপ কি কহিব তোরে॥
পাসরিতে নারে কেহ বারেক দেখিঞা।
জনম অবধি কান্দে ঝুরিঞা ঝুরিঞা॥
রভস আবেশ প্রতি অঙ্গ সুললিত।
দেখিলে পুরএ সাধ যার মনে যত॥
সহজে সুন্দর তনু অভিনব শ্যাম।
কেহো কোন রূপ বলে যার যেই কাম॥
রূপ রঙ্গ জলে যেন ইন্দ্রনীলমণি।
উতাপিত জুড়াইতে স্নিগ্ধ কাদম্বিনী॥
দলিত অঞ্জন বলি নয়ন অঞ্জনে।
মরকত মহীধর বলে স্থির পণে॥
চকোর চরিত্র বলে শ্যাম সুধাকর।
মাধুর্য্য বিলাসী বলে ফুল্ল ইন্দীবর॥
কাম অভিলাষী[৩] বলে মদন আকার।
বৈদগ্ধী বলে রূপ পিরিতি পসার॥
সর্ব্ব উপমার[৪] সার সেই শ্যামতনু।
নিশ্চয় বলিতে নারি কি বরণ কাহ্নু॥

॥ যথা পদ্যাবল্যাং ॥

কিম্বা নব্যঘনদ্যুতিঃ কিমথ বা বালস্তমালক্রমং
কিম্বা নীলসরোজপুঞ্জং বিলসৎ পুষ্পাতসীকাননম্।

১ অনিমিষ ২ এঁাখি ৩ অবিলাসী ৪

কিম্বা শ্যামসুধাকর কিমথ বা সাক্ষাৎ স্মরো মূর্ত্তিমান্
কোঽয়ং নীপতলেঽনঙ্গরুচিরং সংরাজতে কথ্যতাম্ ॥
কিম্বা বারিধরঃ পুরন্দরমণিঃ কিম্বা তমালদ্রুমঃ
কালিন্দীজলবিভ্রমঃ কিমথ বা নীলাচলকিশুয়ঃ।
কিং বৃন্দাবনদেবতা কিমথ বা নীপাটবীশ্রীঃ স্বয়ং
কিম্বা নন্দকিশোরকান্তিরধুনা ভ্রান্তায়তে সংপ্রতি ॥

চিকন চিকুর চূড়া সুচারু চন্দ্রিকা।
কিএ মৃগিদৃশীগণ মন মরীচিকা ॥
শিখরে শিখণ্ড তার উড়ে বিনি বায়।
কিএ বর নাগর পতাকা প্রতিভায় ॥
চূড়ার সৌরভে কত মধুকর উড়ে।
কিএ মকরন্দ চুয়াইঞা[১] পড়ে ॥
ঝলমল অলকা আবৃত মুখচান্দ।
কিএ কুলবতী[২] চিত্ত চকোরের ফান্দ ॥
অমিয়াতরঙ্গ তায় মৃদুমন্দ হাসি।
কিএ কলাবতী মজাইতে কুলরাশি ॥
চঞ্চল নয়ান ঘন ভাহুঁ[৩] যুগ দোলে।
কিএ মনসিজ নব ধনুক উজালে ॥
ফুলশর তূণ তনু রঙ্গিম নয়ান।
কিএ কাম আকর্ণিতে পুরিল সন্ধান ॥
অপাঙ্গইঙ্গিতে চলে কত কুন্দ ইসু।
যৌবনের বনে বিন্ধে হরিণাক্ষ পশু ॥
দাড়িম্ব কুসুম আভা অধর সুরঙ্গ।
কিএ কুলবতী রতি চুম্বিতের ভঙ্গ[৪] ॥
তাহে মধু অংশী বংশী গান নানা তন্ত্র।
কিএ[৫] বৈদগধি অহি চালনের মন্ত্র ॥
শোভনের সীম গীম ঈষত ভঙ্গিমা।
কিএ লিখিতেই সমা স্বরূপ প্রতিমা ॥

১ চুআইয়া ২ কলবতী ৩ ভাঙ ৪ ভৃঙ্গ ৫ কিবা

শোভন সুগণ্ডে[১] শোভে কুণ্ডলের জ্যোতি[২] ।
কিএ নীলদরপণে মকর আকৃতি[৩] ॥
কমনীয় কম্বুকণ্ঠ দৃষ্টি অভিষেক ।
কিএ কুলবতী কুল কলঙ্কের রেখ ॥
নাসিকার অগ্রে দোলে মুকুতা নির্ম্মল ।[৪]
কিএ মুগ্ধ কাদম্বিনী নিবেদিছে[৫] জল ॥
মরকত দরপণ হিয়া পরিসর ।
কিএ রসবতী রতি বিলাসের ঘর ॥
নানা মণি কিরণ বরণ ঢলঢলে ।
কিএ শশধর খেলা কালিন্দীর জলে ॥
সুখসিন্ধু চিত্তবন্ধু উদরে ত্রিবলী[৬] ।
কিএ যৌবনের জলে আনন্দলহরী ॥
সুরঙ্গ পঙ্কজ নাভি গভীর সুন্দর ।
কিএ গোপী চক্ষুমীন সুখসরোবর ॥
তনু বন্ধু রেখা তাহে কৌস্তুভ মণি ।
কিএ গোপী হৃদয় দংশিতে কাল ফণি ॥
আজানুলম্বিত চিত্র বনমালা গলে ।
কিএ রতি কোল দিল নিজ পতি ভোলে ॥
করিবর ললিত বলিত ভুজদণ্ড ।
কিএ কলাবতী কুচ মৃণালক খণ্ড ॥
করতল অতুল রাতুল সমভাগে ।
কিএ রসবতী রতি রস অনুরাগে ॥
তরলি অঙ্গুলি খর রতন নখমণি ।
কিএ গোপীহৃদিপটে কামের লেখনী ॥
করি অরি মাঝ[৭] জিনি খিন মধ্যদেশ[৮] ।
কিএ গোপী ধৈর্য্য হন্তী মদন আবেশ[৯] ॥
উলট কমল জিনি বলিত কিঙ্কিণী ।
কিএ গোপীকুল ব্রতভঙ্গ জয়ধ্বনি ॥

---

১ সুশোভন গণ্ডে ২ ছবি ৩ সচঞ্চল বিধি ৪ ক-পুঁথিতে তার পরেই অতিরিক্ত একটি পঙক্তি—কিএ শশধর খেলে কালিন্দীর জল ৫ বেদি কাছে ৬ ত্রিবেণী ৭ বর ৮ -দেশে ৯ আবেশে

ফলক যুগল জিত নিবিড় নিতম্ব।
কিএ সর্ব্ব[১] কামধুরা ধৈর্য্য প্রতিবিম্ব॥
দিব্য পরিপাটী কটি ভঙ্গী মনোহর।
কিএ রূপ মাধুরী যৌবন সম্বর॥
কাঞ্চন গঞ্জন বাসে অরুণিম মেলা।
কিএ কামিনীর চিত্ত চরিত্র চঞ্চলা॥
কটিতট নিকট পুরট নীবিবন্ধ।
কিএ গুণরাশি আশে দোলে নানা ছন্দ॥
কি রামকদলী উরু কিবা সে অর্গলা।
কিএ গোপী কামসিন্ধু তরিবার ভেলা॥
দক্ষিণ চরণ বাম চরণ উপর।
কিএ ধরাধরিতে নারিল রসভর॥
কমল চরণে মঞ্জু মঞ্জীর বাজনি।
কিএ[২] কাম সরোবরে রাজহংসধ্বনি[৩]॥
সুছন্দ[৪] অঙ্গুলি অগ্রে চন্দ্রের পসার।
কিএ ভক্ত হৃদএ খণ্ডিতে অন্ধকার॥
দক্ষিণ চরণতলে শোভে উর্দ্ধরেখে।
কিয়ে ভক্ত পরপদে পথ পরতেকে॥
অঙ্কিত নির্ম্মল যব অঙ্গুষ্ঠের মূলে।
কিএ ভক্ত[৫] সমৃদ্ধের যশ স্তোম বলে॥
মহাতেজ উজ্জ্বল চক্রের চিহ্ন পাশে।
কিএ ভক্ত হৃদএ দূরিত রাশি নাশে॥
পদমধ্যে বিচিত্র নির্ম্মল যবছত্র।
কিএ ভক্ত সংসার তাপের আতপত্র॥
অমল কমল চারু চরণ ভিতর।
কিএ ভক্তগণে দিতে ইন্দিরার ঘর॥
অসীম সামন্ত চিহ্ন শোভা ধ্বজ বরে।
কিএ ভক্ত ষড় শত্রু তা দেখিএগ ডরে॥

---

১ ধৈর্য্য ২ কিবা ৩ বাজে জয়ধ্বনি ৪ সছন্দ ৫ রক্ত

অঙ্কিত অঙ্কুশ শোভা সেই রাঙ্গা পায়।
কিএ ভক্ত চিত্ত হস্তী অন্যত্র না যায়॥
ইন্দ্রের আয়ুধ বজ্র অঙ্কিত মণ্ডিতে।
কিএ ভক্ত চিত্র[1] পাপ পর্ব্বত খণ্ডিতে॥
এক অষ্ট কোণ চারি স্বস্তিক লেখন।
কিএ ভক্তগণে নিত্য সর্ব্ব স্বস্ত্যয়ন॥
পঞ্চ জম্বু ফল প্রায় ভৌতিক গণনা।
কিএ জম্বুদ্বীপ এই রূপের ভজনা॥
শঙ্খাম্বর শক্র[2] ধনু গোষ্পদাদি যত।
বামপদে প্রতি চিহ্ন বাখানিব কত॥
উ[3] পদপঙ্কজে যেবা জন্মাইল রতি।
দক্ষিণের অভিপ্রায় বামে ফলশ্রুতি॥

॥ যথা ॥

স্মর্ত্ত্যনামিব পাপশৈলদলনে বজ্রং মত্বা বাব
স্থৈর্য্যা এব সদঙ্কুশং ধ্বজবরং কামাদিভিত্তৈঃ কিমু।
কিং লক্ষ্মীপরিতোষণায় জলজ তন্মাদিবং ধাবয়ন্
বক্তো কিং স্বজনানুরাগগমিতে পাদে হরিঃ শোভিতে॥

অঙ্কোর্থ বত্তিশ ৩২ চিহ্ন দুই পদে রয়।
গুণোর্থ বত্তিশ ৩২ সঙ্গে চতুঃষষ্ঠী ৬৪ হয়॥
গুণোর্থ প্রত্যঙ্গ ভেদে তুঙ্গতা রক্তিমা।
দীর্ঘ খর্ব্ব সূক্ষ্মশালি[4] গম্ভীর সুষমা॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ॥

রাগঃ সপ্তষু হন্ত ষট্ শ্মাপিশি সোরঙ্গে শ্বনং তুঙ্গতা
বিস্তার স্ত্রীষু খর্ব্বতা ত্রিযুতথা গম্ভীরতা বত্রিষু।
দৈর্ঘ্যং পঞ্চষু কিঞ্চ পঞ্চষু সখে সং প্রেংক্ষতে
সূক্ষ্মতাদ্বাত্রিংশদ্বরলক্ষণ কথমসৌ গোপেষু সম্ভাব্যতে॥

১ চিত্ত ২ শুক্র ৩ ও ৪ -সানি

কহিল কাহ্নুর রূপ যে পড়িল মনে।
নিতান্তে কহিতে নারে সহস্র বদনে॥
এ অঙ্গ রুচির অঙ্গ সুচারু চরণ।
পরশুরামের এই জাতি প্রাণ ধন॥

রাগ করুণা[১]

হেরিঞা বদন কাহ্নুর কথন
শুনিঞা সকল সখী।
ভাবে গরগর সভার অন্তর
অঝরে ঝরএ আঁখি॥
অঙ্গের বসন হয় বিমোচন
পুলক পুরিল গায়।
গত লাজ ভয় সকরুণে কয়
ধরিঞা বুড়ির পায়॥
কিএ অদভূত[২] রূপের চরিত[৩]
নিরমিল কোন ধাতা।
মন তিরপিত নহে যুগ শত
শুনিতে যাহার কথা॥
তনু অনুপাম জলধর শ্যাম
মুরুছে কুসুম ধনু।
প্রতি নেত্রে বাদ হৈল পরমাদ
দেখাহ নাগর কাহ্নু॥
আরতি আপার অঙ্গে হৈল ভার
রহিতে উপায় বল।
যাব তোমা সনে কৃষ্ণ দরশনে
বিলম্ব না সহে চল॥
বুড়ি বলে মাই শুনিঞা ডরাই
তোমরা বড়ার ঝি।

১ শ্রীকরুণা ২ অপরূপ ৩ মহত

কোন কিছু হৈলে নগর গোকুলে[১]
আমারে বলিব কি ॥
যদি জান মনে কৃষ্ণ দরশনে
মনের আরতি আছে।
সে রূপ দেখিঞা কুলশীল লঞা
অনরথ হএ পাছে ॥
রূপ ঝলমল অঙ্গ পরিমল
বাতাস লাগিলে গায়।
দ্রুম[২] মৃগ পাখি পুলকায় শাখি
পাষাণ মিলাঞা যায় ॥
রসবতী হঞা সে রূপ হেরিঞা
শুনিঞা বংশীর গীতি।
সে রাঙ্গা নআনে ইঙ্গিতের বাণে
ঝুরিঞা মরিবে নিতি ॥

॥ তথাহি ॥

মায়াহীরা মুন তটিং সখি প্রেমনেত্রে দৃষ্টিং
কদাপ্য হে ইনাপিয় নীপমূলে।
তত্রাস্তি কোঽপি নবনীরদনীলদেহো
যত্রাক্ষপক্ষ্মপতনং পরমপ্রমাদঃ ॥

মোর যুক্তি রাখ চিত্রিণীরে ডাক
লেখাহ অঙ্গের ঠাম।
ত্রিভঙ্গ ললিত তনু সুবলিত
মৃগমদে করু শ্যাম ॥
অরুণ বসন মণি আভরণ
চাঁচর কেশের চূড়া।
নানা মণি ঝুরি মুকুতা দোসরী
মধুলোভে অলি উড়া ॥

১ গোকুল নগরে ২ দ্রবে

লেখ অনুপাম ইন্দীবর শ্যাম
আষাঢ় মেঘের আভা।
অঙ্গ পরিমলে বেঢ়ি অলিকুলে
কনক চাঁপার গাভা॥
নীল উতপল শ্রীমুখমণ্ডল
অলকা আলস থোর।
বঙ্কিম নয়ানে ফুলশর তুলে
চমকে খঞ্জন জোর॥
মকরকুণ্ডল গণ্ডে ঝলমল
নাসাএ মুকুতা দোলে।
ভাঙু যুগ তনু[১] যেন নবধনু
চন্দন চান্দের কোলে॥
কুঞ্চিত অধর সুরঙ্গ সুন্দর
দাড়িম্বকুসুম জ্যোতি।
দশনের রাগে হেন মনে লাগে
সিন্দুরে রঞ্জিত[২] মোতি॥
করিকুম্ভ জাতা দোষ বিমুকুতা
তড়িত উদিত গলে।
রূপনিধি বিধি করল অবধি
কম্বু ত্রিরেখার ছলে॥
অগুরু কর্পূর কুঙ্কুম কেশর
সুগন্ধি চন্দন তায়।
লেখ সুপেশল করে ঝলমল
নবজলধর গায়॥
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত
কর কিশলয় রাগে।
শিশু শশধর নিকর সুন্দর
তরল অঙ্গুলি আগে॥

---

১ জনু ২ মণ্ডিত

অঙ্গদ বলয়া তড়িত কনয়া
মানিক সুদরি[1] যত।
অন্তর লোচনে লেখ অনুমানে
কথায় কহিব কত॥
পরিসর উরে রত্ন অলঙ্কারে
সজ্জিত কৌস্তুভ ছবি।
যেন ঘনমাঝে তারক সমাঝে
উদয় করিল রবি॥
নাভি হৃদ অঙ্গ ত্রিবলিত রঙ্গ
নিবিড় নিতম্ব গুরু।
পীতবাসে জড়া হেমলতা বেঢ়া
তরুণ তমাল তরু॥
কটিতটে মণি কনয়া কিঙ্কিণী
রুনুর ঝুনুর বাজে।
রূপের গঠন হেরিঞা মদন
অনঙ্গ হইল[2] লাজে॥
অরুণ কিরণ দুখানি চরণ
কমল জিনিঞা মৃদু।
কান্তি পরাভবে উ[3] পদপল্লবে
শরণ লইল বিধু॥
কিশোর বএস নটবর বেশ
তনু ত্রিভঙ্গিম ছান্দে।
ভুবনমোহন কদম্ব হেলন
লেখহ গোকুল চান্দে॥
শ্রবনে বা মনে[4] করি অনুমানে
ধেয়ান ধরিয়া দেখ।
মুখ সুধাকরে সুরঙ্গ অধরে
মধুর মুরুলি লেখ॥

১ সুঁদরি ২ রহিল ৩ ও ৪ শ্রবণে মননে

বিবিধ বন্ধানে বংশী বিলক্ষণে
নিরমিল কোন ধাতা।
যার গানে হেন মোহে ত্রিভুবন
রূপের কি তার কথা॥
প্রবাল প্রস্তর মুকুতার থর[১]
কিরণে করএ আলা।
ইন্দ্র নীলমণি রত্ন খানি খানি
ঝলমল রস ঢালা॥
অঙ্গুলি অন্তর তাল মান স্বর
তারা দিবি রব বসু।
যার ধ্বনি শুনি সুর নর মুনি
ঝুরএ বনের পশু॥
অঙ্গুষ্ঠ সমান স্থূল পরিমাণ
বংশী সম্মোহনী নামা।
পর্ব্ব তিন সাত দীর্ঘতার পাত
অমৃত অসীম[২] ধামা॥
যার লীলাগানে বিনি আবাহনে
যতেক রাগিণী রাগে।
নিজ নিজ গুণে ভুবনমোহনে
কাহ্নুর ইঙ্গিত মাগে॥
কি বলিব আর পিরিতি পসার
অসীম লাবণ্যলীলা।
দেখ পরতেকে তনু অনুলেখে
দরপত্র দারুশীলা॥
সমুখে দাণ্ডাঞা[৩] মুরুতি দেখিঞা
ধৈরজ ধরিতে পার।
নিজ সখী সনে কৃষ্ণ দরশনে
তবে সভে অনুসর॥

১ মুক্তা থরেথর ২ অমিয়া ৩ ডাডাঞা

ক্ষেত্রি অবতংস মহারাজবংশ
কুমার শিখরশ্যাম।
যার দেশে বসি সঙ্গীতবিলাসী
রচিল পরশুরাম॥

সপ্তম অধ্যায়

রাগ জয়দময়ন্তী

জয় রাধে গোবিন্দ জয় জয় রাধে গোবিন্দ।
তুণ্ডের তাণ্ডব গানে মনের আনন্দ॥

কর্ম্ম পাপ তাপ ত্রয় তারে না পরশে।
যে জন পরম পর যে নাম বিলসে॥
বিষয় বিষের রসে বাঢ়াঞা বাসনা।
মিছাই মুগধ মন বঞ্চিলে আপনা॥
নিকটে দেখিএ তরু কৃতান্তের গ্রাম।
বাণিজ্য করিতে চাহ সাধ কৃষ্ণ নাম॥
সাধু করি গুরুদেবে খত দিলে লেখি।
আজন্ম পনের ব্যাজ পঞ্চজনা সাখি॥
ব্যবসা না করে যদি দশ পাইকারে।
কেমত ফারগ হবে[১] সাধুর দুয়ারে॥
হেথা সে দিনের দিন[২] লাভ যায় বঞা।
কি কর পরশুরাম নিশ্চিন্তে বসিঞা॥

বাঢ়িল বিশাল সুখ বড়াইর বোলে।
চিত্রিণী[৩] সখীরে ডাকিঞা কৈল কোলে॥
নিদেশ করিল তার হাথে দিয়া পান।
চিত্রপটে কৃষ্ণরূপ কর নিরমাণ॥
যেমত বিলাস বেশ যেমত ভঙ্গিমা।
যেখানে যেমত তনু ভঙ্গিমা রঙ্কিমা[৪]॥
দীর্ঘ খর্ব্ব সূক্ষ্ম শোভা বিস্তার যেখানে।
গম্ভীর সুষমা যত লেখা স্থির পনে॥

১ ফারক পাবে ২ দুনা ৩ চিত্ররেখা ৪ ভঙ্গিমার সীমা

সাক্ষাতে শুনিল কৃষ্ণরূপের কাহিনী।
আজি সে জানিব সখী যেমত চিত্রিণী॥
পরম আনন্দে আজ্ঞা বন্দিলেক শিরে।
অবনত করপুটে বলে ধীরে ধীরে॥
তুমি সর্ব্বেশ্বরী তেঞি দেহ এত দীক্ষা[1]।
অথবা আমারে কর বুদ্ধের পরীক্ষা॥
সে রূপ অনঙ্গসিদ্ধি অগোচর বিধি।
ত্রিভুবনে দিতে নাঞি তার প্রতিনিধি॥
স্বেচ্ছায় স্বরূপ তিন লোকে অসমান।
বিদগ্ধ নায়ক[2] রতি রসের নিদান॥

॥ যথা শ্রীভাগবতে ॥

লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনঙ্গসিদ্ধিম্॥

॥ যথা ক্রমদীপিকায়াম্ ॥

লাবণ্যসারসমুদায়বিনির্ম্মিতাঙ্গ-
সৌন্দর্য্যনির্জ্জিতমনো তব দেহকান্তিম্।
আস্যারবিন্দপরিপূর্ণিতবেণুবন্ধু
লোলৎ করা কুলিশমীরিতদিব্যরাগে॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

সর্ব্বোদ্ভূতচমৎকারী লীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেম খণ্ডিতা প্রিয়মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগ্মান্মানসাকর্ষী মুরলী কলকূজিতঃ।
অসমানার্দ্ধবরূণবিশ্বাপিতচরাচরঃ॥

সেরূপ আনন্দময় আরতি অপার।
যার দরশনে হয় পরশ বিকার॥

১ শিক্ষা ২ নাগর

সে রূপের কথা যদি শতবার কয়।
প্রতিবার সেই তুণ্ডে ভিন্নাভিন্ন হয়॥
যদি সে অঙ্গুলি চিত্র বিশ্বকর্ম্মা করে।
রূপ সম নহে তবু শতেক বৎসরে॥
সে রূপের কথা লোক কহিতে না জানে।
সেত দূর অনুরূপ লিখিব কেমনে॥

॥ যথা কেলিকৌমুদ্যাম্ ॥

যৎ কনিষ্ঠাঙ্গুল্যমগ্রেণ আলেখ্যং বিশ্বকর্ম্মণঃ।
কোবর্ণয় ততদ্রূপং শতাব্দেন সতাননে॥

অলঙ্ঘ্য[১] তোমার আজ্ঞা কে লঙ্ঘিতে পারে
লেখিব কাহ্নুর রূপ ছায়া অনুসারে॥
এতেক চিত্রিণী যদি কহিল রাধারে।
পৌর্ণমাসী দেবী তারে সাধুবাদ করে॥
ললিতা প্রসাদ দিল উত্তরীয় মালা।
রাধিকা বন্দিঞা হস্তে নিল রঙ্গডালা॥
অন্তঃপট করি দ্বার সখীর সভায়।
বিশাখা বসিলা পাশে হঞা উপাধ্যায়॥
তার বামে পৌর্ণমাসী বসিলা আপুনি।
অধিষ্ঠাত্রীরূপ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী[২]॥
চিত্রিণী লইল তার চরণের ধূলি।
বিশ্বকর্ম্মা স্মঙরিয়া হাথে নৈল তুলি॥
দর্পণ কিরণ পট রাখে উরুদেশে।
বিশদ কদম্বতরু লিখিল আবেশে॥
পত্রচয়ে নম্র শাখা কুসুমে রচিত।
ভাবিতে কাহ্নুর রূপ হৈলা মুরুছিত॥

১ অমোঘ ২ -প্রদায়িনী

চেতন করাঞা তারে কহিল বিশাখা।
তোমা হৈতে শ্যামরূপ[1] নাহি গেল লেখা॥
সে রূপ ভাবিতে[2] যদি হরিলা গেয়ান।
কেমন করিঞা তারে করিবে নির্ম্মাণ॥
চিত্রকরে গীত গায় কৃষ্ণকথা কয়।
ইহা সভার আবেশে কি অন্য সুখ হয়॥
আপনে আস্বাদে যেন আপন রন্ধন।
এইরূপে ভাবে সব ঐ সকল জন॥
নিষেধ যে করি সখী সেহো কিছু নয়।
অন্তরের অভিপ্রায় করএ উদয়॥
এই মন কৃষ্ণকর্ম্ম রূপ গুণ বাণী।
সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষএ আমি তাহা জানি॥
তথাপি উপায় তাহে আছে দুই তিন।
বুঝিঞা বিলসে রস যে হয় প্রবীণ॥
স্থায়ীভাবে বৈদিকবাদী সদত সাম্রাজ্য।
ভাবিতে উদয় করে সে হয় আহার্য্য॥
কহিতে শুনিতে হয় হর্ষ রোমাবলী।
চমৎকার হেন তারে আগন্তুক বলি॥
ভাবের স্বভাব তার কারো আবর্ত্ত নয়।[3]
ভাবের স্বভাব কথা রাখিলেহো হয়॥
কার্য্য পাঞা দৃঢ়তর কর নিজ হিয়া।
কানু অনুরূপ লেখ[4] স্থিরচিত্ত[5] হঞা॥
হাসিঞা হাসিঞা সখী শিক্ষা অনুসারে।
লইলা লিখনমুদ্রা আনন্দ কন্দরে[6]॥
জয়কৃষ্ণ বলি পটে দিলা চিত্ররেখে।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর যেন দেখি পরতেকে॥
দক্ষিণ চরণ বাম চরণ উপর।
অঙ্গুষ্ঠ পরশে ভূবি ভঙ্গী মনোহর॥

---

১ -তনু ২ ভাবিঞা ৩ খ-পুঁথিতে এই পঙক্তির শেষ চার শব্দ নেই
৪ দেখ ৫ -চিত্র ৬ কঞ্জরে

অতুল রাতুল করে চরণের তল।
অঙ্ক যবাঙ্কুশ আদি করে ঝলমল॥
তরল অঙ্গুলি অগ্রে লেখে নখমণি।
বঙ্ক বলয়া মঞ্জু মঞ্জীর বাজনী॥
জানু জঙ্ঘা কটিতট পটের লিখনে।
তুঙ্গতা বিস্তার খর্ব্ব যেমত যেখানে॥
মধ্যদেশ কৃশ লেখে হিয়া পরিসর।
কৌস্তুভ মণির প্রভা অমন্দ ভাস্কর॥
বৈজয়ন্তী পদাবধি উরে বনমালা।
নবঘন তনু যেন বসন চপলা॥
কনয়া কিঙ্কিণী কাছে কাছুনি বংশিকা।
হেনকালে হাথ দিঞা নিষেধে বিশাখা।
কাছুনি বংশিকা কেনে লেখ মধ্যদেশে
উপযুক্ত নহে এই ত্রিভঙ্গিম বেশে॥
যখন গোধন সঙ্গে যমুনার মাঠে।
নীবিবন্ধে বংশী তাহে উপযুক্ত বটে॥
গোষ্ঠরঙ্গী সখাসঙ্গী ভঙ্গিমা চঞ্চল।
পরপদে দোলে পীতধটির অঞ্চল॥
পৃষ্ঠে বনমালা বেত্র বেণু বাম করে।
কনআ পাছনি[১] বংশী কটির উপরে॥
[ ][২]
বিরলে তরলতর অঙ্গুলি সুন্দরে॥
বাম অংশে অবতংস বংশপুচ্ছ কোলে।
কলিত কপোল কর বাম বাহু মূলে।
কুঞ্চিত অধর ওষ্ঠ মুরুলীর গানে।
বঙ্কিম নয়ানে লেখ চিহ্ন[৩] লতা সনে॥
শৃঙ্গার রসের ধর্ম্মী মৃদু মন্দ হাসে।
মধুর মুরুলী লেখ এই উপদেশে॥

১ পাচুনি ২ উভয় পুঁথিতে কোন পঙ্‌ক্তি নেই ৩ বল্লী

॥ যথা শ্রীদশমে ॥

বামবাহুকৃত বাম কপোল বল্গিতে ভ্রূধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রুতিমার্গং গোপ্যর্দ্ধ বয়তি যত্র মুকুন্দম্॥

এত উপদেশ যদি কহিল বিশাখা।
হাসিঞা উত্তর তারে দিল চিত্ররেখা॥
গৌরব রাখিঞা[১] বলে তুমি শিক্ষাগুরু।
কিন্তু এক ফুলে ফলে নহে কল্পতরু॥
যেন এক কল্পবৃক্ষ নানা ফল[২] ধরে।
এক কৃষ্ণ কলেবরে নানা বেশ করে॥
যে কহিতে পারে কৃষ্ণতনু এই ছান্দ।
প্রদক্ষণে নবোদয় গোকুলের চান্দ॥
যে রসে যাহার যত অনুভব হয়।
রূপচিন্তামণি তেন তার মনে লয়॥

॥ যথা প্রথমস্কন্ধে ॥

এতদেত বিশেষস্য প্রকৃত স্থোপিতদগুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্ম স্থৈর্য্য থা বুদ্ধিস্তদা প্রিয়া॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

সদানুভূয় মনোহপি করোতি তনু ভূতবৎ।
বিস্ময়ং মাধুরীভির্যা সা প্রোক্তা নিত্যনূতনা॥

॥ যথা প্রথমে ॥

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো বহো গতস্তু থা
নিত্যসাঙ্ঘ্রি যুগং নবং নবম্।
পদে পদৈকা বিরামেঽত্র তৎপদাচ্চলা পিয়ং
শ্রীর্নিজ হাতি কর্হিচিৎ॥

১ করিঞা ২ পুষ্প

॥ যথা ললিতমাধবে ॥

কুলবরতনুধর্ম্মাগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন
সুমুখি নিশি দীর্ঘাপাঙ্গছটাভিঃ
যুগপদময়ঃ পূর্ব্বকরো বিশ্বকর্ম্মা মরকতমণি-
লক্ষে গোষ্ঠকক্ষা চিনোতি ॥

সহজে সুন্দর তনু বরণে না যায়।
তাহে নটবর বেশ ভুবন ভুলায় ॥
যদবধি অভিনব কিশোর বএস।
সুকুঞ্চিত কেশে করে চতুর্ব্বিধা বেশ ॥
কভু স্কন্ধদেশে ঝোটা কুসুমিত করি।
কভু বক্র ছান্দে বান্ধি করিঞা কবরী ॥
কপালে টানিঞা বান্ধে চূড়া তার নাম।
আজানুলম্বিত দোলে বেণী অনুপাম ॥

॥ ১ ॥

স্যাৎ ঝুটকবরীচূড়া বেণী চ কচবন্ধনম্।
পাণ্ডুরঞ্চ কর্ব্বুরঃ পীত ইত্যাতেপস্ত্রিধা মতম্ ॥

এক পীতাম্বর কিন্তু হএ তিন বন্ধ।
পুন প্রসাধনে সেই হএ নানা ছন্দ ॥
যুগল বসনে বেশ সহজে সুন্দরে।
চপলা চমকে যেন নবজলধরে ॥

॥ যথা ॥

নবার্করশ্মিকাশ্মীরহরিতালাদিসুস্মিতং।
যুগং চতুস্কং ভূষিষ্ঠং বসনং ত্রিবিধং হরেঃ ॥

১ কোন গ্রন্থের উল্লেখ নেই

॥ যথা মুকুন্দাষ্টকে ॥

কনক·নিথর শোভা নিন্দি পীতং নিতম্বে
তদুপরি নবরক্তং বস্ত্রমিত্থং দধানঞ্চ।
প্রিয়ামিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ
প্রণয় তু মদনে তাভিষ্ট পূর্ত্তিঃ মুকুন্দেঃ ॥

আত্মসুখে অনুভূত নট চিকন কালা।
সমতাএ নিত্যাপ্রিয়া[১] তিন বর্ণের মালা ॥
বৈজয়ন্তী বনস্রজ অবিরত হারে।
ক্রমেক্রমে বিলোলিত পরিসর উরে ॥
পদাবধি বৈজয়ন্তী দিব্য পুষ্পমালে।
আজানুলম্বিত পুন বনমালা দোলে ॥
নানা মণি রত্নমালা কত কান্তি ধরে।
এক অঙ্গ শোভা সীমা কে বর্ণিতে পারে ॥

॥ যথা ॥

মালা ত্রিবিধা বৈজয়ন্তী রত্নমালা বনস্রজঃ।
অস্যা বৈকক্ষিকা পীড়প্রালম্বত্যাবিধামতা ॥

॥ যথা হরিভক্তিকল্পলতিকায়াম্ ॥

কণ্ঠাশ্লেষ পরা হৃদি স্থিতিরতিং ভক্ত্যাপদলম্বিনীং
দিব্যামোদরহাং স্ফুরন্মমধুরিম ভ্রাম্যত্রিরেখবলীম্।
নীপাস্তো উনবপ্রবালতুলসীম মন্দারং সন্তানকৈ-
শ্চিত্রাঙ্গী বনমালিকাং প্রিয়তমাসঙ্গে দধানং সদা ॥

কিরীট কুণ্ডল মণিহার কেয়ূর।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি বলয়া নূপুর ॥

১ নিত্যপ্রিয়া

শিখরে শিখণ্ড চন্দ্র চন্দনের চান্দে।
হেরিঞা বদনচান্দ চকোরাক্ষি কান্দে॥
বংশিকা বিলাসী দশ চান্দে নাচে গায়।
চরণে চান্দের ছটা ভুবন ভুলায়॥

॥ যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ॥

কাঞ্চী চিত্রা মুকুটতুলং কুন্তলে হারি হীরে
হারস্তাবো বলয়মমলং চন্দ্রচারুশ্চতুষ্কী।
রম্যা চোর্ম্মির্মধুরিমপুরে নূপুরে চেত্যঘারে
রঙ্গৈরেবাভরণপটলীভূষিতা দোগ্ধি ভূষাম॥

লাবণ্যের সমুদাএ কিশোর বএস।
আর তাহে ক্ষেণে ক্ষেণে করে নানা বেশ॥
সহজে সৌন্দর্য্যসীমা বরণে না যায়।
পরশে ভূষণগণ নিজ শোভা পায়॥
অন্যদেহে অলঙ্কারে অঙ্গশোভা করে।
কৃষ্ণদেহে দিব্যশোভা পায় অলঙ্কারে॥

॥ তৃতীয়স্কন্ধে ॥

যন্মর্ত্ত্যালিঙ্গোপয়িকং স্বয়োগং মায়াবলং দর্শয়তা গ্রহীতুম্।
বিশ্বাপনং স্বস্য চ শৌভগন্ধে পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

ভবেৎ সৌন্দর্য্যমঙ্গানাং সন্নিবেশো যথোচিতম্।
বিভূষণং বিভূষং স্যাদ্ যেন তদরূপমুচ্যতে॥

॥ তত্রৈব ॥

কৃষ্ণস্য মণ্ডনততির্মণিকুণ্ডলাদ্যা
নীতাঙ্গসঙ্গতিমলঙ্কৃতয়ে বরাঙ্গি।

শঙ্কা বভূব ন মনাগপি তদ্বিধানে
সা প্রত্যুত স্বয়মনল্পমলঙ্কৃতাসীৎ ॥

বেশ লেশ শেষ কথা কথনের পার।
পরমা প্রেয়সী বংশী সে তিন[১] প্রকার ॥
বংশিকা মুরুলি আর এক নাম বেণু।
কেহ সেত কেহ নেত কারো চিত্রতনু ॥
আনন্দসিঞ্জিনী বৈণি বংশী অনুপাম।
সপ্ত স্বর[২] বৈসে তায় আর তিন[৩] গ্রাম ॥
সপ্ত মূর্চ্ছনা পড়ে এক গ্রাম গানে।
মূর্চ্ছনা বিংশতি এক করিএ একুনে ॥
এক এক গ্রামে খাটে দুই দুই স্বর।
এই ক্রমে বংশিকা হয় সপ্ত বিবর ॥
তিন দুনি ছয় যায় এক থাকে শেষ।
তার নাম গান নিশি বলে সর্ব্বদেশ ॥
অধর মিলিত বন্ধু তার নাম তারা।
এই হেতু বিবরাষ্ট বংশী মনোহরা ॥
স্বজাতীয় তান গান ভিন্ন ভিন্ন রূপ।
মণিময় হৈমী আর বৈণি[৪] রসকূপ ॥
মণিময়[৫] হৈমী আর বেশ পরিচ্ছেদে।
অধরে প্রেরিয়া বৈণি গান বিশারদে ॥
অতএব বৈণি বংশী অধরে লেখিব।
মণিময়ী হৈমী দুই নীবিবন্ধে দিব ॥

॥ যথা তত্রৈব ॥

অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানতারাদিবিবরাষ্টকা।
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গলং সা তু বংশিকা ॥

এতেক উত্তর যদি কৈল চিত্ররেখা।
শুনিতে সম্ভ্রম বড় হৈলা বিশাখা ॥

---

১ ভিন্ন ২ সুর ৩ তির ৪ বেণি ৫ মণিময়ী

পৌর্ণমাসী দেবী তারে কৈল সাধুবাদ[১]।
বিশাখা কণ্ঠের হার করিল প্রসাদ॥
সাধুবাদ করি দোঁহে কৈল আলিঙ্গন।
চিত্রিণী করিল দোঁহার চরণ বন্দন॥
লেখে পুনঃপুন দেখে ভঙ্গী মনোহর।
কম্বুকণ্ঠ নিম্ননাভি শোভিত পিবর[২]॥
হাস্যলাস্য সঙ্গে লেখে আস্য সুধাকরে।
মুরুলি রতন[৩] লেখে কুঞ্চিত অধরে॥
মকরকুণ্ডল কর্ণে গণ্ড ঝলমলি।
মুরলী বিবরে শোভে তরল অঙ্গুলি॥
আকর্ণ রাতুল লেখে বঙ্কিম নয়ান।
চক্ষুদান দিঞা ধনি হরিল গেয়ান॥
পটের পুথলি যেন করেন ইঙ্গিত।
তা দেখি বিশাখা সখি হৈলা মূর্চ্ছিত॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী এই অবসরে।
প্রতিমা লিখন পত্র নিল বাম করে॥
সিদ্ধমন্ত্র দিঞা করে কৃষ্ণ আবাহন।
প্রণাম করিঞা কত করিল স্তবন॥
বিশ্ববাঞ্ছাস্পদ রূপ মদনমোহন।
মহাযোগীগণ বলে ব্রহ্ম সনাতন॥
মীমাংসা সাধনে তোমা করে জ্যোতির্ম্ময়
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান বৈশেষিক[৪] কয়॥
ন্যায়শেষে উপদেশে সভার[৫] নিদান।
পাতঞ্জলে বলে তোমা পুরুষপ্রধান॥
বেদান্ত দর্শনে তোমা পরব্রহ্ম জানে।
সাংখ্যযোগে তুমি সত্য এই মাত্র মানে॥
এই ছয় দর্শনে যত করেন বিচার।
ত্রিভঙ্গসুন্দর শ্যাম সভার আধার॥

১ আশীর্ব্বাদ ২ সুবর ৩ মিলিত ৪ বৈয়াসিক ৫ ভাবের

যুগে যুগে ভাবে যারা ব্রহ্মে দিঞা মতি।
ভাগ্যবশে দেখে যদি পদনখজ্যোতি ॥
পাইঞা মাধুর্য্য তরু পরশের কোণা।
সহসা পাসরে তারা সর্ব্ব উপাসনা ॥

॥ সনৎকুমারসংহিতায়াম্ ॥

ক্লেশক্রমাৎ পঞ্চবিধক্ষয়ং গতে তদ্ব্রহ্মা-
সখ্যং স্বয়ং স্ফুরৎ পরম্।
তদ্ব্যর্থয়ন্ কঃ পুরতো নরাকৃতি শ্যামো
যমামোদ ভবঃ প্রকাশতে ॥

যার চতুর্ভুজরূপ কলা অনুসারে।
প্রতিমা করিঞা সুষ্ঠু[1] অমরনগরে ॥
দেবের সমাজে যত প্রধান সুন্দরী।
পারিজাত দিঞা স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
চতুর্ভুজ পূজে গীত নিত্য কোলাহলে।
না জানি কি করে তারা এ রূপ দেখিলে ॥
যেরূপ বিরহে[2] রমা হঞা অনুরাগী।
কটিধটি গ্রন্থি দিল পাসরিবে লাগি ॥

॥ যথা ভবিষ্যরহস্যে ॥

কৃষ্ণকরো তুঙ্গশলং ভবতা সদেব
স গ্রন্থি পীতধটিকাকটিকান্তিশোভঃ।
গোপিনীপীড়হৃদয়ো পত্যযান যস্যা
ইত্থং রমাবিহিতবন্ধু নিজং শুকঃ কিম্ ॥

কি আর ভাগ্যের কথা গোপিনী সভায়।
লক্ষ[3] মুখে হৈলে ইহা কহা[4] না যায় ॥

১ সজ্জা ২ বিহরে ৩ লাখ ৪ কহনে

পরম সুকৃতি এই রূপ করে গান।
যে রূপের কথা শুনি মিলায় পাষাণ॥
বিশ্বমোহন রূপ পটের লিখনে।
পরশের কার্য্য যেন হএ দরশনে॥
যুগে যুগে যত কর্ম্ম কৈলে মহাশয়।
রাধার সাধন সম সে সকল নয়॥
আপন কল্পিত রূপে অবধান কর।
প্রিয়ার প্রতীত রসে চিত্তবৃত্তি হর॥
অতীত সামান্য গুণে অসমান যশ।
মাধুর্য্যাদি গুণে মোক্ষ প্রেয়সীর বশ॥
সুর নর নাগ যত ত্রিজগত জনে।
চিত্ত আকর্ষণ নিত্য মুরুলির গানে॥
বৈদগ্ধি বিস্তার আর রূপ রসিকতা।
মুরুলি মাধুর্য্য ধৈর্য্য আবেশ ঐক্যতা॥
কল্লোলিত[১] লীলানিধি এই সব গুণে।
অবধান কর প্রভু আমার সাধনে॥

॥ যথা গুণপ্রকাশে ॥

শীলা প্রেম্নাং প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥

লইল[২] সুধার আশে মন্দারের ভরা।
কার্য্য পাঞা হরে পূর্ব্ব[৩] কমঠের পারা॥
এ কার্য্য আমার শক্ত্যে নহে সুসাধন।
চিত্রপটে কর প্রভু কৃপাবলোকন॥
রাধার সাক্ষাতে যবে করিব পুথলি।
সেই কালে শুনি যেন আনন্দমুরুলি॥
নহিলে রাধারে আমি নারিব সাধিতে।
বিজ্ঞবরে উপাধিক কি আছে[৪] কহিতে॥

---

১ কল্লোলের ২ বহিল ৩ পুন ৪ আর

বড়াই কহিল এত সকরুণ ভাষে।
চাহিতে পটের চিত্র মৃদুমন্দ হাসে॥
তা দেখিঞা ভগবতী ভাসে প্রেমসুখে।
ক্রিয়াসিদ্ধ হৈল বলি হাথ দিল বুকে॥
ত্বরায় করিল দুই সখীর চেতন।
গদ্যে পদ্যে কহে তারে সরস বচন॥
তোরা[১] দুই[২] বৈদগধি যৌবনের গা।
তাহে শরতের শেষ হেমন্তের বা॥
অকালে বসন্ত হৈল গোকুল নগরে।
যুবতী জাগাঞা বুলে[৩] প্রতি ঘরে ঘরে॥
অনুক্ষণ রসকথা কর আলোচন।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী সব নবীন[৪] যৌবন॥
মুক্তামালা গাঁথি যেন তালবীজ দিঞা।
এইরূপে সঙ্গে আমি আছি লাজ খাঞা॥
নয়ান নাচনি নিন্দে মদনের ইসু।
গৃহপতি ভাণ্ডুয়া গোয়াল বনপশু॥
দমনের পাত্র নাহি সভে স্বতন্তরা।
আমি কি বলিব তায়[৫] তনু জীর্ণজরা॥
কভু লেখে কভু দেখে কহে উপদেশে[৬]।
আপনে নিষেধ কথা আচরহ শেষে[৭]॥
ত্রিকালিক হঞা আমি অনেক দেখিল।
ইবে তো সভার মন বুঝিতে নারিল॥
বিশাখা বলেন আই[৮] তোমার[৯] উপায়।
গোপকুল লোপ হৈল কুলশীল দায়॥
চিত্তের চাঞ্চল্য[১০] আর কতেক কহিব।
বুঝিল নিদানে ধৈর্য্য ধরিতে নারিব॥
এত বলি চিত্রিণীরে কহিল হাসিঞা।
অবশিষ্ট চিত্র সখি দেহ সমাধিঞা॥

১ তুমি ২ দোঁহে ৩ বলে ৪ প্রথম ৫ তোরে ৬ উপদেশ
৭ শেষ ৮ মাই ৯ তোমারি ১০ চঞ্চল

ধৈরজ ধরিঞা তবে লহিল লিখনী।
তিলক উপরে লেখে অলকাদোলনী ॥
কপালে টানিঞা লেখে নবরঙ্গ চূড়া।
তার পাশেপাশে লেখে চিত্র অলি উড়া।
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ুর[1] চন্দ্রিকা।
বিশাখার হাথে পত্র দিল চিত্ররেখা ॥
বিশাখা বড়াই সঙ্গে করি নিরীক্ষণে।
জয়কৃষ্ণ বলিঞা উঠিল তিনজনে ॥
আগে আগে যায় বুড়ি লড়ি লঞা হাথে
বিশাখা চিত্রিণী দোঁহে যান তার সাথে ॥
পথে যাইতে কহে বুড়ি কাহ্নু পরসঙ্গ।
কহিতে কহিতে কান্দে পুলকিত অঙ্গ ॥
তোরা সভে পুণ্যবতী বিধি অনুকূলে।
বিলসে বিদগ্ধ অলি যৌবনের ফুলে ॥
কনয়া কটোরি কুচে করিয়া কস্তুরী।
শ্যামলরতন ধন পরকণ্ঠ ভরি ॥
যৌবনরতন দিঞা লেহ[2] নীলমণি।
জাতিকুলশীল দিঞা রূপের নিছনি ॥
রসের উচ্ছাহ[3] মনে নারি সম্বরিতে।
বিধাতা করিল এত পর শিখাইতে ॥
যখন যৌবন মোর ছিল নাশবেশে।
তখন এমন রূপ ছিল কোন দেশে ॥
নিছনি করিএ নিজ কুলশীল লাজ।
সাহসে চিত্তের সুখে সাধিতাঙ কাজ ॥
ধনজন জীবন যৌবন সচঞ্চল।
কখন কি হএ যেন পদ্মপত্রে জল ॥
সমএ যে করি কর্ম্ম সেই হয় সুরু।
পরশুরাম বলে এই বুড়ি নাটের গুরু ॥

১ মউর ২ নেহ ৩ উৎসাহ

অষ্টম অধ্যায়

রাগ তুড়ি

এমন দেখিগো নাঞি শুনি নাঞি অপরূপ কথা।
তরুণ তবালে[১] বেঢ়া বিজুরির লতা ॥ ধ্রু ॥
অরুণ অধর[২] বেঢ়া শিখি তার চূড়া।
মধুলোভে কত মত্ত মধুকর উড়া ॥
চান্দের কোলে (খেলে[৩]) দোলে তিমিরের মালা।
আর অপরূপ তায় পাশে শশিকলা ॥
কমল যুগলে নাচে খঞ্জনিঞা পাখি।
তা দেখি তরল ভেল মদন ধানুকি ॥
অনঙ্গ তরঙ্গ ভেল[৪] রসের সায়রে।
ভালে সে পরশুরাম পাসরিতে নারে ॥

কন্দর্প কুহরি নাম অতি রঙ্গস্থলী।
বেঢ়িয়া বসিঞা আছে সুন্দরী মণ্ডলী ॥
তার মধ্যে[৫] শ্রীরাধিকা ললিতার সঙ্গে।
তুঙ্গদেবী বিচিত্রাদি কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
সেখানে বসিলা পৌর্ণমাসী ভগবতী।
অভ্যুত্থান কৈল রাই সকল যুবতী ॥
বিশাখা চিত্রিণী দোঁহে সমুখে বসিঞা।
রাধামুখ নিরখিএ[৬] ইঙ্গিত লাগিঞা ॥
পরস্পর নেহারিল রমণীমণ্ডলী।
পরকোটি নাহি তাহে[৭] আত্মীয় সকলি ॥
দৈবজ্ঞা সখীর ভিতে চাহিল বিশাখা[৮]।
ইঙ্গিত বুঝিঞা ধনি মেলিল পঞ্জিকা ॥

---

১ তমালে ২ আকার ৩ মনে হয় এই শব্দটি লিপিকরের অসাবধানতায় ঢুকে পড়েছে। ৪ কত ৫ মাঝে ৬ নেহারই ৭ কেহো ৮ রাধিকা

দেখিঞা অঙ্গের পাঁক্তি বদন ধুনায় ।
কহিতে লাগিল সখী রঙ্গিণী সভায় ॥
অদ্ভুত লগ্নের কথা শুন সর্ব্ব সখী ।
হেন সুমঙ্গল আমি কভু নাহি দেখি ॥
অতিথি পূর্ণিমা তায় নামে সুরাচার্য্য ।
গুরু পুর্ণাবলী সর্ব্ব কামের আহার্য্য ॥
তনু স্থলে ইন্দু বন্ধু অনুকূল তারা ।
যে দেখি পরমধন লভ্য হয় পারা ॥
তান্ত্রিকী এতেক যদি বলে সভাতলে ।
মান্ত্রিকী মুষ্টি তবে করে নাসা মূলে ॥
নয়ান মুদিঞা বলে শুন সর্ব্ব সখী ।
প্রসঙ্গের গতি আজি বিপরীত দেখি ॥
জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড ভানু সপক্ষ শীতল ।
কার্ত্তিকে কীর্ত্তিকা কুল করিতে উজ্জ্বল ॥
অনুরাধা নক্ষত্রে সাধে পৌর্ণমাসী ।
বিশাখার কোলে এক আছে শ্যামশশী[১] ॥
অপর রোহিণীকান্ত কান্ত বৃন্দাবনে ।
অশ্লেষা রমণী ধনি শ্লেষের কারণে ॥
করণের[২] ক্রিয়া কেলি কালিন্দীর কূলে ।
যোগ হৈল যোগপীঠ কদম্বের মূলে[৩] ॥
মীনাক্ষ লগ্নের শোভা[৪] লগ্ন ভেল ভাবে ।
কাননে একান্ত কান্ত প্রকৃতির লাভে ॥
অনুন্যাদি তারা আজি অনুরাধা গত ।
গগনে সঘনে মেলি গ্রহবর্গ যত ॥
সূর্য্য সোম ভূমিপুত্র বুধ বৃহস্পতি ।
শুক্র শনি রাহু কেতু একত্রে বসতি ॥
দেবসিদ্ধ বিদ্যাধর চারণ কিঙ্কর ।
অম্বরে সম্বরে যত দেবের সাগর ॥

১ সখী ২ কারণের ৩ তলে ৪ কথা

জায়া যুত সুত সঙ্গে বসিঞা বিমানে।
প্রস্তুত প্রকৃষ্ট পূজা পুষ্প বরিষণে ॥

॥ যথা ক্রমদীপিকায়াম্ ॥

বিদ্যাধরকিন্নরসিদ্ধসুরগন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গমচামরনকৈঃ।
দারোপহিতৈঃ স্ববিয়ানগতৈঃ খস্বৈরতি বৃষ্টিসুপুষ্পচয়ে ॥

মধ্যনিশি যোগে শশী বশীভূত হঞা।
সেবার কারণে সর্ব্ব প্রকাশ করিঞা ॥
দিবি ভূবি রসাতল নিশা অগোচর।
একোত্তরী যুগে যার উদয় ভিতর ॥
নিত্য আনন্দিনী নিত্যানন্দ করি সাথে।
কৌতুকে কদর্য্যরূপে করিব[১] প্রভাতে ॥
পরম্পরা বলে যারে যোগেশ্বরেশ্বর।
সে আদি হইব আঁপে বিলাসীশেখর ॥
শ্রুতিগণ স্তুতি কৈল আদি যুগ হৈতে।
বর পাঞা ছিল তারা কল্প সারস্বতে ॥
মীমাংসা সাধনে চিত্ত দগ্ধ হঞাছিল।
দেখিঞা বিলাস রতি অন্তরে জন্মিল ॥
অগ্নিপুত্র আদি যত মহামুনিগণ।
যুগে যুগে ভজে তারা ব্রহ্ম সনাতন ॥
কানন গমনে তথা গেলা দাশরথি।
সঙ্গে সুমিত্রাসুত[২] মহিসুতা সতি ॥
ত্রেতায় তৃতীয় শেষ গত দ্বাপরে।
সন্ধান যোগের সন্ধি গোকুল নগরে ॥
কন্যারাণী ধন্যা তারা চিত্ত অনুসারি।
ধনিনের ধন যেন আচরে ব্যাপারি ॥
অনুকূল বৃত্ত এই অমৃত ঘটিকা।
প্রকৃত পুরুষ ভাবনা এক নায়িকা ॥

---

১ করিল ২ সৌমিত্র আর

মন্ত্রবলে কহি আমি যত ইতিহাস।
আজি নিশিযোগে দেখি সকল প্রকাশ॥
বিশাখার কোলে চিত্র আছে সঙ্গোপনে।
দরশন কর সভে এই শুভক্ষণে॥
যার প্রতিনিধি রূপ দরশন হয়।
পরম অসাধ্য সেহো বশ হঞা রয়॥
সভাখণ্ডে রসবতী প্রসঙ্গ শুনিঞা।
মান্ত্রিকীর পানে চান হাসিঞা হাসিঞা॥
শুনিঞা এসব কথা নবীন যৌবনী।
চমৎকার পাঞা কেহো করে কানাকানি॥
গুণনিকা সখি যত করিঞা বিশ্বাস।
ক্রিয়াসিদ্ধি হৈল যেন পাইল আশ্বাস॥
হাস্যরসে বিশাখারে কহে গল্প করি।
ললিতা বিচিত্রা আর মদনমঞ্জরী॥
তোমা পাঠাইল চিত্র লেখনের কাজে।
কানু অনুরূপ বুকে রাখ কোন লাজে॥
প্রেষিত জনের ধনে যেন ঘর ভরা।
বাহির করিতে মনে দুঃখ লাগে পারা॥
বিশাখা বলেন বসি বেশ্যার[1] সমাঝে।
পরপতি রতিমতি কি করিব লাজে॥
তাবৎ প্রেষিত জনে ধনে অধিকার।
ধনিকের দরশনে দ্রব্য যার তার॥
তার মধ্যে যত দেখি দেহধারী জন।
সংসারে দেখএ যেন[2] আপনার মন॥
মন্দমন্দ হাসি পত্র লঞা দুই হাথে।
অনুষ্ঠানরূপে বস্তে রাধার সাক্ষাতে॥
পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান।
মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গান॥

১ বেউস্যার ২ জানি

রাগ গৌরীগান্ধার

দেখ সখিরি নন্দনন্দন গুণধাম।
উন্মীলিত সরসীরুহ লোচন ইন্দীবর দল কজ্জল শ্যাম ॥ ধ্রু ॥

বিশাখা বসিলা যদি রাধার সাক্ষাতে।
চমকিত হৈলা সভে শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে ॥
যে সকল সখী তারে দেখে নিতিনিতি।
চিত্র নিরখিতে তার অধিক আরতি ॥
পশ্চাতের লোক আগে দিতে চাহে ঝম্ফ।
রূপ না দেখিতে কারো হৈল গাত্রকম্প ॥
প্রেমজলে পূর্ণ কারো নয়নারবিন্দে।
উপসর্গ হেন মানে আপনারে নিন্দে ॥
দেখিতে সুন্দরী সব করে হুড়াহুড়ি।
বড়াই লইল হাথে কুসুমের বাড়ি ॥
হাথে ধরি বসাইল যথাযোগ্য স্থানে।
তভু সভে আগে যায় গর্ব্বিত না মানে ॥
হেনকালে আইলা তথা যত নিতম্বিনী।
অম্বর ছাড়িঞা যেন উড়ল দামিনি ॥
আনন্দে পাসরে তারা রাধা সম্ভাষিতে।
উন্মত্ত হইলা চিত্ররূপ নিরখিতে ॥
কে জানে কতেক যুগ গেল অনুমানে।
ক্ষণার্দ্ধ করিঞা মানে নিতম্বিনীগণে ॥
প্রভুর ইচ্ছায় হৈল এই ব্রহ্মনিশি।
মহামোহে নিদ্রাগত যত ব্রজবাসী ॥
বিধাতা বাসব শিব সব মোহগত।
সূর্য্যশশী দিকপাল যোগমায়াহত ॥
নিচলে আছেন যত জীব ক্ষিতিতলে।
কামিনী কানন কল্প নগর গোকুলে ॥
সহজ সম্ভোগ মূল প্রকৃতির সনে।
মাতিঞা গোবিন্দ রসে সঙ্কোচ না মানে ॥

বিশাখার হাথে পত্র চিত্রিণী রচিত।
দেখায় দক্ষিণ হস্তে মুখে গায় গীত॥
অল্পেঅল্পে প্রকাশিল কদম্বের শাখা।
তার তলে দেখি চিত্র ময়ুরের[১] পাখা॥
চূড়ার চন্দ্রিকা এই দেখ সখীগণে।
পুরন্দর ধনু যেন উড়ল[২] গগনে॥
কিএ কেশ কুণ্ডলিনী প্রকাশিল ফণা।
দেখিঞা চমকে তেঞি যত যুবাঙ্গনা॥
শিখরে শিখণ্ডরূপে সর্ব্ব বর্ণে ধ্বজা।
কিএ শ্যাম ধাম কাম করণের রাজা॥
কি বলিব সংসারের চক্ষু এক শেষ।
তেঞি বা আনন্দরূপে[৩] দেখে কৃষ্ণ বেশ
চন্দ্র হঞা চন্দ্র হেরে চন্দ্র করি কোলে।
তথাপি চঞ্চল হঞা বিনি বাএ দোলে॥
হেনকালে ললিতা বলেন শুন সখী।
তোমা সম কৃপণ কোথাও নাহি দেখি॥
শিখণ্ড দর্শনে এত বাহুল্য আভাষে।
প্রত্যঙ্গ বর্ণিবে তবে কতেক দিবসে॥
সহজে সুন্দর রূপ না যায় বর্ণনা।
এ তিন ভুবনে নাঞি সমান তুলনা॥
সখীবৃন্দ সচঞ্চলা অনেক আভাষে।
কুশাগ্রের জল যেন গুরুয়া পিআসে॥
তৃষিত চাতকী[৪] করে পিউপিউ নাদ।
বারি বিনে গর্জ্জনে কি খণ্ডে অবসাদ॥
সর্ব্ব অবঅবে পট মেল এক কালে।
দর্শন করুন রাধা রমণীমণ্ডলে॥
যতেক বৈদগ্ধী যার রূপ নিরীক্ষণে।
তৃপ্ত নহে তার মন অন্যের ব্যাখ্যানে॥

১ মউরের ২ উজল ৩ আনন্র হঞা ৪ চাতক

দর্শন ভোজন দুই নিজ অভিপ্রায়।
অন্যমতা হৈলে তায় অতৃপ্তি বুঝায়॥
যে ভাব প্রকাশ হয় আপনার মনে।
রসের স্বভাব কারো যুক্তি নাহি মানে॥
চিত্ত বিত্ত সমর্পএ গুরু উপদেশে।
আপে সাধনের মূল[১] দৈবেই প্রকাশে॥
সাধ্য সাধনের কালে বুঝি তার রস।
যোজনা জানিঞা চিত্ত একে হয় বশ॥
সে তারে তুরীয় রস যাতে বশ হয়।
মূল জিজ্ঞাসিতে সেই গুরুবেদ্য নয়॥
নবধা ভক্ত্যঙ্গ আর গৌণ মুখ্য রসে।
এক অঙ্গ অনেকঙ্গা দুই মতে ভাষে॥
সেই ইষ্টে নিষ্ঠ হঞা রসে করে ভেদ।
অনুরাগে করে এক আর বলে বেদ॥
বেদে যত বলে তাহা না মানিলে নারে।
আচরণ কালে নিজ চিত্ত বিত্ত করে॥
মনে জানে সেই প্রেমা সেই ইষ্টে রতি।
সহজে না হয় যেন ভুজঙ্গের গতি॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

অহিরিব গতি প্রেম্না স্বভাবকুটিলা ভবেৎ॥

নিম্ব যেন তিক্ত রস তাহাতে মাধুরী।
বৈধী মধ্যে রাগভক্তি বুঝিঞা আচরি॥
এক আচরণে যদি দুই কার্য্য হয়।
নিশ্চয় কহিতে সেহো শুদ্ধসত্ত্ব নয়॥
দুগ্ধমধ্যে হবি যেন সর্ব্বলোকে জানে।
অগ্নি নির্ব্বাপণ হয় দুগ্ধের হরণে॥

১ ক্রম

সাধন বিধানে দুই দুই স্থানে করি।
যে কার্য্যে[১] যে উপযুক্ত বুঝিঞা আচরি
যেন আচরণ তেন রস আস্বাদন।
রস আস্বাদনে প্রায় রূপ নিরীক্ষণ॥
সকল সমাধা সখী কহিল তোমারে।
রসাবেশ নিজ নিজ চিত্ত অনুসারে॥
বিজ্ঞজনে কি আর কথার উপাধিক।
সভে বৈদগধি পরস্পর প্রামাণিক॥
রাধিকা কহেন[২] আগে কহ বিবরিঞা।
দেখিব পটের চিত্র এ কথা শুনিঞা॥
স্বজাতীয়া সয়ে যদি রস কথা কয়।
দর্শনের সুখ তার শ্রবণেই হয়॥
উপাপোহ হয় যদি রস নিষ্ঠা সনে।
সে সুখের পরিণাম সেই দোঁহে জানে॥
ললিতা বলেন আমি কি বলিতে জানি।
আপনে সাক্ষাৎ মহারসস্বরূপিণী॥
রস বলি এক সংজ্ঞা গণনাতে ছয়।
মধুর লবণ কটু তিক্ত অম্ল হয়॥
কষায় সহিতে ছয় করিএ গণনা।
আস্বাদের পাত্র মাত্র কেবল রসনা॥
অতীত যে ছয় রসে রসালাক্ষ বলি।
সমতায় স্বাদু লয় ইন্দ্রিয় সকলি॥
একের আস্বাদে প্রতি অঙ্গ সুখ পায়।
পরম লালসে কেহো ছাড়িঞা না যায়।
রসের আস্বাদে যদি তুণ্ডের বিষয়।
সকল ইন্দ্রিয় তার অনুরাগ হয়॥
চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ প্রাণ চিত্ত বিত্ত মেলি।
ভজিতে পরম রস সভার প্রণালী॥

১ স্থানে ২ বলেন

সর্ব্ব রসে উপযুক্ত এক বস্তু হঞা।
চমৎকার পায় বস্তু নিশ্চয় না পাঞা॥
যেন বিজাতীয় দধি দুগ্ধ আবর্ত্তনে।
সমতায় উপযুক্ত শর্করার সনে॥
ঘৃতমধু মাতুলঙ্গ নারিকেল জল।
এলাজাতি লবঙ্গাদি ককেলি সরল॥
আলোড়ন করে দিঞা মরীচের চূর্ণ।
কর্পূর প্রক্ষেপ দিঞা করে রসতূর্ণ[1]॥
ভক্ষণের কালে স্বাদু ভিন্ন ভিন্ন নয়।
তরতমে চিত্ত মধ্যে পায় পরিচয়॥
দধির কারণে অম্ল দুগ্ধেরই রসাল।
মধুর শর্করা গুণে মরিচেই ঝাল॥
সুবাসিত হৈল রস কর্পূরের গুণে।
সভে মেলি এক রস জানে মনে মনে॥
যেরূপ পরম রস করি আস্বাদন।
সেই অনুরূপে করি রূপ নিরীক্ষণ॥
সর্ব্ব অবয়বে আগে দেখে একবার।
বিশ্বাপন রূপে দৈবে পায় চমৎকার॥
হঠাৎকারে দেখি যেন সূর্য্যের মণ্ডল।
সহস্র কিরণে চক্ষু করে ঝলমল॥
এইরূপে দেখি আগে রূপ জগমগী[2]।
পুন প্রতি অঙ্গ দেখি পরিচয় লাগি॥
এ দুই নয়নে রূপ নারে সম্বরিতে।
অজ্ঞাতে সাঁতার যেন হয় মহাস্রোতে॥
বিষাদ বেপথু হয় প্রতি অঙ্গ দোলে।
নয়ন পূর্ণিত হয় করুণার জলে॥
সকল ইন্দ্রিয় সনে বিমোহিত হঞা।
হৃদয়মন্দিরে দেখে নয়ান মুদিঞা॥

১ -চূর্ণ ২ ডগমগী

রূপ দেখি পরম আনন্দ পায় মনে।
বিলাস ইঙ্গিত ভাব হয় তার সনে॥
যার যত বৈদগধি যে রসের যে।
বিরলে পাইলে আর ক্ষেমা করে কে॥
অন্তরের সুখে মুখে মন্দ মন্দ হাসে।
সুধাসিক্ত মুখে তনু পুলক প্রকাশে॥
আনন্দ আবেশে তনু করে টলবল।
শরীর ধরিতে নারে সৌভাগ্যের ভর॥
নিজ সুখে সুখী হঞা না দেখে নআনে
দর্শন বিয়োগ হয় সে রূপের[১] সনে॥
পাইঞা পরশমণি পাছে হয় হারা।
উন্মাদ প্রলাপ হয় বাউলের পারা॥
পুন যেন সেই ধন করে অন্বেষণ।
অভিপ্রায় সেই রূপ করে নিরীক্ষণ॥
নিরীক্ষণ কালে জানে যতেক চাতুরি।
অঙ্গের ঐক্যতা করে মনের মাধুরী॥
দর্শনের নৈপুণ্য যত থাকে মনে।
শিখণ্ড যোজনা করে পদাঙ্কুশ[২] সনে॥
স্বচক্ষু চকোর করে মুখ নিশাচর।
নয়নারবিন্দে কারো মানস ভ্রমর॥
সুরঙ্গ অধরে কেহো পিএ দৃষ্টিমধু।
পরিসর হিএ হিয়া দেই কোন বধু॥
রভস আবেশে প্রতি অঙ্গ সুবলিত।
দেখিতে আনন্দ পায় যার মনে যত॥
এ সকল কথা যবে কহিল ললিতা।
আলিঙ্গন করে তারে বৃখভানুসুতা॥
নিরীক্ষণে যত্নবান হৈলা সভাতলে।
বিশাখা বিচিত্র পট মেলে এক কালে॥

---

১ রসের ২ পদাঙ্গুষ্ঠ

জলদ পটল যেন কান্তি ঝলমলি।
বসনভূষণ যেন পড়িছে বিজুলি॥
নিশাকর মাঝে যেন রাতুল কমল।
শ্রীমুখমণ্ডলে শোভে নয়ান যুগল॥
ফুরিত অধর যেন রসকথা ভাষে।
পুন নেহারিতে চিত্র মৃদুমন্দ হাসে॥
যতনে সম্বরে রাধা নয়ানের জল।
লজ্জায় শ্রীমুখে দিল বসন অঞ্চল॥
বিমুখি বঙ্কিম দৃষ্টে চাহে বিনোদিনী।
পটের প্রতিমা করে নয়ান নাচনি॥
তা দেখিঞা রসবতী মুন্দিল নয়ান।
মরমে[1] ভেদিল যেন কুসুমের বাণ॥
নিচল্লে রহিলা রাই মুরুছিঞা মন।
অন্তরে পসিঞা চিত্র করে আলিঙ্গন॥
পটে পৃষ্ঠ দিঞা রাধা পদ দুই চলে।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর[2] যেন ধরিল অঞ্চলে॥
মুঞ্চ মুঞ্চ বলে রাই ধরি নিজ বাসে।
সখিবৃন্দে কানাকানি পৌর্ণমাসী হাসে॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

ইয়ং তে হাস শ্রীর্বির মত বিমুঞ্চাঞ্চলমিদং
যাবদ্বুদ্ধা যে স্ফটমভিদধেত্রিচ্চটুলতাম্।
ইতিচ্ছায়াং জল্পব্দচির মরচুদ্ববা গুরুমসৌ
পুরদৃষ্টো গৌরীজনিতমুখবিম্বামুহুরভূৎ॥

বিশাখা বলেন এই হাসি হৈল সত্য।
প্রমাদ পড়িল কথা সকল অকথ্য॥

১ মদনে ২ ললিত

মুদ্রিত করিয়া পত্র রাখিল অঞ্চলে।
রাধার সাক্ষাতে সখী নিরপেক্ষ বলে॥
নগরে কতেক নাঞি রসিক নাগরী।
তোমার চরিত্র[১] কিছু বুঝিতে না পারি॥
না জানি স্বভাববৃত্তি না জানিএ রঙ্গ।
চিত্ররূপ দরশনে হৈল কার সঙ্গ॥
নিজ সহচরী মাঝে কারে লজ্জা কর।
নয়ান মুদিঞা তুমি ধ্যান কেনে ধর॥
কারে বল ছাড় ছাড় কে ধরিল বাস।
পিসুনে শুনিলে পাছে হয় সর্বনাশ॥
তুঙ্গদেবী বলে আর হত্যে আছে কি।
কুলক্রিয়া ছাড় যত গোওালার ঝি॥
বিচিত্রা বলেন যুক্তি শুন প্রাণসখী।
প্রণয়উম্মাদচিহ্ন রাধিকার দেখি॥
তুঙ্গবিদ্যা বলে আর মিছা প্রতারণা।
সহিতে স্বীকার কর গুরুর গঞ্জনা॥
রাধিকা বলেন কিছু না বলিহ আর।
রাখিতে নারিবে কেহো কুলের আচার॥
মনে করি এক কর্ম্ম অন্য হএ কাজ।
প্রাণ পরবশ হৈলে কোথা রহে লাজ॥
শুনি সত্য সত্য বলে যত নিতম্বিনী।
হেনকালে বৃন্দাবনে মুরুলির ধ্বনি॥
কোকিল পঞ্চম গায় মুরুলি শুনিঞা।
পথিক প্রেয়সী জন পড়ে মুরুছিঞা॥
রাজহংস ডাকে ভ্রমে মধুসরোবরে।
সরসিজ বন ভ্রমে গুঞ্জিত ভ্রমরে॥
ঘন ভ্রমে নাচে কাছে ময়ুর ময়ুরী[২]।
তরুগণের অতিশয় সমরের ভেরী॥

---

১ অন্তর ২ মউর মউরি

॥ তথাহি ॥

মধুরিমরসবাপীমত্তঃ হংসীপ্রজল্পঃ
প্রণয়কুসুমরাজিভৃঙ্গসঙ্গীতঘোষঃ।
সুরতসমরভেরীভাঙ্কৃর্তিনন্দসূনোর্জয়তি
হৃদয়দংশী কোঽপি বংশীনিনাদঃ॥

গগনে সগনে[1] শিব মুরুলি শুনিঞা।
গৌরী সঙ্গে নাচে রঙ্গে ডিণ্ডিমি বাজাঞা॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

মুরলী-খুরলী-সুধাকরং হরিবক্ত্রেন্দুমবেক্ষ্য কম্পিতঃ।
গগনে সগনে সডিণ্ডিমধ্বনিভিস্তাণ্ডবমাশ্রিতো হরঃ॥

পথহারা হৈল যত জলধরগণে।
মুরুলি শুনিঞা বাস কৈল বৃন্দাবনে॥
তম্বুর করএ গান ইন্দ্রের সভায়।
মুরুলি মাধুরী শুনি গড়াগড়ি যায়॥
সনকাদি পরমহংসের দৃষ্টিধ্যান।
চঞ্চল হইলা শুনি মুরুলির গান॥
পরম ধার্ম্মিক বলি রাজা রসাতলে।
মুরুলি শুনিঞা নাচে আনন্দ বিভ্বোলে॥
বিধির বিদিত দৃষ্টি কর্ম্ম পাসরিঞা।
সচকিত হৈলা মধুর মুরুলি শুনিঞা॥
মুরুলি মাধুর্য্য ধুরা মুকুন্দ[2] অধরে।
ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ কৈল মৃদুস্বরে॥

॥ যথা ॥

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্ময়ায়ন্ বেধসঃ।

১ সঘনে ২ গোবিন্দ

ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥

মহিম যাইল যেন অমৃতের বন্যা।
শুনিঞা সাঁতারে তায় বৃষভানুকন্যা ॥
ধৈর্য্য ধরাধরি ছিল লক্ষ্য করিবারে।
দিগবিদিগ নাঞি হারাইল সব দূরে ॥
লাজ নামে নৌকা ছিল কুলজলযান।
আরোহণ কর‍্যা তাহে পালাইল মান ॥
শীলের আছিল গড় চৌদিকে বেঢ়িঞা।
প্রেমের তরঙ্গে তাহা ফেলিল ভাঙ্গিঞা ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম জোড়া ভেলা এতকাল ছিল।
দুকূল ছাড়িঞা মধ্য পাথারে উরিল[1] ॥
অহঙ্কার নামে এক ছিল মাতা[2] হাথি।
জলের কল্লোলে সেহ ভাস্যা গেল কতি ॥
অনুকূল ছিল যেন সঙ্গের গোপিকা।
আশেপাশে ভাসে যেন পুঞ্জ পিপীলিকা ॥
প্রেমের তরঙ্গে রাই মগ্ন হঞা ভাসে।
কাল কলঙ্কের কুটি মিশাইল বাসে ॥
তনু নিরমিল যেন দশ বান সোনা।
পরিপূর্ণ হৈল তায় পিরিতের ফেনা ॥
তরঙ্গে তরঙ্গে তায় নাক মুখ ভুঁরু।
সংসারে দেখিল মাত্র[3] কৃষ্ণ কল্পতরু ॥
তার কাছে ভাসি গেলা বৃষভানুসুতা।
বেঢ়িঞা রহিল যেন কনকের লতা ॥
তনুমন প্রাণধন রাখি তার মূলে।
বাহ্যজ্ঞান প্রকাশিলা রমণীমণ্ডলে ॥
পরশুরামের রহু গুরুপদে নতি।
শুনিলে লভএ যেন রাধাকৃষ্ণ রতি ॥

---

১ ডুবিল ২ মত্ত ৩ এক

রাগ পূরবী

মুরুলি খুরুলি তরলি করলি
অবলি অবলা মোয় ।
সহিল নহিল পরাণে পসিল
সকলি কহিল তোয় ॥
সুধারস বলি অজীব জীবনী
সে মোর গরলে ভরা ।
বাদিয়া অনঙ্গ কালিয়া ভুজঙ্গ
চালিঞা দিঞাছে পরা ॥
ধরমে করমে সরমে ভরমে
মরমে ভিদিল জ্বালা ।
নয়ানে বয়ানে শ্রবণে ভবনে
ভুবনে ভরল কালা ॥
অলপ অক্ষর মরম অন্তর
সকল গোকুলে জানে ।
দুখের দূষণ মুখের ভূষণ
শুনিঞা মুরুছি কেনে ॥
ত্রিভঙ্গ ললিতে মুরুলি সহিতে
সে ধ্বনি শুনিলে দেখি ।
সজল নয়ানে রঞ্জন অঞ্জনে
হিয়ার হাব্যাসে লেখি ॥
যৌবন কাননে মদন দহনে
দহিছে দেখিঞা পটে ।
পরশুরামের উ পদ[১] অন্তর
সহজে সঙ্কট বটে ॥

১ অপাত

নবম অধ্যায়

রাগ ধানশী

হেদে নাগো সজনী এতদিনে পরমাদ ভেল।
জীবন যৌবন মনে সমাধান দিল ॥ ধ্রু ॥

রাধিকা বলেন শুন বেদনি বড়াই।
তোমা সম হিতাসি আমার কেহ নাঞি ॥
কহিব কাহার আগে উপসন্ন কাজ।
জুগুপ্সিত কথা তাহে কহিতেই[1] লাজ ॥
মুখে না নিস্বরে যত মনের বিচার।
ঘরে পরে শুনিলে করিব ছার ছার ॥
অতেব এ নিন্দ কথা কাহারে কহিব।
জীবনের কাজ[2] নাঞি জীবন তেজিব ॥
মরণের ধিক মনে এই বড় ভয়।
তিনজনে অনুরাগ জন্মিল বিস্ময় ॥
কীর্ত্তিদা জননী কান্ত কীর্তিবিধায়িনী।
বৃষভানু পিতা যেন মধ্যাহ্ন দ্যুমণি ॥
পিতৃকুলে শ্বশ্রূকুলে শঙ্খেন্দু নির্ম্মল।
বিষদ জলের ধারা যেন গঙ্গাজল ॥
সতী কুলবতী মোর খ্যাতি ক্ষিতিতলে।
প্রশংসা প্রশংসে মোরে মথুরামণ্ডলে ॥
দেবঋষি উপদেশে গৃহে স্বতন্তরা।
দুই কুলে রাখে মান গর্ব্বিতের পারা ॥
হেন আমি শ্রীরাধিকা রাজার নন্দিনী।
কি কার্য্যে রাখিব প্রাণ হঞা কলঙ্কিনী ॥
এতকাল দিল ধর্ম্ম কর্ম্ম কুল শীলে।
এ তিন পুরুষে রতি হৈল এককালে ॥

১ শুনিতেই ২ কার্য্য

আপনার প্রাণ সেহো হৈল পরবশ।
বুঝিঞা না বুঝে আর যশ অপযশ॥
নীত বুঝাইঞা যত ফিরাইতে চাই।
নদীর বন্যায় যেন না মানে দোহাই॥
যেই ক্ষণে কৃষ্ণনাম শ্রবণে শুনিল।
জীবনে জীবন যেন মিশাঞা রহিল॥
নামের আনন্দে প্রাণ কান্দে উভরায়।
চকোর পাইঞা সুধা ইন্দু সঙ্গ চায়॥
মনের আরতি নাম গাই নিরন্তরে।
অন্য কথা কহি সেই কৃষ্ণনাম সুরে॥
এই এক উপসর্গ বড়ই প্রমাদ।
দেখিঞা চিত্রের রূপ বাঢ়িল উন্মাদ॥
শরীরে না ধরে রূপ আবেশের ভর।
চমকি চমকি প্রাণ উঠে নিরন্তর॥
নয়ানে লাগিল প্রিয় অন্তরের পারা।
অন্তরে জন্মিল ভয় পাছে হয় হারা॥
দেখিলে আকুল প্রাণ ধরিতে না পারি।
পরবশ হৈল রূপ না দেখিলে মরি॥
নআন মুন্দিঞা রহি ঔদাস্য অন্তরে।
আগে বার দিঞা থাকে হৃদয় ভিতরে॥
সম্ভ্রমে সে রূপ সঙ্গে হয় দরশন।
বল দেখি কোন ছলে মুরুছিব মন॥
কুল শীল সঙ্গে কত করিব উপায়।
জীবন রহিতে রূপ পাসরা না যায়॥
অতেব এ রূপে এত জন্মিঞাছে রতি।
যে বলু সে বলু লোকে সেই প্রাণপতি॥
এই সে নিশ্চয় করি আছিলুঁ অন্তরে।
চিত্ত বিত্ত হরি নিল মুরুলির স্বরে॥
নিজ গুণ নিকরে মোহিত কৈল বাঁশী।
শ্রবণ বিবর পথে দেহ-গেহ পশি॥

চিত্ত বিত্ত হরি নিল না যায় বাহিরে।
মুরুলি বিষম চোর করিল তোমারে॥

॥ যথা

নিজগুণনিকুরম্বৈর্মোহয়ন্তি সুসাধন-
শ্রুতিবিবরপদ্‌ভ্যাং দেহগেহং প্রবিশ্য।
বহির্বয়িতুনশক্তুং চিত্তবিত্তং গৃহীত্বা
রজনীবৃজিননাসি চৌরবংশীনিনাদঃ॥

সতী সাধে দুয়ার বাহিরে নাহি যাই।
প্রাঙ্গণে লোকের ছায়া দেখিঞা ডরাই॥
চমকিঞা উঠে প্রাণ শুনি বড় রা।
দেহলী বাহির হৈলে ডরে হালে[১] গা॥
সখী সঙ্গ বিনু একা নাহি বসে ঘরে।
উভমুখে নাহি চাহি কুলোকের ডরে॥
এতকালে মুরুলি সকল কৈল হারা।
লাজ ভয় নাহি আর হৈলুঁ স্বতন্তরা॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম কুলক্রিয়া লাজ কাজ সনে।
মোর অবিদায়ে সব গেল বৃন্দাবনে॥
কহিঞা যাইত যদি সেই ছিল ভাল।
কঠিন পরাণ তেঞি শরীরে রহিল॥
সভে অবশিষ্ট তনু প্রাণ আছে তায়।
সোঁতের সিউলি যেন থির নাহি পায়।
তিনজনে হৈল প্রীত এক হৈল প্রাণ।
বিষম সমস্যা ইথে[২] নাহি সমাধান॥
দুই নৌকা আরোহণে না হয় কুশল।
দুই রাজা সেবে তার সদা অমঙ্গল॥

১ সব ২ তায়

তুই জাতি যুক্ত হৈলে যায় কুলাচার।
তুই দেব উপদেশে না তরি সংসার॥
তুই মন হৈলে গৃহকর্ম্ম নাহি রয়।
তুই শক্র পুরুষের জীবন সংশয়॥
তুই নারী পুরুষের সদা বিসম্বাদ।
ততোধিক দেখ এই আমার প্রমাদ॥
কাহারে ভজিব আমি কারে পাসরিব।
এক তনু এক প্রাণ কারে সমর্পিব॥
এক দোষে কষ্ট পায় দ্বিতীয়ে সংশয়।
ত্রিদোষ হইলে প্রাণ রহিবার নয়॥
কফ পিত্ত বাত যদি সমবল ধরে।
লক্ষ চিকিৎসক তার কি বলিতে পারে॥
নিদান বলিঞা তার বলিএ সঙ্গতি।
সেই এই দশা মোর হইল সংপ্রতি॥
ঔষধের ক্রিয়া তাহে[১] মোক্ষ রসায়ন।
চিকিচ্ছা আমার এই যত সখীগণ॥
কৃষ্ণনামপরায়ণ রটুক রসনা।
রূপ হেরি নয়নের পুরুক বাসনা॥
শ্রবণে শ্রবণ করু মুরুলি বাখান।
তনু ত্যাগ হয় যেন আরাধ পরাণ॥

॥ যথা বিদগ্ধমাধবে॥

একস্য শ্রুতিমেব লুম্পতি মনঃ কৃষ্ণেতি নামস্বাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যে বংশীকলম্।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্ম্মনসি মে লগ্নং পটদ্বিক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক পুরুষত্রয়ে রতির ভূন্নন্যোমৃতি শ্রেয়সী॥

সৎকার করিহ কেলি কদম্বের মূলে।
তর্পণ করিহ মোর কালিন্দীর জলে॥

১ তার

আমার সাধনে সভে যাবে বৃন্দাবন।
প্রতিকুঞ্জে রাধা নাম করিহ লিখন॥
শুনিঞা সকল সখী কান্দে উভরায়।
প্রণয় পাইঞা কেহো অবনী লোটায়॥
পরশুরামের কাষ্ঠপাষাণ পরাণে।
তথাপি সে সব দশা না হয় লিখনে॥

সুই রাগ

বিনোদিনী গো রাই শুন উপদেশ।
জগতে কৃষ্ণের কথা বড়ই সন্দেশ॥ ধ্রু॥

রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বল বারম্বার।
অন্তরে জানিহ এই অনিত্য সংসার॥
যে পুনি মায়িক কর্ম্ম না করিলে নারি।
কর পদ নিযোজিঞা মুখে বল হরি॥
জীবন যৌবন সভে দিনা দুই তিঁন।
সুখলেশ নাহি নিত্য বিরহ প্রবীণ॥
তাহে সব সুখময় বৈষ্ণব গোসাঞি।
প্রেমের আনন্দ রঙ্গে পাপ তাপ নাঞি॥
হেন সাধুজন সঙ্গে যতক্ষণ যায়।
স্বর্গভোগ মোক্ষ পক্ষ তুল্য নাহি তায়॥

॥ যথা শ্রীভাগবতে॥

তুলয়ামলবে নাপি ন স্বর্গং না পুনর্ভবম।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিস॥

বড়াই বলেন কথা শুন সর্ব্ব সখী।
হেন বিপরীত আমি কভু নাহি দেখি॥
কি কথা কহিল রাই কি বুঝিলে তুমি।
কেনে বা লোটাঞা কান্দ না বুঝিল আমি

যে কহিল পুণ্যপুঞ্জ শিরোমণি রাই।
কোটিকল্পে সে ভাবের স্পর্শ যদি পাই॥
এ তিন ভুবনে প্রেমপাত্রী এই ধনি।
এই সে কৃষ্ণের প্রিয় প্রিয়াশিরোমণি॥
এই সে জানিল দুরারাধ্য মহাভাব।
ইহাকে সে বলি মোক্ষ ভাবের স্বভাব॥
নিত্যকৃষ্ণপ্রিয়া সুষ্ঠকান্তস্বরূপিণী।
চিদানন্দরূপে এই নিত্যআহ্লাদিনী॥
অন্যথা এরূপ প্রেমা নাহি তিন লোকে।
আনন্দে বিলস কেন কষ্ট পাহ শোকে॥
রাধার সঙ্গানুসঙ্গী সর্ব্বভক্তিসার।
যে নাম সংসর্গে হয় প্রেমের সঞ্চার॥
ধন্য তার দেহ গেহ ধন্য সে জীবন।
যেই আরাধিল শ্রীরাধিকা চরণ॥
তবে যে সন্দেহ কর সেহ কিছু নয়।
প্রথম দশার প্রেম এই মতি হয়॥
আদৌ শ্রদ্ধা হয় কৃষ্ণনাম শ্রবণে।
ততোধিক রুচি হয় রূপনিরীক্ষণে॥
নামরূপ গুণে হয় যতেক প্রণয়।
মুরুলি শ্রবণে তার ততোধিক হয়॥
যার নাম কৃষ্ণ সেই নন্দের নন্দন।
তার অনুরূপ পটে পাইলে পরশন॥
সেরূপ নয়নানন্দ ত্রিভঙ্গ ললিত।
তাহার চেতনা চোরা মুরুলির গীত॥
প্রণয় দেখায় যত সেহো তার ভাবে।
অন্তরে উদয় করে সেই যথা লাভে॥
বিষাধিক বিশেষ বিষম কভু হয়।
কভু সে সুধার সারে পুরএ হৃদয়॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কভু করে তৃণ।
কভু সর্ব্বেশ্বর করে কভু উদাসীন॥

কভু সৌভাগ্যের ভর শরীরে না ধরে।
সে নন্দনন্দনের প্রেমা কত নাট্য করে॥
যাহার অন্তরে জাগে কৃষ্ণপ্রেমরতি।
সেই সে বিক্রম জানে জগ বক্রগতি॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ[১] ॥

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃসন্দেন মুদাং সুধা মধুরিমোহঙ্কার সঙ্কোচন।
প্রেমা সুন্দরী নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

হেন প্রেমধনে ধনি বৃষভানুসুতা।
আমি কি বুঝিব[২] তাহে কি কহিব কথা॥
মূর্চ্ছিত আছিলা রাই সজনীর কোলে।
চমকিত হৈলা পুন বড়াইএর বোলে॥
পদ ধরি বলি মোরে অনুকূল হও।
প্রাণসঞ্চারিণী কথা আর কিছু কও॥
জ্ঞানমাত্র নাহি ছিল আমার অন্তরে।
তুমি সঞ্চারিলে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে॥
শুনিঞা ভরসা হৈল তোমার বচন[৩]।
বাখানিঞা কহ মোরে ভাববিবরণ॥
কি বা সে ভাবের কথা কোনরূপ হয়।
প্রতিদেহে ভিন্নরূপ এক কেন[৪] নয়॥
কহ বিবরিঞা মোরে[৫] সকল শুনিব।
হইলুঁ তোমার বশ যতদিন জিব॥
বড়াই বলেন যদি লক্ষ তনু ধরি।
প্রতিজন্মে তব পদে নির্ম্মঞ্ছন করি॥

১ খ-পুঁথিতে "যথা বিদগ্ধমাধবে"   ২ বলিব   ৩ তিনে একজন
৪ মন   ৫ আমি

কায়মনোবাক্যে মন সঁপি তুয়া পায়।
তথাপি তোমার গুণ সাধা নাহি যায়॥
কত পুণ্যবতী এই বরজরমণী।
সখীভাবে হৈলা যার রাধাশিরোমণি॥
তিন লোকে রাধা ধন্য যাথে বৃন্দাবন।
তাহে যত পশুপক্ষী সকল জীবন॥
না জানি আমার পূর্ব্বভাগ্য ছিল কত।
দেখিল তোমার তনু মহাভাবযুত॥
কহিল কথন নহে ভাবের আখ্যান।
যার আছে সেই বুঝে নাহি জানে আন॥
ভৌতিক শরীর চিত্ত একমত নয়।
চিত্ত অনুসারে ভাব ভিন্নাভিন্ন হয়॥

॥ যথা রসামৃতসিন্ধৌ ॥

এতেন সহজেনৈব ভাবেনানুগতা রতিঃ।
একরূপাপি যা ভক্তের্বিবিধা প্রতিভাত্যসৌ॥

স্বাভাবিক ভাব এক আর বিভাবনা।
আগন্তুক সঙ্গ করি ত্রিবিধ গণনা॥
যারে বলি স্বাভাবিক সদা রাগযুত।
অন্তরে বাহিরে রঙ্গ মঞ্জিষ্ঠার মত॥
অন্য অন্য গুণ দ্রব্য যদি তায় ভজে।[১]
তন্ময় হইঞা তোয় অধিক বিরাজে॥

॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু[২] ॥

ক্বচিৎ স্বাভাবিকো ভাবঃ কশ্চিদাগন্তুকঃ ক্বচিৎ।
বস্তু স্বাভাবিকো ভাবঃ স ব্যাপ্যান্তর্বহিঃ স্থিতঃ॥

১ মূল্য গুণ দ্রব্য যদি যত্নতায় ভজে। ২ উভয় পুঁথিতেই গ্রন্থের নামোল্লেখ নেই

মঞ্জিষ্ঠাদ্যৈ যথা দ্রব্যে রাগস্তন্ময় ঈক্ষ্যতে।
অত্র স্যান্নামমাত্রেণ বিভাবস্য বিভাবতা॥

বিভাবনা যার নাম আহার্য্য বিশিষ্ট।
ভাবিলে উদয় করে রসে হঞা নিষ্ঠ॥
যদি সেই বিভাবনা সর্ব্ব ভক্তি ধর্ম্ম।
আহারজনক কিন্তু অন্যে অনুকর্ম্ম॥

॥ যথা ॥

তৈস্তৈর্বিভাবৈরেবায়ং ধীয়তে দীপ্য তেঽপি চ
বিভাবনাদিবৈশিষ্ট্যাদ্ভক্তানাং ভেদতস্তথা।
প্রায়েণ সর্ব্বভাবানাং বৈশিষ্ট্যমুপজায়তে॥

যারে বলি আগন্তুক ইষ্টের চরিতে।
অকস্মাৎ ব্যক্ত হয় কহিতে শুনিতে॥
যে মত বিশদ পটে রক্তিমাদি লেখি।
আগন্তুক বৈকারাদি সেই পটে দেখি॥

॥ যথা ॥

আগন্তুকস্য যো ভাবঃ পটাদৌ রক্তিমেব সঃ।
বিবিধানাস্তু ভক্তানাং বৈশিষ্ট্যাদ্বিবিধং মনঃ॥

এ তিন প্রকারে ভাব করেন উদয়।
সেইভাবে কোন দেহে ব্যক্ত নাহি হয়[১]॥
গরিষ্ঠ গম্ভীর আর লঘিষ্ঠ কর্কশ।
চতুর্ব্বিধা চিত্ত এহো শুনে ইষ্ট যশ॥
তথাপি সে দেহে নহে ভাবের বিকার।
শুন সর্ব্ব সখী এই চিত্তের বিচার॥

---

১ কেনে নয়

॥ যথা ॥

চিত্তে গরিষ্ঠে গম্ভীরে মহিষ্ঠে কর্কশাদিকে।
সম্যগুন্মীলিতাশ্চামী ন লক্ষ্যন্তে স্ফুটং জনৈঃ॥

গরিষ্ঠ চিত্তের অর্থ স্বর্ণপিণ্ড ভানে।
নিজ অহঙ্কারে অন্য ভক্ত নাহি মানে॥
আমি মূল আমি কূল আমি সভা শত।
আমি যোগ্য উপদেষ্টা আমি ভাগবত॥
আমি ধনী আমি গুণী আমি সে সুন্দর।
কে আছে অপর ভক্ত আমার দোসর॥
এই সব অহঙ্কার করে মনে মনে।
ভাবের বিকার নাঞি ইহার কারণে॥
গম্ভীর চিত্তের অর্থ সিন্ধুসম[১] গণি।
না শুনে বৈষ্ণবকথা আমি সব জানি॥
যে কিছু আপনে জানে তাহো নাহি করে।
অনুষঙ্গে যদি শুনে আবেশ না ধরে॥
কে বুঝে আমার কথা কহিব কাহারে।
কে আছে এমত জ্ঞাতা কহিব আমারে॥
ভক্তমুখে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ শুনিঞা।
বদত ব্যাখ্যাত করে বাদার্থ কল্পিঞা॥
গম্ভীর গৌরবে কিছু আপনে না কয়।
এই হেতু সেই দেহে বিকার না হয়॥
লম্বিষ্ঠ চিত্তের অর্থ যেন তুলারাশি।
না ডুবে ইষ্টের রসে বুলে ভাসি ভাসি॥
শ্রবণে যে শুনে তাহা না রাখে অন্তরে।
লীলার নিত্যতা মনে বিশ্বাস না করে॥
বিশ্বাস যে করে তাহে না করে আবেশ।
মনে জানে কথামাত্র কহে সর্ব্বদেশ॥

১ -হেন

অন্তর অসার তার শুনিঞা না শুনে।
বিকার না হয় ভাব এই সব গুণে॥
কর্কশ চিত্তের অর্থ কঠিন অন্তরে।
বজ্র স্বর্ণ জতু[1] প্রায় এ তিন প্রকারে॥

॥ যথা ॥

কর্কশং ত্রিবিধং প্রোক্তং বজ্রং স্বর্ণ তথা জতু
চিত্তত্রয়েঽত্র ভাবস্য জ্ঞেয়া বৈশ্বানরোপমা॥

চিত্তত্রয়ে কৃষ্ণকথা হন বৈশ্বানর।
উপযুক্ত তাপে তার দ্রবান অন্তর॥
চতুচিত্ত দ্রবীভূত হয় তাপলেশে।
বিরমিলে আপন স্বভাব ধরে শেষে॥
পুন শুনে পুন দ্রবে পুন দৃঢ় হয়।
কর্কশ অন্তর তার আর্দ্র কভু নয়॥
যদৃচ্ছাতে সাধুসঙ্গে থাকে ক্ষণ।
তৎকালে বিকার যেন শুদ্ধসত্ত্ব মন॥
সাধুসঙ্গ ছাড়া হৈলে সে সব পাসরে।
সঙ্গানুসঙ্গিনী তারে আত্মসম করে॥
সুবর্ণ চিত্তের কথা বহু তাপ দিলে।
বায়ু নিবারণ আর বায়ু অনুকূলে॥
অনুকূল বায়ু তার হন ভক্তবৃন্দ।
ভাবের উত্তাপে ভাগে নয়নারবিন্দ॥[2]
ভাবাগ্নি শোধনে তনু হয় নিরমল।
কান্তমূর্ত্তি ধরে যেন করে টলবল॥
পুন বৈষজ্ঞক বৃত্তি পাসরিতে নারে।
শুদ্ধকান্ত মূর্ত্তি হয় কঠিন অন্তরে॥

১ ভূত ২ খ-পুঁথিতে এই পঙ্‌ক্তি নেই

শুধিতে শুধিতে পায় কুন্দনের ভাব।
অগ্নি বিনে হৈতে পারে কোমল স্বভাব॥
আপনে সে সব গুণ করে আলোচন।
মুখবাষ্পে আর্দ্র হয় যেমত কুন্দন॥
বজ্রের উপামা করি যাহার অন্তর।
অগ্নি অভ্যন্তরে যদি রাখি নিরন্তর॥
অত্যন্ত তাপিয়ে যদি প্রবল সমীরে।
মাদ্রত না হয় সেই কর্কশ শরীরে॥
আজন্ম প্রকৃতি যদি কৃষ্ণকথা শুনে।
জল না প্রবেশে যেন কঠিন পাষাণে॥
অন্য চিত্ত[১] সাধিবারে আছএ উপায়।
বজ্রসম চিত্ত কভু সাধা নাহি যায়॥
মথুরামণ্ডলে আছে যত পুরজন।
তার মধ্যে বজ্রচিত্ত মল্ল গোবর্দ্ধন॥

॥ যথা ॥

অত্যন্তকঠিনং বজ্রমকুতশ্চন মার্দ্দবম্।
ঈদৃশং তাপসাদীনাং চিত্তং তাবদবেক্ষতে॥

কোমল ত্রিবিধা চিত্ত পুষ্পমধু যেন।
নবনীত হয় ভাব অমৃতের হেন॥
এই তিন চিত্তের ভাব সূর্য্যাতপ পায়।
শুনিতে স্বভাববৃত্তি আতপে মিলায়॥
তপন দর্শনে যেন কমল প্রকাশে।
স্বভাব মধুর মধু আলোয় আবেশে॥
নবনী পাইঞা তাপ আপ্যায়িত হয়।
কহিতে শুনিতে দৈবে হয় দ্রবময়॥

১ চিত্র

অমৃত চিত্তের কথা কে কহিতে পারে।
সহজে সুধার তুল্য নাহিক সংসারে॥
আপনে তারল্য সদা আপনার গুণে।
তথাপি স্বভাববৃত্তি ইষ্টলাভ শুনে॥
ছাড়িঞা সতের সঙ্গ ক্ষেণেক না রয়।
প্রবীণ হইলে শুনে অপ্রবীণে কয়॥
নয়ন মুদিলে পায় রূপদরশন।
তথাপি অভাব ভাব করে আলোচন॥

॥ যথা ॥

কোমলঞ্চ ত্রিধৈবোক্তং মদনং নবনীতকম্।
অমৃতঞ্চেতি ভাবোঽত্র প্রায়ঃ সূর্য্যাতপায়তে
দ্রবেদত্রাদ্যযুগলমাতপেন যথাযথম্।
দ্রবীভূতং স্বভাবেন সর্ব্বদৈবামৃতং ভবেৎ॥

এতকাল এই সব কথা কহি শুনি।
সুধারস বলি এই রাধা বিনোদিনী॥
মহাভাব আদি যত প্রেমের বিচার।
রাধার শ্রীঅঙ্গ সর্ব্ব রসের আধার॥
সার সুষ্ঠ কলা[১] এই শুন সখীগণ।
প্রেমভক্তি সঞ্চারিতে রাধার চরণ॥

॥ যথা বিল্বমঙ্গলেন ॥

যা শেখরে শ্রুতিঃ গিরাং হৃদি যোগভাজাং
পাদাম্বুজেষু সুলভা ব্রজসুন্দরীণাম্।
সা কাপি সর্ব্বজগতামভিবানসীমা
খেমাযবো ভবতু গোপকিশোরমূর্ত্তিঃ॥

১ কথা

পৌর্ণমাসী দেবী যবে কহে এত কথা।
কৃতাঞ্জলি হঞা তারে জিজ্ঞাসে ললিতা॥
ভাব হৈলে মহাভাব শান্তচিত্ত হঞা।
তার বাঢ়া কত সুখ প্রেমভক্তি পাঞা॥
আপনা আপুনি ইহা ভেদ না জানিল।
তুমি শিক্ষাজ্ঞানগুরু তেঞি জিজ্ঞাসিল॥
বড়াই বলেন সভে তুমি ইহা জান।
সানুরাগে শান্তি হবে তেঞি পুন শুন॥
যেমন দরিদ্র লোক স্পর্শমণি পাঞা।
অপর লভিতে চেষ্টা করে ব্যগ্র হঞা॥
এক বা অনেকে তার সমফল ধরে।
জানিঞা শুনিঞা চিত্ত নিবারিতে নারে॥
কহিল কথন পুন কহে আপ্তগণে।
শুনিল কাহিনী যেন কভু নাহি শুনে॥
নূতুন নূতুন সাধ করে অনুক্ষণ।
সতের সংসর্গ সদ এই আচরণ॥
যে ঘটে হইঞা থাকে ভাবের বসতি।
যার প্রতি কথা রত যে মত আসতী॥
এইরূপে আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণ অনুরাগী।
অন্য জনে অনুমান তুমি ফলভাগী॥

॥ যথা শ্রীভাগবতে ॥

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গেবদর্থ বাণীশ্রুতি চেতনা সামপি।
প্রতিক্ষণং নববেদচ্যুত যস্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্ত্তা॥

ভাবে দৃঢ়তর হৈলে হয় মহাভাব।
নিরন্তর তনে মনে ইচ্ছা ইষ্টলাভ॥
মহাভাব প্রেমে করি ঈষত অন্তর।
সহস্র কিরণে যুত যেন দিবাকর॥

কিরণ কারণ সূর্য্য করণে বুঝায়।
ভাব হৈলে মহাভাব প্রেম বলি তায়॥
প্রেমের স্বভাব শুন কহি সমাধিঞা।
সোনায় সোহাগা যেন রহে মিশাইঞা॥
[১]রাগের অনিল অনুরাগের আগুনে।
সোহাগে মিলাঞা যায় সুবর্ণের সনে॥
পুন সে পশ্চাতোহর বস্তু যদি চায়।
কান্তমূর্ত্তি স্বর্ণ দেখে সোহাগা না পায়॥
এই মতে প্রেমী লোক কৃষ্ণবন্ধু পাঞা।
আপনার প্রেমরূপে রাখে মিশাইঞা॥
যদি কালে বাহ্যদৃষ্টে হয় অদর্শন।
প্রলয়েহো নাহি ছাড়ে চিত্ত সম্মিলন॥
কথায় সমাধা এই কহিল তোমারে।
আপনার মন আর ফিরাইতে নারে॥
এই মহাভাব ভেদ কহি প্রেম সনে।
আচার বিচার কথা ব্যভিচার জনে॥
শ্রবণাদি নয় যত লেখে ভক্তি অঙ্গ।
ভাব সমন্বয় নাহি ব্যভিচার সঙ্গ॥
নবধা ভক্ত্যঙ্গ ভজে সেই সে বিচার।
বেদবিধি মার্গে ভজে সেই সদাচার॥
এ দুই ভাবের কথা সমস্তেই জান।
ব্যভিচারে ভাব ভক্তি কহি কিছু শুন॥
সহমান হবে যত আছেন যে বাধা।
পিসুনের পরাভবে বলিষ্ঠ সংপ্রদা॥
সহজে সভার শ্যামে জন্মিঞাছে রতি।
ভাবে পূর্ণ রসাম্বুধি রাধার সঙ্গতি॥
শুনিঞা পরশুরামের বাড়িল আনন্দ।
অভিপ্রায় কথা প্রেম ভক্তি অনুবন্ধ॥

১ পরবর্তী দুই পঙক্তি তৃতীয় অধ্যায়ের (পৃষ্ঠা ৫৩) দুটি পঙক্তির প্রায় অনুরূপ।

দশম অধ্যায়

রাগ করুণাশ্রী[1]

আরে বল ভাল জয় হরি হরে ॥ ধ্রু ॥

চন্দ্রাবলীর এক সখী নাম পদ্মাবতী।
দেখিল শুনিল যত সখীর সংহতি ॥
আসিঞা মিশাঞা ছিল রমণীমণ্ডলে।
অলখিতে চররূপে গেলা হেনকালে ॥
পথে যাইতে পদ্মাবতীর চরণ না চলে।
অবশ হইল তনু রসের হিল্লোলে ॥
দেখিল যতেক ভাব যতেক শুনিল।
রসের পরাণে সব বসতি করিল ॥
করজোড়ে দাণ্ডাইলা চন্দ্রাবলীর আগে।
কহিতে না পারে কিছু কৃষ্ণ অনুরাগে ॥
চন্দ্রাবলী বলে আগে আস্য প্রাণসখী।
একরূপে গেলে কেনে অন্যরূপ দেখি ॥
নয়ন অঞ্জন ধৌত লাগ্যাছে বসনে।
অধরে বেপথু কম্বুকণ্ঠ দোলে কেনে ॥
পুলক সঞ্চরে ঘন ভগ্ন হৈল স্বর।
কহ কহ প্রাণসখী শুনি আবান্তর ॥
পদ্মাবতী বলে আর কি কহিব কথা।
সর্ব্বথা[2] সাধিল শ্যাম বৃষভানুসুতা ॥
সকল সুন্দরীবৃন্দ হঞা এক মেলি।
কৃষ্ণকথা মহোৎসবে মহারসকেলি ॥
উপাধ্যায়রূপে তথা আছে পৌর্ণমাসী।
কানুর প্রেসিত যেন অভিপ্রায় বাসি ॥

১ ক-পুঁথিতে 'রাগ করুণায় গীয়তে।' ২ সর্ব্বদা

যতেক রসের উক্তি করে সখীগণ।
পৌর্ণমাসী দেবী করে সর্ব্ব সম্বোধন॥
নানা কথা কহে বুড়ি ভাব বাঢ়াইতে।
সর্ব্বসখী যত্নবান রাধিকা সাধিতে॥
একান্তে হইলা রাধা শ্যামের শরণে।
লইঞা সুন্দরীবৃন্দ যাত্যে বৃন্দাবনে॥
তুমি চন্দ্রাবলী ব্রজে মুখ্য যূথেশ্বরী।
আগে চল বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বশ করি॥
যদি জান[1] চিত্ত বদ্ধ গোবিন্দের গুণে।
প্রকটের কোন কার্য্য অন্যের সাধনে॥
যে আগে ভেটিব কৃষ্ণ সেই মুখ্য পক্ষ।
পশ্চাতে না ভজে কেনে সখী লক্ষ লক্ষ॥
তাহাতে তোমার রূপ মাধুর্য্যের সীমা।
কি করিব তারাবলী উপরে চন্দ্রিমা[2]॥
চন্দ্রাবলী বলে সখী এই যুক্তি বটে।
তথাপি যাইব আগে রাধার নিকটে॥
আপ্তরূপে কুলধর্ম্ম নীত বুঝাইব।
সহজ গঞ্জনারূপে প্রকারে বেঞ্জিব[3]॥
উদ্যম ঔদাস্য তার করিঞা সন্ধানে।
নিজ যূথ লঞা যেন যাই বৃন্দাবনে॥
পদ্মাবতী বলে তবে ব্যাজে নাহি কাজ।
রাধারে রাখিলে [illegible] সখীর সমাঝ॥
সখী পাঁচশতী সঙ্গে চন্দ্রাবলী সাজে।
রতনমঞ্জীর পায় রুনু[4] ঝুনু বাজে॥
তড়িত লতিকা যেন পথে চলি যায়।
অবিলম্বে উত্তরিলা সুন্দরী সভায়॥
অভ্যুত্থান কৈল যত নিতম্বিনীগণ।
আস্য আস্য বলি রাধা দিল আলিঙ্গন॥

১ বল   ২ চন্দ্রমা   ৩ বঞ্চিব   ৪ ঝুনু

ললিতা বিশাখা আদি কৈল কৃতাঞ্জলি।
পৌর্ণমাসীর পদধূলি নিল চন্দ্রাবলী॥
সাযুজ্য বলিলা[১] ধনি রাধার সহিতে।
প্রবন্ধ করিঞা কথা লাগিলা কহিতে॥
রাধামুখ নেহারিঞা মৃদুমন্দ হাস।
চাতুরি করিঞা নিজ মুখে দিল বাস॥
যার অংশে সরস্বতী অংশী সত্যভামা।
কে বর্ণিতে পারে তার চাতুর্য্যমহিমা॥
পরশুরামের মনে এই উঠে ভয়।
কৃষ্ণানুসন্ধান সুখে পাছে রাধা হয়॥

রাগ ভাঠ্যারি

বড়ি[২] সে বিষম জ্বালা।
তার সনে না কয়্য কথা
যার বরণ চিকণ কালা॥ ধ্রু॥

চন্দ্রাবলীর আগমনে সুখী হৈলা রাই।
সহজ সদগুণাশ্রিতা হিংসা মাত্র নাঞি॥
করুণা কারণময়ী যুক্তিদা দুহিতা।
কৃষ্ণসম অষ্টাদশ দোষবিবর্জ্জিতা॥
স্বাগত কুশল আগে পুছিঞা সাদরে।
সম্পুটের পর্ণ দিতে কহিল সখীরে॥
মধুর মধুর ভাষে বলে সুধামুখী।
রাত্রিযোগে অভিসার বড় কৃপা দেখি॥
চন্দ্রাবলী বলে বসি বাজাইতে বীণা।
রহিতে নারিল[৩] ঘরে সমাচারশূন্যা॥
অকথ্য কথন পাছে শুনি কর রোষ।
আমি সে তোমার আপ্ত না কহিলে দোষ॥

১ বসিলা ২ বড় ৩ নারিলাম

কহিতে কে কিবা বুঝে সেই শঙ্কা হৈল।
প্রসঙ্গে কহিব আগে তোমারে দেখিল॥
রাধিকা বলেন হেথা পাষণ্ডরহিত।
হাসি খেলি নাচি গাই সময় উচিত॥
বহিরঙ্গ কেহো নহে আপ্তবৃন্দে মেলা।
প্রসঙ্গ কহিতে সখী এই ভ্যাল বেলা॥
কখন আসিবে তুমি আমি কবে যাব।
সাক্ষাতের কথা কেনে পরোক্ষে শুনিব॥
চন্দ্রাবলী আমি[১] ইহার লাগিঞা।
আপনে কহিব কথা নিরপেক্ষ হঞা॥
রাধা চন্দ্রাবলী সমা বলে সর্ব্বলোক।
তোমার নিন্দায় দৈবে মোর হয় শোক॥
তুয়া অপযশে[২] কুৎসা যশে যশস্বিনী।
ইহার কারণে এত কহি হিত বাণী॥
শুনিল লোকের মুখে মন্দিরে বসিঞা।
জাতি কুলশীল নাকি দিবে[৩] ভাসাইঞা॥
একে কুলবতী সতী খ্যাতি ক্ষিতিতলে[৪]।
কেনে সর্ব্বনাশ কর পিশুনের বোলে॥
আপ্ত বলি যারে বল গোকুল নগরে।
ছিদ্রের সন্ধানী প্রতিকূল ঘরে ঘরে॥
সাজাঞা কাছাঞা আগে নৌকায় চড়ায়।
পরিণামে লঞা মধ্য পাথারে ভাসায়॥
সরল হৃদয় তোমার ছন্দ নাহি জান।
আপনার চিত্ত যেন সভাকারে মান॥
যেরূপ যে সর্ব্ব লোক আমি সর্ব্ব জানি।
পসিঞা পরের পেটে কহো প্রিয়বাণী॥
এই কথা কত লোক কহিল আমায়।
উঠিঞা যাইতে[৫] পুন পথ নাহি পায়॥

---

১ আসি ২ অবযশে ৩ দিলে ৪ মহিতলে ৫ আসিতে

তোমারে পাইল লোক সরল হৃদয়।
যেই উপদেশ দেই সেই কথা রয়॥
পর ভুলাইতে লোক নানা কথা জানে।
বিচার করিঞা দেখ আপনার মনে॥
চঞ্চল না হয়্য রাই শুন যুক্তি সার।
সধর্ম্ম ছাড়িঞা কেনে কর ব্যভিচার॥
যদি বল শ্যামরূপে কেবা নাহি ভুলে।
সেহো কথা অল্প সাধ্য চিত্ত দঢ়াইলে॥
মন বড় ক্ষিপ্তবান যেন মত্ত[1] হাথি।
সকলে সঞ্চরে ভাব নাহি অব্যাহতি॥
পবনের গতি জিনি মনের গমন।
লালসে না মানি[2] ধৈর্য্য ফিরে অনুক্ষণ॥
নিজ দৃঢ় জ্ঞান তাহে করিঞা নিয়ল।
প্রতিপদে বান্ধে সেহো হস্তী মহাবল॥
শান্তি অংকুশ করি তীক্ষ্ণতার ধার।
সুধর্ম্ম মাহুত শিরে করএ প্রহার॥
জাতিকুলশীল সেনা রাখে চারিভিতে।
প্রতিষ্ঠ প্রহরী লোক লজ্জাঅস্ত্র[3] হাথে॥
দৈবেই বাঞ্ছিত বাঞ্ছা চলিতে না পায়।
নীত ধর্ম্ম পথে সেই যথা লঞা যায়॥
তবে যদি বল এত করিতে নারিব।
যে বলু সে বলু লোক কাহ্নুতে[4] ভজিব॥
অনেক চাতুরী চাহি পরের পিরিতে।
নিমিষে কে না পারিবে লাজ লুকাইতে॥
একে সে কিশোরী বালা নবীনা যৌবনা।
সপতি পতির সঙ্গে ব্রতপরায়ণা॥
নবীন বএস সেহো কিশোর কানাঞি।
শিশুকাল হৈতে তার লাজ ভয় নাঞি॥

---

১ মাতা ২ মানে ৩ -মন্ত্র ৪ কাহ্নুরে

পথে যাইতে যুবতী দেখিঞা পাশে পাশে।
লোকলজ্জা নাহি তার ঘন ঘন হাসে॥
দেবতা দানব কাঁপে যে কংসের ডরে।
গাএর গরবে তারে তৃণজ্ঞান করে[১]॥
নবীন লম্পট বড় ধৈর্য্য গন্ধ নাঞি।
কার্য্য বিনে কুচ্ছাবাদ হব ঠাঞি ঠাঞি॥
যেই ক্ষণে কাহ্নু সঙ্গে পিরিতি করিবে।
সঙ্গোপনে নিমিষেক রাখিতে নারিবে॥
নাহি প্রীত বাঢ়াইতে আগে বায়ু[২] জানে।
গোকুলে গোয়ালাকুল কহে কানে কানে॥
তারা সব হাটে ঘাটে করে কানাকানি।
গুপতে না রহে প্রীত হএ জানাজানি॥
কোন সুখ লাগিঞা দুর্ল্লভ যশ যায়।
হাসিঞা বসিতে নারি কুটুম্ব সভায়॥
নিরমল কুলশীল যশে লাগে কালি।
গৃহে গুরুজনের চক্ষুর হএ বালি॥
হাসিঞা সম্ভাষ নাহি করে ঘরে পরে।
নিরন্তর ধকধকি কুলোকের ডরে॥
যে পুন অধীন লোক সেহো তারে তাজে।
সহনে না যায় কথা শেল হেন বাজে॥
বরঞ্চ শেলের ঘাত[৩] সহে পোড়া গায়।
লোকের কৈতব কথা সহনে না যায়॥
এতেক সঙ্কটে যার প্রেমের লালস।
সেহো না রাখএ প্রীত অধিক দিবস॥
নির্দ্দয় পুরুষ জাতি ভ্রমরের মন।
কলিকার কালে ঘনে ফিরে বনে বন॥
ফুটল কুসুমে বসি করে মধুপান।
ফিরিয়া না চায় করে অপর সন্ধান॥

১ তৃণজ্ঞান নাহি করে ২ বায়ুগতি ৩ ঘা

পরিণামে যেই সুখ পরের পিরিতি।
এতেক বুঝিঞা রাই দৃঢ় কর মতি॥
পর পতি ভাবে কভু নহে আপনার।
তাহাতে কপটী বড় নন্দের কুমার॥
না জানে মোহন তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানে।
মুরুলি মাধুরী জ্বালা না সহে পরাণে॥
না হয় কাহার লোভ রূপ নিরখিতে।
ভুবন ভুলাত্যে পারে অপাঙ্গইঙ্গিতে॥
তাহাতে তোমরা সখী রসের পরাণ।
কুলব্রত রাখিবারে হবে সাবধান॥
সতী সাধে না যাইবে কালিন্দী সিনানে।
না হেরিবে নবঘন কালিয়া বরণে॥
জলদ বসন রাই পরিহর দূরে।
নীলমণি দরপণ না করিহ করে॥
নয়ানে অঞ্জন নিতে না করিহ সাধ।
হৃদএ কস্তুরী মাখা বড়ই প্রমাদ॥
সুগন্ধি কুসুম মালা না রাখিহ কাছে।
কামদূত ষটপদের গুঞ্জ শুন পাছে॥
আপনার কেশ বেশ না[১] কর্য আপুনি।
কুচ্ছিত[২] অভ্যাস ছাড় সমুখের বেণী॥
যে সব[৩] কালিয়া রূপ দেখিতে দেখিতে।
নয়ানের লোভ হয় নার[৪] পাসরিতে॥
যদি কালে[৫] কালরূপ হয় দরশন।
না দেখিতে শীঘ্রগতি মুন্দিবে নয়ন॥
ঘরে থাকি শুন যদি মুরুলির গীত।
শ্রবণে ছু হাথ দিয়া করিবে মুদিত॥
কৃষ্ণ নামগুণ যেবা গান মৃত্থ স্বরে[৬]।
নিকটে না দিহ স্থল পরিহর দূরে॥

১ নাহি ২ কুৎসিত ৩ এ সব ৪ নারে ৫ কারে ৬ গাএন সুস্বরে

নিষেধিল যত সেহ গৌণ রূপ হয়।
সঙ্গীত শুনিলে[১] মন আপনার নয়॥
দূরে পরিহর রাই সজনীর সঙ্গ।
স্বপনেহ না শুনিহ কাহ্নু পরসঙ্গ॥
কখন শ্রবণ কেলি কারণের মূল।
পরশ না কর‍্য কভু ইন্দীবর ফুল॥
এ সব নিবন্ধ রাই[২] কর যদি কালে।
তবে সে এড়াবে নীলমণি বেঢ়াজালে॥
নহিলে বিষম বড় হব পরিণাম।
ক্ষণেক না পাবে রাই চিত্তের বিশ্রাম॥
এদিগে দুস্ত্যজ বড় কুল শীল জাতি।
ওদিগে সঙ্কট বড় খলের পিরিতি॥
বারেক দেখিলে তারে পাসরিতে নারে।
প্রীত করি কোন জন রহিবেক ঘরে॥
সতী সাধে কেহো যদি শ্যাম নাম লয়।
পাসরিতে নারে আর সেই লাগি হয়॥
হেন শ্যাম সঙ্গে রাই প্রেম বাঢ়াইঞা।
কত অগ্নি নিভাইবে[৩] অশ্রুজল দিঞা॥
পতিকুল পিতৃকুল নিভাইবে হা রাই।
সে নন্দনন্দন প্রেমা তাই কোন পাই॥
ইহা জানি ছাড় রাই এসব দুরাশা।
কায়মনোবাক্যে কর সুধর্ম্ম ভরসা॥
বুঝিতে তোমার সম নাহি ত্রিভুবনে।
সামান্য লোকের হেন নিন্দ হবে কেনে॥
এতেক বলিঞা ধনি সভাপানে চায়।
ভাল বা বলিল মন্দ জিজ্ঞাসে সভায়॥
কেহো কিছু নাহি বলে সখীসভাতলে।
বজ্রের পাতন[৪] যেন শুনি হিয়াজলে॥

১ শুন্যালে ২ রাধা ৩ কতগ্নি নিভাবে রাই ৪ পাথর

ডাকিঞা পরশুরাম বলে শুন রাধা।
কৃষ্ণভক্তি সুখে পড়ে কর্ম্মদোষ বাধা॥

রাগ করুণা[1]

চলগো সজনী কপটপরাণী
করি তোরে পরিহার।
কৃষ্ণকথা বিনে শ্রবণ না শুনে
নিষেধ না কর আর॥
সহজ সুন্দর তনু মনোহর
নাহি দেখে যেবা জন।
কেমন করিঞা রহে স্থির হঞা
কেমত তাহার মন॥
কি করিব আর আচার বিচার
ধরম করম যত।
কৃষ্ণ হেন জনে যেবা নাহি জানে
সে যেন জীবনে মৃত॥
রূপের গঠন হেরি ত্রিভুবন
মোহিয়া নয়ন কান্দে।
নবীন যৌবনী রসিক রমণী
কেমনে পরাণ বান্ধে॥
ইন্দীবর দল কন্দন কাজল
সহজ জলদ তনু।
রসে ঢলঢল রূপ নিরমল
রসিক নাগর কানু॥
মৃগমদ যত গরলে[2] গঞ্জিত
সহজ সৌরভ গায়।
পরশের আশে রূপের বাতাসে
পাষাণ মিলাঞা যায়॥

১ করুণাশ্রী ২ গরবে

ত্রিভুবন জন মনবিমোহন
খঞ্জন নয়ান নাট।
দেখে যেই জনে সহজ গমনে
পাসরে পুরুষ বাট॥
[১]চিকুর চাঁচর চিবুক চুম্বিত
চারু চন্দনের চান্দে।
নাগরী নিকর নয়ন চকোর
বুঢ়ল[২] বিষম ফান্দে॥
ত্রিভঙ্গ ললিত মুরুলি সহিত
কানন কুসুম মালে।
অসম সুসম প্রণয় কুসুম
মনমধুকর দোলে॥
হিয়া পরিসর সুন্দর পিবর
কটিতটে তনু খিন।
ত্রিভঙ্গ তরলী[৩] অমিঞা লহরী
আকুল নয়নমীন॥
পদতল থল অমল কমল
ঝলমল নখমণি।
অন্তরে নয়ানে দেখে সে চরণে
জিতে পাসরহ জানি॥
জীবন যৌবন সব অকারণ
শুনগো মরম সই।
কাহ্নুর পিরিতে চাহে নিষেধিতে
পালটি তোমারে কই॥
ছাড়হ কপট সপট সঙ্কট
কপট বিষম বড়।
কায়বাক্যমনে কাহ্নুর শরণে
আপনারে কর দড়॥

১ চিকন চাঁচর চিকুর চুম্বিত চারু চন্দনের চাঁদে ২ ডুবল ৩ ত্রিবলি

কুলক্রিয়া কর্ম্ম পরম্পরা ধর্ম্ম
আনল ভেজিঞা তায়।
কুটুম্ব সকলি ধরি দেহ বলি
সে রাঙ্গা দুখানি পায়॥
গুহে গুরুজন বলু কুবচন[১]
যশে লাগু এই কালি।
সাজিঞা কাছিঞা লইল ইছিঞা
কালা কলঙ্কের ডালি॥
ননন্দানিন্দন সে চুয়াচন্দন
অঙ্গের ভূষণ করি।
তনু অনুকূল ইন্দীবর ফুল
গলাএ গাঁথিঞা পরি॥
পরিহরি বাদ প্রিয় আশীর্ব্বাদ
লইলুঁ মনের সাধে।
কুল শীল বলি দিল তিলাঞ্জলি[২]
কি আর কৈতব বাদে॥
গুণে নাহি ওর রূপে কামডোর
বিষম বংশীর স্বর।
পসিঞা অন্তরে পাঁজরে পাঁজরে
ভাঙ্গিল মানের[৩] ঘর॥
মনে করি বর রাখি নিরন্তর
বান্ধিঞা অন্তর মাঝে।
বন্ধন ছুটল কামনা টুটল
বান্ধিল[৪] কুঞ্জর রাজে॥
ধৈরজ ধরম কুলের করম
সাজিঞা এ সব গণে।
ছাড়াইতে মন করি মহারণ
পড়িঞা পিরিতি বাণে॥

---

১ বলুক বচন ২ তৃণাঞ্জলি ৩ মনের ৪ ব্যাকুল

যশ অপযশ সেহো তার বশ
দোসর নাহিক আর।
জীবন যৌবন কানুর শরণ
মনে দঢ়াইল সার ॥
যতেক্ষণ বাণ করএ সন্ধান
গুণে শরাসনে রয়।
নিজ পরবশ তাবত সে বশ
ছুটিলে আপন নয় ॥
সে রাঙ্গা নয়নে ইঙ্গিতের বাণে
নাহি বিন্ধে যার হিয়া।
কি কহিব তারে পাষাণের সারে
বান্ধল বজর দিঞা ॥
পরম কারণ কানুর কথন
অসার সংসার সারা।
যে পাপ শ্রবণে আনন্দ না শুনে
খিলের বিলের পারা ॥
তনু অনুপাম নবঘন শ্যাম
নাহি দেখে যার আঁখি।
দৃষ্টিগুণহত যেন দশ শত
ধরএ ময়ূর[১] পাখি ॥
কায়বাক্যমনে শ্রীকৃষ্ণচরণে[২]
যেজন জানএ[৩] ছন্দ
পরশুরামের সেই সে দোসর
ভুবনভিতরে মন্দ ॥

॥ তথাহি শ্রীভাগবতে ॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং তবেদং যদ্গৃহ্য মানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রয়েতাথ যদাধিকারো নেত্রে জলং হর্ষগাত্রঃ ॥

১ মউর ২ -যে জনে ৩ জানএ আনহি

রাগ কাফি সাহানা[১]

মুরুলি লাগিল মোর বাদে।
বিষম কণ্টক দিঞা
দুয়ার রুন্ধিলাম[২] গো
নিজ ঘর করমের[৩] সাথে॥ ধ্রু॥

প্রবোধ পাইঞা ঘর গেলা চন্দ্রাবলী।
মুরুলি মোহিত যত রমণীমণ্ডলী॥
একে সে আনন্দময় হেমন্তের নিশি।
বিশেষে বিশদ রাকা শরতের শশী॥
কুসুমে সুষমা যত পুষ্পের উদ্যানে।
বেঢ়িঞা ভ্রমরে খেলে ভ্রমরীর সনে॥
বৃক্ষশাখা আরোহণে ডাকে শুক সারি।
কামতত্ত্ব কথা যেন কহে পুংস নারী॥
কপোত নিন্দএ যেন কামের করুণা।
শুনিয়া মুরুছে যত বৈদগধি জনা॥
গৃহে গুরুজন যত নিদ্রায় বিভোর।
চাতকীর পিউ নাদে ফুকরে চকোর॥
কোকিল উত্তান তানে ভৃঙ্গ অনু গায়।
মুকুন্দ মুরুলি তাহে গান উপাধ্যায়॥
প্রতি ফুকে বুকে বিন্ধে অভিনব কাম।
শ্রবণে মোহনতন্ত্র নিজ নিজ নাম॥
মদনে মুগধ গোপী বংশীর আবেশে।
ধরিতে না পারে তনু নীবিবন্ধ খসে॥
নয়ান মুদিঞা আহা মরোঁ মরোঁ করে।
ব্রজেন্দ্রকুলের চন্দ্র উদয় অন্তরে॥

১ কাফি সহেলা ২ রুন্ধিল ৩ করণের

॥ যথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ ॥

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বিতদেহদ্যুতিঃ
ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাস্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধর্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥

বিশ্ব বিস্মাপন সেই মুরুলির গীত।
সর্ব্ব চিত্রেশ্বরী রাধা করিল ইঙ্গিত ॥
সুবেশ করিঞা সভে চল বৃন্দাবন।
ভেটিব আনন্দে আজ নন্দের নন্দন ॥
রাধার ইঙ্গিত পাঞা গেলা ঘরে ঘরে।
উন্মত্ত হইলা সভে কৃষ্ণ ভেটিবারে ॥
কেহো বা দোহায় গায় গৃহপতি সনে।
কেহো বা আছিল বসি দুগ্ধ আবর্ত্তনে ॥
হেনকালে মুকুন্দের মুরুলি শুনিঞা।
আনন্দ আবেশে গোপী কর্ম্ম পাসরিঞা ॥
খসিঞা পড়িল কারো আবর্ত্তন কাঠি।
আনলে ভেজিঞা দেয় বসিবার পাটি ॥
আবর্ত্তন বিনে দুগ্ধ পড়ে উছলিঞা।
পাসরিঞা জল দেই আনলে ঢালিঞা ॥
পড়িল পাত্রের দুগ্ধ অগ্নি নিভাইল।
কামিনী কারণ[১] মনে কার্য্য সমাপিল ॥
কারো গৃহে গুরুজন করেন ভোজন।
অন্ন নাহি দিতে আগে দিলেন ব্যঞ্জন ॥
ওদন[২] ব্যঞ্জন কেহো ঢালে এক ঠাঞি।
কেহো মিছা হাথ নাড়ে থালে অন্ন নাঞি
তারা যত মন্দ বলে শ্রবণে না শুনে।
গুরুজনে বলে চল যাই বৃন্দাবনে ॥

১ কানন ২ উদন

শিশু কোলে করি কেহো দুগ্ধ লঞা হাথে।
তৈলভ্রমে দুগ্ধ দেয় বালকের মাথে॥
হরিদ্রা সংযোগে তৈল শিশুমুখে দিঞা।
শয্যা বিনু দ্বারদেশে রাখে শুয়াইঞা॥
কেহো বা শুনিল বংশী রন্ধনের কালে।
অগ্নি নিভাইল তার নয়নের জলে॥
হাঁড়ি চড়াইঞা[1] কেহো গমন ত্বরায়।
জল বিনু জাল দেই চালু দিয়া তায়॥
শাকেতে সুকুতা দেই অম্লে দেই ঝাল।
ক্ষীরে নিম্বপত্র দিঞা ভেজাইল জাল॥
পাসরিঞা ক্ষীরখণ্ড কেহো দেই সূপে।
রন্ধন বিতথা[2] যত হৈল এই রূপে॥
গৃহে গুরু পরিজন মুরুলি শুনিঞা।
আছিবারে আছে যেন সচকিত হঞা॥
নিদ্রা গেল যত তারা দৈববিমোহিত।
জাগ্রতে মোহিত শুনি মুরুলির গীত॥
সমাধি লাগিল যেন[3] জীবজন্তুগণে।
উন্মত্ত গোপিনী সব জাত্যে বৃন্দাবনে॥

॥ যথা ললিতমাধবে ॥

কালিন্দীপুলিনেঽকরোৎ সুমধুরবেণুধ্বনিং মাধবং
যঃ শ্রুত্বা ব্রজকামিনীং নিজগৃহং চিত্যোত্তাবনং ধাবতি।
প্রত্যাগাচ্ছমনাথিবশ্চ পবনো সৌররথে নোচলেৎ
পাষাণদ্রববিদ্রুমপুলকিতো গোভিস্তনং তেক্ষতে॥

মনে অভিলাষ তনু কৃষ্ণে সমর্পিব।
কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গে সুবেশ করিব॥

১ চটাইঞা ২ বিধতা ৩ যত

গমনের গৌণভয়ে প্রাণ স্থির নয়।
সুবেশ করিতে বেশ বিপরীত হয়॥
মর্জ্জন পাসরে অঙ্গে লঞা উদ্বর্ত্তন।
কেশের উপরে পরে কুঙ্কুম চন্দন॥
নয়নে অঞ্জন দিতে রঞ্জয়ে অধরে।
সুরঙ্গ হিঙ্গুল দেই ঈক্ষণ উপরে॥
কপালে তিলক দেই যাবকের রেখে।
বদনে কুঙ্কুম দিতে মৃগমদ মাখে॥
অলক্তের ভ্রমে পদে কজ্জল মাখিঞা।
অধিক আনন্দ পায় পয়োধরে দিঞা॥
চরণে পরিল কেহো হিয়ার কাঁচুলি।
কর্ণের ভূষণ করে পায়ের পাশুলি॥
মুখর মঞ্জীর কেহো লঞা দুই করে।
পুনঃ পুনঃ নেহারএ উলট মুকুরে॥
না দেখিঞা শ্ল্যাঘ্য বাসে বদন ধুনায়।
প্রবাল মুক্তার মালা বান্ধে দুই-পায়॥
নীবিবন্ধ লঞা কেহো বক্ষস্থলে বান্ধে।
নীল সাড়ি দেখি কেহো কৃষ্ণ বলি কান্দে॥
কেহো বা অঞ্জন লঞা অঙ্গুলির আগে।
ধেআন ধরিঞা রহে কৃষ্ণ অনুরাগে
বেশ বিতথা যত নিতম্বিনীগণে।
সে হৈল শোভার সীমা প্রেমের কারণে॥

॥ যথা শ্রীদশমে[১] ॥

দুহন্ত্যোঽভিজয়ুঃ কাশ্চিৎ দোহং হিত্বা সমুৎসুকান
পয়োধোশ্রিত্যসং যাব মনুদ্বাস্যা পরাজয়ু॥
পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত শিশুনপয়।
সুশ্রুয়ন্ত্য পতিন কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥

---

১ তথাহি রাসে

ত্রিভুবন মোহনিঞা মুকুন্দ মুরুলি।
শুনিঞা গোপিকাগণ হইলা পাগলী॥
দশদিগে ভরল কুসুম শর জাল।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ বিশাল॥
নয়নে নিমিষে কত উঠে চমকিঞা।
ছায়াকে সংভ্রম করে কানাঞি বলিঞা॥
দুয়ারে দুহাত দিঞা আশেপাশে চায়।
আপনা লুক্যাতে চায় আপনার গায়॥
কেহো কোন অবসরে হইঞা বাহির।
চাহিতে সখীর ব্যাজ প্রাণ নহে স্থির॥
অন্যোন্যে[১] গমন উদ্যম অলক্ষিতে।
দৈবেই একত্র হয় নিকুঞ্জের পথে॥

॥ যথা তত্রৈব[২] ॥

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসা।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাস একান্তোজবলোলকুন্তলা॥

নিষেধিল পতি পুত্র [৩]কারো বন্ধু ভাই।
বংশী বিমোহিত কেহ না মানে দোহাই॥
কুলশীল লাজ কাজ ঠেলি বাম পায়।
যেমত বর্ষার নদী সিন্ধুমুখে ধায়॥

॥ তথাহি ॥

তা বার্য্যমাণা পতিভিঃ পিত্যভির্ভ্রা ত্যবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতত্মানোননিবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

বিশারদা নামে এক প্রধান যুবতী।
কুঙ্কুমা মঙ্গলা সারি তাহার সংহতি॥

১ অন্যে অন্যে ২ তথাহি রাসে ৩ পিতৃ

একুই চাতরে ঘর এক গোঠে পাল।
বিকিকিনি হালেহোলে আছে সর্ব্বকাল॥
বিশারদার গৃহপতি নিঃশঙ্ক আভীর।
চাতরে প্রধান সেই কুলশীল ধীর॥
সাগর তপন ভীম আদি গোপ গণে।
নিঃশঙ্কের যুক্তি তারা সর্ব্বকাল শুনে॥
অহঙ্কার দিঞা[1] তারে বিধাতা বঞ্চিল।
কৃষ্ণের মুরুলি শুনি মোহিত না হৈল॥
নগরে নাগরীগণের গমন বুঝিঞা।
আপন চত্তর ঘর রাখে আগোলিঞা॥
সঙ্গোপনে কহিল সঙ্গের গোপগণে।
যুবতী জাগাঞা ঘরে থাক সাবধানে॥
কাননে কানাই ওই মুরুলি বাজায়।
গোপ লোপ হৈল পুরী নারী বনে যায়॥
বড়ুয়া বড়াই যত সভাকারে জানি।
আপন কাতায় যেন না সামায় পানি॥[2]
এত যুক্তি দিঞা আপে আরোপে দুয়ার।
হেনকালে বিশারদা কৈল অভিসার[3]॥
দ্বারের বাহির হৈতে পথ আগোলিল।
তর্জ্জন করিঞা কত কহিতে লাগিল॥
এত রাত্রে কোথা জাসি কুলকলঙ্কিনী।
ভজিবে নন্দর পোএ হেন অনুমানি॥
প্রকটে নটের ছান্দ সে রাঙ্গা নয়ানে।
পরাণ পড়্যাছে পারা চূড়ার ভাবনে॥
গৃহপতি কুলধর্ম্ম মনে নাহি ভায়।
তে কারণে আর্য্যপথ ঠেল বাম পায়॥
অন্য হেন গোপ মোরে না ভাবিহ মনে।
নিঃশঙ্ক আমার নাম কংসরাজা জানে॥

---

১ পাঞা ২ আপন কাড়ায় যেন অহি পৈশে পানি ৩ আগুসার

শত শত গোপ যথা হয় কুটুম্বিতা।
সেখানে সভাই মানে নিঃশঙ্কের কথা ॥
হেন আমি মোর ঘরে হেন চ্ছার কাজ।
কামিনী কাননে যায় দেশ ভরি লাজ ॥
একে কুলবতী সতী নবীন যৌবন।
নিশিযোগে কোন লাজে[1] জাত্যে চাসি বন ॥
বিশারদা বলে প্রভু দেখ বারি হঞা
যতেক গোকুলবাসী চলিল সাজিঞা ॥
শারদ নিশির শশী হালেহোলে যাব।
থাকিব সতের সঙ্গে মুরুলি শুনিব ॥
যে পুন গায়ক সেহো নহে ভিন্নজন।
গোকুলের প্রাণধন নন্দের নন্দন ॥
বিষম সঙ্কটে যার লইলে আশ্রয়।
কুলিশ কঠোর সেহো তৃণতুল্য নয়[2] ॥
চক্রবাত বজ্রপাত বিষাম্বু ভক্ষণে।
হিংসক দৈত্যের হাথে রক্ষা যার গুণে ॥
অঞ্জলি করিঞা যেবা পিয়ে দাবানল।
তবে রক্ষা পায় গোপ গোধন সকল ॥

॥ তথা শ্রীগোপীগীতায়াম্ ॥

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাধিত্যুতানলাৎ
বৃষময়াত্মজদ্বিশতোভয়াদৃষভতে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥

জীবের জীবন সেই নন্দের কানাঞি।
সভাকারে সমভাব ভিন্নবুদ্ধি নাঞি ॥
যতেক কুতর্ক মনে কর মহাশয়।
মুকুন্দের মনে তাহা নাহি সমন্বয় ॥

১ যুক্তো ২ হয়

বিশ্ব বিস্মাপন সেই মুকুন্দের মুরুলি।
শুনিতে চলিলা সব রমণীমণ্ডলী॥
যতেক আছেন গোপ গোকুলনগরে।
কৃষ্ণদরশনে কেহো নিষেধ না করে॥
নিঃশঙ্ক আভীর বলে তা সভারে হয়[১]।
কামিনী কাননে যায় মোরে নাহি সয়॥[২]
কিবা তোর জাতিকুল কিবা ঘর করা।
যার নারী বনে যায় কুলটার পারা॥
বিশারদা বলে তনু আছে বিগুমানে।
শরীর ছাড়িঞা মোর আগে গেছে প্রাণে॥
কুল শীল লাজ ভয় গেল তার সনে।
ছুটিল গুণের শর নিষেধ না মানে॥
নিশ্চয় বলিল মোরে রাখিতে নারিবে।
অনাআসে অবলা বধের ফল পাবে॥

॥ যথা হরিভক্তিকল্পলতিকায়াম্॥

ধৈর্য্যং দূরিমবীক্ষিপণ কুলবধূবর্গোচিতাক্ষত্রপাং
তৎকালং গলহস্তয়ন্ গুরুজনাপেক্ষা সম্মূলয়ন্।
ত্যক্তুং স্বামীসুতাদি বান্ধবজনা স্নেহযত বিস্মারয়ম্
মচ্চিত্তং তরলীকরোতি মুরুলিনাদো মুকুন্দেঽস্মিন্॥

শুনিঞা দুষ্টের ক্রোধ বাড়িল অন্তরে।
ধরিঞা রাখিল নিজ[৩] মন্দিরভিতরে॥
কঠিন কুলুপ তার দিল দ্বারদেশে।
কামিনী করুণা করে কানুর আবেশে॥
কৃষ্ণদরশনে যায় যতেক রমণী।
ঘরে থাকি শুনে তার নূপুরকিঙ্কিণী॥

১ ভায় ২ মোরে নাহি সয় কামিনী কাননেরে যায়॥ ৩ লঞা

তপ্তভূমি পাঞা মীন যেন নহে স্থির।
পঞ্জরের পক্ষ যেন হইতে বাহির ॥
এইরূপে ফিরে ধনি মন্দির ভিতরে।
পরশুরামের প্রাণ[১] যেমত সংসারে ॥

॥ তদযথা ॥

মুরুলিমধুরধ্যানমাকর্ণকুলপালিকা।
পরিতপরিঘূর্ণাস্ত পঞ্জরে শুকশারিকা ॥

পাহাড়িয়া[২] রাগ

প্রাণের হরি হরি কিনা বিধি লিখিল কপালে।
গোকুলে গোপিনী হঞা কৃষ্ণসুধাসিন্ধু পাঞা
মো পুন পড়িলুঁ[৩] হলাহলে ॥ ধ্রু ॥

হরি হরি কিবা করি ধুতর শরীর ধরি
মলয় শিখরে করি বাস।
আর যত তরু ছিল সকলি[৪] চন্দন হৈল
সভে আমি হৈলাঙ নৈরাশ ॥
কৃষ্ণ কামকল্পতরু অশেষ রসের গুরু
যে রূপে যে জন ভজে[৫] তায়।
যেন চিন্তামণি ধনে চিত্তবৃত্তি অনুসারে
বুঝিঞা বাঞ্ছিত ফল পায় ॥
করিল কতেক পাপ সাধুজনে দিল তাপ
গুরুপদে না কৈল ভকতি।
মরমে রাখিল মায়া জীবে না করিল দয়া
তেঞি মোর এতেক দুর্গতি ॥

১ মন ২ পাহিড়া ৩ পড়িলাম ৪ সে সব ৫ পড়ে

আর যত ভাগ্যবানে সভে গেলা বৃন্দাবনে
একত্র হইঞা সব সখী।
যমুনাপুলিন পাঞা পরস্পর নেহারিঞা
কি বলিব আমারে না দেখি॥
এমত সময়ে মোর থাকে সখাসখী চোর
লঞা যায় সুলঙ্গ কাটিঞা।
অভিনব অনুপাম ভুবনদুর্ল্লভ শ্যাম
রূপ দেখি নয়ান ভরিয়া॥
আছিল অনেক সাধ সে কানুর পরিবাদ
অঙ্গের ভূষণ করি লব।
জাতিকুলশীল জলে চরণে তুলসীদলে
যাচিঞা ইছিঞা তনু দিব॥
যতেক করিল মনে এ মোর কপালহীনে
সে সব হইল বিপরীত।
অনঙ্গ অনল বুকে বাঢ়াইল প্রতি ফুঁকে
সুললিত মুরুলির গীত॥
বিশদ শারদ নিশি কামের দীপক শশী
কুহুকণ্ঠী কুলিশ নিশাত।
একে বন্দী গৃহজালে বেঢ়ল বিরহানলে
কুঞ্জে না দেখিলুঁ[১] রাধানাথ॥
সজল জলদ জিনি[২] ঢলঢল তনুখানি
অভিনব কিশোর বএস।
সংসার সৌন্দর্য্য সার উপমা না দেখি আর
ইছিঞা মজিল সব দেশ॥
ত্রিভঙ্গ ললিত ঠাম মুরুছএ কোটি কাম
কোটি ইন্দু ললিতের দ্যুতি।
প্রত্যঙ্গ রভসাবেশে প্রকাশ গোকুল দেশে
প্রমদা প্রমোদ প্রাণপতি॥

১ হেরিল ২ জানি

ঈষত ইক্ষণ ভঙ্গী অগণ্য অনঙ্গরঙ্গী
চপলা চমকে চান্দমালে।
চূড়ার টালনি ভালে কনক চম্পক মালে
বেঢ়ল আকুল অলিজালে॥
মৌক্তিম মণির হার দামিনী তারক তার
নবনীল দরপণ হিয়া।
কুঙ্কুম চন্দন মাখি তাহে আলিঙ্গন সখী
অর্চ্চিব প্রসাদ গন্ধ দিঞা॥
স্বাগত মধুর বোলে পাদ্য দিব স্নেহজলে
প্রিয় অর্ঘ্য দিব আধা আধা।
আসন পরিধ[১] বাসে মধুপর্ক মৃদু হাসে
আচমন অধরের সুধা॥
গলার ফুলের দাম তা দিঞা অর্চ্চিব শ্যাম
কানু তারে দিব আলিঙ্গন।
কুচের চন্দন[২] তায় চিত্র হবে[৩] শ্যাম গায়
লুপ্ত হবে[৪] শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
অনঙ্গ রসের খেলা তান মান নাট্যলীলা
সঙ্গে সেই বিদগধ রাজে।
অশেষ রসের নিধি দেখিতে না দিল বিধি
প্রাণ মোর আছে কোন লাজে॥
বিধাতা আমারে বাদী তথাপি তাহারে সাধি
প্রণিপাত জুড়ি দুই কর।
দৈবে নিজ নিজ লাভে শরীর পঞ্চত্ব পাবে
আমি তাহে মাগি এক বর॥
রাধার সহিত কান যে জলে করিব স্নান[৫]
আপ রহু সেই সরোবরে।
হাস্যরসে দুই জনে মুখ দেখে যে দর্পণে
মোর জ্যোতি রহু সে মুকুরে॥

১ পরিধেয় ২ কুঙ্কুম ৩ হঞা ৪ হএ ৫ স্নান

সে দুই প্রাঙ্গণ জোর আকাশ আচ্ছাদি মোর
ব্যোম রহু সম্পুটের পারা।
নাগর নাগরী সাথে লীলাগীত সেই পথে
সেই ঠাঁই[১] রহু মোর ধরা॥
ক্রীড়াশান্ত সখি সখা নিজ করে লঞা পাখা
পরস্পর সেবন চাতুরি।
পবনে পবন দিঞা রাখ প্রাণ মিশাইঞা
বিধাতারে এই ভিক্ষা করি॥
এতেক বলিঞা ধনি নিজ দশা অনুমানি
এক চিত্তে ধরিঞা ধেয়ান।
হৃদিপদ্ম কর্ণিমাঝে নাগরী নাগর রাজে
ভক্তিযোগে কৈল অধিষ্ঠান॥
যমুনা জীবন ঘন বেড়ল বলয়া যেন
কল্পতরু শোভে সারিসারি।
তার তলে যূথে যূথে চন্দন চামর হাথে
সুশোভনা বরজ সুন্দরী॥
মধ্যে চিন্তামণি স্থলে পদ্মাকার অষ্ট দলে
যোগপীঠ নিকুঞ্জ আরামে।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর বরে মোহন মুরুলি করে
রাধা রসবতী তার বামে॥
ললিতাদি সখী যত সব্যাসেব্য নিযোজিত
হাস্যলাস্য আনন্দহিল্লোলে।
ধ্যানে বলে রসবতী লভিঞা নিকুঞ্জ রতি
চক্ষু মেলি চাহে প্রেম ভোলে॥
মুঞি[২] কারাগারে বন্দী বারি হৈতে নাহি সন্ধি
ভাবাগ্নি জ্বালাঞা অনুরাগে।
গুণময় দেহ ছিল দহিঞা নির্গুণ হৈল
উপনীত হৈলা কৃষ্ণ আগে॥

---

১ ঠাকুর ২ সেই

কৃষ্ণবিমোহিনী বেশ সর্ব্ব[1] উপামার শেষ
বিচিত্রভূষণ দিব্যবাস।
পাইঞা কাহ্নুর সঙ্গ হাস্যলাস্য লীলারঙ্গ
করে যত বৈদগ্ধি প্রকাশ॥
শুনহে রসিক ভাই আচার বিচার নাঞি
প্রেমচিন্তামণি বড় ধন।
সুখদ শ্রীবৃন্দাবনে গান্ধর্ব্বা সখীর সনে
পাবে যদি নন্দের নন্দন॥
কোন কার্য্যে মহাতপা লভিলে বৈষ্ণবকৃপা
উপাপোহ ভক্তবৃন্দ সনে।
পরশুরামের খেদে জন্মাদি মনের সাধে
মোক্ষ হৈলে ভাল লক্ষগুণে॥

॥ যথা কল্পলতিকায়াম্ ॥

স্মিদৎ পাণিতলেন পদয়োঃ সম্মার্জ্জয়ঞ্চাপিতম্।
পাদ্যং স্নেহজনেন চার্য্যমখিলং চেলাঞ্চলে বাসনম্॥
দত্তঞ্চাচমনীয় মে বনিয়তং স্বাস্যাধরস্যামৃতৈঃ।
প্রেমৈ প্রেমমহর্নিশং মধুরিপোর্গোপীভিরর্চ্চা কৃতা॥

॥ যথা পদ্যাবল্যাম্॥

পঞ্চত্বং তনু বেত্ত ভূত নিবহা স্বাংশে বিসর্গস্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা যাচেঽহমেকং বরম্।
তদবাপীষু পয়স্ত দীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়ঙ্গনঃ
ব্যোম্নি কোম তদীয় বর্ত্ম নিধরাতত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥

১ সব

একাদশ অধ্যায়

ভাঠিয়ালি রাগ

হেদে হে কল্পতরু মোর উত্তাপিত জনে দেহ পদছায়া।
অসার সংসার ঘোরে পতিত দুর্গত মোরে
কবলিত কৈল ভবমায়া॥ ধ্রু॥

ভক্তরাজা পরীক্ষিত এ কথা শুনিঞা।
ত্রাস পাঞা জিজ্ঞাসিল কৃতাঞ্জলি হঞা॥
যে কহিলে মহাশয় রসের কাহিনী।
এমন অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি॥
বন্ধুতার রসে কৃষ্ণ কান্ত করি জানে।
এই প্রভু পরব্রহ্ম হেন নাহি মানে॥
গুণবুদ্ধি গোপিকার বিলাসের আশে।
প্রভু কেনে তারে গুণ প্রবাহ প্রকাশে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ আগে সব যায়।
বাসনারহিত হঞা পরব্রহ্ম পায়॥
অনুরাগ হত তনু মদন মুগধি।
সে কেনে পাইল হেন কৃষ্ণ গুণনিধি॥

॥ তথাহি শ্রীদশমে॥

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া-মুনোগুণ
প্রবাহো পরমস্তাযা গুণধিয়া কথা॥

শুকদেব বলে রাজা শুন সাবধানে।
সন্দেহ সমাধা আগে কহি সাধারণে॥
চৈত্যের প্রসংগ পূর্ব্ব কহিল তোমায়।
সিদ্ধের সদগতি পাইল সে রাজসভায়॥

শিশুপাল কৃষ্ণে দ্বেষ করে জন্মাবধি।
তথাপি সদগতি তারে দিল গুণনিধি॥
প্রভুর করুণা হেন অচিন্ত্যচিন্তনে।
কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ পায় সন্দেহ কর কেনে॥

॥ তথাহি ॥

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বেষন্নপি হৃষিকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া॥

সমাধা শুনিঞা রাজা কিছু না কহিল।
প্রবোধ অবোধ কিবা জানিতে নারিল॥
বুঝিঞা কহেন মুনি কর অবধান।
অন্য অর্থে শুন রাজা সন্দেহ ব্যাখ্যান॥
সর্ব্ব অবতার সার গোলোকের পতি।
নৃনাংনি শ্রেয় হেতু হয় নরাকৃতি॥
সেরূপে যাহার যেন অর্থ উপগত।
অব্যয় অপ্রেমে সে হয় তার মত॥
অগণ্য কৃষ্ণের নাট্য স্বতন্ত্র কারণে।
সগুণে নির্গুণ হয় নির্গুণ সগুণে॥

॥ তথাহি ॥

নৃনাংনে শ্রেয় সার্য্যায় ব্যক্তিং ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রেমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥

এহো সমাধানে রাজার নহিল ইঙ্গিত।
জানিল[১] শ্রোতার মন পুরাণ পণ্ডিত॥
শুকদেব বলে রাজা কহিএ তোমারে।
বহুবিধ গতি আছে ভজন প্রকারে॥

১ জানিঞা

কামক্রোধ স্নেহভয় সৌহার্দ্দ্য ঐক্যতা।
চিত্ত বুঝি প্রভু তারে দেই তন্ময়তা॥
যার যেন চিত্তবিত্ত যার যেন ভাব।
কামকল্পতরু করে তার তেন লাভ॥
ইহাতে বিস্ময় রাজা কর কোন কাজে।
কিসের অলভ্য তাকে ভক্তি হৈলে যজে॥
যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ দৃঢ়চিত্ত ধরে।
সগুণ নির্গুণ কিছু সন্দেহ না করে॥

॥ তথাহি ॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদ এব চ
নিত্যহরো বিদধাতা যান্তি তন্ময়তাং হি তে।
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে
যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥

এসব সিদ্ধান্ত করে[১] শুক মহাশয়।
তথাপি রাজার চিত্ত প্রসন্ন না হয়॥
শুকদেব বলে রাজা বুঝিঞাছ ভাল।
এসব সিদ্ধান্তে তোমার সন্দেহ না গেল॥
ভাগবত কল্পতরু অমূল্য শাস্ত্রলতা।
নিতান্ত বুঝিলে হয় বাক্যের ঐক্যতা॥
যারে পায় ভক্তবৃন্দ তারে পায় ঐরি।
একথা বিসম যেন বিচার না করি॥
যেই কৃষ্ণ সেই অজ সেই যোগেশ্বর।
পুনর্ব্বার বলে তারে সেই যোগেশ্বর॥
যদি বল নাম সংজ্ঞা তভু অর্থ চাই।
চারি পাঁচ বিশেষণ শুনিতে ডরাই॥

১ কহে

বিশেষ্যের বিশেষণে কোন প্রয়োজন।
অতেব অর্থের মধ্যে আছেন[১] কারণ ॥
অনেক পুরাণ ব্যাস রচিয়া কৌতুকে।
মধ্যে মধ্যে ভার দিল বুদ্ধিমান লোকে ॥
ভাগবত অর্থবেত্তা স্বামী টীকাকার।
তথাপি দিলেন তিহোঁ ভক্তলোকে ভার ॥

॥ তথাহি ॥

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন চ টীকয়া ॥

যেই বুদ্ধি সেই ভক্তি নহে দুই কথা।
গ্রন্থকারে টীকাকারে অর্থের ঐক্যতা ॥
বুদ্ধি হঞা বুদ্ধি নহে বিষয়ানুরাগে।
সে বুদ্ধি সার্থক যদি রমে ভক্তিযোগে ॥

॥ তথাহি ॥

তৎ কর্ম্ম হরিতো সংযৎ সা বিদ্যা তন্মতির্জয়া ॥

জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে দুই মত হয়।
সম্বন্ধ বুঝিতে সেহো ভিন্ন বস্তু নয় ॥
যার যত অনুভব হয় জ্ঞানযোগে।
পক্ষ উড়ে মেঘ যেন পৃষ্ঠে নাহি লাগে ॥
ভক্তিযোগে রত যত রসিক সুধীর।
কৃষ্ণরূপ লীলা যেন সমুদ্র গভীর ॥
লাবণ্যতরঙ্গ সুখে ভাসে কোন জন।
কেহো বা গাম্ভীর্য্য রসে মজাইল মন ॥
মুক্তি ছাড়ি শুক্তি লঞা কেহো হৈল ধনি।
কেহো বা নির্ব্বিঘ্ন পাঞা প্রেমচিন্তামণি ॥

১ আছেএ

কেহো বা স্বচ্ছন্দ রূপে সদাচারে গায়।
কৃষ্ণকৃপা হেন ধন তাহা নাহি চায়॥
এইরূপে ভক্তগণ হন বহুবিধা।
যার যেমন অভিনয় যেমন সম্প্রদা॥
কামকল্পতরু কৃষ্ণ ভক্তচিত্ত পাঞা।
সে সব পুষ্টিতা করে তার মত হঞা॥
দাস্যরসে অভিলাষে তার হএ প্রভু।
বাৎসল্যের শিশু সেই সখ্যে সাম্য কভু॥
নিত্য কিশোর কৃষ্ণ নবঘন শ্যাম।
বন্ধুতার রসে হয় অভিনব কাম॥
কামে অপ্রাকৃত কামে যতেক অন্তর।
যোগেশ্বর সেই যেন যোগেশ্বরেশ্বর॥
নিভৃত করিঞা মন নয়ন পবন।
দৃঢ় যোগে যজে তারে মহামুনিগণ॥
সিদ্ধ হঞা যোগেশ্বর পায় ব্রহ্মচারী।
সেই গতি পায় যত কৃষ্ণহত অরি॥

॥ তদ্‌যথা শ্রুত্যধ্যায় ॥

নিভৃতমরুন্মনোক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয়
উপাসতে তদরয়োঽপি যয়ুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ

॥ অথবা ব্রহ্মপুরাণে ॥

সিদ্ধ লোকস্তুতিমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতা॥

প্রীতভক্তিরূপে যোগেশ্বরেশ্বর।
অঙ্ঘ্রিপদ্মসেবা লোভে হঞা অনুচর॥

যোগেশ্বরেশ্বর প্রভু হয় লীলা বপু।
তার কান্তি যোগেশ্বর পায় সিদ্ধ রিপু॥

॥ তথাহি ॥

রাগবন্ধেন কেনাপি তং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী।
অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধাঃ প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়া জনাঃ॥

দৃঢ়তর ভক্তি সন্দ্রানন্দ[১] যার নাম।
সেই প্রেম কৃষ্ণ তাহে অপ্রাকৃত কাম॥
প্রেমপরায়ণ গোপী[২] কামমাত্র প্রথা।
যেই কাম সেই প্রেম জানিহ সর্ব্বথা॥
নিজ সুখে সুখী হৈলে তারে বলি কাম।
সেই রসে কৃষ্ণসুখ প্রেম তার নাম॥

॥ তথা উজ্জ্বলনীলমনৌ॥

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যাগমৎ প্রথাম ইতি॥

নিজ অঙ্গ ভূষা করে কৃষ্ণসুখ লাগি।
প্রেমের সম্ভ্রম করে সদা অনুরাগী॥
অনুরাগবলে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান করে।
রূপ নিরীক্ষণে আঁখি নিমিষ পাসরে॥
রসের বিলাস তার যত থাকে মনে।
পরশের কার্য্য হয় রূপ নিরীক্ষণে॥
যতেক বৈদগ্ধী যার যত অভিনয়।
বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ তার মত হয়॥
লক্ষ সংখ্যা গোপী এক কৃষ্ণ উপপতি।
ভিন্নাভিন্ন অভিপ্রায় লভে গুপ্তরতি॥
প্রকটা প্রকট হয় সে রাসমণ্ডলে।
অব্যয় অপ্রেমময় এই যুক্ত্যে বলে॥

১ সান্দ্রানন্দ ২ যোগী

প্রকট অপ্রেমময় প্রকট অব্যয়।
এই অর্থে দুই নাম উপযুক্ত হয়॥
অপ্রকটে দৃষ্টিসুখে লাভ ইচ্ছারতি।
প্রকটে ততেক কৃষ্ণ যতেক যুবতী॥
অজ নামে দুই তিন অর্থ উপগত।
আপনে অনন্যসিদ্ধ এই এক মত॥
অপর অর্থের শক্তি যাহা হৈতে ব্রহ্ম।
সগুণ শরীর ধর্ম্মী নিরাকার ধর্ম্ম॥
আর এক অর্থ হয় সমাসের বলে।
যাহা হৈতে সৃষ্টি নাঞি গোপিকামণ্ডলে॥
অচ্যুত অক্ষজ অজা নাম সেইখানে।
তে কারণে পূর্ণতম নিত্যবৃন্দাবনে॥
প্রকৃতির পর যার বেদে গায় যশ।
মাধুর্য্যাদি গুণে সেই প্রেয়সীর বশ॥

॥ তথাহি ॥

বিদগ্ধো নবতারুণ্যপরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীর ললিতঃ স্যাৎ প্রায়প্রেয়সীবশঃ

এমন প্রেয়সী গোপী নিত্যঅনুরাগী।
যে সুখ বৈভব সুখে লক্ষ্মী নহে ভাগী॥
নিজ প্রাণ কোটি সম কৃষ্ণের মমতা।
হেন গোপী কৃষ্ণ পায় কোন অসাম্যতা॥
যেন ভাব তেন লাভ আর মিছা মায়া।
সর্ব্বাত্মার সাক্ষী কৃষ্ণ বুঝি করে দয়া॥
দুঃসহ বিরহভার সহিতে নারিঞা।
রাগ অগ্নি উদ্দীপনে শরীর সেধিঞা॥
ভৌতিক শরীর ছাড়ি দিব্যরূপ ধরি।
নহিলে কেমনে পায় নিকুঞ্জবিহারী॥

কহিল তোমারে রাজা এই অনুমানে।
পরম্পরা পূর্ব্বমত যত সমাধানে॥
যে কেহো প্রেমের পথে মজিল সাহসে।
সে নাকি নির্ব্বাণ মোক্ষ চরণ পরশে॥
নিজ প্রাণ প্রাণ করি[১] না করিল[২] মনে।
নিমিষে তেজিল প্রাণ সে রূপ ধেয়ানে॥
যে রূপ ধেয়াএ লোক তনুত্যাগ কালে।
সে রূপ অলভ্য তার নহে কোন কালে॥
কুমারিকা পোকা যেন অন্য জীব মারে।
পুন সে জীবের তনু তার রূপ ধরে॥
এসব সামান্য দৃষ্টি মন পাত্যাইতে।
গোপির ভাবের কথা তুল্য নাহি দিতে॥
গোপীকার ভাবে যেই হয় হরিদাস।
নির্ব্বাণের পথ সেহো না করে বিশ্বাস॥
ভক্তি প্রায় হৈতে প্রায় কর্ম্মকাণ্ড নাশে।
মুক্তি প্রায় হৈতে কিন্তু মুমুক্ষুরে হাসে॥
পরম নিবৃত্তি প্রেম যার হৈল লাভ।
যেই ইচ্ছা তাই করে কিসের অভাব॥
পরশুরামের শুনি সন্দেহ ভাঙিল।
কৃষ্ণ হেন গুণনিধি কেনে না ভজিল॥

রাগ মায়ুর[৩]

পতিতপাবন নাম শুনি।
মহিমাময় গুণমণি॥ ধ্রু॥

শুনিঞা এ সব কথা পরীক্ষিত রায়।
পরম সন্তোষ হৈলা বৈষ্ণব সভায়॥

১ নহে ২ করিলেক ৩ মাউর

রাজা বলে কি কহিব নিজ ভাগ্যোদএ।
কল্পতরু গুরু পাইল এমত সমএ ॥
যদি আমি বিষয়ী মদান্ধ তমোরাশি।
তভু আপনার মনে মুক্তি প্রায় বাসি ॥
শুকদেব বলেন রাজা এহো যুক্তি বটে।
যাবত থাকেন শিষ্য সদগুরু নিকটে ॥
বিষ্ণুময় হয় সেই গুরুভক্তজনা।
সিদ্ধরস সঙ্গে যেন তাম্র হয় সোনা ॥

॥ যথা ভাবার্থদীপিকায়াম্ ॥

যথা সিদ্ধিরসৈঃ সার্দ্ধতাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানে গুরোরেব শিষ্যো বিষ্ণুময়ং ভবেৎ ॥

সামান্য শিষ্যের এই কহিল বিচার।
তোমা হতে হৈল কত জীবের উদ্ধার ॥
সুধারূপী কৃষ্ণকথা শ্রবণের গুণে।
নূতুন নূতুন হঞা শ্রবে অনুক্ষণে ॥[১]
মধুর মধুর গুণে শোভে শোকার্ণব।
সন্দেহ সমাধা সেহো মহামহোৎসব ॥

॥ যথা শ্রীভাগবতে ॥

তদেব রম্যং মধুরং নবং নবং তদেব স্বন্মধুরং মহোৎসবঃ।
তদেব শোকার্ণব শোসনং নৃপাংযদ্বত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্।

যেই জনা কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসিতে জানে।
শ্রোতার সমৃদ্ধ মধ্যে সেই ভাল শুনে ॥
কহিএ তোমারে রাজা না করিহ ভয়।
জিজ্ঞাসিবে সেই কথা সন্দেহ যাতে হয় ॥

---

১ নূতুন নূতুন হয় শ্রবণ যে শুনে ॥

রাজা বলে মহাশয় তুমি কল্পতরু।
সুধারূপী কৃষ্ণকথা কথনের গুরু॥
অজ্ঞান তিমির অন্ধ মন বনপশু।
জ্ঞানাঞ্জন দাতা তুমি ভাব্য বিভাবসু॥
এ কথা সুখদ তরী তুমি কর্ণধার।
শোকার্ণব মৃত্যুভএ করাইলে পার॥
আজ্ঞার আশ্বাসে মোর আনন্দ জন্মিল।
অনুক্ত সিক্তের কথা জিজ্ঞাসিতে হৈল॥
দিব্যতনু ধরি ধনি পাইল কৃষ্ণরতি।
পরিত্যাগ শরীরের[১] হৈল কোন গতি॥
মনের আনন্দ হয় যে কথা শুনিতে।
দৈবেই তোমার যাত্রা পতিত তারিতে॥
শুকদেব বলে রাজা কর অবধান।
জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় করি সমাধান॥
যে ভাব জিজ্ঞাসা তুমি করিলে আমারে।
ভাবের আপত্য যত ভাবে সিদ্ধ করে॥
লালয় শব্দের শক্তি নাহি লেখাপঢ়া।
গোকুল গ্রামের পথ ত্রিভুবন ছাড়া॥
ভাব অনুভাব আর এক বিভাবনা।
এ তিন প্রকারে ভজে সাধক যে জনা॥
যে রূপ আশ্রয়[২] করে গুরু উপদেশে।
সাধন সে রূপ দেখে ভাবের আবেশে॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর কান্তি ফুল্ল ইন্দীবর।
বংশীবনমালা লীলা ভূষণ সুন্দর॥
সুখেন্দু চিক্কণ চূড়া শিখণ্ড শিখরে[৩]।
বংশপুচ্ছ অবতংসে আনন্দ সুন্দরে॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ শোভা পীতাম্বরধারী।
গো গোপ আবৃত বৃন্দা বিপিনবিহারী॥

১ শরীরে তার ২ আশ্রম ৩ শেখরে

ধ্যান নিষ্ঠে ইষ্টরূপ যার হয় লাভ।
সাধকের সাধ্য রাজ্য এই এক লাভ॥
লক্ষ বিশ্বকর্ম্মা যাহা নির্ম্মাইতে নারে।
ভাবনিষ্ঠ ইষ্ট সঙ্গে আলিঙ্গিতে পারে॥
যে রূপে জন্মিল এত ভাবের আকর।
সেইরূপে তনুভাব জন্মে তারপর॥
মধুর মধুর রূপে মাধুর্য্য লভিঞা।
বিতর্ক জন্মায় যত উপামা শুনিঞা॥
অসীম লাবণ্য ধাম শ্যাম কলেবর।
কি বুঝিঞা তুল্য দেই ফুল্ল ইন্দীবর॥
বিকচ কমল আর শারদ চন্দ্রমা।
কত গুণে তুল্য কৃষ্ণ মুখের উপামা॥
মধুর হাসি মধুর বাঁশী কোথা আছে চান্দে
কত কুলবতী হেন চন্দ্র হেরি কান্দে॥
ইন্দ্রনীল বর কান্তি ইন্দ্রনীলমণি।
কোটিন্দু[1] ললিত দ্যুতি স্নিগ্ধ কাদম্বিনী॥

॥ প্রেমামৃতস্তোত্রে॥

ইন্দীবরসুখস্পর্শো নীরদস্নিগ্ধসুন্দরঃ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যো কোটীন্দুললিতদ্যুতিঃ॥

লাবণ্য কন্দর্প কোটি অগোচর বিধি।
মাধুর্য্যের সাম্য নহে কোটি সুধাম্বুধি॥
প্রতিপদ্মে শরৎ পূর্ণচন্দ্র যদি রয়।
চরণের তুল্য তভু পদ্মপুষ্প নয়॥

॥ তথাহি॥

পর্ব্বে পর্ব্বে শরৎপূর্ণচন্দ্রমা যদি তিষ্ঠতি।
ততো যাতি মুকুন্দস্য কমলং চরণোপমম্॥

---

১ কোটি ইন্দু

যত রূপ তত গুণ বৈদগ্ধী বৈভবে।
ত্রিভুবনে অসমান করে অনুভাবে॥
তারপর বিভাবনা বিশেষ করিঞা।
উপামার সার রাখে সার সুষ্ঠ[১] লঞা॥
সুগন্ধী মৃদুল নীল ফুল্ল ইন্দীবরে।
ইহা লাগি তুল্য দেই কৃষ্ণকলেবরে॥
কমনীয় কান্তি সুধা শ্রী[২]মুখচন্দ্রমা।
তেঞি উপযুক্ত কৃষ্ণ মুখের উপামা॥
কন্দর্প শব্দের শক্তি বিশ্ববিমোহন।
লাবণ্য উপামা করে ইহার কারণ॥
সমুদ্র গম্ভীর ধীর অগণ্য তরঙ্গ।
ইহা বুঝি তুল্য করে রূপ গুণ সঙ্গ॥
উপামা উৎকর্ষ গুণে করিঞা তুলনা।
এইভাবে অনুভাব আর বিভাবনা॥
অনুক্ত[৩] অদৃশ্যকথা এই অনুমানে।
কৃষ্ণকথা উপাপোহ করে ভক্তগণে॥
অষ্টাদশ মহাদোষে রহিত শ্রীহরি।
প্রেমপরায়ণা গোপী তার তুল্য করি॥
রাখিল কপাট দিঞা যেই দুষ্ট জনে।
ক্ষেণেক অন্তর তার শব্দ নাহি শুনে॥
কুলুপ ঘুচাঞা গোপ প্রবেশিল ঘরে।
দেখিল কামিনী প্রাণ ছাড়িল শরীরে॥
হায় হায় করি গোপ করএ[৪] ক্রন্দন।
শুনিয়া ধাইঞা আইল যত পুরজন॥
ইতিহাস কথা গোপ সভাকারে কয়।
শুনিঞা লোকের মনে চমৎকার হয়॥
ভাবের ভাবিনী তাহে ছিল কোন জন।
অনুমানে জানে কৃষ্ণবিরহবেদন॥

১ পুষ্ট ২ উ ৩ অযুক্ত ৪ করেন

নিকটে বসিঞা তার অঙ্গে হস্ত দিঞা।
অনুরাগকথা কহে সভারে শুনাঞা॥
কহিলে কথন নহে বিরহের ব্যথা।
প্রাণহেন[১] ধনে[২] তার না রহে মমতা॥
জাতিকুলশীল গুরু গৌরব গঞ্জনা।
কি তার লোকের নিন্দা কি তার বন্দনা॥
জীবন থাকিতে যেবা মরণ আচরে।
অনুরোধ করি তারে কে রাখিতে পারে॥
জানিবে[৩] যে জন হৈল কৃষ্ণঅনুরাগী।
সে কভু না হয় ঘরে সুখদুঃখভাগী॥
বিশেষে বংশীর কথা কথনের পার।
শ্রবণের পথে চিত্তে প্রবেশিল যার॥
মোহন বংশীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া।[৪]
সে নাকি রহিতে পারে ধৈরজ ধরিঞা॥

॥ যথা কর্ণামৃতে॥

মীমাংসামুখপাংশুনা সম ভবদ্বৈশেষিকো
ন্যায়ো ন্যায়হতাপ্যভূত্তিলজনৈঃ পাতঞ্জলপ্যঞ্জলী।
বেদান্তাপি নিতান্তশান্তমগমৎ সাংখ্যস্তকাসংখমে
মচ্চিত্তং তরলীকরোতি মুরুলীনাদেষু বদ্ধোষিণ॥

এতেক বলিঞা ধনি চাহি তার মুখ।
আহা মরি বিরহে পাঞাছ কত দুঃখ॥
ধন্য তার প্রেমদৃষ্টি ধন্য সে সোহাগ।
ধন্য ধন্য কামিনী সে কানু অনুরাগ॥
আত্মার অধিক প্রিয় নাহি ত্রিজগতে।
ততোধিক দেখ এই কানুর পিরিতে॥

---

১ -হীন ২ ধড়ে ৩ জানিহ ৪ খ-পুঁথিতে এই পঙ্‌ক্তিটি নেই; পরিবর্তে পরের পঙ্‌ক্তিটি ঐ স্থানে দিয়ে তলায় নূতন পঙ্‌ক্তি আছে: "কি করিবে তারে দর্শন করিঞা"॥

মরণ নিত্যতা তাহে মুখ্য গৌণ বাছি।
কৃষ্ণস্মৃতিমৃতি ইহা ভাগ্য করি ইছি॥
প্রশংসা করিঞা তারে বলে সভাজনে।
মৃত্যুপ্রায় নহে তনু দেখি অনুমানে॥
সজল নয়ান আছে প্রসন্ন বয়ান।
স্বরূপ শরীর আছে সরে[1] নাহি প্রাণ॥
নিজ করকিশলয় লৈঞা হৃদিদেশে।
তনু তেয়াগিল ধনি কাহ্নুর আবেশে॥
যতেক যুবতী গেলা কৃষ্ণদরশনে।
সংবন্ধে[2] সঁপিল প্রাণ তা সভার সনে॥
পালঙ্ক উপরে তনু[3] রাখে যত্ন করি।
তারা সব ঘরে আইলে জীবেক সুন্দরী॥
এই যুক্তি করি সভে গেলা ঘরে ঘরে।
কৃষ্ণদরশনে কেহো নিষেধ না করে॥
যে কেহো বাধিত ছিল গুরুজন[4] মাঝে।
সেহো সব মুক্ত হৈল বিশারদার কাজে॥
আপন ইচ্ছায় গোপী গেলা বৃন্দাবনে।
দেখিল সে বিশারদা আছে কৃষ্ণসনে॥
হাস্যলাস্য লীলারঙ্গ নয়ননাচনি[5]।
পরিচয় নহে যেন পরম কামিনী॥
দেখিঞা মোহিত হৈলা যুবতীসম্প্রদা।
সভে বলে ধন্য ধন্য ধন্য বিশারদা॥
দেখিঞা যুবতীবৃন্দ মৃদুমন্দ হাসি।
কৃষ্ণ ছাড়ি সখীগণে প্রবেশিলা আসি॥
যে কৃষ্ণ লাগিঞা ধনি তনু তেয়াগিল।
স্বজাতিয়া সয়ে সুখ তাহে পুষ্ট দিল॥
শুনহ সন্ধান কথা এই এক শেষ।
যার চিত্তে আছে কৃষ্ণভাবের আবেশ॥

---

১ সভে ২ সমধ্যে ৩ প্রাণ ৪ গুরুজনায় ৫ -নাচুনি

সে কভু রহিতে নারে সৎসঙ্গ[১] ছাড়িঞা।
বৈষ্ণবের সঙ্গ ইচ্ছে কৃষ্ণসঙ্গ পাঞা॥
প্রসাদ উদ্ধব ধ্রুব আদি যত জন।
সভার স্বভাব এই[২] অনন্য কারণ॥
পূর্ব্বে যে সকল কথা শুনিঞাছি ভালে।
নারদের সঙ্গ মাগে নৃসিংহের কোলে॥
অতেব রসের কথা বুঝিতে না পারি।
যার আছে সেই জানে প্রেমের মাধুরী॥
পরশুরামের মনে আন নাহি ভায়।
জন্মে জন্মে ভজে যেন বৈষ্ণবের পায়॥

১ সৎপ্রসঙ্গ ২ যেই

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীরাগেণ গীয়তে

সকল সুন্দরীগণে সুখদ শ্রীবৃন্দাবনে
দেখিল নাগর নন্দলালা।
দাণ্ডাইলা সারি সারি বেঢ়ি যেন নীলগিরি
বিকচ কনক পদ্মমালা॥
কারো দৃষ্টি পদতলে অমল কমল ফুলে
নয়নভ্রমর পিয়ে মধু।
কেহো নখচন্দ্র পাঞা সুচক্ষু চকোর দিঞা
সুধাপান করে কোন বধু॥
কারো দৃষ্টি কটিতটে পুরট পট্টিমা পটে
সুরসিন্ধু তারণের তরী।
নাভি হ্রদ বর লঞা ত্রিবলীতরঙ্গ পাঞা
জুড়াইল[1] নয়নসফরী॥
কারো বৈজয়ন্তীমালে মনমধুকর খেলে
রত্নমালে কারো দৃষ্টিভোর[2]।
কেহো পরিসর উরে যৌবন চন্দন করে
মিশাঞা মানসে দেই কোর॥
কারো সে বদনচান্দে ভুবনমোহন ফান্দে
বন্দী হৈল নয়নখঞ্জন।
অতুল রাতুল আঁখি তা দেখিঞা কোন সখী
প্রাণ কৈল পরম অঞ্জন॥
কারো দৃষ্টি চিল্লীমালে চন্দন চান্দের কোলে
আর তাহে অলকাদোলনী।
জীবন যৌবন বনে অপাঙ্গইঙ্গিত বাণে
জরজর কুরঙ্গনয়নী॥

---

১ ডুবাইল   ২ -চোর

মেঘের অঙ্কুর চূড়া মালতীর মাল বেড়া[1]
জলবিন্দু মুকুতার ঝারা।
দেখিঞা জলদ ভাব নিভাল্য বিরহা দাব
চক্ষু হৈল চাতকের পারা॥
নানা ফুলে অনুপাম রচিঞা বিচিত্র দাম
চন্দন চামর কারো হাথে।
রূপ হেরি মোহ পাঞা নানা উপায়ন লৈঞা
পাসরিলে কাহ্নুরে অর্চ্চিতে॥
দেখিঞা নাগরী নারী কহিতে লাগিল হরি
রাধার গমন অনুকূলে।
কাহার কেমত[2] ভাব অভিমত লাভালাভ
বুঝিতে কৈতব কথা ছলে॥
আগে শ্লাঘ্য ভাগ করি আস্থ আস্থ বলে হরি
কি করিব প্রিয় প্রয়োজন।
কি দুষ্ট কংসের চোরে গোকুলে বিপত্তি করে
কহ শুনি গমন কারণ॥
সহজে রজনী ঘোর গহন গোঙার চোর
প্রান্তরে দুরন্ত পশু ভীত।
সুন্দরী গহন বনে যুবকজনের সনে
রহিবারে না হয় উচিত॥
মাতা পিতা বন্ধু ভাই চাহিবেক ঠাঞি ঠাঞি
গৃহপতি মতি রতি রোষে।
চল সভে ব্রজপুরী ঘরে না দেখিল নারী
সমএ সভার মন দোষে॥
দেখিলে শ্রীবৃন্দাবন কুসুমিত সুশোভন
পূর্ণচন্দ্র কিরণে রঞ্জিত।
যমুনা জলের গুণে[3] সুন্দর সমীর সনে[4]
তরুলতা শাখা সুশোভিত॥

১ মালতী তড়িত বেড়া ২ কেমন ৩ কূলে ৪ স্থলে

কহিএ হিতের তরে যাহা নিজ নিজ[1] ঘরে
সেবন করহ নিজ পতি।
যত ক্ষীণকণ্ঠ বালা কান্দিএগ্রা সুখাবে গলা
পাষণ্ডে প্রমাদ করে কতি॥
অথবা আমার স্নেহে আছিলা যন্ত্রিতা সয়ে
সেহো ভাল হৈল সিদ্ধি কর্ম্ম।
কিন্তু কায়মনে যেবা করএ স্বামীর সেবা
স্ত্রীলোকের হয় মহা ধর্ম্ম॥
বৃদ্ধ রোগী গুণহীন অধম দরিদ্র দীন
দুঃশীল দুর্ভাগা যার পতি।
জানিএগ্রা যে নারী তায় সেবে না স্বামীর পায়
কেমনে বোলাবে[2] সেই সতী॥
যোষিতের যত কর্ম্ম স্বামী সেবা মোক্ষ ধর্ম্ম
যশ কীর্ত্তি সৌখ্য[3] মুখ্য দাতা।
ছাড়িএগ্রা এ সব ধন ঔপপত্য যার মন
তার শুন অধর্ম্মের কথা॥
আরম্ভে অগণ্য পাপ অনুদিন বাঢ়ে তাপ
শরীরে সঞ্চরে মহাভয়।
রাজভয় লোকলাজ ফল্গু কুৎসা সেহো বাজ
সজ্জন লোকের শোভা নয়॥
ইহা জানি গোপনারী যাহ যাহ নিজ পুরী
ঘরে থাকি ভালবাস্য মনে।
শ্রবণ দর্শন ধ্যান অনুভাব গুণগান
সে সুখ না হয় সন্নিধানে॥
এতেক কহিল হরি শুনিএগ্রা সকল নারী
বিষণ্ণ হইএগ্রা অধোমুখে।
ছাড়িল অনঙ্গ রঙ্গ হইল প্রত্যাশা ভঙ্গ
চিন্তাএ চরণে ভূবি লেখে॥

১ ঘরে ২ বোলায় ৩ খ-পুঁথিতে এই শব্দ নেই

অঞ্জন ধৌতের ধারা সে হৈল শরীর পারা
পদাঙ্গুষ্ঠে করিঞা লেখনী।
প্রশস্ত পৃথিবী পাতে মনজ যাতনা যতে
লেখিঞা দেখায় নিতম্বিনী॥
কৃষ্ণপ্রাণ প্রিয়তর কহিবারে প্রত্যুত্তর
নিবৃত্তি হইঞা সর্ব্ব কামে।
নিজ নিজ করতলে মুছিঞা নয়নজলে
কহিতে লাগিল ঘন শ্যামে॥
করজোড়ে বলে নারী শুনহে সুন্দর হরি
মিনতি করিএ রাঙ্গা পায়।
কহিলে নারীর ধর্ম্ম জাতি কুল ক্রিয়া কর্ম্ম
তুমি সে রাখিলে রক্ষা পায়॥
যে ধর্ম্ম কহিলে তুমি সকল জানিল আমি
বুঝাইলে যত বেদ বোলে।
শুনহে করুণাসিন্ধু যে পতি অপত্য বন্ধু
সমর্পিল তুয়া পদতলে॥
যশ অপযশ যত[১] জাতি কুল ক্রিয়া কত[২]
কায়মনোবাক্যে প্রাণ সনে।
সকল[৩] ধর্ম্মের তুল নয়ন আনন্দ ফুল
এই দুই অভয় চরণে॥
তুমি প্রিয় প্রাণপতি তুমি আত্মা তুমি গতি
তব পদ পিরিতি ভরসা।
ছাড়িঞা সকল দায় ভজিতে উ[৪] রাঙ্গা পায়
চিরদিন করিঞাছি[৫] আশা॥
চিত্তসুখে ভবতাপ ছাড়িল সকল পাপ
করে গৃহকর্ম্ম নাহি সরে।
ও পদ মাধুরী পাঞা চরণ না চলে লঞা
কেমনে যাইব আর ঘরে॥

---

১ জাতি ২ কুলক্রিয়া কত ভাতি ৩ সব ৪ ও ৫ ধরিঞাছি

এ অঙ্গ হেরিঞা তোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে মোর
প্রাণ কান্দে পরশ লাগিঞা।
তনু করে টলবল জ্বলিছে মদনানল
নিভাহ অধরসুধা দিঞা॥
রূপগুণহীন বলি যদি পাএ পেল ঠেলি
ঘৃণা করি না লইবে আমা।
তোমার বিরহানলে শরীর জ্বালিয়া হেলে
পরিণামে না ছাড়িব তোমা॥
ইন্দিরা নয়নলোভা ও পদ পরম শোভা
অকিঞ্চন জনপ্রিয় প্রাণ।
তুলসী চরণতলে ভকতভ্রমর খেলে
দেখিঞা না লএ মনে আন॥
অশেষ জঞ্জাল মাঝে আছিলাঙ গৃহকাজে
তার হন্তা খড়্গ তুয়া নাম।
কাটিঞা সংশয়ফান্দ পাইল গোকুলচান্দ
পুরুষভূষণ ঘনশ্যাম॥
অলকা আবৃত ভালে গণ্ডে কুণ্ডল দোলে
শ্রীমুখে মধুর মৃদু হাসি।
যত অদভুত ছায়া স্থির কর মন হিয়া
হেরিঞা হইলুঁ[১] তুয়া দাসী॥
ত্রৈলোক্য সৌভগরূপ মুরুলি মাধুরী কূপ
দেখিঞা শুনিঞা সভে মজে।
মৃগী পাখী ঝুরি যায় পাষাণ মিলায় তায়
অবলা লাগএ কোন কাজে॥
তুমি সে করুণাসিন্ধু অনাথজনের বন্ধু
মোরা সভে চরণকিঙ্করী।
খণ্ডিঞা সকল মায়া মনোহরদাসে দয়া
কর কৃষ্ণ না কর চাতুরী॥

১ হইলাম

অনুজ কিশোর দাস তার পুর অভিলাষ
কৃপা কর বৃন্দাবনদাসে।
মাধবদাসের মনে বিলসহ অনুক্ষণে
প্রিয়া যত পরিণত বেশে॥

॥ তদ্‌যথা ॥

চিত্তসুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যঃ হৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তবপাদমূলা-
দ্বামং কথং ব্রজমথো করবাম কিম্বা॥
বীক্ষলিকা বৃত্তমুখং তব কুণ্ডল-
শ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষস্ত্রৈয়েকরমণঞ্চ ভবাম দাস্য॥

কাফি ভাঠ্যারি রাগেণ

সখি গো কি আর বিচার মিছা
কাহ্নু অনুসারে চল যাইব[১]।
জাতি কুলশীল ধরম করম
সে রাঙ্গা চরণে পাইব[২]॥ ধ্রু॥

কহিল স্বভাবকথা নিতম্বিনীগণে।
শুনিঞা করুণা হৈল গোবিন্দের মনে॥
হাসিঞা হাসিঞা বলে নাগর কানাঞি।
তোমা সম প্রিয়া মোর আর কেহো নাঞি॥
কৌলিক কুলের পথ সকল ছাড়িঞা।
প্রসন্ন হইলে মোরে কুলবধূ হঞা॥

১ যাব ২ পাব

যে জন আমায়[1] ভজে যেমন[2] স্বভাবে।
আমিহ তাহারে ভজি সেই অনুভবে ॥

॥ যথা শ্রীভগবদ্‌গীতায়াম্ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥

বিলাস বিলাসী অঙ্গ অঙ্গের বাসনা।
সে মোর পরম প্রিয় প্রেমপরায়ণা ॥
অতেব তোমারে মোর পরম পিরিতি।
রসের নিদান রাধা সে যার সাঙ্গাতি[3] ॥
বিলাসের রসে মোর পরম[4] বাসনা।
অশেষ সাধন সিদ্ধি রাধাআরাধনা ॥
রাধামুখ পদ্মমধু ভৃঙ্গ মোর আঁখি।
রাধা প্রতি তুল্য মোর রাধিকার সখী ॥
যে জন রাধার দাসী সে মোর বান্ধব।
রাধাপদে জপতপ বেদবিধি সব ॥
সকল সম্প্রদা লয় রাধার চরণ।
সে জন বিমূঢ় যেই তাহে অশরণ ॥

॥ তদ্‌যথা প্রকৃতিখণ্ডেন ॥

রাধাপদাম্বুজদ্বন্দ্বমাধবঃ সর্ব্বসংপ্রদাম্।
সাধারণমতির্লোকে না ধারয়তি চেতসি ॥

রাধিকার রূপগুণ লীলামৃত আগে।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মকাণ্ড তক্রতুল্য লাগে ॥

॥ তদ্‌যথা যেন ॥

লীলামৃতকথাগ্রে চ যস্য জ্ঞানকথোদয়ঃ।
অভবক্তক্রতুল্যস্যারাধায়াশ্চর নো বতু ॥

১ আমায়ে ২ যেমত ৩ সাংহাতি ৪ রাধার

মহানন্দময়ী রাধাচরণ সেবায়।
মহামুক্তি ত্যক্ত করে স্বর্গ নাহি ভায়॥

॥ তদ্‌যথা যেন ॥

তিক্তকৃতি মহামুক্তি রক্তিমাংজ্ঘ্রি যুগস্মৃতি।
মহানন্দময়ী রাধা ভূয়াস্মদধি দেবতা॥

রাধার লাগিঞা কাহ্নু কুঞ্জবনবাসী[১]।
দর্শন স্পর্শন মোর মনঅভিলাষী॥
তোমরা সজনী সঙ্গী প্রাণসখী হঞা।
কেমনে আইলা কুঞ্জে রাধারে[২] ছাড়িয়া॥
গোপীগণ বোলে মোরে পাঠাইলা আগে।
পশ্চাত আইলা প্রায় নিত্যসখীভাগে॥
পাইল পরম প্রীত এ কথা শুনিঞা।
রহিলা গোপিকাসঙ্গে পথপানে চাঞা॥
হেনকালে চন্দ্রাবলী অভিসার রঙ্গে।
সযন্ত্রী বীণাযন্ত্রী সখীগণ সঙ্গে॥
পদ্মাবতী শ্যামা আর ভদ্রা গোপালিকা।
তারা চিত্রা পালিকাদি সুচন্দ্রশালিকা॥
ইন্দ্রাবলী তরলাক্ষি বিলাসমঞ্জরী।
চন্দ্রাবলী সঙ্গে একাদশ যূথেশ্বরী॥

॥ তদ্‌যথা দীপিকায়াম্ ॥

পদ্মা চ শ্যামলা ভদ্রা বিলাসমঞ্জরী তথা।
তারা গোপালিকা চিত্রাপালিকা চন্দ্রশালিকা।
তরলাক্ষিস্তথৈন্দ্রা চেত্যস্তেকাদশ যূথপা।
এতে সৌভাভয়াপাকৈর্গচ্ছন্তি বহবো বৃতা॥

১ কুঞ্জে বনবাসী   ২ রাধিকা

তা সভার সঙ্গে কত নবীন যৌবনী।
সভে বৈদগধি নানা যন্ত্রের যন্ত্রিণী ॥
গৌরাঙ্গ সকল যেন কনকপ্রতিমা।
কুবলয় আঁখিবর শরদচন্দ্রমা ॥
নবীন যৌবন[1] যেন সপেশল শাটি।
নানা আভরণে দেহ করে পরিপাটি ॥
কুন্দন কুসুমে কেহো কমলা কামিনী।
ইন্দ্র গোপ নিন্দি তার অঙ্গের ওঢ়নি ॥
বিচিত্র বসন ভূষণ কারো চিত্রতনু।
রতনমঞ্জীর পায় বাজে রুনু ঝুনু ॥
কটোরি পূর্ণিত করে কুঙ্কুম চন্দনে।
কারো করে পুষ্পমালা নানা উপায়নে ॥
উপঙ্গ খঞ্জরী বীণা সুমেলি করিঞা।
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিঞা ॥
সহজে সৌভমা নাম আগে চন্দ্রাবলী।
অঙ্গের কিরণে আলা করে কুঞ্জগলি ॥
দূরে হৈতে দেখি কৃষ্ণ গেলা সন্নিকটে।
রাধার সংভ্রম কত বলে পাণিপুটে ॥
স্বাগত কৌশল ক্রিয়া প্রিয় সম্ভাবনা।
সাধনে সুসিদ্ধ রাধা রটিছে রসনা ॥
রাধা বলি প্রীতবলে রঙ্গিণী সভায়।
চন্দ্রাবলী শুনে যেন বিষ লাগে গায় ॥
রাখিল সকল সখী হাথ আড়া দিঞা।
কানুরে ভর্ৎসনা করে সমুখে দাণ্ডাঞা ॥
মনে ছিল কানুরে সুন্দর[2] শিরোমণি।
যথার্থ গোপাল নাম ইহা নাহি জানি ॥
কদম্ববনের বাসী তস্করপ্রধান।
না জানে অক্ষর কালো কিসে হৈব জ্ঞান ॥

১ অলদ ২ সুগড়

কত রূপে চন্দ্রকান্তি কত রূপে তারা।
যৌবন দশাএ যেহো[১] ভেদ নাহি পারা॥
আকাশে উদয় চন্দ্র[২] উড়ু[৩] এক ঠাঞি।
বিদগ্ধ কানুর মনে ভেদবুদ্ধি নাঞি॥
যেমত সুগড় তুমি রসময় কান্থ।
ততোধিক হৈল আজি মোর অপমান॥
সৌভমা আমার নাম খ্যাতি চন্দ্রাবলী।
সুন্দরী সমাঝে[৪] স্তুতি কর রাধা বলি॥
নক্ষত্রের নাম রাধা নাহি শব্দবোধ।
কথাএ কতেক দিব এ কথার শোধ॥
জানিল তোমার আমি যত অভিনয়।
হেন পরাভব মোর কভু নাহি হয়॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমাণ্যাম্ ॥

কদম্ববন তস্করঃ ক্রমমপেহি কিঞ্চাতুভিজনে
ভবতি মদ্বিধিঃ পরিভাবান হীনাৎ পরঃ।
ত্বয়া ব্রজ মৃগীদৃশাং সদষি হন্ত চন্দ্রাবলি
বরাপিযদ যোগ্যয়াস্ফুট বিভূষিতারক্ষয়া॥

বিমুখী হইলা ধনি কাহ্নুরে গঞ্জিঞা।
হেনকালে ভদ্রা বলে সখী সমাধিঞা॥
কাননে আইলুঁ পুষ্পচয়নের সাধে।
কি কাজে কাহ্নুরে বল অল্প অপরাধে॥
যে যারে না জানে রূপগুণের বিচার।
সহজসম্ভোগে হয় অপমান তার॥
কিরাতকুমার যেন চড়িঞা পর্ব্বতে।
সিংহহত গজমুক্তা পড়িঞাছে কতে॥

১ এহো ২ ইন্দু ৩ উড়ুক ৪ সভাতে

শিলাকণা ভ্রমে তাহা স্পর্শ নাহি করে।
যত্ন করি গুঞ্জা পুষ্প লঞা যায়[১] ঘরে॥

॥ যথা হাস্যার্ণবে চ ॥

যে যস্য নে বেত্ত গুণপ্রকাশ তস্য নিন্দাং সততং করোতি।
যথা কিরাতা করিকুম্ভজাতা মুক্তাং পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাম্॥

না জানি না শুনে যেই তার নাহি দোষ।
পথিকের কথায় করিব কত রোষ॥
গোকুল[২] নগরে আমি চন্দ্রিকা[৩] সুন্দরী।
কাহ্নু যদি রাধা বলে কি করিতে[৪] পারি॥
শ্যামলা বলেন সখী কি কাজ কোন্দলে।
যার যত অনুভব তার মত বলে॥
পাবক যাবক রঙ্গ মহাকাল ফল।
তা দেখিঞা কেহো যদি নিন্দে নারিকল॥
কাঞ্চন গঞ্জন সোন পুষ্প অবিজ্ঞাতে[৫]।
তা দেখিঞা কেহো যদি নিন্দে পারিজাতে[৬]॥
হরিতাল হেরি নিন্দে ইন্দ্র নীলমণি।
বন্দ্য[৭] কভু নিন্দ্য নহে বিদগ্ধতা জানি॥
পালিকা বলেন সখী শুনহ উত্তর।
সেই দ্রব্য বহুমূল্য যাহাতে আদর॥
অনিচ্ছাতে মহাধন সেহো নিন্দ্য হয়।
চৌরযাত্রা কালে যেন চন্দ্রের[৮] উদয়॥
সব্যা বলো ভব্যা সব যত কিছু বল।
বিচারের অভিপ্রায় নাহি শুনি ভাল॥
কহিলে না হয় যত দৈব নিয়োজিত।
পরম্পরা যার সনে যেমন পিরিত॥

১ আইসে ২ গোলোক ৩ ভদ্রিকা ৪ বলিতে ৫ অবিজ্ঞাত পারিজাত ৭ বিজ্ঞ ৮ চাঁদের

সংসারের বন্ধু ইন্দু শিবের সপক্ষ।
সুধার শরীর কিন্তু পদ্মের বিপক্ষ॥
যেই জলে স্থিতি তার শশধর সনে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ বন্ধু কুমুদের সনে॥
ছোট বড় রূপ গুণে না করে বিচার।
বিধাতার বিধি এই বন্ধু যার তার॥
ভাদরে আদর[১] যেন কেতকীর ফুলে।
গরিষ্ঠ গৌরব যায় যাচিঞা ভজিলে॥
কাঞ্চন রঞ্জন[২] হয় কাঁচের গঠনে।
সর্পিষ স্বাদুতা যেন আমানির সনে॥
একথা শুনিঞা সব সহচরী হাসে।
চন্দ্রাবলী নিজমুখ আচ্ছাদিল বাসে॥
চঞ্চল নয়ন ঘন অলিরে উড়ায়।
কান্হুরে শুনাঞা ধনি করে হায় হায়॥
ষটপদ শঠতা সখী কতেক কহিব।
সখী সঙ্গে থাকি কত মুখ আচ্ছাদিব॥
অধর রাতুল রাঙ্গা কমল বলিঞা।
মধুলোভে অলি ধায় পদ্মগন্ধ পাঞা॥
তরলাক্ষি বলে সখী ও বড় প্রমাদ।
চক্ষু মেলি চাহিতে আমার হৈল সাধ॥
নব কুবলয় বলি এ মোর[৩] নয়ানে।
উড়িঞা বসিঞা বুলে লুব্ধ অলিগণে॥
সখীর সমাঝে থাকি যার পানে চাই।
সে বলে খসিল তারা শুনিতে ডরাই॥
সুচন্দ্রশালিকা বলে অলি বরং ভাল।
চকোরের উপদ্রবে মোর প্রাণ গেল॥
জিনিঞা শারদ শশী এ মুখ উজোর।
অমিঞার আশে আস্থে লুবধ চকোর॥

চিকণ বরণ যেন ইন্দ্রনীল ফুল।
নবীন গুঞ্জার যেন নয়ান রাতুল ॥
অরুণ চরণ তার সুরঙ্গ অধর।
তথাপি কালিয়ারূপ দেখি লাগে ডর ॥
আপনার প্রাণ যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়।
নিশ্চয় জানিহ সেহো সুখসেব্য নয় ॥
সুরঙ্গ কমলপুষ্প সকল সুপীন।
শ্যাম মৃণাল তার সভার কঠিন ॥
সখীগণ যত বলে কৃষ্ণ নাহি শুনে।
সিদ্ধযোগীজন যেন রাধা অনুমানে ॥
শুনিঞা না শুনে বাসে পরিহাসপারা।
গোপীর ভর্ৎসনা যেন অমৃতের ধারা ॥

॥ যথা গীতায়াম্ ॥

না তথা চ বেদা পুরাণশ্চথে তবে।
যথা তাসান্তু গোপীনাং ভর্ৎসনা গর্ব্বিতা বচ ॥

পদ্মাবতী বিলাসমঞ্জরী দুইজনে।
রাধার প্রণয়রূপ সবিশেষ জানে ॥
সঙ্গের সখীর এত শুনিঞা গারিমা।
প্রকারে শুনায় রাধা কাহ্নুর মহিমা ॥
ব্যক্ত করি রূপগুণ কহিবারে নারে।
প্রতিপক্ষ যূথেশ্বরী চন্দ্রাবলী ডরে ॥
পদ্মাবতী বলে সখী শুন মোর বোল।
নিজ অহঙ্কারে কেনে কর গণ্ডগোল ॥
বাচনিক রূপগুণে ক্রিয়াসিদ্ধ[১] নয়।
কামিক হইলে দৈবে সুষ্ঠকান্ত হয় ॥

---

১ -সিদ্ধি

খণ্ডরূপ গুণ যত বাদার্থ কল্পিতে।
পরের প্রতিষ্ঠা কভু না পারে সহিতে ॥
পূর্ণরূপ গুণে নারী হয় অসমান।
দৈবেই না থাকে তার সপত্নীর জ্ঞান ॥
চকোর চঞ্চল জাতি ভোগ মাত্র লক্ষ।
অঙ্গার অশন করে পাঞা কৃষ্ণপক্ষ ॥
যেমত চন্দ্রের সুধা তেমত অঙ্গার।
কোন গুণে বাখানিব বৈদগ্ধী তাহার ॥
ষটপদ পতঙ্গ জাতি নানা স্থানে[১] বুলে।
সরসীজ ছাড়ি বৈসে ধুতুরার ফুলে ॥
অলির উল্লাসে রূপ গুণে নাহি গণি।
দৃঢ়তর সখ্য নিষ্ঠে চাতক বাখানি ॥
সমুদ্রনিকটে যদি পিপাসাতে মরে।
বৃষ্টিবিন্দু বিনে জল পরশিতে নারে ॥
যে বহুবল্লভ হয় দক্ষিণ নায়ক।
চাতকের হেন দৃঢ় ভাবের ভাবক ॥
সমতায় জানে যদি সকল যুবতী।
তথাপি যাইতে হয় অনুকূল রতি ॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণ্যাম্ ॥

যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্ব্ব যোষিতি।
ন মুঞ্চত্যন্যচিত্তোহপি জ্ঞেয়োঽসৌ খলু দাক্ষিণঃ ॥

॥ তদ্‌যথা এব ॥

তথ্যং চন্দ্রাবলী কথয়সি প্রেক্ষতে ন ব্যলীকম্।
স্বপ্নেঽপ্যস্য ত্বয়ি মধুভিদঃ প্রেমশুদ্ধান্তরস্য ॥
শ্রুত্বা জল্পং পিশুনমনসাং তদ্বিরুদ্ধসখীনাম্।
যুক্তং কর্ত্তুং সখি সবিনয়েনাত্র বিশ্রম্ভভঙ্গঃ ॥

---

১ ঠাঞি

এক পত্নী ভাব বলি অনুকূল নাম।
পূর্ব্বে জায়াপতি যেন ছিল সীতারাম॥
একে পূর্ণ ব্রহ্মরাজ রাজেশ্বর হঞা।
না করিল অন্য নারী জানকী ছাড়িঞা॥

॥ যথা উজ্জ্বলে ॥

অতিরিক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ।
সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অষ্ট নায়িকা যেন হয় অষ্ট রসে।
এক কৃষ্ণ হঞা অষ্ট প্রকার বিশেষে॥
অনুকূল দক্ষিণ শঠ ধৃষ্টি চতুষ্টয়।
ধীর হঞা পুন তাহে চতুর্ব্বিধা হয়॥
ধীরোদাত্ত ধীর ললিত নায়ক।
ধীরোদ্ধত ধীর এই অষ্ট সমাপক॥
ঔপপত্য বিদগ্ধতা এই অষ্ট রসে।
বৈদগ্ধী নায়িকা তাহে সমান বিলসে॥

॥ তদ্‌যথা এব ॥

শাঠ্যধ্যাষ্টে´পরং নাট্যে প্রোক্তে উপপতোরুভে।
কৃষ্ণে তু সর্ব্বং নাযুক্তং তত্তদ্ভাবস্য সম্ভবাৎ॥

[১]অষ্ট নায়িকা ভেদে নামমাত্র গায়।
একেই প্রযুক্ত এই অষ্ট অবস্থায়॥
অভিসার বাসকসজ্জা তথা উৎকণ্ঠিতা।
খণ্ডিতা আর বিপ্রলব্ধা কলহান্তরিতা॥
প্রোষিতপ্রেয়সী আর স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
যে কেহো উপজে যার ঔপপত্য সখা॥

১ পরবর্তী তিন পঙ্‌ক্তি খ-পুঁথিতে নেই।

॥ যথা ॥

তত্রাভিসারিকা বাসকসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা।
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ কলহান্তরিতাপি চ ॥

নায়ক নায়িকা এই ষোড়শ প্রকার।
নাগরেন্দ্র কৃষ্ণ সর্ব্ব রসের আধার ॥
শৃঙ্গার করুণা বীর হাস্য ভয়ানক।
অদ্ভুত আর রৌদ্র আর অন্তে বীভৎসক ॥
যতেক বিলাসবেশ এই অষ্ট রসে।
রসে রসে বৈরী মৈত্রী দুই মত ভাষে ॥
শৃঙ্গার প্রধান রস হাস্যে রস পক্ষ।
করুণা বীভৎস দুই দোঁহাকার সখ্য ॥
বীর রসে রৌদ্র রসে ঐক্যতায় লেখা।
অদ্ভুত রসের সঙ্গে ভয়ানক সখা ॥
মোক্ষপক্ষ মৈত্রীভাব কহিল তোমারে।
গৌণরূপে কেহো কারে ভজে যারে তারে ॥
শৃঙ্গার রসের সঙ্গে সভার প্রণয়।
বীভৎস রসের সঙ্গে নাহি সমন্বয় ॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
অথাবস্থাবকং সর্ব্বং নায়িকাং নিসদ্যতে ॥

একেই উপজে মাত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাব।
সমএ আচরে যার যেমত স্বভাব ॥
যেখানে বন্ধুতা হয় শত্রু সেইখানে।
গরল পীযূষ যেন সমুদ্র[১] মন্থনে ॥

---

১ উদধি

হাস্যরসে ভয়ানকে শত্রুভাব করি।
শৃঙ্গার রসের সঙ্গে বীভৎসক ঐরী॥
অদ্ভুত রসের সঙ্গে রৌদ্রের বিপক্ষ।
বীর রসে করুণাতে দোঁহে প্রতিপক্ষ॥
যতেক উন্নত যার সেই তাহা করে।
সাম্য হেতু অষ্টজাতি প্রকৃতি সঞ্চরে॥
শান্তি পুষ্টি ধৃতি আর এক দয়াময়ী।
ক্ষমা রতি তিতিক্ষাদি জাতি জন এই॥
এই সভে গৌণ হঞা মোক্ষ কর্ম্ম করে।
মোক্ষ হঞা সখ্য আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে॥
বীর রসে সাম্য হেতু শান্তি তায় ভজে।
বীভৎস রসের সখী তিতিক্ষা সহজে॥
রৌদ্র রসে ধৃতি ভজে সাম্যের কারণে।
হাস্য ক্ষমা উপযুক্ত সম্বোধন গুণে॥
ভয়ানক রসে জাতি হএ প্রীতিময়ী।
রাজধর্ম্ম কুলকর্ম্ম সেই জন এয়ি॥
এই মুখ্য গৌণ রসে ষোড়শের লেখা।
সকল সহিলে পাই কৃষ্ণ হেন সখা॥
লাবণ্য কন্দর্প কোটি রূপ প্রতিবিম্ব।
সমুদ্র গাম্ভীর্য সর্ব্ব রসের কদম্ব॥
রসের স্বরূপ কৃষ্ণ রসের নিদান।
রসের বিলাসী নাম রসময় কান॥
কভু কোন রসে কৃষ্ণ করে আলম্বন।
তাহাতে যে করে রোষ সেই মূঢ়মন॥
অকৈতবে কহি সখী শুনি যুক্তি সার।
কৃষ্ণ ভজনের ঐরী নিজ অহঙ্কার॥
পরিণাম কৃষ্ণপ্রীতি যদি মনে জান।
তৃণ হৈতে লঘু করি আপনাকে মান॥
সহমানে নিজতনু সাম্য কর ধরা।
পর উপগারে হবে তরলের পারা॥

অমানিনী হবে সখী সখ্যসুখ লঞা।
মানদাতা হবে পুন কৃষ্ণ সজাতিঞা॥
এতেক সহিতে যদি করহ স্বীকার।
তবে সে কৃষ্ণের প্রেমপাত্রে[১] অধিকার॥

॥ তথাহি ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

সাতাশি[২] ভগিনী মধ্যে প্রধান অশ্বিনী।
শান্ত রসে[৩] কান্ত বশ করিল রোহিণী॥
মৌক্তিক সৌখিল্যগুণো নানা অশ্রু গলে[৪]।
মঞ্জীর মৌখির্য্যবাদে চরণের তলে॥
জল যদি ব্রহ্মরূপ সংসারের প্রাণ।
তথাপি তারল্যগুণে নিম্নস্থানে যান॥
সহিষ্ণু জনার কভু না হয় অল্পতা।
এই হেতু কাহ্নু [৫] অধিক ঐক্যতা॥
অন্যথা রাধিকা বাঢ়া কত রূপ গুণে।
কৃষ্ণের অধিক প্রিয়া সহিষ্ণু কারণে॥
আপন[৬] অধিক বাসে সঙ্গের সখীরে।
বন্দনা ছাড়িঞা কারো নিন্দা নাহি করে॥
কৃষ্ণনাম শুনে ভুলে[৭] কৃষ্ণরূপে ধ্যান।
অকৈতবে সঁপিয়াছে জাতিকুল[৮] প্রাণ॥
প্রাণের দোসর সেই যে ভজে কানাঞি।
সাপত্নী বলিঞা তার হিংসাবুদ্ধি নাঞি॥
যেরূপে যে ভজে কৃষ্ণ যেমত সমাঝে।
কৃষ্ণকল্পতরু তাহে সেইরূপ ভজে॥

১ -পাত্রের ২ সাতাইস ৩ গুণে ৪ শ্রুতিগণে ৫ মনে হয় দুই পুঁথিতেই দু অক্ষরের একটি শব্দ বাদ পড়েছে ৬ আপনা ৭ ভণে ৮ -ধন

যেমত[1] অঙ্কুর মণি নির্ম্মল অন্তরে।
যেরূপে সংসর্গ হয় সেইরূপ ধরে॥
অতেব আমার যুক্তি শুন সখীগণ।
অভিমানে না ছাড়িহ কৃষ্ণহেন ধন॥
রাধানাম শুনি যদি[2] অহঙ্কারে যাব।
কৃষ্ণহেন গুণনিধি আর কোথা পাব॥
পুষ্পের চয়ন করি গাঁথি চিত্রমালা।
সময় বঞ্চিতে ভাল এই এক ছলা॥
রাধিকা আইলা প্রায় বলে সর্ব্বসখী।
একত্র হইঞা আজি প্রীতপর্য্যা দেখি॥
এই যুক্তি রাখিঞা সকল সখীগণে।
চন্দ্রাবলী প্রবেশিলা কুসুমের বনে॥
গোপিকা সহিতে এথা নাগর গোবিন্দ।
রাধাপথে নিয়োজিঞা নয়নারবিন্দ॥
শ্রীগুরুদেবপদরজ কৃপা লেশে।
রচিল পরশুরাম সঙ্গীত বিশেষে॥

ধানশী রাগেণ গীয়তে

রাধা রাধা বলি[3] বাঁশী
ডাকে রে[4] নাম লঞা।
চল না কুঞ্জেরে যাব
সুবেশ করিঞা॥ ধ্রু॥

মন্দিরে বসিঞা রাধা সহচরীসনে।
তান্ত্রিকী মান্ত্রিকী দুই সখীসন্নিধানে॥
কৃষ্ণসঙ্গে গোপিকার যত কথা হয়।
মন্ত্রবলে তান্ত্রিকী রাধার আগে কয়॥

১ যেমন ২ যবে ৩ বলিঞা ৪ ডাকে

চন্দ্রাবলী আগে[1] যত বিসম্বাদ হৈল।
রাধার সাক্ষাতে সখী সকল কহিল ॥
ভদ্রা আদি সখী যত কৈল অহংকার।
পদ্মাবতী সম্বোধন কৈল পুনর্ব্বার ॥
কথা শুনি ললিতার মুখে মৃদু হাসি।
মুহুর্মুহু ধন্য ধন্য বলে পৌর্ণমাসী ॥
শুনিঞা করুণাযুত হইল রাধিকা।
তান্ত্রিকী সময় বুঝি মেলিল পঞ্জিকা ॥
তুলাতে উদয় ইন্দু চতুর্থ তারক[2]।
রাধা হঞা গুরু সখা পুষ্যার পোষক[3] ॥
শুভযোগসিদ্ধ আসি হৈল বিদ্যমান।
বালবকরণ করে পরম কল্যাণ ॥
মীনাক্ষ লগ্নের শোভা বিলোল সফরী।
ঘটিকা করিল যত চন্দ্রে রশ্মি চুরি ॥
কুণ্ডের কোদণ্ডজিত এ মহীমণ্ডল[4]।
প্রহরে প্রহরে করে যত অমঙ্গল ॥
মুহূর্ত্তে সে মুহুর্মুহু শুভাশিস করে।
ক্ষণ দাক্ষিণ্যের শোভা কে বর্ণিতে পারে ॥
নিমিষে নিমিষছাড়া সঙ্গের অবলা।
কাষ্ঠার পরকাষ্ঠা যুগলাষ্ট কলা ॥
ত্রিযামার এক যাম গেল এ করিতে।
কহিল সকল আর কি আছে পৌঁছিতে ॥
যতদিন পড়ি শুনি যত যত লেখি।
হেন সুমঙ্গল যাত্রা কভু নাহি দেখি ॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণ্যাম্ ॥

তারাদ্য শুভ রোহিণী বৃষরাশিভাজঃ পরা-
মবেদ্য গণনাদহং সুখসমৃদ্ধিমাত্রা গতা।

১ সঙ্গে ২ তারকে ৩ পোষকে ৪ -মঞ্জল

তদেহি মুদিরাম্বরতে পরমচিত্রকো দণ্ডভাক্
অখণ্ডবিধুমণ্ডলা ভবতি বিদ্যুদুদ্যোততাম্ ॥

শুনিঞা আনন্দ যত নিতম্বিনীগণে।
বড়াই বলেন আর গৌণ কর কেনে ॥
কাহ্নু তোমার প্রাণবন্ধু তুমি তাঁর প্রাণ।
পরস্পরা ভাবে ইহা বুঝিল নিদান ॥
নবীন নাগর কৃষ্ণ নবীনার সনে।
তুয়া প্রতি আশ আছে নিকুঞ্জকাননে[১] ॥
হেন অনুকূল প্রীতি ত্রিভুবনে নাঞি।
বুঝিল সর্ব্বতোভাবে তোমার কানাঞি ॥

॥ তদ্‌যথা ॥

রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা।
তদালোকে কদাপ্যস্য নব্যাসঙ্গস্মৃতিং ব্রজে ॥

যেমত তোমার কৃষ্ণ তেন সখীগণ।
সঙ্গে লঞা কৃষ্ণসঙ্গে করাহ মিলন ॥
গোপকুমারিকা যত কাত্যায়নী ব্রতী।
তুয়া অনুকম্পা হৈলে লভে কৃষ্ণপতি ॥
খণ্ডিঞা চণ্ডিকা পূজা তোমার শরণে।
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানে ॥
প্রথম দশায় কত করিল উপায়।
তবে শুদ্ধসত্ত্ব[২] হৈল ঘুচিল কষায় ॥
বসিঞা করেন যুক্তি সখীর সংহতি।
কিবা রমা কিবা উমা কিবা শচী রতি ॥
অপর উপায় নাহি কৃষ্ণ ভজিবারে।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা যদি কৃপা করে ॥

১ নবীনার গণে ২ -চিত্ত

॥ তদ্‌যথা ॥

কমলা মমলাভায় ন ভূয়াদ্ভুবনেশ্বরী।
কা চিন্তা যদি সুপ্রীতা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥

তা সভারে কর রাধা সঙ্গের সঙ্গিনী।
নিজ সখী দিঞা ডাক গার্গীয় ব্রাহ্মণী ॥
ললিতা বিশাখা যেন প্রিয়তমা সখী।
গার্গী ভার্গী দুই সখী তার তুল্যে লেখি ॥
গর্গ ভর্গ দুই সখী ভবিষ্য জানিঞা।
রাসোৎসবের কথা কহে ভাবযুক্ত[1] হঞা
শুনিঞা তাদের কথা তপোবনে বসি।
দর্শনের আশে দোঁহে হৈলা ব্রজবাসী ॥
ব্রজপুরে গোপীমধ্যে তুমি অধীশ্বরী।
জানিঞা সর্ব্বতোভাবে তুয়া সহচরী ॥
ব্রাহ্মণী হইঞা দোঁহে[2] তোমার ভজনে।
রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ এক করি জানে ॥
আনন্দে আছেন গুরু গৌরব আদরে।
বিধিমার্গ অনুসারে দেবকার্য্য করে ॥
তোমার অভীষ্ট পূর্ত্তি সভাকার সাধ।
হেন সুখে প্রিয়জনে না করিহ বাদ ॥
এ বড় বিষম কথা লইঞা বিজনে।
গুরুজনে ত্যক্ত মায়া লেখিল পুরাণে ॥
রাধিকা বলেন শুন বেদনি বড়াই।
আপনার উপদেশ কহি তোমা ঠাঞি ॥
মধুপুরীর দক্ষিণাংশে অবন্তী নগরী।
তাহাতে আছেন দেবী সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী ॥
শ্রীমতী ঈশ্বরী[3] নাম ভক্তিমুক্তি[4]বতী।
পতি সন্দীপনী মুনি কন্যা ইন্দুমতী ॥

---

১ ভাগযুক্ত ২ স্নেহো ৩ সুখদা ৪ শক্তি

সূর্য্য উপরাগ যোগে লইঞা সগণে।
সেতুবন্ধ গিঞাছিলা সমুদ্রসিনানে॥
অভিনব সৌম্যরূপ এক পুত্র ছিল।
সমুদ্রতরঙ্গে রঙ্গে[১] জলেই মজিল॥
এক পুত্র সেহো যদি হৈল পরলোক।
সতী সাধ্বী ধৃতাত্মার কি করিব শোক॥
সগনে সে তপোবনে আসি পুনর্ব্বার।
অধ্যয়ন করে কত ব্রাহ্মণকুমার॥
বিন্দুমতীর কুটুম্বিতা গার্গী ভার্গী সনেঁ।
গতায়াত কথাবার্তা হয় তিনজনে॥
সহজে আমার সঙ্গে[২] অধিক সখ্যতা।
ভানুমতী প্রশ্নকারী কয় উপদেশ কথা॥
যুক্তিদা মায়ের ঠাঞি অনুমতি পাঞা।
শ্রীদাম গেলেন তথা চতুর্দ্দোল লঞা॥
নান্দীমুখী বিন্দুমতী শ্যামলা মঙ্গলা।
আমার সুহৃদ সভে তার সঙ্গে গেলা[৩]॥
মণীন্দ্র সহিতে কথা করিঞা বিচার।
বৃষভানু গৃহে ধনি[৪] কৈল অভিসার॥
কন্যাকালে কৃপা কৈলে সদয় হইঞা।
গার্গী ভার্গী দিল মোরে সতীর্থ করিঞা॥
যন্ত্রের বিধান নাহি জানি সেই কালে।
অর্চ্চিতে করিলে আজ্ঞা মার্ত্তণ্ড[৫] মণ্ডলে॥
সেই হৈতে সূর্য্যপূজা বঞ্চনার প্রথা।
কহিল তোমারে নিজ উপদেশ কথা॥
পূর্ব্বে এই মন্ত্র গুরু দিল মোর কানে।
সে আজি অক্ষর শুনি মুরলীর গানে॥
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণে সম্মোহন তন্ত্র।
জীবের জীবনরূপ সেই মহামন্ত্র॥

১ সে ২ সনে ৩ খেলা ৪ দেবী ৫ মাকুণ্ড

॥ যথা দীপিকায়াং ॥

নান্দীমুখী বিন্দুমতীত্যাদ্যা সিদ্ধিবিধায়িনী।
সুহৃৎ পক্ষতয়া খ্যাতা শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ ॥
উপাস্যো জগতাং চক্ষুর্ভগবান্ পদ্মবান্ধবঃ।
জপ্যস্বাভীষ্টসংসর্পি কৃষ্ণমন্ত্র মহামনুঃ ॥

পৌর্ণমাসী বলে আজি শুনি সবিশেষ।
নহিলে কেমনে হয় এমন আবেশ ॥
যেই ক্ষণে[১] গুরুমুখে শুনে কৃষ্ণকথা।
অনুদিন হয় তার সঙ্গ বৈবর্ণতা ॥
কহিতে শ্রীকৃষ্ণগুণ কম্বুকণ্ঠ দোলে।
নয়ান পূর্ণিত হয় আনন্দাশ্রুজলে ॥
পুলক বেপথু হয় কৃষ্ণকথা শুনি।
সদগুরু কৃপাময় ইহাতেই জানি ॥
রাধিকা বলেন এই অনুকম্প মূল।
সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী তুমি অনুকূল ॥
না জানি প্রীতের মর্ম্ম নাহি সুসাধনে।
ভরসা করিল মাত্র তোমার চরণে ॥
অপার সুধার নিধি হৈল শ্যামনাম।
না জানি কিরূপ ফল ধরে পরিণাম ॥
বড়াই বলেন চিন্তা না করিহ মনে।
যদি আমি অনুগত আছি তোমা সনে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ দিব বশ করি।
বৃন্দাবনেশ্বর কৃষ্ণ রাধিকা ঈশ্বরী ॥

॥ যথা উজ্জ্বল নীলমণ্যাং ॥

শরণেন বিধেহি পুত্রি চিন্তাং বসগন্তের্ভবিতা ব্রজেন্দ্রসূনুঃ।
যদহং চতুরাত্র সিদ্ধমন্ত্রাজরতি প্রব্রজিতা ভবাস্মি দূতী ॥

---

১ খানে

ঈষৎ হাসিঞা রাই কহিল ইঙ্গিত।
গার্গী ভার্গী কুমারিকা আইলা আচম্বিত॥
নবীন যৌবন সব যেন চন্দ্রকলা।
মঞ্জুলা বিঞ্জুলা সান্দ্রা মৃদুলাদি বালা॥
কান্তি কীর্ত্তি ক্ষেমা শ্যামা লীলা শীলা রুচি।
আসন্না বিজয়া শ্রুতি রতি পুণ্যা শচী॥
কেলিকলা মৌলিমালা আদি কন্যাগণে।
আদরে প্রণতি কৈল রাধার[১] চরণে॥
সভারে কহিল রাধা ঈষত হাসিঞা।
এতরাত্রে কেনে আইলা যূথবদ্ধ হঞা॥
নাশেবেশে পূর্ণতনু বিবাহ[২] শৃঙ্খলা।
কুমারী কাননে কেনে এতেক চঞ্চলা॥
বরের ঘরের লোক নিত্য আস্যে যায়।
জামাতার অন্বেষণ করে বাপ মায়॥
এমত সময়ে নাহি মনের আশঙ্ক।
অনূঢ়ার কালে পাছে করাহ কলঙ্ক॥

॥ তদ্‌যথা ॥

বিশ্রুদ্ধা সখী ধূলি কেলি সপুটা সম্বিত বক্ষস্থা
বালাসীতি ন বল্লভস্তব পিতা জামাতা ধন্দর্গগতি॥

কন্যাগণ বলে তোর দিল লাজ কাজে।
শরণ লইল তুয়া চরণসরোজে॥
প্রথম হেমন্ত পূজা কৈল কাত্যায়নী।
বাঞ্ছাসিদ্ধি বরদান দিলেন ভবানী॥
লভিঞা দেবীর বর না হয় প্রতীত।
কৃষ্ণ আসি বস্ত্রভূষা নিল আচম্বিত॥
তটে বস্ত্রভূষা রাখি লাম্বিছিলাম[৩] জলে।
অলক্ষিতে নিল হরি কদম্বের ডালে॥

১ রাধিকা ২ বিভাহ ৩ নাম্যাছিলাম

সম দম কহি কত বিনয় ব্যগ্রতা।
কৃষ্ণ বলে বস্ত্র দিব রাখ মোর কথা॥
যে কহিল কৃষ্ণ তাহা কৈল অঙ্গীকার।
প্রত্যঙ্গ দেখিল আর লাজ আছে কার॥
মা বাপের কোলে শুয়্যা[১] ছিলুঁ[২] ঘরে ঘরে
সম্প্রতি স্বপ্নের কথা কহিএ তোমারে॥
নবীন কিশোর এক ভুবনসুন্দর।
ঢলঢল তনু যেন নবজলধর॥
চিকন চিকুরে চূড়া টানিঞা[৩] কপালে[৪]।
অলকা আবলি বেঢ়া মত্ত অলিজালে॥
শিখরে শিখণ্ড তায় দোলে বিনি বায়।
আপনে চঞ্চল পুন হৃদয় দোলায়॥
নিছনি অনন্ত ইন্দু মুখশশধরে।
বরিষে অমন্দ সুধা মুরুলি অধরে॥
শ্রুতি পরশন যেন বঙ্কিম নয়ান।
অপাঙ্গইঙ্গিতে জিতে মদনের বাণ॥
কলিত কন্দল হেন পহিরণ বাস।
নবজলধর যেন বিজুরি প্রকাশ॥
ইন্দ্রনীল দরপণ পরিসর উরে।
ঝলমল করে কত মহামণিহারে॥
মরকত মণি স্তম্ভারম্ভ দুই ভুজে।
আলিঙ্গন দিল আসি সখীর সমাঝে॥
যুগতি যুবতী রতি নয়নরঞ্জন।
স্বপনে পাইলা পতি তুলসীভূষণ॥

॥ তদ্‌যথা পদ্যাবল্যাম্‌॥

বেণীমূলে বিরচিতঘনশ্যামপিঞ্ছাবচূড়া-
বিদ্যুবল্লীবলয়িতঘনস্নিগ্ধঃ পীতাম্বরেণ।

১ শুঞা ২ ছিলাম ৩ টানলি ৪ কপোলে

মামালিঙ্গনমরকতমণিস্তম্ভগম্ভীররাহো
স্বপ্নে দৃষ্টস্তবনতুলসীভূষণনীলমেঘঃ ॥

মঞ্জুল মঞ্জরী রসে পুরল[১] নাসিকা।
স্বপ্নে আজ্ঞা দিল তারে[২] ভজিতে রাধিকা ॥
রাধাপাদপদ্ম সদ্ম অটবী অঙ্কিত।
যে জনা জানএ তার আশ্রয় বিহিত ॥
রাধার চরণ যুগ বিনা আরাধনে।
রাধাপ্রেম প্রীতপর্য্যা কথা নাহি শুনে ॥
সে যদি নিতান্তরূপে কৃষ্ণভক্ত হয়।
তভু অনুরাগহীন প্রেমভক্তি নয় ॥
অনুরাগযুতা প্রেম সভার অধিকা।
প্রেমার সমান মূল প্রকৃতি রাধিকা ॥

॥ তদ্‌যথা গোপীমাহাত্ম্যে ॥

অনারাধ্য রাধাপদাম্বুজযুগ্মর্ম্মনাশ্রিত্য
বৃন্দাটবিং তৎপদাঙ্কা।
সম্ভাষ্য তদ্ভাবগতিত চেতসা কথং শ্যাম
সিন্ধোরসস্যাবগাহঃ ॥

এ সকল উপদেশ শুনিঞা স্বপনে।
পরস্পর সভাকারে কহিল সগনে ॥
দুই চারিজনে যদি এক স্বপ্ন দেখি।
স্বপ্ন নহে সেই কথা সত্য করি লেখি ॥
এই মনে করি সর্ব্ব সখীগণ সনে।
প্রসন্ন হইলুঁ আজি অভয় চরণে ॥
আচার্য্য অধিক কৃপা করে গোষ্ঠেশ্বরী।
বাৎসল্য মমতা যেন ঝিয়ারি বহুরি[৩] ॥

১ পুরিল ২ মোরে ৩ বহুয়ারি

তাহার অধিক এক ভাগ্য করি লেখি।
প্রাণপ্রিয়া করে যত গুণনিকা সখী॥
বৈকুণ্ঠবিজয়ী বৃন্দা অটবীমণ্ডলী।
যেখানে ভূষিত তুয়া চরণের ধূলি॥
শিখিপুচ্ছ অবতংশ লভিবারে পতি।
ভাবসিদ্ধ বলি বর দিল ভগবতী॥
এসব সামগ্রী যদি আছে বিদ্যমান।
তথাপি না হয় বিধা তুয়া অবধান॥

॥ উজ্জ্বলনীলমণ্যাম্ ॥

আচার্য্যাদভি বৎসলা ময়ি মুহুর্গোষ্ঠেশ্বরী
কিং তত প্রাণেভ্যঃ প্রণয়াস্পদ কিমেতেন মে।
বৈকুণ্ঠাটবিমণ্ডলী বিজয়ি তে বৃন্দাবনস্তেন কিং
দিব্যত্যত্র ন চেদ্দ্রুমা ব্রতফলপিঞ্চাবতংসী পতিঃ

সখীসঙ্গে শিরোমণি একথা শুনিঞা।
আশ্বাসিল প্রতি শিরে হস্তপদ্ম দিঞা॥
সখীবৃন্দে পুনঃ পুনঃ করিল পিরিত।
রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাগ কামোদ

অবা রাই কি বুধি করিব।
সুধই সুধার তনু কি দিঞা সাজিব ॥ ধ্রু ॥

হেমমণি আভরণ কুসুম চন্দন।
প্রতি অঙ্গ পরশি তারা হয় সুশোভন ॥
পদনখ সম নহে হেম হীরামণি।
কলিত কনয়া গায় কুন্দন নিছনি ॥
নয়ন তুলনা নহে ইন্দীবর ফুল।
বান্ধুলি জিনিঞা তব অধর রাতুল ॥
চন্দনচর্চ্চিত হেম দরপণ গায়।
পরশুরামের মনে সেহো নাহি ভায় ॥

প্রশংস্য কৈবল্যমিদং পুরস্তে গন্ধাম্বুলেপৌএ ন বোচ তেন
নবীনজাম্বুনদদর্পণাস্তে জম্বাল্যচার্চিক্যমিবামনাঙ্গ ॥

কাননগমনে রাধাঅভিপ্রায় দেখি।
চঞ্চল হইলা যত বেশকার সখী ॥
নর্ম্মদা যোগান ধরে নবনীল শাড়ি।
মাণিক্যা আনিল মণিভূষণের পেড়ি ॥
সুগন্ধা নলিনী দোঁহে গন্ধাম্বুলেপনে।
চিত্রিণী লেখনি লঞা চিত্রের কারণে ॥
প্রেমবতী রসবতী সুষমা পেশলা।
যোগান ধরিঞা আছে নানা পুষ্পমালা ॥

১ উভয় পুঁথিতেই গ্রন্থের উল্লেখ নেই

কলকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠী কলাবতী।
সাসোল্লাসা গুণতুঙ্গী রতি লীলাবতী॥
সুধাময় মধুশ্রবা ভারতী রঙ্গদা।
সুবেশ করিঞা আইলা গায়ন সম্প্রদা॥
সৈরিন্ধ্রি চারিণী দুই তদনুগা সখী।
যাত্রাকালে চররূপে চরাচর দেখি॥
রঙ্গশাড়ি পরাইতে সভাকারে ভায়।
জলদবসন পরে আপন ইচ্ছায়[১]॥
তা দেখিঞা অনুরাধা বলে ধীরেধীরে।
অন্তরের অভিপ্রায় উদয় বাহিরে॥
কুঙ্কুম চন্দন দেই সখী বেশকারী।
রাধিকার ইচ্ছা[২] হয় লইতে কস্তুরী॥
বিমল মুক্তার মালা দিল কেলিকলা।
পুনরপি দিতে চায় হেমপদ্মমালা॥
রাধারূপ নেহারিঞা হৃদয়ে না দিল।
হস্ত হৈতে স্বর্ণমালা সম্পুটে[৩] রাখিল॥
বিশাখা বলেন কেনে না দেহ গলায়।
সখী বলে কোন কার্য্য সুবর্ণমালায়॥
বিমল মৌক্তিকমালা দিলা রাই গলে।
অঙ্গকান্তি পাঞা সেই স্বর্ণমূর্ত্তি ধরে॥

॥ তদ্‌যথা ॥

গৌরাঙ্গী কিং কনকদাম রচামি সা তে
বক্ষোস্থলপরিস্ফুরণায় য রাধে।
কান্তিছটাস্তব পটাবরণং বিলঙ্ঘ্য
মুক্তাঘটাবিমলহাটকতাং তনোতি।

চিত্রিণী লেখিতে চায় বিচিত্রলতিকা।
প্রতি অঙ্গে কৃষ্ণনাম লেখিলা রাধিকা॥

---

১ ইৎসায় ২ ইৎসা ৩ সংপুটে

তিলক লইল নাম স্মরযন্ত্র[১] তার।
কৃষ্ণ মনোহারী কণ্ঠে হরিন্মণি হার॥
প্রভাকরী নাম মুক্তা নাসিকাগ্রে সাজে।
রোচন তাড়ক[২] শোভা করে দুই ভুজে॥
মদনমোহন নাম হিআর পদকে।
শঙ্খচূড় শিরোমণি শোভে[৩] স্বমস্তকে॥
পুষ্পদন্ত পীনকান্তি নাম দুই মণি।
কটক চটক রাবে কটির কিঙ্কিণী॥
চিত্তচোর নাম তার কেয়ূর যুগল।
বিপক্ষমর্দ্দিনী নাম মুদ্রিকা বিমল॥
চিত্রাঙ্গী কনককান্তি সুশোভিত উরে।
কৃষ্ণমনোহারী রত্ন নূপুর গোপুরে॥
কুরুবিন্দ নামে বাস ইন্দ্রগোপ জিনি।
মেঘাম্বর নাম তার উপরে ওঢ়নি[৪]॥
সমুখে সখীর করে শ্যামলা দর্পণ।
গোবিন্দবান্ধব নাম সুধাংশুকিরণ॥
শলাকা নর্ম্মদা নাম হৈমি চিত্রীবতী।
কেশবেশকারী নাম স্বস্তিদা কঙ্কতি॥
কন্দর্পকুহুরি নাম রত্নময় বাটি।
বসিঞা হাসিঞা করে বেশ পরিপাটি॥
ধানশী মল্লার রাগ গান করে সখী।
নানা ছাদে বাজে রুদ্র বল্লভা বল্লকী॥
বিশাখা পঢ়েন যাত্রা মঙ্গল সুপাঠ।
সুন্দরী ময়ূরী[৫] পাশে করে চিত্রনাট॥

॥ তদ্‌যথা॥

আসিস্তথ্যা জয় জয় জয়েত্যাবিবাস্তে মুনীনাং
দেবাশ্রণীস্তুতিকলকলোমেদুরপাদুরস্তি হর্ষোদেযাব

১ -যাত্রা ২ তাড়ঙ্ক ৩ সোহে ৪ উড়নি ৫ মউরী

স্ফুরতি পরিতো নাগরীণাং গরীয়ান্
কো বা রঙ্গস্থলভুবিহরৌ ভেজিরে নানুরণম্ ॥

চকোরী চন্দ্রিকা নাম চরণে লোটায় ।
সূক্ষ্মধী সারিকা শুভা শ্যামনাম গায় ॥
কুরঙ্গরঙ্গিণী নাম ধরিল যোগান ।
মর্কটি কর্কটি বলে করিতে পয়ান ॥
ললিতাদি সখী যত যুথ যুথ হঞা ।
করিল কুঞ্জেরে যাত্রা জয় জয় দিয়া ॥
হেনকালে কাত্যায়নী দাণ্ডাইলা আগে ।
করজোড় করি বলে শুন সখীভাগে ॥
সহজে তোমার তনু তড়িত সমান ।
না জানি কি রসে তাহে করিল রসান ॥
অবিকল শারদ শশীর পরকাশ ।
অবিচারে পরিঞাছ জলধর বাস ॥
বিশদ বসন যদি দেহ গোরা[১] গায় ।
লিখিতে না পারে কেহো কিরণে মিশায়
দূরে পরিহর রাই নূপুর কিঙ্কিণী ।
রসনা ঘোষণা পাছে হয় জানাজানি ॥
প্রতিকূল ঘরে ঘরে গোকুলের লোক ।
পিশুন পাষণ্ড হৈলে পাবে বড় শোক ॥
নগরভিতরে আগে সঙ্গোপনে যাই ।
বিমল কুলের ভর কলঙ্কে ডরাই ॥
মানসগঙ্গার পার বসিঞা বিজনে ।
সাজিব সভার তনু যত থাকে মনে ॥
সহজে পরশুরাম সহচরী ভাবে ।
বসন ভূষণ লঞা সঙ্গেসঙ্গে যাবে ॥

১ গোর

রাগ জয়জয়ন্তী[১]

ও বোল না বল মোরে প্রাণ পরবশ।
ইছিঞা লঞাছি অঙ্গে কালা অপযশ ॥ ধ্রু ॥

কবরী উপরে নীল ইন্দীবর ফুল।
সেই ছলে ইছিঞা দিঞাছি জাতি কুল ॥
কালিয়াবরণ বাস মনের[২] পিরিতে।
যে বলু সে বলু লোক নারিব ছাড়িতে ॥
উভ করি কস্তুরী তিলক নিল ভালে।
জাতিকুলশীলে ডোর দিল সেই কালে ॥
অঞ্জন[৩] রঞ্জনে কত রঞ্জএ নয়ান।
কালিয়াবরণে মোর ভেদিল পরাণ ॥
পরিল কালিয়া কণ্ঠে[৪] কুলবধূ হঞা।
সে শ্যাম কেমনে পাব লাজকে ডরাঞা ॥
সাহস করিঞা যার নাম লেখি বুকে।
কি আছে ভরম আর কি বলিব লোকে ॥
মুখ দেখাইল শ্যামে ভাবের মুকুরে।
শরম ভরম সব পালাইল দূরে ॥
বিলোল কিঙ্কিণী ঘন বলে কিনিকিনি।
বিকাইলু শ্যাম[৫] পায় হকু[৬] জানাজানি ॥
মুখর মঞ্জীর পায় বাজুক বাজনা।
কালা কলঙ্কিনী রাধা গোকুলঘোষণা ॥
পরশুরামের মনে আন নাহি ভায় ॥
রাধা কাহ্ন বলি যদি লোকে গুণ গায় ॥

॥ যথা কল্পলতিকায়াম্ ॥

স্বামী মুঞ্চতু মুঞ্চতাং গুরুজন গঞ্জন্তু মুঞ্চত বা
দুর্ব্বাদং পরিঘোষয়ন্তব পিজনা বংশে কলঙ্কো স্তবা।

১ রাগ জয়ন্তী ২ গমনের ৩ গঞ্জন ৪ কণ্ঠী ৫ শ্যামের ৬ হউ

তাদৃক প্রেম নবানুরাগমধুনা মত্তায় মনিস্তু মে চিত্তং
নৈব নিবৃত্তি তেক্ষন মপি পানেশ পাদাম্বুজাৎ ॥

রাগ ধানশী

এ সখী হাম কহিএ[১] তোহে ফেরি।
রাখবি মন মাহাঁ[২] মিলনক বেরি ॥ ধ্রু ॥

হেরব যব সুন্দর বর নাহ।
ধৈরজ ধরবি যতনে মন মাহ ॥
সহা না ছোড়বি সখীগণ সঙ্গ।
অলস বাধ জনু[৩] মোড়বি অঙ্গ ॥
বামহি করে শির বসন সোঙারি।
ছলদ রসায়বি অঙ্গ উঘারি ॥
তব যব[৪] নাহ মিলব তুয়া পাশ।
না করবি বিরসনা দেয়বি আশ ॥
অভিনব কাহ্ন কি রব তুয়া ঠাম।
নিজ কোরে করবহি করবি পরণাম ॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল হোই।
কাহ্নু উপেখি রহবি সখী গোই ॥
বিহসি বিলোল নয়ন পরকাশি।
সহচরীসাধনে নহি নহি ভাষি ॥
সো বর জাগর ইঙ্গিত জানি।
পদ পরিজন্ত পসারিব পানি ॥
করে করবারিতে পরশবি নাহ।
পূরব দুহুঁ মন রস নিরবাহ ॥
পরশুরাম কহে যুগতি না ভায়।
মদন কলাগুরু যো দরশায় ॥

১ কিএ ২ মহি ৩ যব ৪ জন

গৌরীগান্ধার

ধনি ধনি রাধে আজুবনি[১]।
লাখ লখিমি নবলীলা লোভন
ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি ॥ ধ্রু ॥

চিত্রিত চারু চরণে মণিমঞ্জীর
ঝুনুর ঝুনুর ঝুনু বাজে রসাল।
প্রতিপদগতি রতিপতিমতি
মোহন নখমণি উদিত বিধুমাল ॥
পদতল অমল কমলদল
কোমল ফুয়ল থলজলজাবলি বলিঞা।
ধরণীবিভূষণ আকুল চিহ্নগণ
অলিকুল বৈঠল ভুলিঞা ॥
সৌভগ মদমণি কিঙ্কিণী ভাষিণী
কিনিকিনি কামিনী কাহ্নু সনে।
পরশুরাম কহ ভুবন চতুর্দ্দশ
পদনীরজরজ লেশ পনে ॥

চলল রমণীধনি নব অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥
রসভরে চরণ চলিতে নাহি চলে।
আলুঞা[২] পড়ে যৈছেঁ[৩] যৌবনহিল্লোলে ॥
সঙ্গিনী রঙ্গিণী সব কাছেকাছে যায়।
প্রতিপদে বিকশিত কুসুম বিছায় ॥
কুসুম কলিকা পেলে বাছিঞা বাছিঞা।
পাদুকার প্রায় করে পদ আচ্ছাদিঞা ॥
কমল[৪] চরণ যেন ভূবি[৫] না পরশে।
ধরণী কাতর পদপরশের আশে ॥

১ আজীবনি ২ আলুআঞা ৩ যেন ৪ কোমল ৫ ভূমি

বিরহ বিয়োগ ক্ষিতি নারিল সহিতে।
সখীর সাক্ষাতে দেবী আইলা আচম্বিতে॥
প্রতি অঙ্গ সুশোভনা পুলক অঙ্কুরে।
নাসিকাগ্রে ভূষা যেন নয়নাশ্রু নীরে॥
নবদূর্ব্বাদল জিনি শরীর শ্যামল।
বসনভূষণে তনু করে ঝলমল॥
অন্যোন্যো নিরীক্ষণ হৈল পরস্পরে।
আসিঞা ধরিল দেবী ললিতার করে॥
সকরুণে বলে শুন শ্রীমতী ললিতা।
নিবেদন করি তোরে ইতিহাসকথা॥
অসুর প্রবল হৈল কল্প বৈবস্বতে।
অমর জিনিঞা রাজা হৈল ত্রিজগতে॥
ভারাক্রান্ত হঞা তায় পশিলুঁ[১] পাতালে।
সমস্ত প্লাবিত[২] হৈল প্রলয়ের জলে॥
লোকপাল গ্রহগণ যত সূর্য্যশশী।
রাশিচক্র ব্যক্ত নহে নাহি দিবানিশি॥
ভূগোল বিদিগ দ্বীপ লুপ্ত সর্ব্বদেশ।
বটপুটশায়ী মহাবিষ্ণু একশেষ॥
প্রলয়পয়োধি জলে ভাসে মিছামিছা।
কথোকালে হৈল পুন সংসারের ইচ্ছা॥
আদ্যশক্তি মনোময়ী প্রভুর ইচ্ছাতে।
বাঞ্ছা লিপ্সা সঙ্গে করি আল্যা[৩] মনোরথে।
মনোরথে শক্তিসঙ্গে প্রভুর রমণ।
তাহাতে হৈল আদি ব্রহ্মার জনম॥
জন্মিঞা সে প্রজাপতি চাহে বাপ মায়।
পিঠ পদ্ম বিনে কিছু দেখিতে না পায়॥
কিবা জন্ম কিবা কর্ম্ম কিবা উপদেশ।
বুঝিতে মৃণালমূল করিল প্রবেশ॥

১ পশিলাম ২ প্রাবৃত ৩ আইলা

আপনার মনে ছলে সহস্র বৎসর।
তথাপি না পায় তার মূল আবান্তর ॥
উঠিঞা বসিলা সেই জন্ম পদ্মাসনে।
উপ বলি দুই বর্ণ সৃজিলা গগনে ॥
সহজ সাধনে নহে ব্রহ্মার প্রকাশ।
ক্রিয়াসিদ্ধি না দেখিঞা ছাড়িল নিশ্বাস ॥
নিশ্বাসের সঙ্গে সেই নাসিকায় হৈতে।
বরাহ শরীর বারি[1] হৈল আচম্বিতে ॥
প্রথমে আছিল বপু অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ।
দেখিতে দেখিতে হৈল পর্ব্বতপ্রমাণ ॥
দুই চক্ষু দেখি দুই সূর্য্যের আকার।
দন্তের ছটায় দূরে গেল অন্ধকার ॥
মহাকায় দুই দন্ত কান্তি কত মণি।
প্রলয় পয়োধি জলে নাম্বিলা তখনি[2] ॥
দেখিঞা সে পদ্মাসন কৃতাঞ্জলি হঞা।
করিল কারণস্তুতি প্রণাম করিঞা ॥
বিধাতারে আজ্ঞা দিল সৃষ্টি করিবারে।
শুনিঞা কাতর ব্রহ্মা বলে ধীরে ধীরে ॥
পাতালে পশিলা পৃথ্বী সব জলাকার।
জন্মিলে প্রজার তরে না দেখি আহার ॥
শুনিঞা বরাহ হরি পশিলা পাতালে।
দুই হস্তে ধরি মোরে তুলিলেন কোলে ॥
কাতর হইঞা আমি কৈল নিবেদন।
আমারে না লৈয় তুমি[3] শুন নারায়ণ ॥
অসুরের পরাক্রম কতেক সহিব।
মিথ্যাবাদীর পদভর সহিতে নারিব ॥
হিংসক হইব যত পৃথিবীর রাজা।
অমাত্য সকল নিত্য দংশিবেক প্রজা ॥

---

১ বাহির ২ আঁঠু এক পানি। ৩ আর

পরদারে পরধনে লুব্ধ হবে লোক।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়িয়া বাঢ়িব দুঃখ শোক ॥
ক্লিষ্ট হবে যত জীব[১] পাসরিবে ধর্ম্ম।
অনুদিন জন্মিবেক অনুচিত কর্ম্ম ॥
যপ যজ্ঞ দান ধ্যান না থাকিব মনে।
ভক্তিহীন হবে লোক সদগুরু সেবনে ॥
যত দৈত্য হত্যা কৈলে যত অবতারে।
কুপণ্ডিত হঞা তারা জন্মিবে সংসারে ॥
অন্য অর্থে বাখানিঞা শাস্ত্র স্মৃতি শ্রুতি।
ভ্রান্ত চিন্তা করাবেক দিঞা অসম্মতি ॥
ভরা সম হবে মোরে দৈত্য সম ভর।
ভবিষ্য ক্লেশের কথা কহিল ঈশ্বর ॥
সর্ব্বংসহা নাম মোর তভু সহা যায়।
বৈষ্ণবের পদধূলি যদি লাগে গায় ॥
অপ্রকট হবে যত বিষ্ণুভক্তজন[২]।
দিনে দিনে লুপ্ত হবে নাম সংকীর্ত্তন ॥
এতেক বিনয় যদি করিল ঈশ্বরে।
শুনিঞা বরাহ হরি কহিল আমারে ॥
কহিল কথায় ধরা কাতর না হবে।
সংপ্রতি পত্তনে তুমি বড় সুখ পাবে ॥
সারস্বতকল্প নাম হবেক সম্প্রতি।
তাহে যত অবতার শুন বসুমতী ॥
যে প্রভু গোলোকধাম সভার আধার।
কল্পনার কলা তার কার্য্য অবতার ॥
যুগে যুগে অবতার সেই তার অংশ।
অভিন্ন ঈশ্বর প্রায় মহাবিষ্ণু বংশ ॥
যারে বলি মহাবিষ্ণু অপ্রমেয় সেহো।
অচিন্ত্য অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ ॥

---

১ লোক ২ -গণ

কার্যহেতু হয় সত্ব রজ তম কায়া।
সেই শক্তি হয় তার অনুরূপ মায়া॥
সেই মায়া যার বশ সেই সর্ব্বেশ্বর।
মায়াবশ জীব সংজ্ঞা নহে শুভান্তর॥

॥ যথা বেদান্তসূত্রে॥

স ঈশ যদ্বশে মায়া স ব জীববায়স্তয়ার্দ্দিতঃ॥

গোলোক নায়ক এক স্বতন্তর হঞা।
যুগধর্ম্ম করে তেহোঁ অংশকলা দিঞা॥
অবতরি সেই সব স্বতন্তর হয়।
পরিণামে বিরাট বিগ্রহে হয়[১] লয়॥
শ্বেত রক্ত অরুণার সোন শ্যাম সনে।
পাণ্ডুর পিঙ্গল গৌর ব্রহ্মরক্তগুণে॥
কাল নীল এই ক্রমে দ্বাদশ মুরুতি।
এক হঞা একাদশে সেই অধিপতি॥

॥ যথা শ্রীক্রমে॥

শ্বেতচিত্রোঽরুণঃ সো ন শ্যাম পাণ্ডুরপিঙ্গলৌ।
গৌর ব্রহ্মোস্তথারক্তঃ কালে নীলক্রমাদমী॥

কপিলো মাধবোপেন্দ্র নৃসিংহাবতার।
শ্রীনন্দনন্দন এক সভার আধার॥
বল কুর্ম্ম কল্কি আর রাঘব ভার্গব।
করী মীন আদি হন অবতার সব॥

॥ তদ্ যথা॥

কপিলো মাধবোপেন্দ্র নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ।
বলকুর্ম্মস্তথা কল্কি রাঘবো ভার্গব করি মীন ইত্যাদি॥

---

১ হন

এইরূপে ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ দেবতা।
শুন বসুমতী তার ইতিহাস[১] কথা॥
যুগাবতারের সাম্য কার্য অবতারে।
ধর্ম্মসংস্থাপনা আমি করি বারে বারে॥

॥ যথা ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সর্ব্ব বর্ণ সর্ব্ব শক্তি সর্ব্ব দেব লঞা।
সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব অবতার হঞা॥
স্বেচ্ছায় করিব[২] প্রভু লীলা অবতার।
বিহরে বৈভব হবে ত্রিভুবনের সার॥
কলিন্দনন্দিনীতটে নিকুঞ্জকাননে।
অভিন্ন গোলোক ভুবি যান বৃন্দাবনে॥
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গসুখে বিহরিব প্রভু।
সে সব সম্পদ তুমি নাহি দেখ কভু॥
ঈশ্বরচরণস্পর্শ পাহ বারে বারে।
কিবা সে ভাগ্যের কথা শুন বসুন্ধরে॥
পরমান্তরঙ্গা শক্তি সঙ্গে সখীগণ।
নিতি নিতি কুঞ্জপথে করিব গমন॥
যে পদপঙ্কজ অজ দেবের দুর্ল্লভ।
ভব আদি ভাবে যার প্রেমের বৈভব॥
বৈষ্ণবের চিন্তামণি যে চরণরেণু।
তাহে নিতি বিভূষিত হবে তুয়া তনু॥
এমত সম্পত্য তুমি অনাআসে পাবে।
ক্লেশ না ভাবিহ তুমি মর্ত্ত্যপুরী যাবে॥
এ সব আশ্বাস মোর করিঞা ঈশ্বর।
বিশেষে কহিল মোরে সর্ব্বপরাৎপর॥

১ উপহাস ২ করিল

রাধিকার প্রাণবন্ধু যে নন্দনন্দন।
কলিকালে সেই পুন পতিতপাবন॥
গোকুলের ভাবে পুন নদীয়া নগরে।
যমুনার অভিপ্রায় সুরধনী তীরে॥
অভিন্ন যশোদা নাম শচী ঠাকুরাণী।
তার গর্ভে ভগবান জন্মিবা আপুনি॥
দৈন্যভাব প্রকাশিঞা আপনে ঈশ্বরে[১]।
নামচিন্তামণি দান দিব প্রতিঘরে[২]॥
সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তরূপে জন্মি নানা দেশে।
প্রতিদেহে জন্মাইব ভাবের আবেশে॥
রাধাপ্রেম প্রীতিপর্য্যা করিব আচরণ।
সঙ্কেতে সতত সে বিলাস বৃন্দাবন॥
শ্রীমতী পরিচর্য্যা করি প্রতি পুরে।
সে সুখে বৈকুণ্ঠবাস তিরস্কার করে॥

॥ যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতৈঃ[৩] ॥

রাধাপ্রেমসুধারসে নবসুধানিঃশেষমাপ্যায়িতো
শ্রীমূর্ত্তিন পরিচর্য্যা প্রতিপুরং বৈকুণ্ঠরূপী কৃতম্।
তত্তৎকীর্ত্তনাদিকুতুকৈব বৃন্দাবনং বিস্মৃতং তস্মাদেগৌর
মহাপ্রভো মহিমা সীমানমারোহিতঃ॥

এসব আশ্বাস মোরে করি নারায়ণ।
জলের উপরে লঞা করিল পত্তন॥
সেই হৈতে আছি আমি এই প্রতি আশে।
সাধন সফল হবে এতেক দিবসে॥
এতদিনে অনুকূল হৈল মোর বিধি।
কি লাগি তোমরা হও প্রতিকূল বাদী॥

১ ঈশ্বর ২ ঘরে ঘর ৩ যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতেন

ভূবি না পরশে যদি রাধার চরণ।
এতকাল ক্লেশ পাই কিসের কারণ॥
ধরণী কহিল এত ললিতার আগে।
চমৎকার প্রায় শুনে যত সখী ভাগে॥
হাসিঞা বিশাখা তাহে[১] করিল[২] উত্তর।
কোথা বা দেখিলে শক্তি কোথা বা ঈশ্বর॥
কেমন গোকুলপুরী কেমন ধরণী।
কেমন বরাহ হরি আমরা না জানি॥
কেবা তার সাঙ্গোপাঙ্গ কেবা তার প্রভু।
এমন বিচিত্র কথা শুনি নাহি কভু॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর শ্যাম ভুবন সুন্দর।
শ্রীনন্দনন্দন বন্ধু সেই প্রাণেশ্বর॥
বৃষভানু মহারাজা কুলের নন্দিনী।
মাধুর্য্যাদি গুণাশ্রিয়া সখীশিরোমণি॥
এই সখা এই সখী এই দেবী দেবা।
এই ধন এই প্রাণ এই সেব্য সেবা॥
যে কালে পাইবে[৩] তুমি ঈশ্বরী ঈশ্বর।
তখনি পাইবে তুমি যত বরাহের বর॥
এতেক বলিঞা তারে ইঙ্গিত করিঞা।
নিকুঞ্জের পথে যায় হাসিঞা হাসিঞা॥
কহিল কথন যদি গোপিকা না শুনে।
দাণ্ডাইলা বসুমতী বিমরিষ মনে॥
সঙ্গোপনে দৈববাণী কহিল তাঁহারে।
তুমি কেনে দুঃখ ভাব শুন বসুন্ধরে॥
সৌভাগ্যসম্পদে গোপী না দেখে নয়ানে।
সাম্পত্যের কালে কেবা কার কথা শুনে॥
কেবা তুমি কেবা আমি কেবা রমা উমা।
কেবা পরশিতে পায় গোপীর গরিমা॥

---

১ তায় ২ কহিল ৩ পাইলে

স্বতন্ত্র ঈশ্বর যার বেদে গায় যশ।
মাধুর্য্যাদি গুণে সেহো গোপিকার বশ॥
শ্রীনন্দনন্দন প্রভু নিকুঞ্জকাননে।
মহারস রাসোচ্ছব রাধিকার সনে॥
রভসসম্পদে গোপী সব পাসরিবে।
চরণচারণে চারু অঙ্গসঙ্গ পাবে॥
এসব আশ্বাসকথা কহে দৈববাণী।
হৃদএ ভরসা করি রহিলা ধরণী॥
গুরুপদ সরসিজ শরণ বিহিত।
রচিল পরশুরাম মাধব[১] সঙ্গীত॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

রাগ ধানশ্রী গুর্জ্জরী[১]

বৃন্দাবিপিনং[২] বিজয়তি রাধা।
বিকশিত[৩] মনোহর বিরহক[৪] বাধা ॥ ধ্রু ॥

লীলা ললিত বিলোলিত দেহা।
পূরিত[৫] অন্তর শ্যামরু নেহা ॥
সুন্দরীবৃন্দ শিরোমণি বামা।
গোপরাজসুত সঙ্গতি কামা ॥
লোল দিগঞ্চল মনসিজ তন্দ্রা।
মন্দ স্মিতামৃত আনন চন্দ্রা ॥
উন্মদ মদন মনোরমবেশা।
কুন্দনকান্তি কুঞ্চিত[৬] কেশা ॥
ভালতলে নব পঙ্কজ বন্ধু।
কোরে উজরল চন্দন ইন্দু ॥
বন্ধুকাধর মৌক্তিক দশনা।
অঞ্জনগঞ্জন রঞ্জন বসনা ॥
তনু অনুলেপন কস্তুরী পঙ্কে।
মৃগলাঞ্ছন হর পূর্ণশশাঙ্কে ॥
ললিতা বিশাখা সহচরী সেবি।
পরশুরাম সুখদায়িনী দেবী ॥
জয় জয় বিনোদিনী নব অভিসার।
ভুবনমোহন চারু চরণসঞ্চার ॥
মধুর মধুর মৃদু ভাঁতিঞা চলনী।
লাবণ্য হেরিঞা কান্দে কামের কামিনী

১ রাগ ধানশ্রী শ্রীগুর্জ্জরী ২ -বিপিনে ৩ বিগত ৪ বিরহজ
৫ পরিপূরিত ৬ সুকুঞ্চিত

পহিরণ বসন সঘন ঘোর ঘটা।
বরণকিরণ যেন দামিনীর ছটা॥
অভিনব শ্যামপ্রেমে ডগমগি তনু।
মণি আভরণে তাহে ঝলকএ তনু॥
সঙ্গিনী রঙ্গিণী সব বরজ কিশোরী।
কেহো তদনুগা সখী কেহো যূথেশ্বরী॥
বলয়া নূপুর মণি কঙ্কণকিঙ্কিণী।
জিনিঞা সুধার ধারা সুললিত ধ্বনি॥
অবিকল শারদ শশীর পরকাশে।
ফুলল কুসুম সব বসন্ত বিশ্বাসে॥
শ্যামল রাতুল পত্র পূর্ণ ফলে ফুলে।
বিকশিঞা পড়ে তারা[1] রাধাপদতলে॥
রাধা অভিসারে হৃষ্ট হঞা বৃন্দাবন।
সঙ্কেত সভারে পূজে রাধার চরণ॥
বিলোলিত পত্রচয়ে সেবে মন্দ বায়।
মকরন্দ বৃন্দ ছলে পাদ্য দেই পায়॥
গন্ধ অভাবে দেই কুসুমের রেণু।
আপন ইচ্ছায় ভূমে পাতিঞাছে তনু॥
সুপক্ক মধুর ফলে নৈবেদ্য বেভার।
পত্রচয়ে নম্র শাখা সেই নমস্কার॥
সহজ স্বভাব মৌন সেই যেন ধ্যান।
ভ্রমরগুঞ্জিত যত সেই গুণগান॥
পবণে কাঁপএ পাতা যেন চিত্রনাট।
বিহঙ্গের ধ্বনি শুনি মুনির স্তব পাঠ॥
পূর্ব্বে মহামহামুনি যোগসিদ্ধ হঞা।
বিহরে শ্রীবৃন্দাবনে বিহঙ্গম হঞা॥

১ সেই

॥ যথা শ্রীদশমস্কন্ধে ॥

প্রয়োবতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্নুচিরপুরানান
শৃণ্বন্তি মিলিত হসো বিগতান্যবাচ ॥

যে তরু পল্লব রাধা পরশএ পায় ।
তা দেখি অপর বৃক্ষ অবনী লোটায় ॥
সফল জনম করি আপনার মনে[১] ।
ধন্য ধন্য করি শুক সারিকা বাখানে ॥
কপোত কোকিল কেয়া ডাকে কাছেকাছে
ময়ুর ময়ূরী[২] সব সারি দিঞা নাচে ॥
কস্তুরী চামরী হংসী করিণী হরিণী ।
দেখিতে আইলা রাধা অভিসার শুনি ॥
যার যত রূপগুণে আছে অহঙ্কার ।
দেখিব রাধারে আর গুণের প্রচার ॥
শ্রীঅঙ্গ সৌরভে লজ্জা পাইল কস্তুরী ।
কেশবেশ দেখি পুন লুকায় চামরী ॥
নীরব হইলা হংসী মঞ্জীরের নাদে ।
করিণী গমনশিক্ষা করে প্রতিপদে ॥
দৃষ্টি হেরি অধোমুখী হইলা হরিণী ।
রঙ্গিণী রাধার রূপ ভুবনমোহিনী ॥
সখী সঙ্গে রসবতী পথে যায় চলি ।
পুষ্পের চয়ন তথা করে চন্দ্রাবলী ॥
কুসুমের ধনু করে কুসুমের শর ।
কুসুমের অলিচিত্র কলক সুন্দর ॥
কুসুমবিমান তাহে কুসুমের ধ্বজে ।
কুসুমসারথী সেহো সমরের সাজে ॥

১ মানে ২ মউর মউরী

কুসুম ইসুর মুখে কুসুমকলিকা।
কেহো বলে আজি বনে জিনিব রাধিকা॥
কেহো বলে সে ধনি কতেক রূপ ধরে।
কেহো বলে কানুরে কিনিব আঁখি[১] ঠারে॥
কেহো বলে সখী আমি হেন মনে করি।
একত্র হইব আজি বরজ সুন্দরী॥
দৈবেই মধ্যস্থতায় নন্দের কুমার।
রাধিকার সঙ্গে রূপগুণের বিচার॥
কেহো বলে বিচারে লভিব কোন যশ।
সর্ব্বথা জানিহ কৃষ্ণ রাধিকার বশ॥
নিজ নিজ অহঙ্কারে করে অনুমান।
অন্যোন্যে করএ ফুলশরের সন্ধান॥
হেনকালে রসবতী সখীবৃন্দ সনে।
আসিঞা পশিল সেই কুসুমের বনে॥
ডগমগি কিরণে কানন করে আলা।
দেখিঞা ধাধসে যত বিপক্ষ অবলা॥
যেবা যত অহঙ্কার কৈল কুঞ্জে বসি।
আপনারে দেখে যেন রাধিকার দাসী॥
নিজ অঙ্গ হেরি পুন[২] রাধামুখ চায়।
রূপ সম্বরিতে চক্ষু স্থল নাহি পায়॥
লাবণ্য নেহারি কারো মুখে পড়ে নাল।
গুণে গানে দাসী ইচ্ছা করে কতকাল॥
রূপ হেরি চন্দ্রাবলী সম্ভ্রম[৩] পাইঞা।
রাধিকা নিকটে আইলা হাসিঞা হাসিঞা॥
চন্দ্রাবলী বলে রাই তুয়া উপদেশে।
কুলবতী হঞা কৈল কানন প্রবেশে॥
সময় বঞ্চিল সভে কুসুম রচিঞা।
যামিনী ত্রিযাম গেল পথ পানে চাঞা॥

১ আঁখ্যের ২ ঘন ৩ সংভ্রম

ভাল হৈল একত্র হইল কুঞ্জপথে।
সকল সুন্দরীবৃন্দ যাবে একসাথে॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণ্যাম্ ॥

তাবস্তন্দ্রাবতী ন চটুলং ফুল্লতা মোতিপালী
শালীনত্বং ত্যজতি বিমলা শ্যামলাহংকরোতি।
স্বৈর চন্দ্রাবলী বণিচলত্যুন্নম যোত্তমাঙ্গ
যাবৎ কর্ণে ন হি নিবিশতে ইন্দ্ররাধেতি মন্ত্রঃ॥

রাধিকা বলেন সখী আমি ইহা বলি।
নগরে শুনিল আগে গেলা চন্দ্রাবলী॥
নানা অস্ত্র কুসুমের দেখি আশেপাশে।
কেহো কিছু হাথে করি সখী সব হাসে॥
সমরের সজ্জা দেখি বলে বিনোদিনী।
কোন রাজা জিনি রাজ্যে হবে পাটরাণী॥
শ্যামলা বলেন কুঞ্জে গোঙারের ভয়।
সাবধানে থাকি জানি কখন[১] কি হয়॥
বক অঘ বৎসক ধেনুক বৃষকেশী।
কত দৈত্য মুক্ত হৈল কৃষ্ণপাশে আসি॥
হেন ধনুর্দ্ধর বন্ধু থাকিতে কাননে।
অভয়শরণ ছাড়ি ভয় কর কেনে॥
পদ্মাবতী বলে তাহে আছে বহু বাধা।
ললিতা বলেন সখী তার অস্ত্র রাধা॥
আশ্রয় করিলে রাধা চরণযুগলে।
বাধ্য হঞা সাধ্য হয় যত অমঙ্গলে॥
শরণ না লয় হেন চরণসরোজে।
কৃষ্ণবন্ধু সুখসিন্ধু চাহে কোন লাজে॥

১ কারণ

যথা রসসুধাকরে ॥

অনারাধ্য রাধাপদাম্বুজযুগ্মমনঃশ্রুত্য
বৃন্দাটবিং তৎপদাঙ্কাম্‌।
আসম্ভাষ্য তদ্ভাবগভীরচেতা কথং শ্যাম-
সিন্ধো রসস্যাবগাহঃ ॥

সৌভাগ্যমঙ্গল যত আছে ত্রিভুবনে।
প্রতিবিম্ব দেখ এই রাধার চরণে ॥
বলয়া আকার তায় কুসুমের লতা।
চন্দ্ররেখা লেখা তাহে শুন তার কথা ॥
এ সকল শোভাবৃন্দ অটবী মণ্ডলে।
সে সব শোভার সাক্ষী রাধাপদতলে ॥
বেষ্টিত বলয়াকার যমুনার চিহ্ন।
কুসুমের লতা বেঢ়া নিকুঞ্জ অভিন্ন ॥
তার মধ্যে চন্দ্ররেখা চিন্তামণিস্থল।
তমসাবর্জ্জিত নিত্য সতত নির্ম্মল ॥
যবচক্র উর্দ্ধরেখা পদ্মাঙ্কুশ ধ্বজে।
পতাকা সহিতে বাম চরণে[১] বিরাজে ॥
যবে ভক্ত মহাযশা চক্রে অস্ত্রধারী।
স্মরণে বিধ্বজ[২] যত ভক্তচিত্ত অরি ॥
পদতলে উর্দ্ধরেখা মুক্তি করে ভ্রম।
সরসিজ চিহ্ন সর্ব্ব সম্পত্য আশ্রম ॥
সর্ব্বোত্তোমোত্তম ধ্বজ পতাকা সহিতে।
কামাদি বাসনা তারে নারে পরশিতে ॥
সব্যপাদ[৩] সপ্ত চিহ্ন এই অর্থ করি।
অসোব্যয়ে[৪] অষ্ট চিহ্ন শুন সহচরী ॥
বিমানের তলে মীন বামাংশু কুণ্ডল।
তাহার উপরে শঙ্খ সতত নির্ম্মল ॥

১ চন্দ্র ২ বিধ্বংস ৩ -পদে ৪ অসোব্যায়

অগ্রভাগে শোভিত শ্যামল শৈলশিশু।
পর্ব্বতের পাশে বজ্র রসবের ইস্থু॥
কনিষ্ঠার কোলে দেবী চতুরশ্ব শোভা।
তার তলে দিব্যশক্তি পূর্ণচন্দ্র প্রভা॥
পদতলে রথচিহ্ন এই অনুভাবে।
পূর্ণ মনোরথ যার যেই ভক্ত সেবে॥
অথবা কামের কামকেলি চিত্ররথে।
মীনকেতন মীনশরণ পশ্চাতে॥
অন্য অঙ্গ শোভা করে কেয়ুর[১] কুণ্ডলে।
সেহো শোভা সাম্য নহে চরণযুগলে॥
ভূষণে ভূষিত নহে রাধিকার তনু।
কুণ্ডলের চিহ্ন পদে এই হেতু হুনু॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চিহ্ন ছুই পায়।
সর্ব্ব ব্যবহারের সেব্য ইঙ্গিতে বুঝায়॥
শৈলশিশু শোভা প্রায় সেই গোবর্দ্ধন।
চতুরশ্ব বেদি [২]চিহ্ন সেই বৃন্দাবন॥
পদতলে দিব্যশক্তি এমত বাখানি।
শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বশক্তি শিরোমণি॥
এই ক্রমে ছুই পদে চিহ্ন পঞ্চদশ।
সুকৃতিস্মরণে লোক লভে দির্ব্য যশ॥
কান্তি কীর্ত্তি বুদ্ধি মেধা সম্পত্য সদনে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমভক্তি বাঢ়ে দিনে দিনে॥
চরণ চিহ্নের অর্থ করি অনুভাবে।
নির্ব্বর্থ করিতে নারে ব্যাস শুকদেবে॥
কৃষ্ণ কামকল্পতরু রাধা স্বর্ণলতা।
কহিল তোমার আগে সার সুষ্ঠ কথা॥

১ কেউর ২ বেদে

॥ যথা দুর্গসঙ্গমণিটীকায়াং চূর্ণকে ॥১

বলয়াকার কুসুমবল্লী চন্দ্ররেখা সহ[১]
চিহ্নবিশেষ যব[২] চক্র[৩] উর্দ্ধরেখা[৪] পদ্মাঙ্কুশ[৫]
ধ্বজ[৬] পতাকা সহিত[৭] এতানি সপ্ত চিহ্নানি
বামচরণে ॥
অথ পার্শ্বে মৎস্য কুণ্ডলবয় তদুপরি শৈল
কনিষ্ঠা তত্তলে বেদীত তুলে শক্তি পার্শ্বেষু
সদা[৭] সাঙ্গ শঙ্খ এতানি উভয়চরণে
পঞ্চদশ[১৫] চিহ্নানি ॥

অঙ্কোর্থ চিহ্নের কথা শুন সর্ব্ব সখী।
গুণোর্থ প্রত্যঙ্গ ভেদে বর্ত্তমান দেখি ॥
বিনি আভরণে অঙ্গ ষোড়শ শৃঙ্গার।
দীর্ঘ খর্ব্ব সূক্ষ্ম তুঙ্গ কৃশতা বিস্তার ॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণ্যাম্ ॥২

স্নাতা[১] নখাগ্রস্থানি[২] রসিপটা[৩] সূত্রিনীত।
বন্ বেণী[৪] সোত্তংসা[৫] চর্চ্চিতাঙ্গীং[৬]
কুসুমিতচিকুরা[৭] শ্রীগ্বিণী[৮] পদ্মহস্তা[৯]
তাম্বুলাস্যে[১০] রুবিন্দূ[১১] স্তবকিত চিবুকা[১২]
কজ্জলাক্ষী[১৩] সুচিত্রা[১৪] রাধালক্তোজ্জ্বলাজ্ঘ্রী[১৫]
স্ফুরতি তিলকিনী[১৬] ষোড়শ কল্পনীয়ম্ ॥

ধৈর্য্য গাম্ভীর্য আদি যতেক মহিমা।
আমি কি বলিব বেদে দিতে নারে সীমা ॥
এসব কথন যদি শুনি চন্দ্রাবলী।
সখীর সমাঝে দেবী লাজে হৈল কালি ॥

১ নীচের সংখ্যাচিহ্নগুলো মূল পুঁথিতেই রয়েছে ২ নীচের সংখ্যাচিহ্নগুলো মূল পুঁথিতেই রয়েছে

পরশুরামের মন ধরনে না যায়।
লোটাঞা পড়িল যেন ললিতার পায়।

রাগ মালশী

জয় জয় ভানুতনি গৌরাঙ্গিণী
জয় জয় বিনোদিনী।
পদতল থল অমলকোমল
শিরিষ কুসুম জিনি ॥ ধ্রু ॥

[1]তপত কাঞ্চন গৌরব গঞ্জন
ঢল ঢল ঝলকনি।
তনু তুলনারে উ হয় দাসিনী
লাজে লুকাইল জানি ॥
কটিতট পটে পুরট কটক
চারু চটার ধুনি।
ঝুনু রুনুরুনু[2] ললিত শিঞ্জিনী[3]
মদন মুরুছে শুনি ॥
উজর যুগল হার নিরমল
তনুরুহ কালফণি।
সুমেরু শিখরে সুরত রঙ্গিণী
কালো কালিন্দীর পানি ॥
কিএ কুসুমিত কুঞ্চিত কুন্তল
উরে বিলোলিত বেণী।
নয়নশোভন[4] নিরখি[5] কাননে
পালাঞা পশিল এনি ॥
মুখ সুখসিন্ধু ইন্দু ঝলমল
অমিত[6] অমৃত[7] বাণী।

১ পরবর্তী ছয় পঙক্তি ক-পুঁথিতে নেই ২ ঝুনু ঝুনু ৩ সিঞ্জিনি
৪ সোহন ৫ নিরীক্ষি ৬ অমৃত ৭প্রমৃত

আখরে আখরে সিচিত পরশু-
রামের পহুর প্রাণী ॥

শুনিঞা ললিতার এত বচনমাধুরী।
রাধা[১] বেঢ়ি দাণ্ডাইলা যত সহচরী ॥
তা দেখিঞা রসবতী মরম জানিঞা।
সমভাবে বলে কিছু হাসিঞা হাসিঞা ॥
যেই তুমি সেই আমি সেই যূথেশ্বরী।
সমান সমান যত বরজ কিশোরী ॥
যার সঙ্গে যে জনা অধিক প্রীতি পায়।
এক প্রয়োজন মাত্র সঙ্গসুখে যায় ॥
ইথে যার ছোট বড় ভেদবুদ্ধি হয়ে।
উপযুক্ত নহে এই স্বজাতিয়াশয়ে ॥
সভার বাসনা সেই নন্দের নন্দনে।
এই হেতু কুলবতী কালিন্দীকাননে ॥
কুসুমের অস্ত্র যত নেহ যত্ন করি।
একত্র হইঞা যত বরজ সুন্দরী ॥
বামপাশে চন্দ্রাবলী শাখা উপশাখা।
দক্ষিণে স্বযূথ লঞা ললিতা বিশাখা ॥
পথ হেরি যায় আগে চিত্রিণী চারিণী।
নিকুঞ্জকাননে যেন ভরল[২] দামিনী ॥
মুখ নিরীক্ষণ যেন সুধাকর হাট।
গমন দেখিতে যেন অভিনব নাট ॥
অধর দেখিতে যেন রাতা পদ্মবন।
নয়ন নিরখি যেন চঞ্চল খঞ্জন ॥
বসনভূষণ যেন চিত্র মেঘমালা।
চরণে মঞ্জীরমণি যেন চন্দ্রকলা ॥
ঘাঘর নূপুরমণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
চলিতে চলিতে[৩] পথে সুললিত ধ্বনি ॥

১ রাধারে ২ ভরিল ৩ কলিত

নড়ি ধরি পৌর্ণমাসী যায় আগে আগে।
আশেপাশে চলি যায় যত সখীভাগে॥
পথে যাত্যে কহে বুড়ি সে কানুর কথা।
বুঝিঞা প্রসঙ্গ করে বিশাখা ললিতা॥
যে সব কথনে মনে উপজে অনঙ্গ।
রাধার সঞ্চার ঘন[১] প্রেমের তরঙ্গ॥
হেনমতে সখী সঙ্গে যান হালেহোলে।
আচম্বিতে উত্তরিলা সে রাসমণ্ডলে॥
কোটি সূর্য্য চন্দ্র যেন করিল উদয়।
প্রতি বৃক্ষমূল বান্ধা নানা রত্নচয়॥
এক তরু নানা বন্ধে ধরে ফল ফুল।
সহজেই সুশীতল কালিন্দীর কূল॥
ছয় ঋতু মূর্ত্তিমান সতত সেখানে।[২]
শৈত্য সৌগন্ধমাত্য সেবিত পবনে॥
বোলম্ব ললিত সন্ধ্যা সুরতরুলতা।
বিশদ তরুর যত শ্যামবর্ণে পাতা॥
শ্যামলবরণ বৃক্ষ পত্র শোভে[৩] লাল।
অবদাত[৪] তরু যত যেন হরিতাল॥
রাধাকুঞ্জ করি তার আগে হৈতে নাম।
গৌরমূর্ত্তি হয় তথা যদি যায় শ্যাম॥
শুকপক্ষ প্রায় তথা যত পিকগণ।
কাননে কলাপী যত[৫] কাঞ্চন বরণ॥
সুবর্ণের বর্ণ তরু সব ফল ফুলে।
সুবর্ণের বর্ণ অলি মধু পিয়া বুলে॥
শ্যাম নাম কুঞ্জ দেখি তাহার দক্ষিণে।
কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্ব কাননে॥

১ ধন ২ ছয় ঋতু সতত ভ্রমএ সেইখানে। ৩ সোহে ৪ এ বদনে
৫ কত

কাননের প্রতিবিম্ব কালিন্দীর জল[১]।
সমান সমান শোভা দেখি জলস্থল[২]॥
বিলোলিত তরুলতা সুধার সমীরে।
কালিন্দীর জল যেন কাঁপে ধীরে ধীরে॥
জাতি যূঁথি পুষ্পমল্লী হল্লীসক দোলে।
কহলার কৈরব সাম্য শোভিত মৃণালে॥
জলের অন্তরে ইন্দু প্রতিবিম্ব দেখি।
নিজ পুচ্ছ প্রসারিঞা কুঞ্জে নাচে শিখী॥
কালকণ্ঠ কারণ্ডব ডাকে সরা বিনি।
কপোত কোকিল কেকিকুলে কল[৩]ধ্বনি॥
শ্যামল দর্পণ যেন যমুনার জল।
মহা মরকতে সে রচিত রঙ্গস্থল॥
পাণ্ডুর পিঙ্গল পীত চিত্র অরুণিমা।
কৃষ্ণবর্ণ হয় সেই কৃষ্ণের মহিমা॥
চম্পক কেশর নাগেশ্বর কেতকী।
কদম্বকোরক কুন্দ জবা আমলকি॥
সর্ব্ব বর্ণ পুষ্প তাহে শ্যামবর্ণ ধরে।
সারি সুয়া শিখি সিদ্ধ নহে বর্ণান্তরে॥
বিচিত্রকানন কুন্দ তাহার পশ্চিমে।
কর্ত্তার কল্পিত সেই চন্দ্রাবলীর নামে॥
চিত্রতরু চিত্রলতা চিত্র ফল ফুলে।
চিত্রবর্ণে অলি তাহা মধুপিয়া বুলে॥
প্রতি তরুতলে বান্ধা হেম হীরামণি।
উপরে পুষ্পের গুচ্ছ মুক্তার খেচনি॥
ত্রিবিধ সমীর তাহে নিরন্তর সেবে।
অনুক্ষণ ছয় ঋতু সেবে যথালাভে॥
তার পূর্ব্বে দেখি এক বন অনুপাম।
কর্ত্তার কল্পিত নাম নিকুঞ্জ আরাম॥

১ জলে　২ জলেস্থলে　৩ করে

কৈশোর সর্ব্বতরু নম্র ফুল ফলে[১]।
বাগুরা বেষ্টিত যেন ইন্দ্রীসক দোলে॥
প্রতি তরুতলে বেদি তাহে কাচ ঢালা।
নানা মণি কিরণে কানন করে আলা॥
লবঙ্গলতার কুঞ্জ পুষ্প সারি সারি।
পুষ্পগুচ্ছ দোলে কোলে ললিতমঞ্জরী॥
এ কুঞ্জে আর কুঞ্জ না পাই দেখিতে।
বিধাতা বিধান হেন না পারি চিনিতে॥
মধ্যে পরিসর স্থান সে রাসমণ্ডলে।
তার মধ্যে মণিশঙ্খ করে ঝলমলে॥
মেঘবর্ণে সর্ব্ব ভূমি হেমবর্ণে ধুলা।
পরশে পেশল যেন সন্মিলিনী তুলা॥
মণিশঙ্খ বেঢ়িঞাছে নানা সুরতরু।
পুষ্প পারিজাত হরি চন্দন অগুরু॥
পূর্ব্ব অংশে কল্পতরু তার সন্নিকটে।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যার মূলে খাটে॥
মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু সর্ব্বকাল সেবে।
ত্রিবিধ পবন বহে সহজ স্বভাবে॥
হ্রী শ্রী কান্তি কীর্ত্তি শান্তি পুষ্টি [২]দয়া।
শুচি রুচি ধৃতি একাদশ পদছায়া[৩]॥
সম দম চারি বেদ শুদ্ধসত্ত্ব ধর্ম্ম।
রূপ রস গন্ধ আদি গুণমুক্ত কর্ম্ম॥
শৃঙ্গারাদি অষ্ট রস গৌণ মুখ্য সনে।
সেই কল্পতরুমূলে সেবে রাত্রিদিনে॥
সহজ বিশদ বর্ণ মূল মনোহর।
অষ্ট দিগে অষ্ট ভুজ শ্যামল সুন্দর॥
বেঢ়িঞা উঠিছে তাহে হেমবর্ণ লতা।
শাখার উপরে শোভে বৈদুর্য্যের পাতা॥

---

১ ফলে ফুলে ২ ক-পুঁথিতে তার আগে অতিরিক্ত একটি শব্দ—তুষ্টি ৩ ছায়া

প্রসূন মুকুতা ফল ইন্দ্রনীলমণি।
ত্রৈলোক্যভূষণ শুনি জয় জয় ধ্বনি ॥

॥ যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ॥

আশীস্তথ্যা জয় জয় জয়েত্যাবিরাস্তে মুনীনাং
দেবশ্রেণীস্তুতিকলকলো মেদুরঃ প্রাদুরস্তি।
হর্ষাদ্‌ঘোষঃ স্ফুরতি পরিতো নাগরীণাং গরীয়ান্
কে বা রঙ্গস্থলভুবি হরৌ ভেজিরে নানুরাগম্ ?

॥ যথা স্মরণস্তবকে ॥

নৃত্যোন্মত্তকলাপিঠি কলরবৈ ভৃঙ্গান্যপুষ্টাদিভিঃ
সম্ফুল্লপ্রসবৈর্ন সৎকিশলয়ৈর্নানাক্রমে মণ্ডিতে।
তদ্‌বৃন্দাবনকাননে প্রবিশ সম্মুক্তপ্রসূনমহা-
বৈদূর্য্যচ্ছদমন্নুসম্মানফলঃ কল্পদ্রুমং চিন্তয়েৎ ॥

কল্পতরুমূলে কুঞ্জকুটির সুন্দরে।
যে যে সিদ্ধি মুমুক্ষাদি পুংস অগোচরে ॥
ভ্রমর না যায় তথা ভ্রমরীর সনে।
অলিনীর অনুগান কোকিলী উত্তানে ॥
চন্দ্র বিনে কুটিরের উপরে চন্দ্রিকা।
শুকপক্ষ নাহি তক্ষ সুন্দরী শারিকা ॥
চকোরী চাতকী চারু চঞ্চরিকী মেলা।
কলাপী বেড়িঞা কুঞ্জে করে নাট্যকলা ॥
মণিমাণিক্যের পত্রে কুটির রচনা।
পরিসর ভূবি যেন শত বান সোনা ॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত রত্নস্তম্ভ শত।
প্রশংস্য প্রবালে চলে ধাড়ি পাড়ি কত ॥
দ্বারদেশ চিত্রবেশ মহামার কতে।
ব্রজের কবাট খাট তাহার পশ্চাতে ॥

খট্টার আকার সেই রত্নসিংহাসনে।
শিরিষ কুসুমসম সুন্দর বিতানে॥
দোহন দুগ্ধের যেন সুপেশল ফেনা।
সুষমাকুসুমে তায় শয্যার রচনা॥
অষ্টদল পদ্মাকার কর্ণিকা সহিত।
শিরস্থানে আশেপাশে বালিশবিহিত॥
উপরে কনককুম্ভ নানা চিত্রলেখা।
তাহাতে উড়িছে কত বিচিত্র পতাকা॥
যতেক শোভার সীমা নিকুঞ্জকাননে।
কহিলে[১] কহিতে[২] নারে সহস্রবদনে॥
রাধা চন্দ্রাবলী আর যত প্রিয়সখী।
চক্ষুস্বস্ত্যয়ন হৈল কুঞ্জশোভা দেখি॥
পরশুরামের বাণী শুন বন্ধুগণে।
এইরূপে দেখি নিত্য অন্তরনয়নে॥

॥ তদ্ যথা ॥

তস্যাধোধিল সাদ্বতান নিকরে মাণিক্যকুড্যে
মহারত্নস্তম্ভ সতানিতেতি রচিবে চঞ্চৎ পতাকান্বিতে।
সৌবর্ণে ভবনে মহীয়সি মহামাণিক্যসিংহাসনে
মধ্যেন সদষ্টপত্রমবলং পদ্মঞ্চ সঞ্চিতয়ে॥

শ্রীরাগেণ

কিএ শুভ দরশন উলস লোচন
হেরি দুহুঁ দুহুঁ মুখ ছান্দে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে ভুলন
ভুখিল চকোর চান্দে॥

১ কহিতে ২ লেখিতে

বাঁধল নব অনুরাগে।
কাঞ্চনপুঞ্জ কুঞ্জে জনু পাওল
বাঁকি আঁখি ভার জাগে॥
আধ নয়ানকোণে রূপ নেহারণি
কতহু বৈদগধি ভাঁতি।
রস ধাধসে ধনি চলই না পাবই
বিসম প্রেম সাজ্ঘাতি॥
বিসরল শ্যাম- ধাম সব চাতুরী
বিছুরল বাদন বংশী।
পরশুরাম পহুঁ করহি মনোরথ
করকিশলয়গণ দংশী॥

কালিন্দীকাননে কাহ্নু কল্পতরুতলে।
ত্রিভঙ্গ ললিত চিত্র বনমালা গলে॥
চূড়ার টালনি ভালে[1] ময়ূর[2] চন্দ্রিকা।
অধরে অর্পিত প্রিয় মোহন বংশীকা॥
কনক বসন যেন থির সৌদামিনী।
দেখিতে চকিত যত বরজ রমণী॥
দূরে হৈতে দেখি সভে হরল গেআন।
কারো বা করুণাজলে ভরল নয়ান॥
মদনআবেশে কারো নাহি চলে পা।
প্রেমের সম্ভ্রম ভরে কাঁপে কারো গা॥
চঞ্চল হইলা কেহো রূপের আবেশে।
কেহো বা স্থকিত হৈল নীবিবন্ধ খসে॥
রূপ হেরি[3] চন্দ্রাবলী সচকিত হঞা।
আপন দশনে রহে অধর দংশিঞা॥[4]
উন্মত্ত মদন কিবা দমন করিতে।
পূর্ব্বের আবেশ কিবা নারে পাসরিতে॥

১ ভাসে ২ মউর ৩ দেখি ৪ আপন দশন দংশে সশঙ্কিত হঞা॥

অথবা বাজিল কাম কামানের বাণ।
দশন দংশিঞা করে নআন সন্ধান॥

॥ যথা শ্রীদশমে ॥

একা ভ্রূকুটিমারাধ্যঞ্চ প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
স্মন্তি বৈক্ষতু কটাক্ষৈর্পৈর্নিকৃষ্টদশন শুদা॥

কৃষ্ণরূপ দেখি রাধা চিত্ত সচঞ্চল।
নয়ানে উছলে প্রেমজোয়ারের জল॥
রসের আবেশে রাই অবশ শরীরে।
প্রতি অঙ্গ মুকুলিত পুলক অঙ্কুরে॥
সখীঅঙ্গে অবলম্বি নিজতনুলতা।
লাজে লুকাইতে চাহে কীর্ত্তিদাতুহিতা॥
আরতিহিল্লোল মনে নারে সম্বরিতে।
রূপনিরীক্ষণ করে অপাঙ্গইঙ্গিতে॥
কে জানে কি জানি তার মরণের বোল।
নিসসি উসসি ধনি বেণী[1] করে কোল॥
রাধারূপ নিরখিতে রসময় কান।
জগ ভরি ভরল কুসুমশর বাণ॥
উছলিল অন্তরে অপার রসনিধি।
পাসরিল সম্ভাষণা বিধি বা অবিধি॥
দরশনে নয়নে আরতি নাহি পুরে।
অতিরসে[2] সচকিত নিমিষ পাসরে॥
সম্বরিতে নারে রূপ এ তুই নআনে।
মনহারা হৈল রূপ যৌবনের বনে॥
চম্পকের মালে গলে করে আলিঙ্গন।
ললিত নলিনী ফুলে বিশদে চুম্বন॥

১ রমণী ২-লোভে

নয়ন মুন্দএ কভু আহা মরোঁ বলি।
গড়িঞা পড়িঞা গেল মুখের মুরুলি॥
দেখিঞা দোঁহার প্রেম সভে সচকিত।
বড়াই বলেন এই হৈল ভাল রীত॥
পরোক্ষে দোঁহার রূপ গুণ লাগি ঝুরে।
দুর্ল্লভ দর্শনে দোঁহে আপনা পাসরে॥
আগুসরি গেলা দেবী নাগরের কাছে।
বাম হস্ত দিঞা সেই কদম্বের গাছে॥
দক্ষিণে লগুড় শিরে চিবুক রাখিঞা।
সরস সম্ভাষা করে কৃষ্ণমুখ চাঞা॥
হেদে হে রসিক রায় এই কোন রীত।
বুঝিতে কে পারে তোমা দোঁহাকার প্রীত॥
পরোক্ষে পরাণপণ কৈল দুই জনে।
সে সকল পাসরিলে দোঁহা দরশনে॥
পুরুষকারণ তুমি তাহো আমি জানি।
শক্তিশিরোমণি রাধা প্রেমচিন্তামণি॥
অপ্রাকৃত কামকলা কারো বেদ্য[1] নয়।
স্পর্শনের সুখ যত দর্শনেই হয়॥
তথাপি রাধিকা নিত্যলীলা বিস্তারিতে।
কোটিসংখ্য মৃগিদৃশী স্বশক্তি কল্পিতে॥
নাগরেন্দ্র তুমি তভু প্রেয়সীর বশ।
প্রেমপরায়ণা গোপী প্রথা কামরস॥

॥ যথা ॥

প্রেমৈব গোপরমাণাং কাম ইত্যাগমপ্রথা॥

যে রসে রসিক তুমি তাদৃশী রাধিকা।
সে রসে সন্তোষ নহে অপর গোপিকা॥

---

১ বাধ্য

রসের কারণ তুমি সর্ব্বকলাগুরু।
কামিনীর সুষ্ঠকান্ত কামকল্পতরু॥
আর এক নিবেদন কর অবধান।
যদি রাধাকৃষ্ণ দুই তনু এক প্রাণ॥
তথাপি প্রসিদ্ধ এক প্রণয়মাধুরী।
দূরে হৈতে আস্যে সেই কান্ত কাছে নারী
সেই প্রাণপতি তাহে দেহ সমর্পিতে।
অপেক্ষা করেন কান্ত শয্যা আরোহিতে॥
বিজনে কান্তের কিন্তু অন্য সেবা করে।
কর অবলম্ব বিনে আরোহিতে নারে॥

॥ যথা ভক্তিরসার্ণবে ॥

কৃষ্ণপ্রণয়নৈপুণ্যং দূরাদাগত্য কামিনী।
শয্যাধিরোহণঃ কান্ত করালম্বমপেক্ষতে॥

যে জন বৈদগ্ধী নারী তার এই ধর্ম্ম।
তুমি সে রসিক গুরু বুঝি কর কর্ম্ম॥
এত উপদেশ যদি দিল পৌর্ণমাসী।
কৃষ্ণ তারে সম্ভাষিলা মৃদুমন্দ হাসি॥
নিকুঞ্জদুয়ারে তারে রাখি আঁখিঠারে।
নিরীক্ষণ করে হরি নাগরীনিকরে॥
মধুর মধুর মৃদু নয়াননাচনি।
দেখিঞা মুরুছা পায় গোপনিতম্বিনী॥
সভে জানে নন্দসুত চাহে আমা পানে।
সভে বলে মর্ম্মকথা কয় আমা সনে॥
সভেই দেখএ[১] কৃষ্ণ আপনার কাছে।
মনে অনুরাগ আর কেহ লয় পাছে॥

[১] দেখিল

কৃষ্ণপানে চাহি কেহো সখীরে লাজায়।
অবনত লাজে মুখ তুলিঞা নাচায়॥
অন্যোন্যে[১] লুকাইতে সভার যতন।
এইরূপে গোপীসঙ্গে প্রেমসম্ভাষণ॥
নাগরী রাধিকা আর নাগর গোবিন্দ।
পরস্পর আরোপিঞা নয়নারবিন্দ॥
রসের ধাধসে পদে চলিতে না পারে[২]।
আনন্দহিল্লোলে বাণী মুখে না নিঃস্বরে॥[৩]
ললিতার অঙ্গে রাই শ্রীঅঙ্গ হেলাইঞা।
বিশাখার করে করকিশলয় দিঞা॥
বিচিত্রার হাথে পুষ্প পারিজাতমালা॥
তুঙ্গদেবীর করে গন্ধচন্দনের ডালা॥
সুদেবীর হাথে দিব্য চামর ধবল।
চম্পকলতার করে ভৃঙ্গারের জল॥
সুলেখার হাথে পেটি শ্যামলা দর্পণ।
তুঙ্গবিদ্যা লঞা আছে নানা উপায়ন॥
এই অষ্ট সখীসঙ্গে রাধিকা সুন্দরী।
নেহারে শ্যামের রূপ সখী লক্ষ্য করি॥
ধৈর্য্য ধরি কৃষ্ণ যদি কৈল আগমন।
মুখে না নিঃস্বরে বাণী করিতে স্তবন॥
রাধা কানু দুই তনু হইল যোজনা।
কৃষ্ণ উরে প্রতিবিম্বে দেখিল আপনা॥
ইন্দীবর দর মৃদু ইন্দ্রনীলমণি।
চুয়াইঞা পড়ে যেন শ্যামরূপখানি॥
ঢলঢল বিমল মুকুর বর উরে।
নিজপ্রতিবিম্ব রাধা দেখি যায় দূরে॥
বিহসি বঙ্কিম দৃষ্টে চাহে ঘনে ঘন।
মিশাঞা রয়্যাছে যেন দিঞা আলিঙ্গন॥

---

১ অন্যে অন্যে   ২ চলে   ৩ মুখে না নিঃস্বরে বাণী আনন্দ হিল্লোলে॥

তা দেখি বিমুখী রাধা শ্যামের সাক্ষাতে।
স্ফুরিত অধর যেন সখীরে গঞ্জিতে॥
মরম জানিঞা কাহ্নু কহে অনু[১]রাধা।
বিনি অপরাধে সুখে না করিহ বাধা॥
শুন সখী সঙ্গোপনে কহিএ তোমারে।[২]
অবৈদগ্ধী কৃষ্ণ পাছে জানে সভাকারে॥[৩]
অমৃতের থালে ভুলে না মাখিহ নিম্ব।
কৃষ্ণকোলে দেখ সখী তুয়া[৪] প্রতিবিম্ব॥
তুমি বল অন্য সখী সেহো কিছু নয়।
অন্তরের অভিপ্রায় বাহিরে উদয়॥
সর্ব্বথা পশিলে তুমি শ্যামের অন্তরে।
আপনারে আপনি দেখিলে কৃষ্ণউরে॥
প্রতীত না কর যদি আমার বচনে।
কৃষ্ণপ্রতিবিম্ব দেখ আপনার সনে॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণ্যাম্ ॥

শৃণু সখী তব কর্ণে বর্ণেয়াম্যত্র নীটর্ব্বিরচয়
মুখচন্দ্রমা বৃথাবাদ্বিবর্ণ ইয়মুরসি মুরারেস্ত্রীননন্তো
মৃগাক্ষি মরকতমুকুরা তে বিম্বতাসিত্বমে চ॥

শুনিঞা সখীর কথা হৈলা সাবধান।
মৃদুমন্দ হাসিছলে সন্ধানে নয়ান[৫]॥
চাতুরি করিঞা কৃষ্ণ রহিলা সেখানে।
লোটাএ চূড়ার ছায়া রাধার চরণে॥
চূড়ার শিখণ্ডি ছায়া চরণ উপরে।
সৌভাগ্য সম্পাত্য রাই সম্বরিতে নারে॥

১ প্রতি ২ শুন সখী তোমাকে কহিএ সঙ্গোপনে॥ ৩ আপনার অবৈদগ্ধী কৃষ্ণ পাছে শুনে॥ ৪ নিজ ৫ নয়ান সন্ধান

তা দেখিঞা রসবতী অন্যস্থানে যায়।
কানুরে করিতে নতি সখীরে জানায়॥
সাম্যের কারণে রাধা না কল্লিল ছায়া।
না করিলে মানহানি এহো আছে মায়া॥
বৈদগ্ধী বিধাত্রী রাধা রাজার নন্দিনী।
আপন কণ্ঠের হার ছিণ্ডিল আপনি॥
ভূমিতে পড়িল সেই মুকুতার দাম।
কুড়াবার ছলে করে কানুরে প্রণাম॥
তুলিঞা করের মালা ফেলে ভূমিতলে।
পুন প্রণামিল রাই কৃষ্ণপদতলে॥
দুই হস্তে রাখি সেই ছিন্নমুক্তাবলী।
প্রকারে কানুর আগে হৈলা কৃতাঞ্জলি॥
নয়ানে আনন্দবিন্দু মুখে মৃদু হাসে।
অনঙ্গ উচ্ছব অঙ্গে পুলক প্রকাশে॥
প্রণএর পূর্ণ দৃষ্টি নয়ানের কোণে।
সখীর সমাঝে রাই চাহে কৃষ্ণপানে॥

॥ যথা উজ্জ্বলনীলমণ্যাম্॥

ছিন্নপ্রিয়া মণিসর সখী মৌক্তিকানি
বৃত্তান্যহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন।
মুগ্ধং বিবৃত্যময়েঽস্তদৃগন্তভঙ্গি রাধা
গুরোরপি পুর প্রণতাঙ্কতামিত॥

বিদগ্ধ নাগর এই চাতুরি দেখিঞা।
ছলছল করে আঁখি গুণে মুগ্ধ হঞা॥
কামের কোদণ্ড কুণ্ড বাহুলতার কোলে।
বঙ্কবিলোকিনী তায় দৃগঞ্চল দোলে॥
বয়ানেতে শোভে কত চান্দের চন্দ্রিকা।
মন্দহাসে ভাসে দন্ত কুন্দের কলিকা॥

চঞ্চল কুণ্ডলে গণ্ড যুগল সুযন্ত্র।
শ্রীমুখের বাণী কামআরোহণ মন্ত্র॥
নিত্য লেশবেশ আর বৈদগ্ধী চাতুরী।
হরিমনোহরা রাধা আনন্দলহরী॥

॥ তথা তত্রৈব ॥

তির্য্যক্ ক্ষিপ্তচলদৃগঞ্চলকটালাসোল্লাসঃ কূলতা
কুন্দাভাস্মিতচন্দ্রিকোজ্জ্বলমুখী গণ্ডোজ্জ্বলকুন্তলা।
কন্দর্পীয়ম সিদ্ধিমন্ত্রকথনামর্দ্ধদৃহানাগিরং হরিণাত্থ
হরে জহার হৃদয়ং রাধা বিলাসোর্ম্মিভিঃ॥

দেখিঞা সঙ্গের সখী করে ঠারাঠারি।
ললিতা রাধার কাছে কহে ধীরি ধীরি॥
না জানি আলস নিদ্রা না জানিল মায়া।
তোমা সঙ্গে থাকি যেন শরীরের ছায়া॥
তথাপি তোমার রীত নারিল বুঝিতে।
কানুরে কিনিলে তুমি অপাঙ্গইঙ্গিতে॥
রাধিকা বলেন তুমি প্রাণের দোসরী।
স্বভাবে করায় কত কে জানে চাতুরী॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপ দুর্ল্লভদর্শন।
নিরীক্ষণে লুব্ধচিত্ত হয় অনুক্ষণ॥
পরম আদরে লাজ কাজ যায় দূরে।
আনন্দআবেশে আঁখি নিমিষ পাসরে॥
তথাপি সখীর সঙ্গে শঙ্কা রাখোঁ মনে।
অসীম লাবণ্য সখী দেখি আঁখিকোণে॥
কবে শুভদিন মোর হইব উদয়।
কৃষ্ণদরশনে মোর না থাকিব ভয়॥
যে রূপ লখিল নহে সহস্র নয়নে।
সে সুখে বঞ্চিত মিছা লাজের কারণে॥

শুনিঞা রাধার কথা দেবী পৌর্ণমাসী।
সুন্দরী সমাঝে আইলা মৃদুমন্দ হাসি ॥
করে ধরি কান্হুরে করিয়া পিছ ভিতে।
ক্রোধ করি প্রিয় কহে রাধার সাক্ষাতে ॥
বড়াই বুলে কিবা রাধা কিবা চন্দ্রাবলী।
কিবা অন্য যূথেশ্বরী অপর[১] গোয়ালী ॥
সভে বৈদগধি সভে জান নানা ছলা।
তৃষিত চাতক সে নাগর নন্দবালা ॥
লাজ কাজ গতিক্রিয়া ছিল আড়ে ওড়ে।
আসিঞা ঠেকিল সভে নাগরের বেঢ়ে ॥
ভুবনে দুর্ল্লভ শ্যাম সুনাগর রাজ।
ক্রীড়ার কারণে কেনে মিছা কর লাজ ॥
নানা উপায়ন লঞা আইলা ঘরে হৈতে।
চন্দন চামর মালা কানুরে অর্চ্চিতে ॥
মনের মানস পূর্ণ করাইল বিধি।
ঘরে বসি সাধিলে গোবিন্দ হেন নিধি ॥
হেন ভাগ্যবতী নাঞি শুনি ত্রিভুবনে।
চূড়ার শিখণ্ড কত চরণচুম্বনে ॥
যে দেখিল রাধাকৃষ্ণ সম্ভাষার চিহ্ন।
যুগে যুগে এক তনু কিছু নহে ভিন্ন ॥
দুই মনে এক মন মিছা প্রতারণা।
কে আছে বিপক্ষ তাহে করিছ বঞ্চনা ॥
বুঝিল সভার আমি চিত্তঅভিপ্রায়।
সম্মত হইঞা কর আমার বিদায় ॥
শুন রাধা চন্দ্রাবলী শুন হে কানাঞি।
এখানে আমার আর অধিকার নাঞি ॥
যত দেখ লাজ কাজ সব আমা লাগি।
দৈবেই এসব সঙ্গে আমি নহি ভাগী ॥

১ অন্য

যৌবনের গন্ধ নাঞি যাই গুড়িগুড়ি।
পৌর্ণমাসী নাম গেল লোকে বলে বুড়ি॥
কপালে ত্রিবলীমাল পাণ্ডু হৈল কেশ।
দশনবিহীন মুখ কি করিব বেশ॥
সময়ে সকল হয় দুঃখ নাহি তায়।
যুবতীজনার কথা সহনে না যায়॥
পথে যাত্যে দেখা হয় যুবতীর সনে।
বুড়ি বলি সম্ভাষিঞা বিন্ধে কুন্তবাণে॥
দেখিঞা শুনিঞা মোর হেন লয় মন।
ফিরাইঞা দিতে পারি নহলি যৌবন॥
তবে কি কানাঞি আর চাহে কারো ভিতে।
তাহে তো সভার দুঃখ নারিব দেখিতে॥
ভাল হৈল দুই জনে হৈল ইষ্ট লাভ।
নিতিনিতি বৃদ্ধি হকু[১] প্রাণবন্ধু ভাব॥
কিশোরী হইঞা সভে রসে পরিণত।
রসিক নাগরী সভে শিখাইব কত॥
যবে অবশিষ্ট যত গোপকুমারিকা।
কৃষ্ণপতিহেতু কত অর্চ্চিল চণ্ডিকা॥
ভাবসিদ্ধ বলি তারে দেবী দিল বর।
এই কার্য্য সিদ্ধ হৈলে আমি যাই ঘর॥
হইঞা বান্ধববৃন্দ যুবতী মণ্ডলে।
বিশদ কদম্বছায়া মণ্ডপের তলে॥
কুঙ্কুম চন্দনে তাহে দেই আলিপনা।
যন্ত্রিণী মিলিঞা সভে করুন বাজনা॥
ভৃঙ্গারের ঝারি ভরি তাহে কর ঘট।
অঙ্গের ওঢ়নি দিঞা কর অন্তঃপট॥
মুকুট করহ[২] চিত্র বৈজয়ন্তী ফুলে।
জল সাঞা আন প্রিয় কালিন্দীর কূলে॥

---

১ হউ ২ মেলাহ

কথাবার্ত্তার কাজে পাছে আছেন পৌর্ণমাসী।
বিধিবাক্য বলাবেন গার্গী ভার্গী আসি॥
গার্গীরা কন্যার কর্ত্তা ভার্গী পুরোহিত।
এইরূপে কর শীঘ্র[1] বিবাহ বিধিত॥
এই কার্য্য সমাধিঞা কহি সভাকারে।
একেক সুন্দরী যাহ একেক কুটিরে॥
দৈবেই অসীম কুঞ্জ অসীম রূপসী।
কৃষ্ণসঙ্গে রঙ্গ পাবে প্রতিকুঞ্জে বসি॥
বিশদ কদম্বতরু মনোজ্ঞ সুন্দর।
তার তলে হাসিঞা বসিলা কৃষ্ণ বর॥
পরশুরামের বাণী শুন[2] ইতিহাস।
রঙ্গিণী সকল করে গন্ধঅধিবাস॥

রাগ মঙ্গলগুর্জ্জরী

যমুনার জলতট নিকট নিপট
পুরটময় নটশালা।
চৌদিগে সারি সারি বরজ নাগরী
বর[3] নাগর[4] নন্দবালা॥
সুবীণা সপ্তস্বরা মুরুজ মন্দিরা
খঞ্জরি করিলা সাধনা।
ডিণ্ডিমি ঝাঝরি মুরুলি মোহুরি
বাজায়ে[5] বিবিধ বাজনা॥
কুমারীগণ সঙ্গে মদন মন রঙ্গে
কেহো বা কৃষ্ণ হেরি হাসে।
যুবতী যত ধন্যা পরশি বর কন্যা
ব্রাহ্মণী বেদবিধি ভাষে॥
মহীগন্ধশীল ধান্য দূর্ব্বাদল
কুসুম মালা পূগফলে।

---

১ ঝাট ২ শুনি ৩ নাগর ৪ নব ৫ বাজে

লইঞা দধি সর সর্পিস সিন্দুর
পরশে কাহ্নু পদতলে ॥
শঙ্খ কজ্জল পরশি ভালতল
দলিততর গোরোচনা।
শ্বেত সর্ষপ হরিদ্রা আদি উগ
গঠন[১] মণি রূপা সোনা ॥
স্বস্তিক দর্পণ চামর চন্দন
পরশি সুখময় ভালে।
হরিত নাগবল্লী রতন দীপপল্লী
করিঞা পরিসর থালে ॥
রূপ ঝলমল শ্রীমুখমণ্ডল
নিরখি আরতি অপার।
বেদবিধিমত আরতি করত[২]
সভেই শত শত বার ॥
কুসুম দধি মধু লইঞা ব্রজবধূ
অর্চ্চিঞা কানুর চরণে।
আনন্দে হুলুথুলি মঙ্গল হুলাহুলি
কৌতুক কুসুমকাননে ॥
কক্ষায়ে হেমঘট উপরে চিত্রপট
জলেরে যায়ে[৩] দ্বিজরাণী।
সুন্দরী সব পাশে আনন্দআবেশে
সোহাগে লোটাঞা ধরণী ॥
রাধিকা কৃষ্ণগুণ গাইছে গোপীগণ
বাজিছে বিবিধ বাজনা।
ললিত অভিনব গুণ মান যে সব
তান লএ[৪] মুরুছনা ॥
মিলিঞা সব সই যমুনা জল সাই
আইলা বরের নিকটে।

১ ঠন ২ করে কত ৩ জল সায়ে ৪ তানময়

লইঞা কন্যাগণ করিল প্রদক্ষিণ
সমুখে ধরি অন্তঃপটে ॥
যবে সে ছিলা দূরে তুহুঁ সে তুহুঁ করে
সঘনে আইস আস্থ বলি।
নিকট দরশনে দহন নিবারণে
কুসুম করে পেলাপেলি ॥
শ্রীঅঙ্গে পুষ্পমালা অর্চ্চিঞা ব্রজবালা
কানুরে কর পরণাম।
নাগর বর হরি স্বীকার কৈল নারী
দিলেন নিজ পুষ্পদাম ॥
মধুর নবশাখা কর্পূর যব মাখা
বেঢ়িঞা ললিত নলিনী।
নাগর বর হাথে কুমারীগণ সাথে
করিল কুসুম ছামনি ॥
লইঞা কন্যাগণে রাখিল কুঞ্জবনে
ললিত লতিকার ঘরে।
বিবিধ বাস দিঞা রাখিলে শুয়াইঞা
বিচিত্র করি পদশিরে ॥
চলহ বর হরি খুজিঞা[১] আন নারী
ধরিঞা তোল তার হাথে।
চলিতে শ্যামরায় নূপুর বাজে পায়
যুবতীগণ চলু সাথে ॥
গোবিন্দআগমন জানিঞা কন্যাগণ
অন্তরে উপজল ভয়।
চাতুরী করি তায় পরশে জানি পায়
নূপুরে করে পরিচয় ॥
রসিক বর হরি কামিনী কর ধরি
আইলা নীপতরুতলে।

১ চাহিঞা

বেঢ়িয়া গোপীগণে রতনসিংহাসনে
বসিলা কিশলয়দলে ॥
উপরে ঘটদল বরের করতল
সমুখে বসাইঞা বালা।
কুমারীগণ লঞা কানুর বুকে দিঞা
বান্ধিল বকুলের মালা ॥
আভির প্রকরণে শ্রীনন্দনন্দনে
সঙ্কল্প করিঞা রচনা।
সদত ফুলজলে দিলেন করতলে
পুরল কামিনীকামনা ॥
মনের কৌতুকে দিলেন যৌতুকে
বলয়া মণিময় হার।
অভয়া ফলজল দিলেন দূর্ব্বাদল
করিঞা বহু পরিহার ॥
গোত্রগতি আদি গমন সপ্তপদী
উপল পরশিল পায়।
বসন সিন্দূর আপনি দিল বর
গোপিনী মঙ্গল গায় ॥
সিদ্ধ সুর নর চারণ কিন্নর
সঘন শোভন আকাশে।
বাজাএ দৃমি দৃমি দুন্দুভি ডিণ্ডিমি
কৌতুকে কুসুম বরিষে ॥
শ্রীরূপ সনাতন পরম কারণ
অনেক পুরাণের ভাষা।
সে সব উক্তি শুনি মঙ্গল অনুমানি
মাধবসঙ্গীত আশা ॥
নাগরবর শ্যাম প্রসঙ্গ অনুপাম
বিবাহবিধি বৃন্দাবনে।
অশেষ পাপ হরে যাতনা যায় দূরে
শ্রদ্ধায়ে যেই জন শুনে ॥

[১]সংসারে ধনি ধনি ক্ষেত্রিয় শিরোমণি
শিখরশ্যাম অধিপতি।
নৃপতি আশ্রমে দ্বাদশকন্য[২] গ্রামে
রচিল সঙ্গীত পুঁথি ॥
ধন্য সে ঠাকুরাল বাঢ়ুক[৩] বহুকাল
ধনি সে পাত্র পরিধান।
ধন্য সে সব প্রজা বৈষ্ণব পদপূজা
করেন হরিগুণগান ॥
পরশুরাম দীন সাধন সঙ্গহীন
ব্রাহ্মণ কুলশীল পাঞা।
দিবস দুই চারি প্রকারে বিহরি
রাধাকৃষ্ণ গুণ গাঞা ॥

॥ তথাহি ॥

কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগী নরীশ্বরী।
নন্দগোপসুতং দেহি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

রাগ মুলতান

কুঞ্জে লো আজু মদন তরঙ্গ।
রসবতী নায়রি শ্যামক সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

এতেক কৌতুক করি যত সখীগণে।
যূথে যূথে দাণ্ডাইলা কৃষ্ণবিদ্যমানে ॥
কেহো বলে কন্যাগণ যাহ বাস ঘরে।
একত্রে শয়ন শয্যা বিধি কন্যা বরে ॥
কেহো বলে কর নারীর কেশ সংমার্জ্জন[৪]।
একত্রে বসিঞা কুঞ্জে করহ ভোজন ॥

১ পরবর্তী চার পঙ্ক্তি ক-পুঁথিতে নেই। ২ দ্বাদশ কন্যা? ৩ রহুক
৪ মার্জ্জন

কেহো বলে কন্যাপৃষ্ঠে সিন্দুর মণ্ডলী[১] ।
আপনে লেখুন বর বিধিবাক্যাবলী ॥
আপনে লেখিঞা আপে মুছিবে কানাঞি ।
কহিঞা সমুখ ছাড়ি পৃষ্ঠ দিব নাঞি ॥
করে ধরি বাসঘরে করুন পয়ান ।
বিবাহের পারম্পর্য্যা এসব বিধান ॥
কেহো বলে সখী তুমি কেনে কুঞ্জবনে ।
কাহ্নু সঙ্গে কুলবতী কেমন বিধানে ॥
কেহো বলে সুখময় সুন্দর কানাঞি ।
স্বেচ্ছাএ যে করে তাহে যুক্তি বিধি নাঞি ॥
নবীন নাগরী সব নব অনুরাগে ।
রূপগুণ পরিচয় করে কৃষ্ণ আগে ॥
গোপালী ধনিষ্ঠা কৃষ্ণা খঞ্জনাক্ষি নীলা ।
বিশারদা তারাবলী শঙ্করী বিমলা ॥
চকোরাক্ষি কুঙ্কুমাদি মেলি নবরঙ্গে ।
পরিহাস প্রীতকথা কহে কৃষ্ণসঙ্গে ॥
কেহো বলে প্রাণবন্ধু নিবেদন করি ।
কুলটা করিলা তুমি গোকুলের নারী ॥
এরূপ রসের কূপ নয়ানহিলোলে ।
চাহিতে চমকে প্রাণ হিয়া ধরা দোলে ॥
কেহো বলে ত্রিভঙ্গ ললিত নটছান্দে ।
দেখিলে আকুল প্রাণ না দেখিলে কান্দে ॥
কেহো বলে কেমনে সে বিদগধ বিধি ।
শ্যামরূপে ঢালিঞা দিয়াছে কত নিধি ॥
আর তাঁহে ভাঁতিয়া চলন ধীরে ধীরে ।
ডুবিল যুবতীজাতি রসের পাথারে ॥
ভুবন ভুলিল শ্যামরূপের বাতাসে ।
কেহো বলে মুরুলি আছিল কোন দেশে ॥

---

১ পুত্তলি

শুনিঞা বংশীর ধ্বনি কে রহিব ঘরে।
প্রতি ফুঁকে বুকে বিন্ধে সন্ধানিঞা শরে॥
এই মত লীলা[1] করে গোপীগণ লঞা।
ব্রহ্মারাত্রি গোঙাইলা আনন্দ করিঞা॥
পরশুরামের রহু গুরুপদে আশা।
এহোকালে পরকালে বৈষ্ণব ভরসা॥[2]

১ বিলাস ২ ক-পুঁথিতে তৎপর লেখা আছে "ইতি। শকাব্দা ১৬৮১ সাল সন ১১৬৬ সাল"। এবং খ-পুঁথিতে লেখা আছে "ইতি শ্রীমাধবসঙ্গীত গ্রন্থ সংপূর্ণং। লিখিতং শ্রীরাধারমণ ঘোষ তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ শাকিম বাতিকার॥ সন ১১৯৩ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র মঙ্গলবার শুক্লা ষষ্ঠী। শকাব্দা ১৭০৮।৪।১৫।৮ সমাপ্ত…গ্রন্থ… আদর্শ শ্রীমৎ গোপীচরণ দাস বৈরাগীঠাকুর মোকাম ৬পাএরের আখড়া। লিখিতং বহুযত্নেন যশ্চোরয়তি পুস্তক। শূকরী তস্য মাতা পিতা চ ভব গর্দ্দভ॥ শ্রীশ্রী॥ শ্রীশ্রী৮॥ একশত সপ্তত্রিংশৎ পত্রে মাধবসঙ্গীত গ্রন্থ সমাপ্ত।"